তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা।]

১ম ভাগ। ১৬শ সংখ্যা। | ১ লা মাঘ, সোমবার, ১৮০০ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৪৯। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩

ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষিণী কুমারী কলেট বর্ষে বর্ষে 'ব্রাহ্ম সম্বৎসর' নামে এক একখানি ইংরাজী পুস্তক প্রচার করেন। এবার কার পুস্তকখানি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কুমারী কলেট ব্রাহ্মসমাজের হিতার্থ কিরূপ পরিশ্রম করেন, এবং এই জন্য কত সময় ও অর্থ ব্যয় করেন তাহা যাঁহারা দেখিতে ইচ্ছুক তাঁহারা তাঁহার এ বারের "ব্রাহ্ম সম্বৎসর" খানির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। এই স্বল্পকায় গ্রন্থ খানির মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজের গত আন্দোলনের প্রকৃত বিবরণ অতি সুন্দররূপে চিত্রিত রহিয়াছে। পাছে কোন পক্ষের প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ পায়, এই জন্য কুমারী কলেট সতর্ক হইয়া উভয় পক্ষের বিবরণ যথাসাধ্য তাঁহাদের নিজ নিজ উক্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন। যেখানে পরস্পরের বিরোধ সে সকল স্থলে উভয়ের কথা পাশা পাশি দিয়াছেন; যেখানে ব্রাহ্মদিগের নিজের উক্তিতে কোন প্রকার ভ্রম দেখিতে পাইয়াছেন, তাহা সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। বলিতে কি গ্রন্থখানি পাঠ করিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। গ্রন্থ খানির কলেবর ৯৬ পৃষ্ঠা; মূল্য ১ টাকা। এই সমুদায় পৃষ্ঠা আদ্যোপান্ত ব্রাহ্মদিগের জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ।

কুমারী কলেট নিজে গত বিবাহের বিষয়ে কি ভাবেন তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকা হইতে কিয়দংশের অনুবাদ করিয়া দেওয়া যাইতেছে। "প্রায় এক বৎসরের অধিক কাল গত হইল আমি প্রথমে শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবিহারী সেনের নিকট হইতে এক পত্র প্রাপ্ত হই। উক্ত পত্রে তিনি আমাকে কুচবিহারের রাজার সহিত তাঁহার ভ্রাতৃ দুহিতার ভাবী পরিণয়ের সংবাদ দেন। এই সংবাদ প্রাপ্তিতে চমকিত এবং ভীত হইয়া আমি এরূপ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য লিখিয়া পাঠাই। আমার অন্যান্য আপত্তির মধ্যে প্রধান আপত্তি এই ছিল, যে উক্ত বিবাহে যখন ১৮৭২ সালের ৩ আইন খাটিবার সম্ভাবনা নাই, তখন বিবাহের বৈধতা রক্ষা করিবার জন্য পৌত্তলিক অনুষ্ঠান আবশ্যক হইবে। আমি প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে তদধিক ব্যগ্রতার সহিত কয়েকখানি পত্র লিখি। এই সকল পত্রে আরও তিন জন বন্ধু আমার সহিত যোগ দেন। তাঁহারা সকলেই একেশ্বরবাদী এবং কেশব বাবুর বিশেষ ভক্ত। আমি তদবধি সেন ভ্রাতৃদ্বয়ের কাহারও নিকট হইতে কোন পত্র পাই নাই; কিন্তু কৃষ্ণবিহারী বাবু উক্ত তিন বন্ধুর এক-জনকে পত্র লিখিয়া বলেন যে বিবাহের প্রস্তাব রহিত হই-য়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া আমাদের দুর্ভাবনা গেল; কিন্তু তাৎক্ষণিক। ২ রা মার্চ্চ আমি প্রতাপ বাবুর নিকট হইতে একখানি সুদীর্ঘ পত্র প্রাপ্ত হই; উক্ত পত্রে প্রতাপ বাবু বিবাহের দিন স্থির বলিয়া সংবাদ দেন এবং আমাদের আপত্তি ভঞ্জন করিবার প্রয়াস পান। যে সংবাদ আমরা এতদিন লজ্জায় গোপন করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে প্রকাশ হইয়া পড়িল, এবং কেশব বাবুর প্রায় সমুদায় বন্ধুই বিষাদ ও বিস্ময়ে নিমগ্ন হইলেন। এমন কি অনেকে প্রথমে এই সংবাদ শুনিয়াও বিশ্বাস করেন নাই, অবশেষে নূতন নূতন সংবাদ আসিয়া সকলের সংশয় দূর করিল।"

এই বিবাহ নিবন্ধন কেশব বাবুর ইউরোপস্থ বন্ধুগণের মনের ভাব কিরূপ সে বিষয়ে কুমারী কলেট বলেন;— "কেশব বাবুর ইংলণ্ডস্থ বন্ধুগণ কিরূপ ভগ্নাশ হইয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; কেশব বাবুর ইউরোপের মহাদেশস্থ অনেক বন্ধুরও মনের ভাব এই প্রকার। তাঁহাদের মধ্যে দুইজনে একত্রে কেশব বাবুর কয়েক খানি গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতে যাইতেছিলেন তাঁহারা সে উদ্যম পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমার এস্থলে বলা উচিত, যে ইউরোপ মহাদেশস্থ দুইজন ভদ্রলোক এবং ইংলণ্ডের কয়েক জন সম্ভ্রান্ত বন্ধু সাধারণের মত হইতে স্বতন্ত্র প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন, এবং কেশব বাবুর শিষ্যগণ তাঁহাকে হঠাৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া অত্যন্ত দুঃখিত। এই সকল ব্যক্তির সংখ্যা যদিও অল্প কিন্তু চরিত্র অংশে সকলেই অতি শ্রদ্ধেয় লোক; তাঁহাদের সংস্কার যে প্রতিবাদপক্ষীয়দিগের অপেক্ষা পুরাতন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মভাব অধিক; সাধারণতঃ তাঁহাদের স্থূল মত এই যে প্রতিবাদ পক্ষীয়দিগের দ্বারা যে কোন বিশেষ উপকার দর্শিবে তাহার বড় আশা নাই।" ইহার উত্তরে

কুমারী কলেট বলেন "কেশব বাবু এক সময়ে ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেরূপ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন প্রতিবাদপক্ষীয়দিগের মধ্যে সেরূপ প্রতিভাশালী কেহ নাই, কিংবা অদ্যাবধি শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের উৎকৃষ্ট রচনার ন্যায় ইংরাজী লিখিতে সমর্থ হইয়াছে এমন কেহ নাই, ইহা সত্য কথা; কিন্তু ইহার অর্থ এ নয় যে ইঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মজীবন বা চিত্তের ঐকান্তিকতার অভাব আছে। বরং আমি যতদূর দেখিতেছি তাহাতে এ উভয়ের প্রচুর সদ্ভাব দেখিতে পাই। গত সাত মাসে যেরূপ কার্য্য হইয়াছে তাহাতে এরূপ শক্তি ও বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় যাহাতে ভবিষ্যতে আশাতীত ফল লাভের সম্ভাবনা দেখিতে পাই"।

আমরা শুনিয়া পরম আনন্দিত হইলাম যে গয়ার ব্রাহ্মগণ ১১ ই মাঘের দিন অপরাপর কার্য্যের মধ্যে রামমোহন রায়ের স্মৃত্যর্থ কিছু করিবেন। কলিকাতার ৭ ই মাঘ যে সভা হইবে তাহার কার্য্য প্রণালী ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশ করা হইয়াছে। উক্ত কার্য্য-প্রণালীতে কেবল রামমোহন রায়ের বিষয়ক বক্তৃতা ও গল্প প্রভৃতি হইবে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর অনেকে আরও দুইটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন:—প্রথমতঃ রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ কোন কার্য্য করিতে হইলে কেবল ব্রাহ্মদিগকে লইয়া করা উচিত নয়; কারণ বাহিরের লোক অনেকে এবিষয়ে যোগ দিতে ইচ্ছুক। ব্রাহ্মেরা বিজ্ঞাপন দিয়া, ব্রাহ্মদিগের ভবনে সভা করিলে অনেকের যোগ দিতে আপত্তি হয়, সুতরাং সেরূপে বিজ্ঞাপন প্রকাশ না করিয়া সাধারণ ভাবে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলে হইত। দ্বিতীয়তঃ সভার দিবস কেবল বক্তৃতা পাঠ ও গল্প গাছা না করিয়া, রামমোহন রায়ের কোন প্রকার স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপন করিবার চেষ্টা করিলে ভাল হয়। এই উভয় প্রকার যুক্তিই সার-গর্ভ তাহাতে সন্দেহ নাই। ৭ ই মাঘের যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইয়াছে, তাহা ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের এক অঙ্গরূপে প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে বিজ্ঞাপন সাধারণের জন্য। দেশের সর্ব্ব সাধারণ লোকে যে ভাবে রামমোহন রায়ের নিকট ঋণী, ব্রাহ্মেরা তদপেক্ষা বিশেষভাবে ঋণী, সুতরাং তাঁহারা বিশেষ ভাবে যদি কিছু করেন, তাহাতে দোষ নাই; এরূপ সৎকার্য্যে দেশের সর্ব্ব সাধারণকে যোগ দিবার জন্য আমরা নিমন্ত্রণ করিতেছি; ব্রাহ্মদিগের প্রতি যদি কোন কারণে ঘৃণা থাকে, এ সময়ে তাহা পরিহার করা কর্ত্তব্য। এইরূপ স্থল বিশেষে ও কার্য্য বিশেষে যদি আমরা সকল শ্রেণী মিলিত হইতে না পারি তাহা হইলে আর কবে মিলিত হইব? ভাল, যদি এই উপলক্ষে মিলিতে এতই আপত্তি হয়, তবে বরং আর এক সময়ে সাধারণ ভাবে সকলকে লইয়া আরও কিছু করা হউক। দ্বিতীয় পরামর্শটিও যুক্তিযুক্ত। আমরা সভার উদ্যোগকর্ত্তাদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা সেদিন কেবল নিরবচ্ছিন্ন বক্তৃতাদির দ্বারা সময় যাপন না করিয়া যেন রামমোহন রায়ের কোন প্রকার স্থায়ী-চিহ্ন রাখিবার প্রস্তাব করেন। মনে কর, যদি সেইদিন একটী কমিটী নিযুক্ত করা যায়, এবং রামমোহন রায়ের স্মৃতি রক্ষার ভার উক্ত কমিটীর হস্তে দেওয়া যায়, তাহা হইলে ভাল হয়। উক্ত কমিটী রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী মুদ্রিত করিবেন; রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত সংগ্রহ করিবেন; কলিকাতার চিত্রশালিকায় তাঁহার একটী উৎকৃষ্ট চিত্র বা প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনের চেষ্টা করিবেন; বিলাতে রাজার যে সমাধি-মন্দির আছে মধ্যে মধ্যে তাহার জীর্ণ-সংস্কার করিবেন। কমিটী-নিয়োগ এবং অর্থ সংগ্রহের কথা শুনিয়া অনেকে হয়ত নিরাশ হইবেন, কিম্বা হাস্য করিবেন; কিন্তু আমরা ইহাতে অসম্ভব কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। মৃত উড্রো সাহেবের স্মরণার্থ কয়েক বৎসর হইল কলিকাতাতে একটী কমিটী নিযুক্ত হয়, তাহা বোধ হয় অনেকে জানেন। বাঙ্গালিরাই তাহার প্রধান উদ্যোগী এবং অর্থদাতা। এই দুই তিন বৎসরের মধ্যে উড্রো সাহেবের একটী প্রতিমূর্ত্তি খোদিত হইয়া আসিয়াছে বোধহয় ত্বরায় তাহা কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ভবনে বিধি-পূর্ব্বক অনাবৃত্ত করা হইবে। উড্রো সাহেবের স্মৃতি রক্ষার্থ সকল শ্রেণীর নিকট সাহায্য পাওয়া যায় নাই; কিন্তু এমন কোন বাঙ্গালী আছেন, যিনি রামমোহন রায়ের স্মৃতি রক্ষার্থ কিছু অর্থ সাহায্য করিবেন না? অতএব এবিষয়ে নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই।

ব্রাহ্মপাঠকদিগের অনেকে বোধহয় জানেন না যে পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবার সময় অগ্নিতে উপবীত দগ্ধ করিবার প্রথা ছিল। আদি সমাজে অনেক দিন এই প্রথা চলিয়া আসিয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মের অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করিয়া দীক্ষিত হইবার সময় একটী অগ্ন্যাধার আনয়ন করা হইত এবং ব্রাহ্মণগণ তন্মধ্যে নিজনিজ উপবীত নিক্ষেপ করিতেন। সমাজ হইতে গৃহে গিয়া সকলেই আবার উপবীত গ্রহণ করিতেন বটে কিন্তু অন্ততঃ ধর্ম্মদীক্ষার সময় উপবীত দগ্ধ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। এরূপও শ্রবণ করা যায়, যাঁহারা দুর্ব্বলতাবশতঃ একেবারে উপবীত পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না, তাঁহারা অন্ততঃ উপাসনা কালে উপবীত উন্মোচন করিয়া উপাসনা কার্য্য সমাধা করিতেন। সুতরাং উপবীতের প্রতি ব্রাহ্মসমাজের নূতন আক্রোশ নয়। আদি সমাজের উল্লিখিত প্রথা বোধহয় মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের বচন দৃষ্টে প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের কার্য্য-প্রণালীর যে বিজ্ঞাপন স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল, তন্মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার এবং ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ কল্যাণ সম্বন্ধীয় বিষয়ের আলোচনার্থ মফস্বলের ও কলিকাতার ব্রাহ্মদিগকে একত্র করিয়া একটী সভা করিবার প্রস্তাব আছে। উক্ত সভাটী করিবার তাৎপর্য্য এই:—অনেক সময় মফস্বলের অনেক লোকের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার প্রভৃতি বিষয়ে অনেক বক্তব্য থাকে। তাঁহারা মফস্বলে বসিয়া যে সকল অভাব যেরূপ অনুভব করেন,

সহরের ব্রাহ্মদিগের তাহা জানিবার উপায় থাকে না। সুতরাং যদি এরূপ একটী সভা করা হয় যাহাতে বিশেষ ভাবে উৎসবে সমাগত মফস্বলবাসি ব্রাহ্মদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইবে, এবং সেই সভায় তাঁহারা নিজ নিজ মত প্রকাশ করিবেন, তাহা হইলে প্রচার কার্য্যাদি সম্বন্ধে অনেক সৎ-পরামর্শ পাইবার সম্ভাবনা। আমাদের বোধহয়, উক্ত সভায় আর একটী বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা কর্ত্তব্য। এখন মফস্বলে অনেকগুলি ব্রাহ্মপরিবার নানা স্থানে পড়িয়া রহিয়াছেন; তাঁহাদের পুত্র কন্যাদিগের শিক্ষার সদুপায় বিধান করা দুষ্কর। প্রথমতঃ মফস্বলে সকল স্থানে উৎকৃষ্ট শিক্ষার উপায় নাই। দ্বিতীয়তঃ নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকাতে পিতা মাতা স্বয়ং সে অভাব দূর করিবার সময় পান না। অতএব সেই সকল বালক বালিকার শিক্ষার কিরূপ উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য, তাহাও উক্ত সভায় বিবেচিত হওয়া উচিত। কলিকাতাতে যদি ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের শিক্ষার্থ একটী বোর্ডিং বিদ্যালয় করা যায়, এবং এখানকার কতকগুলি সচ্চরিত্র পুরুষ এবং রমণী যদি অনুগ্রহ করিয়া শিশুদিগের নিকটে থাকিয়া তত্ত্বাবধান ও রক্ষার ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে এ অভাব অনেক পরিমাণে দূর হইতে পারে। তবে এ বিষয়ে বিবেচ্য অনেক আছে। কতগুলি বালক বালিকা রাখিলে এবং তাহাদের প্রত্যেকের নিকট কি পরিমাণে অর্থ লইলে এ প্রকার একটী বিদ্যালয় চলিতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে; সে সংখ্যক বালক বালিকা ও অর্থ সংগ্রহ হওয়া সম্ভব কি না, তাহাও স্থির করিতে হইবে। এই বিষয়ে সেই দিন কতকগুলি মত সংগ্রহ করিতে পারিলে ভাল হয়।

গত বৎসর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মফস্বলের অনেক সমাজের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। অনেক সমাজে প্রচারক প্রেরণ করিতে সমর্থ হন নাই। কোন কোন সমাজ প্রচারকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াও প্রাপ্ত হন নাই; কোন কোন সমাজে আশা দিয়াও যাইতে পারা যায় নাই; কোন কোন সমাজ অর্থ প্রেরণ করিয়াও দেখা পান নাই। তাঁহারা আমাদের এ অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। প্রথম গঠনের সময় অনেক পরিশ্রম করা আবশ্যক। সেজন্য সকলের একত্র থাকা প্রয়োজন। বলিতে গেলে, সাধারণ সমাজ এখনও প্রকৃত প্রস্তাবে প্রচার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। আপাততঃ কয়েকজনকে সাময়িক ভাবে নিযুক্ত করা হইয়াছে। কি প্রণালীতে প্রচার হইবে, প্রচারক নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইবেন, কি এক এক প্রদেশের ভার লইয়া থাকিবেন, তিনি বেতনভুক্ হইবেন, কি কল্যকার চিন্তা না করিয়া কার্য্য করিবেন? তিনি প্রচার কার্য্য গ্রহণের পর স্বতন্ত্রভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিবেন কি না? প্রচারক নিয়োগের পূর্ব্বে এই সকল প্রশ্ন মীমাংসা হওয়া উচিত। এই সকল প্রশ্ন মীমাংসা করিতে হইলে সমুদায় সমাজের মত গ্রহণ করিতে হইবে। গত বৎসর সে সময় হয় নাই; আগামী বর্ষের প্রথমেই এই কার্য্য আরম্ভ করা হইবে। উৎসব উপলক্ষে আলোচনার্থ যে সভা হইবে, তাহাতে এই সকল প্রশ্ন উত্থিত হইবে। অতএব মফস্বলের বন্ধুগণ এই সকল বিষয়ে কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া আসিবেন।

নিবেদন।

ব্রাহ্মগণ! বন্ধুগণ! সম্বৎসর পরে আপনাদিগকে সম্ভাষণ করিতেছি। ঝড়ের রাত্রি প্রভাত হইলে যেমন পরস্পরের সংবাদ লওয়া আবশ্যক হয়—সেইরূপ আমাদেরও পরস্পরের সংবাদ লওয়া আবশ্যক হইয়াছে। অনেক দিন পরস্পরের জন্য প্রার্থনা করি নাই—অদ্য বিশেষ ভাবে সেই কর্ত্তব্যটী সাধন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এত দিন সকলে নিজ পরিবার, নিজ সমাজ, নিজ কার্য্য প্রভৃতির বিষয় চিন্তা করিয়াছেন, এক্ষণে একবার সমুদায় ব্রাহ্ম পরিবার, সমুদায় মিলিত সমাজ ও সমুদায় সমাজের কার্য্যের বিষয় চিন্তা করুন,—এখন একবার পরমেশ্বরের মঙ্গল হস্ত আমাদের সমগ্র সমাজের মস্তকে দর্শন করুন,—বিবাদ বিসম্বাদের দিকে সম্বৎসর দৃষ্টিপাত করিয়া আসিয়াছেন, এখন একবার যেখানে আমরা সকলে এক, সেই খানে দৃষ্টিপাত করুন। আমরা কোথায় এক? কেন আমরা ত সকলেই পরব্রহ্মের উপাসনা করি। তবে আজ এই সুবিস্তীর্ণ দেশের দশদিক হইতে পরব্রহ্মের নামের ধ্বনি উচ্চারিত হউক; তবে আজ দশ দিক হইতে ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার চক্ষু সেই দিকে উত্থিত হউক। তবে আজ ব্রাহ্মেরা সকলে ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বরের নিকট ক্রন্দন করুন। ভাই! তুমি আমাকে কর্কশ কথা বলিয়াছ, আমার নিন্দা ঘোষণা করিয়াছ, আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছ—আমিও তোমার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছি—সে সকল উভয়ের দুর্ব্বলতা বশতঃ। কিন্তু যে জন্য আমরা বিবাদ করিয়াছি তাহাতে লজ্জিত হইবার কিছু নাই। কোন অর্থের জন্য ত বিবাদ করি নাই, কোন নিকৃষ্ট স্বার্থের জন্য ত তোমার নিন্দা করি নাই; কোন দুরভিসন্ধি সাধনের জন্য ত তোমার অনিষ্ট চেষ্টা করি নাই। তোমার দূষিত মত এবং গর্হিত কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছি। প্রতিবাদ করিতে গিয়া দুর্ব্বলতা-বশতঃ যদি কোন নিকৃষ্ট ভাবের উত্তেজনার বশীভূত হইয়া থাকি, তুমি সে সকল বিস্মৃত হও এবং ঈশ্বরও ক্ষমা করুন। এই কথা যেন আমরা মনে মনে পরস্পরকে বলিতে পারি। এস সকলে ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি।—

জগদীশ্বর! উৎসবের দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া আমরা আজ তোমার দিকে ব্যাকুল অন্তরে চাহিতেছি। দেশে বিদেশে আমাদের যে সকল ভাই ভগ্নী পড়িয়া আছেন, আজ আমরা বিশেষ ভাবে তাঁহাদিগকে স্মরণ করিতেছি। যিনি বন্ধু ভাবে আলিঙ্গন করিয়াছেন, কিম্বা যিনি শত্রু ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন সকলকেই আজ তোমার সন্তান বলিয়া অনুভব করিতেছি। তুমি পিতা, তোমার মঙ্গলসিংহাসনের চারিদিকে আজ আমরা বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইতেছি। আমরা

সকল ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা ও সকল সমাজ আজ তোমার কৃপার বিশেষ আবির্ভাবের জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। তুমি আমাদিগকে এই সময়ে বিশেষ সাহায্য বিধান কর। ব্রাহ্মসমাজের পথ-প্রদর্শক গুরু! তুমি ব্রাহ্মসমাজকে ঘোর সঙ্কট হইতে উদ্ধার কর! স্বাধীনতা ও সদ্ভাব উভয়কে একত্র রক্ষা করিবার শক্তি দেও। বিবাদ ও একতা উভয়কে মিলিত করিয়া দেও। যেন আমরা মুক্তির জন্য তোমা ভিন্ন আর কাহারও চরণে লুণ্ঠিত না হই; যেন তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও অবলম্বন না করি, অথচ যেন প্রত্যেক সাধু সচ্চরিত্র ও আমাদের ধর্ম্ম পথের সহায় পুরুষ ও রমণীর প্রতি কৃতজ্ঞ হই। যাঁহারা তোমার কার্য্যে প্রাণ দিয়াছেন, ধর্ম্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, জগতের কল্যাণের জন্য অশেষ ক্লেশ সহ করিয়াছেন, মতদ্বৈধ নিবন্ধন যেন তাঁহাদের মহত্ত্বের অপলাপ না করি। তোমার রাজ্যে তাঁহাদের নাম মহীয়ান হউক—তোমার শুভাশীর্ব্বাদ তাঁহাদের শিরে পতিত হউক—তোমার কৃপা তাঁহাদিগকে বর্দ্ধিত করুক। এই সম্বৎসরকাল স্বদেশে ও বিদেশে যে সকল পুরুষ ও রমণী তোমার নাম ঘোষণা করিয়াছেন, নর নারীর দুঃখ দুর্গতি দূর করিয়াছেন—সত্য ন্যায় প্রেম ও পবিত্রতা বিস্তারের প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে তুমি আশীর্ব্বাদ কর; তাঁহাদের আত্মাতে শান্তি এবং হৃদয়ে বল প্রদান কর। হে পরব্রহ্ম! তোমার পরম ইচ্ছা জয়-যুক্ত হউক এবং আমাদের ক্ষুদ্র বাসনা ও ক্ষুদ্র অভিসন্ধি এ সকল ধূলিসাৎ হইয়া যাউক।

বিগত বর্ষ।

উৎসবের দ্বারে উপস্থিত হইয়া আমরা সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের চরণে অবনত হইতেছি। সমস্ত দিবসের পরিশ্রমের পর আজ্ঞাবহ ভৃত্য যেমন প্রভুর নিকট নিজ কার্য্যের বিবরণ দিবার জন্য অগ্রসর হয়, আমাদেরও সেইরূপ ব্রাহ্মসমাজের অধিপতির নিকট ও ব্রাহ্মবন্ধুদিগের নিকট নিজ কার্য্যের বিবরণ দিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা আগামী বর্ষকে সম্মুখে এবং গত বর্ষকে পশ্চাতে রাখিয়া সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়াছি—সম্মুখে আশা বিশ্বাস ও নির্ভর পশ্চাতে কিয়ৎপরিমাণে আনন্দের সমাচার। কিয়ৎপরিমাণে বলিবার কারণ এই, এই সম্বৎসর কালের মধ্যে যে সকল কার্য্য যেরূপ সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করিবার ইচ্ছা ছিল ততদূর হয় নাই। কিন্তু সন্তোষের কারণ এই, যে কিছু ত্রুটি দৃষ্ট হইবে তাহা অনিচ্ছা বা ঔদাসীন্য নিবন্ধন ঘটে নাই, কিন্তু আমাদের অনুপযুক্ততা ও পরিশ্রম করিবার লোকের অভাব নিবন্ধন ঘটিয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যভার যে কয়েকজনের মস্তকে পড়িয়াছে, তাঁহাদের অস্থিমাংসে যত পরিশ্রম সয়—তাহার বোধ হয় ত্রুটি হয় নাই। পূর্ব্ব বর্ষে মাঘোৎসবে যখন আমরা মিলিত হই, তাহার পর এই এক বৎসরের ভিতর ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে অভূতপূর্ব্ব আন্দোলন ও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই সম্বৎসর কালের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে এবং অপর কতকগুলি ক্ষুদ্র সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; দুইটী ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা ও ৪।৫ টী সমাজের গৃহনির্ম্মাণার্থ অর্থ সংগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতবিধি অনুসারে ছয়টী বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে তিনটী বিধবাবিবাহ এবং তিনটী অসবর্ণ বিবাহ। একখানি ইংরাজী ও তিন চারি খানি বাঙ্গালা নূতন পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এইরূপে যেদিকে দেখা যায়, ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে নবজীবনের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টিপাত করিতে গেলে দেখা যায় যে, সাম্বৎসরের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নিজের নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়াছেন—সাধারণ সভা ও কার্য্য নির্ব্বাহক সভা গঠন করিয়াছেন; উত্তর বাঙ্গালা, উত্তর পশ্চিম, পঞ্জাব ও আসামে স্বীয় প্রচারক প্রেরণ করিয়াছেন; সংগৃহীত ১৪০৮ টাকা ব্যয় করিয়াছেন; স্বীয় নামে একটী মুদ্রা-যন্ত্র সংগ্রহ করিয়াছেন ও স্বীয় উপাসনাগৃহার্থ মহানগরের মধ্যস্থলে একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়াছেন—একখানি নূতন সঙ্গীত পুস্তক ও একখানি ব্রাহ্ম পঞ্জিকা মুদ্রিত করিয়াছেন; উক্ত পঞ্জিকার জন্য ৭০ টী সমাজ হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন। এক দিকে দেখিতে গেলে এই সকল কার্য্যও যথেষ্ট বোধ হয় না। কিন্তু কার্য্যারম্ভের প্রথমেই অর্থাভাব লোকাভাব প্রভৃতি নিবন্ধন যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা আমাদিগকে ভোগ করিতে হইয়াছে।

একদিকে দ্রষ্টব্য ও সুখের পদার্থ এই; গুলি অপর দিকে শোচনীয় বিষয়ও আছে। এই সম্বৎসরের মধ্যে বন্ধুবিচ্ছেদ এবং বিসম্বাদে আমাদের গৃহ পূর্ণ হইয়াছে; যাঁহাদের সহিত অনেক দিন একত্র বাস, একত্র বিহার একত্র পূজা প্রভৃতিতে এক সময় সুখে কাল গিয়াছে, এরূপ অনেক বন্ধুর বিরাগ বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভাজন হইতে হইয়াছে—ব্রাহ্ম ব্রাহ্মকে অভদ্র ভাবে গালি দিয়াছেন—ব্রাহ্ম ব্রাহ্মের মিথ্যা নিন্দা রটনা করিয়াছেন—ব্রাহ্ম নিজ কার্য্যের অযথা বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন—ব্রাহ্ম অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া ব্রাহ্মকে নীচের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। উৎসবের দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া আমরা এ সকলও স্মরণ করিতেছি এবং স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইতেছি; ব্রাহ্মেরাও লজ্জিত হউন।

যাঁহার শুভ ইচ্ছা অবলম্বন স্বরূপ হইয়া পশ্চাতে রক্ষা করিতেছে, তাঁহারই আশীর্ব্বাদের উপর নির্ভর করিয়া আমরা অবাধে নব বর্ষে পদার্পণ করিতে যাইতেছি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগ কর্ত্তাদিগের আনন্দের সকল কারণের মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, তাঁহারা ইহার মধ্যে আপনাদের মন্দিরের জন্য একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আসামস্থ দুইজন সভ্য তাঁহাদের স্থানান্তরে প্রকাশিত পত্রে যেরূপ পরামর্শ দিয়াছেন, এইরূপ পরামর্শ আরও অনেকে দিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির সম্বন্ধে কি করা হইবে, তাহা স্থির না হওয়াতে, বর্ত্তমান উদ্যোগ কর্ত্তাদিগকে বহুদিন সঙ্গিহীন অবস্থায় থাকিতে হইয়াছিল। বলিতে গেলে, গত দুই মাসের পূর্ব্বে একটী স্বতন্ত্র মন্দির নির্ম্মাণের চেষ্টা হইবে কিনা তাহা স্থির হয় নাই।

কিন্তু অবশেষে সকল দিক বিবেচনা করিয়া স্বতন্ত্র উপাসনার স্থান নির্ম্মাণ করাই স্থির হইল, এবং তৎক্ষণাৎ চেষ্টা আরম্ভ হইল! অমনি ভূমি অন্বেষণ এবং অর্থ সংগ্রহ হইতে লাগিল। আজ আনন্দের সহিত সংবাদ দিতেছি, যে কলিকাতা মহানগরের মধ্যস্থলে, প্রকাশ্য রাজপথের অব্যবহিত পার্শ্বে একখণ্ড সুপরিসর ভূমি ক্রয় করা হইয়াছে এবং উক্ত স্থানে আগামী ১১ই মাঘের সময় নূতন গৃহের ভিত্তিস্থাপন করা হইবে, ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে এই কার্য্য করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে, তিনি এক্ষণে নগরে নাই। যদি তিনি অনুগ্রহ করিয়া সে সময়ে নগরে পদার্পণ করেন, তবে তাঁহারই হস্ত দ্বারা এই উপাসনা মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইবে। সমধিক সুখের সংবাদ এই যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেকগুলি সভ্য এই উপাসনা-গৃহ নির্ম্মাণার্থ এক এক মাসের আয় দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং দিতেছেন। এক মাসের অধিক অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা আরম্ভ হয় নাই; ইতিমধ্যেই চারি সহস্রের অধিক টাকা চাঁদা হইয়াছে. এখনও কলিকাতার সকল বন্ধুর নিকট যাইবার সময় হয় নাই, মফঃস্বলের বন্ধুদিগের দ্বারেত এখনও যাওয়া হয় নাই। এজন্য উদ্যোগকর্ত্তারা কাহারও দ্বারে যাইতে বাকি রাখিবেন না। আমাদের বন্ধু যিনি যেখানে আছেন, আমাদিগকে সাহায্য করিবার যাঁহার কখনও ইচ্ছা হইয়াছে, তিনি এ সময়ে অগ্রসর হউন। এতবড় একটী কার্য্যের জন্য এক কালে এক মাসের আয় দেওয়া অধিক নয়। পৌত্তলিক সমাজ মধ্যে যদি সকলে থাকিতাম, পৌত্তলিক অনুষ্ঠান যদি সকলকে করিতে হইত, তাহা হইলে এক বৎসরে এক-মাসের আয়ের অপেক্ষাও কি অধিক অর্থ ব্যয় হইত না? এ স্থলে দেয় অর্থ হয়ত এক বৎসরের অধিক কালে সংগৃহীত হইবে। তাহাও কি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ দিতে পারিবেন না? 'না' বলিতে আমাদের ইচ্ছা হয় না। কেবল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য কেন, আমরা কাহাকেও অনুরোধ করিতে ক্রটী করিব না। জগদীশ্বর আমাদের সহায় হউন।

"মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং"

জগদীশ্বর আমি কি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছি! কেন এইরূপ কাজ করিব? তুমি ত আমাকে পরিত্যাগ কর নাই; আমি যেন তোমাকে পরিত্যাগ না করি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অদ্য ঈশ্বরকে এই কথা বলিতেছেন। এত দিন ব্রাহ্মেরা ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতার নামে যেরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়া আসিয়াছেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা অবধি এই পত্রে এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংক্রান্ত অপরাপর পত্রে তাহাহইতে স্বতন্ত্র প্রকার কথা বার্ত্তা দেখিয়া আসিতেছেন। ইহা দেখিয়া কাহারও কাহারও এরূপ সংস্কার জন্মিতে পারে যে আমরা ভক্তি বা আধ্যাত্মিকতার আদর করি না। যদি কাহারও এরূপ সংস্কার জন্মিয়া থাকে, তাহা প্রাপ্তসংস্কার। তাঁহাকে বলি তিনি আরও দুই বৎসর অপেক্ষা করুন, আমরা যে লক্ষ্য ধরিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা যখন কার্য্যে ফলিত হইতে থাকিবে, তখন আমাদের বর্ত্তমান উক্তি সকলের তাৎপর্য্য অবগত হইবেন। গত ৬।৭ বৎসর হইতে ব্রাহ্মসমাজে যেরূপ ধর্ম্ম ভাবের চর্চ্চা হইয়া আসিতেছে, তাহার অনিষ্ট ফল দেখিবার জন্য কাহারও অন্বেষণ আবশ্যক নয়। ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান, উপবীত ত্যাগ, পরিবার মধ্যে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম পালন এ সকল কথা ত এক প্রকার উঠিয়া যাইবার উদ্যোগ হইয়াছে। ধর্ম্মসাধন কেবল উপাসনা, সংকীর্ত্তন, রন্ধন, একাহার প্রভৃতিতে দাঁড়াইয়াছে। এই কালের মধ্যে চারিদিকে ব্রাহ্মদিগের চরিত্র বিষয়ক দুর্ব্বলতারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এ সকলের কারণ কি? যাহারা এক সময়ে উৎসাহ সহকারে সমাজে যোগ দিয়াছিল, বিশ্বাসের জন্য তাড়না, নিগ্রহ নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিল, তাহাদের অনেকে যে ভীরুর ন্যায়, কাপুরুষের ন্যায় রণে ভঙ্গ দিল ইহার কারণ কি? কেশব বাবু যে বৎসর বজ্র-ধ্বনিতে গগণমেদিনীকে কম্পিত করিয়া অবশেষে নিজের কথার বিরুদ্ধ আচরণ নিজে করিলেন তাহার কারণ কি? যাহারা এক সময়ে জাতিভেদ মানে নাই উপবীত ত্যাগ করিয়াছে, অসবর্ণ বিবাহে আনন্দের সহিত যোগ দিয়াছে, তাহারা যে নিজের পুত্র কন্যার বিবাহের সময় অন্য জাতিকে বিবাহ দিতে কুণ্ঠিত হয় ইহার কারণ কি? যাহারা একসময় স্বার্থনাশের দৃষ্টান্তস্থল ও ত্যাগস্বীকারের আদর্শ স্বরূপ ছিল, তাহারা যে সংসারী, ন্যায় বিষয়াসক্ত ও নীচ হইয়া পড়িয়াছে ইহার কারণ কি? যাহারা একসময়ে চরিত্র বিষয়ে দেবতার ন্যায় দীপ্তিশালী ছিল, তাহারা যে সে জ্যোতি হারাইয়া লোকের চক্ষে হীন হইয়া গেল ইহার কারণ কি? ইহাতে কি প্রমাণ হয় না যে যে ধর্ম্মভাব এক সময়ে সমাজ মধ্যে জলন্ত ছিল তাহা নির্ব্বাণ হইয়া আসিতেছে। ধর্ম্মভাব কাহাকে বলে? কেবল কীর্ত্তনের উন্মত্ততা বা কেবল স্বহস্তে রন্ধনেই কি ধর্ম্ম ভাব প্রকাশ পায়? যে আলোকে অন্ধকার দূর করে না, তাহা কি আলোক? যে ধর্ম্মভাবে জীবনকে তেজোময় করে না, যাহাতে চরিত্রের দীপ্তি ও উজ্জলতাতে পাপকে দূরে রাখে না, যাহাতে বীরত্ব ও সংকল্পের উদয় করে না; যাহাতে ঈশ্বরের মুখাপেক্ষা করিয়া ধর্ম্ম সংগ্রামে অগ্রসর হইতে সাহসী করে না; তাহা কি ধর্ম্মভাব? ব্রাহ্মেরা এইরূপ ধর্ম্ম-ভাবকে ধর্ম্মভাব বলিতে শিক্ষিত হইয়াছেন। আমরা এরূপ ধর্ম্মভাবকে অপদার্থ, অকর্ম্মণ্য, ও অকিঞ্চিৎকর ভাব বলিয়া জানিতে শিক্ষা দিতেছি। এজন্য কেহ যদি বলেন আমাদের আধ্যাত্মিকতা বা ভক্তির দিকে দৃষ্টি নাই, আমাদের ব্রহ্মের প্রতি অনুরাগ নাই, তাঁহার প্রতি নির্ভর নাই, ভক্তিতে রুচি নাই; তিনি সচ্ছন্দে বলুন। আমরা সে জন্য বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত বা দুঃখিত নই। দেখ আমরা কেমন ভক্ত, আমরা কেমন সাধক এরূপ বলিয়া আত্মগরিমা প্রচার করিবার ইচ্ছাও নাই। সেরূপ গরিমা করা যাঁহাদের অভ্যাস আছে তাঁহারাই করেন।

ব্রাহ্মদের মনের ভাব স্বর্গ ছাড়াইয়া গিয়াছে, কিন্তু জীবন পাতালে পড়িয়া আছে। ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় প্রার্থনা,

ও ভক্তির সরসতা অন্য সম্প্রদায়ে দেখা যায় না, কিন্তু কার্য্যে ব্রাহ্মদের দশা শোচনীয়। এই অভাবটী দূর হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। দশজন লোক উপাসনা করিতে শিখিল; কীর্ত্তনের সময় করতালি দিতে শিখিল; নগর কীর্ত্তনের সময় নিশান ধরিতে শিখিল; স্বহস্তে রন্ধন ও অষ্টোত্তর শত নাম করিতে শিখিল, এইমাত্র হইলেই ধর্ম্ম প্রচার হইয়াছে বলিয়া যাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, তাঁহারা নিশ্চিন্ত হউন, আমরা সেখানে নিশ্চিন্ত হইব না; সে ব্যক্তির উপাসনা করা নিতান্ত প্রয়োজন, কীর্ত্তনের সময় করতালি দেওয়া এবং উৎসবের নিশান ধরাও প্রয়োজন, রন্ধন এবং অষ্টোত্তর শত নামে ও আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু আমরা ইহাও দেখিব তাহাদের চরিত্রের প্রতি কার্য্যে হৃদয়স্থিত ধর্ম্মভাব প্রকাশ হয় কি না? তাহাদের পরিবার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান হয় কি না? ধর্ম্মসংগ্রামে তাহাদের সাহস আছে কি না? ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে জীবন যাপন করিতে তাঁহাদের সংকল্প হয় কি না? সংসারপালনে, কার্য্যক্ষেত্রে, আমোদ প্রমোদে তাহারা ধর্ম্মভাব দ্বারা চালিত হয় কি না? এইগুলি যখন একস্থানে মিলিত দেখিব তখন ভাবিব ধর্ম্ম প্রচার হইয়াছে। অনুষ্ঠানবিহীন ও জীবনের সহিত সম্পর্কশূন্য ধর্ম্মভাব প্রচার করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের উদয় হওয়া আবশ্যক ছিলনা। ভারতবর্ষে সেরূপ ধর্ম্মভাব অনেক প্রচারিত হইয়াছে। এ দেশে বৈষ্ণবের মর্য্যাদা কত! ভক্তি আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে তাহারা কেমন অগ্রসর? কিন্তু তাহাদের দ্বারা দেশীয় সমাজের চরিত্র, ধর্ম্মনীতি অনুষ্ঠানাদির কত উন্নতি হইয়াছে? ব্রাহ্মধর্ম্মও কি সেইরূপে প্রচারিত হইবে?

উপসংহারে বলি, আমরা চরিত্র ও অনুষ্ঠানাদির দিকে এক্ষণে বিশেষ দৃষ্টি দিতেছি বলিয়া আমাদের স্বপক্ষীয় কোন বন্ধু যেন বিপরীত ভ্রমে পতিত না হন অর্থাৎ উপাসনা, সাধন, ভক্তি, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি গৌণ লক্ষ্য মনে না করেন। আমরা এগুলিকে গৌণ মনে করি না। হে ব্রাহ্ম! তুমি উপাসনাশীল হও; শান্ত, সমাহিত হও; একান্ত মনে ভক্তিশাস্ত্র পাঠ ও ভক্তির চর্চ্চা কর; সাবধান, এগুলির প্রতি অমনোযোগী বা উদাসীন হইও না; তাহা হইলে তোমার আত্মা থাকিবে, কিন্তু তাহার জীবন বা জ্যোতি থাকিবে না; মুখে কথা থাকিবে, কিন্তু আকর্ষণ থাকিবে না, চক্ষে দৃষ্টি থাকিবে কিন্তু তাহাতে সুখপ্রদ জ্যোতি থাকিবে না, বলিতে কি তুমি মৃত হইবে। কিন্তু সাবধান, এই ধর্ম্মভাব যেন কেবল ভাবেই না থাকে—বীর হও, তেজস্বী হও, নির্ভরবান্ হও, উদার হও, আনুষ্ঠানিক হও, ইহাও পরামর্শ দি। কার্য্য কর, পরিশ্রম কর, দিবারাত্র ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনে রত থাক, কিন্তু সকলের মধ্যে এই মন্ত্র জপ কর "মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ" ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই আমি যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি।

ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্য নিয়োগ প্রণালী

(প্রাপ্ত)

খৃষ্টান চর্চ্চের রীত্যনুসারে ব্রাহ্মসমাজগুলিতে এক একজন আচার্য্য থাকিবার নিয়ম থাকা আমার বিবেচনায় সমূহ অনিষ্টকর হইয়াছে। আমার বোধহয় আচার্য্য না থাকিয়া নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে যদি সমাজের আধ্যাত্মিক বিভাগের কার্য্য নির্ব্বাহিত হয় তাহা হইলে অনিষ্টের আশঙ্কা অতি অল্পই থাকিবে।

দেখিতে গেলে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, যথা আধ্যাত্মিক বিভাগ ও সাংসারিক বিভাগ। এই দুই বিভাগের মধ্যে সাংসারিক বিভাগের কার্য্য সাধারণ সভাদ্বারা নিযুক্ত একজন সম্পাদক ও তাঁহার সহকারী দ্বারা নির্ব্বাহিত হউক কিন্তু আধ্যাত্মিক বিভাগ যাহা ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি ভূমি ও যাহা লইয়া বিবাদ তাহার কার্য্য একজন আচার্য্য নাম ধারী সাধারণ ব্রাহ্মের সমকক্ষ একজন ব্যক্তি দ্বারা নির্ব্বাহিত না হইয়া সাধারণ সভা দ্বারা নিযুক্ত একটী সেবকমণ্ডলী দ্বারা নির্ব্বাহিত হউক এবং উক্ত মণ্ডলী সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম থাকুক যথা;—

১—ব্রাহ্মসমাজের উপাসক মণ্ডলীর সভ্যদিগের মধ্য হইতে সেবক মণ্ডলী নিযুক্ত হইবে।

২—উপাসক মণ্ডলী সেবকদিগকে নিযুক্ত অথবা বিচ্যুত করিবেন এবং উক্ত সভার তৃতীয়াংশ সভ্যের মত একজন সেবককে নিযুক্ত ও অর্দ্ধাংশ সভ্যের মত বিচ্যুত করিবার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া গৃহীত হইবে।

৩—সেবকদিগের আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ও পরস্পরের সহিত সদ্ভাব যুক্ত হওয়া আবশ্যক।

৪—সেবকমণ্ডলী সমাজের আধ্যাত্মিক বিভাগের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবেন ও তজ্জন্য আপনাদিগকে দায়ী জ্ঞান করিবেন।

৫—সেবকদিগের মধ্য হইতে এক একজন করিয়া উপাসক মণ্ডলী দ্বারা নির্দ্ধারিত একটী নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত সমাজে উপাসনা কার্য্য করিবেন, এবং এই সেবার ভার কাহার পরে কোন ব্যক্তি গ্রহণ করিবেন তাহার কোন নিয়ম থাকিবে না; যাঁহার যে নির্দ্দিষ্ট কাল সুবিধাজনক হইবে তিনি সেই নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য উক্ত সেবার ভার গ্রহণ করিতে পারিবেন; কিন্তু নির্দ্দিষ্টকাল পরে অন্য কেহ তৎকার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলে উক্ত ভার তাঁহাকে অর্পণ করিতে হইবে।

৬—সেবক মণ্ডলী হইতে একব্যক্তি উপাসক মণ্ডলী দ্বারা সহকারী সেবক স্বরূপ নিযুক্ত থাকিবেন এবং তিনি নির্দ্দিষ্টকালের জন্য সেবকের সাহার্য্য করিবেন।

৭—যদি কোন নূতন লোক উপাসনা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সেবক মণ্ডলীর অনুমতি অনুসারে করিবেন।

৮—সমাজের উদ্দেশ্য ও নিয়ম অনুসারে যাঁহারা কার্য্য করিতে অসমর্থ অথবা অনিচ্ছুক তাঁহারা সেবক শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন না।

১—দেখিতে গেলে কেবল সমাজের কার্য্যের সুশৃঙ্খলার জন্য আচার্য্য পদের সৃষ্টি। যদি জানিতাম ব্রাহ্মসমাজ না থাকিলেও পূর্ব্বকালের আচার্য্যগণের তত্ত্ব জিজ্ঞাসুদিগের ন্যায় বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণের নিকট তাঁহাদিগের বর্ত্তমান শিষ্যগণ তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া স্বইচ্ছায় যাইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আধ্যাত্মিক আচার্য্য বলিতাম। কিন্তু ঘটনা যখন বাস্তবিক সেরূপ নহে তখন ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য কেবল কার্য্যের সুবিধার জন্য হইয়াছেন এবং যাঁহারা তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করেন, তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া সেরূপ করেন ইহা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজ একটী আধ্যাত্মিক ব্যাপার। যাহা আধ্যাত্মিক, তাহাতে কেবল পাছে সুশৃঙ্খলা রক্ষিত না হয়, এই ভয়ে সংসারিক নিয়মের অনুসরণ করিয়া যেরূপ সেরূপ একটী কার্য্য করিলে চলিবে কেন? তবে যে ব্রাহ্মসমাজে সংসারিক কিছুই নাই তাহা নহে। যাহা সাংসারিক আছে, তাহার কার্য্য সাংসারিক নিয়মেই নির্ব্বাহিত হউক অর্থাৎ তজ্জন্য সাধারণ সভার অনুমতি অনুসারে সম্পাদক কার্য্য করুন। কিন্তু যেখানে প্রকৃত আচার্য্যের অসম্ভাব, সেখানে শিষ্যদিগের সমকক্ষ একজন আচার্য্য নিযুক্ত না করিয়া প্রস্তাবিত সেবক মণ্ডলী দ্বারা উপাসনা ও ধর্ম্ম জীবনের উন্নতি প্রভৃতি সাধিত হওয়া বিধেয়।

২—বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজে যে প্রণালী অনুসারে কার্য্য চলিতেছে, তাহাতে কেবল একটী লোকের হস্তে অর্থাৎ আচার্য্যের উপর সমস্ত উপাসকের ধর্ম্মজীবনের উন্নতির ভার প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু একটী লোকের পরিবর্ত্তে একটী মণ্ডলী দ্বারা উক্ত কার্য্য হইবার নিয়ম হইলে অনেকের সমবেত চেষ্টা দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল প্রসূত হইবে।

৩—অধিকাংশ সমাজের আচার্য্যগণ তত্তৎ সমাজের অনেক সাধারণ উপাসকের সমকক্ষ লোক। সমকক্ষ লোকদিগের মধ্যে এক জনের অন্য জনকে গুরু বলিয়া স্বীকার করা সকলের পক্ষে সম্ভাবিত নহে, কিন্তু অনন্যোপায় হইয়া অনেককেই এইরূপ ইচ্ছাবিরুদ্ধ কার্য্যে সম্মতি প্রদান করিতে হয় সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে নানাপ্রকার অসদ্ভাবের কারণ হইয়া উঠে। কিন্তু আচার্য্যের পরিবর্ত্তে যদি সেবক-মণ্ডলী হয়, তাহা হইলে সমকক্ষ অনেক লোক তাহার মধ্যে ভুক্ত হইয়া যাইবেন সুতরাং কাহারও বিরক্তির কারণ থাকিবে না।

৪—উচ্চপদস্থ লোকের চরিত্রে সামান্য ত্রুটীও মহৎ বলিয়া লক্ষিত হয়। একটী সামান্য দোষ যাহা এক জন সাধারণ উপাসকের চরিত্রে ঘটিলে সমালোচনার যোগ্য বলিয়াও বোধ হয় না, তাহা এক জন আচার্য্যের চরিত্রে সংশ্লিষ্ট থাকিলে গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে কারণ আচার্য্যের নিকট লোকে অধিকতর চরিত্র-শুদ্ধির প্রত্যাশা করে। কিন্তু আদর্শজীবনধারী আচার্য্য বোধ হয় অতি বিরল সুতরাং অনেক সমাজের উপাসকমণ্ডলী আচার্য্যের প্রতি অসন্তুষ্ট। আচার্য্যের পরিবর্ত্তে প্রস্তাবিত সেবকমণ্ডলী হইলে এরূপ অসন্তোষের কারণ থাকিবে না, কারণ সেবকদলগুলীর মধ্যে কেহই উচ্চপদস্থ নহেন।

৫—মধ্যে ২ উপাসকদিগের এক একটী দল আচার্য্যের কার্য্যের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে সভাস্থলে কোন প্রকার প্রস্তাব করিয়া অধিকাংশ সভ্যগণের মতের পোষকতা না পাওয়ায় অভীষ্টসিদ্ধি করিতে অপারক হইলে, লোকে ভাবে সমাজে বুঝি শান্তি পুনঃস্থাপিত হইল; কিন্তু যাঁহারা অকারণে অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তাঁহাদিগের অস-ন্তুষ্টির কারণ না গেলে তাঁহারা প্রায় কখনই সন্তুষ্ট হয়েন না সুতরাং ব্রাহ্মসমাজমধ্যে বিবাদাগ্নি সর্ব্বদা জ্বলিতে থাকে। কিন্তু সমগ্র সেবকমণ্ডলীর প্রতি বোধ হয় কোন উপাসকের বিরক্ত হইবার কারণ থাকিবে এবং যদি কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি বিরক্ত হন, তদ্দ্বারা তাঁহার সমস্ত সমাজের প্রতি বিরক্তিভাব আসিবে না, কারণ সমস্ত সেবকমণ্ডলীর মধ্যে এক এক জন সেবকের বিষয় অতি সামান্য বলিয়া বোধ হইবে। এবং এক তৃতীয়াংশ সভ্যের মত হইলে উক্ত সেবককে পদচ্যুতও করা যাইতে পারিবে অথচ উক্ত পদচ্যুতিতে আচার্য্য পরিবর্ত্তনের ন্যায় সেবকমণ্ডলীর পরিবর্ত্তন হইবে না।

৬—বর্ত্তমান নিয়মানুসারে যাঁহাদিগকে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য নিযুক্ত করা যায়, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মদিগের পূজনীয় ব্যক্তি স্বরূপ নিযুক্ত করা হইয়া থাকে, সুতরাং তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার আবশ্যকতা হইলে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হয় এবং স্বদেশীয় বিদেশীয় সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে তদ্বিষয়ক আন্দোলন চলে এমন কি অনেক ব্রাহ্ম এইরূপ গোলযোগে পড়িয়া একজন মনুষ্যের জন্য ঈশ্বরের ধর্ম্ম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করেন, সংক্ষেপে বলিতে গেলে রাজ্যের রাজা পদচ্যুত করিতে হইলে রাষ্ট্রবিপ্লব যেমন অবশ্যম্ভাবী ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পদচ্যুত করিতে হইলে সভ্যদিগের মানস বিপ্লব ও সেইরূপ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু প্রস্তাবিত সেবক মণ্ডলির সেবক পদচ্যুত করা সেরূপ ভয়া-নক নহে; ইহা সাধারণ তন্ত্র প্রচলিত দেশের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহক সভার একজন সভ্য পদচ্যুত করার ন্যায় একটী সামান্য বিষয়।

৭—ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্যের কার্য্য করিলে নিজ জীবনের যে অনেক উন্নতি হয় তাহা প্রত্যেক উপাসক স্বীকার করিবেন, কিন্তু বর্ত্তমান নিয়মানুসারে উক্ত উপায় দ্বারা উন্নত হইবার সুবিধা কেবল এক ২ জনের আছে। সেবক মণ্ডলী সংগঠিত হইলে তদ্দ্বারা অনেকেরই জীবনের উন্নতি হইবে এবং তদ্দ্বারা সমাজের পুষ্টি সাধিত হইবে।

৮—কেহ কেহ অনুমান করিতে পারেন সেবক মণ্ডলীর প্রত্যেক সভ্যের সহিত যদি উপাসক মণ্ডলীর সদ্ভাব ও প্রীতি-যোগ না থাকে, তাহা হইলে উপাসক মণ্ডলীর অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহা বাস্তবিক সেরূপ বোধ হইবে না, কারণ এক জন লোক সেবক মণ্ডলীর এক ক্ষুদ্র অংশ যে তাঁহার একটু

সামান্য দোষ লইয়া কেহই গণ্ডগোল করিবেন না বরং সকলেই প্রিয় সমাজকে দুর্নাম হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া তাঁহার মঙ্গলের জন্য বন্ধুভাবে তাঁহার দোষ সংশোধন করিয়া দিতে ইচ্ছা করিবেন। প্রথমে সমাজকে ভাল বাসিলে সকল বিবাদের নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে। বিশেষতঃ উপাসক মণ্ডলীর উপর যখন লোক নিয়োগের ভার থাকিল, তখন তাঁহাদিগে অপ্রিয় লোক কেনই বা নিযুক্ত হইবেন ? অনুপযুক্ত হইলেও কোন মণ্ডলী সংগঠনের জন্য অধিক সংখ্যক লোককে সেবক স্বরূপ নিযুক্ত করা যাইবে এরূপ নিয়ম থাকিবে না এমন কি সমাজ বিশেষে যদি দুইটী লোকও সেবক হইবার উপযুক্ত নহেন, তাহা হইলে অন্য লোক না পাওয়া পর্য্যন্ত একটী লোকই সেবক স্বরূপ নিযুক্ত থাকিবেন। (ক্রমশঃ)

সংবাদসার

প্রিন্স বিসমার্কের নাম অনেকে শুনিয়াছেন। তিনি এখন পৃথিবীর মধ্যে রাজনীতি সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিলেও হয়। এরূপ লোকের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মত কি, জানিতে সকলেরই ইচ্ছা হয়। একজন জর্ম্মাণ দেশীয় পণ্ডিত সম্প্রতি বিসমার্কের জীবনচরিত সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার এক স্থানে বিসমার্কের মুখের নিম্নলিখিত কথাগুলি আছে :—"খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের মত সকলে যদি আমার সমগ্র বিশ্বাস না থাকিত * * * তাহা হইলে তোমরা আমাকে আজ সর্ব্বপ্রধান রাজমন্ত্রী দেখিতে পাইতে না; আমার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিশ্বাস কাড়িয়া লও আমার দেশহিতৈষিতা ও নষ্ট করিবে।" বাস্তবিক ধর্ম্মভাব, সকল সদ্ভাবের ভিত্তিস্বরূপ।

ইংলণ্ডের লোকে সৎকার্য্যে কত দান করে তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। লণ্ডনে হস্পিটাল স্যাটারডে" নাম দিয়া প্রতি শনিবার দরিদ্র লোকদিগের জন্য দান সংগ্রহ করা হয়। একখানি বিলাতি সংবাদ পত্রে দেখা গেল গত বৎসর উক্ত দানাধারে ৬৫৫০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন রাজপথে ১০৯০০ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

মেথডিষ্ট সম্প্রদায় ভুক্ত খ্রীষ্টানদিগের উৎসাহ ও ধর্ম্মভাব দেখিয়া অনেক শিক্ষা পাওয়া যায়। তাঁহারা ইংলণ্ডে সম্প্রতি ২০০০০০০ টাকা তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। এরূপ শুনা যায় যে প্রথম দিনেই ৪০০০০০ টাকা চাঁদা স্বাক্ষর হইয়াছে।

লণ্ডনের ইউনিভার্সিটী কলেজের বাড়ীটী বাড়াইবার প্রয়োজন হওয়াতে, সে জন্য চাঁদা হইতেছে। তাহাতে ১৪০০০০ টাকা চাঁদা হইয়াছে।

ইংলণ্ডে কতকগুলি ভক্ত খ্রীষ্টান খ্রীষ্টের পুনরাগম প্রতীক্ষায় ব্যস্ত হইয়াছে। তাহারা সভা করিতেছে, বক্তৃতা দিতেছে, প্রবন্ধ মুদ্রিত করিতেছে এবং উৎসুক অন্তরে আয়োজন করিতেছে। ওদিকে নাস্তিক পণ্ডিতেরা ইংলণ্ডের ধর্ম্মভাবকে মৃত বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন।

লণ্ডন নগরে জর্জ্জ মুর নামে একজন বণিক ছিলেন; তিনি সামান্য কৃষকের সন্তান। বালককালে নিজ হস্তে কোদাল ধরিয়া ক্ষেতে পরিশ্রম করিয়াছেন, পরে অধ্যয়ন, পরিশ্রম, ও অধ্যবসায়ের গুণে ইংলণ্ডের একজন সর্ব্ব প্রধান বণিক ও ধনী হইয়া উঠেন। শেষ দশায় নানা দেশহিতকর কার্য্যে অর্থ সাহায্য ও শ্রমের সাহায্য করাই তাঁহার কার্য্য হয়। তিনি তাঁহার দৈনিক লিপির মধ্যে এক স্থানে লিখিয়া গিয়াছেন।—"আমরা প্রায় জীবনের দুঃখের ভারের বিষয়ে অত্যন্ত খেদ করি; কিন্তু যদি শ্রম না থাকে, কর্ত্তব্য না থাকে, দায়িত্ব না থাকে তবে জীবনের মূল্য কি? প্রার্থনাই বল-লাভের সর্ব্ব প্রধান উপায়; ইহা নিদাঘের শিশিরের ন্যায়, যখন পড়ে শব্দ করে না, কেহ দেখে না কিন্তু প্রচুর ফল প্রসব করে। কায়িক শ্রম শারীরিক স্বাস্থ্যের মূল মন্ত্র এবং ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনে রত থাকা আত্মার স্বাস্থ্যের মূল মন্ত্র। যে অন্যের ক্ষেতে জল দেয় (ভগবান) তাহার ক্ষেতে জল দিবেন।"

কলিকাতার প্রসিদ্ধ কবিরাজ রমানাথ সেন সম্প্রতি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। ইনি দয়ার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। বালককালে নিজে দারিদ্র্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া সুসময়ে দরিদ্রের অশ্রু মুছাইবার প্রতিজ্ঞা তাঁহার হৃদয়ে উদিত হয়। যতদিন বাঁচিয়াছিলেন এ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিতে ক্রটী করেন নাই। তাঁহার গৃহ বহু সংখ্যক দরিদ্র পাঠার্থীর আশ্রয় স্থান ছিল, এতদ্ভিন্ন আরও অনেক সসম্পর্কীয় নিঃসম্পর্কীয় লোক সেখানে অন্ন পাইত। তিনি নিজে প্রতিদিন প্রাতঃকাল হইতে বেলা দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত দ্বারে আগত দরিদ্র নিরাশ্রয় ব্যক্তিদিগকে বিনা মূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে এই মহানগরের সকল শ্রেণীর লোকেই দুঃখিত।

এবারে আমাদের ভূতপূর্ব্ব বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের একটী বালিকা বেথুন স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে যায়। ইহাঁর নাম কুমারী কাদম্বিনী বসু। ইনি একজন সচ্চরিত্র ব্রাহ্মের কন্যা। ইহাঁর বয়ঃক্রম সপ্তদশ বৎসর মাত্র। সকলেই শুনিয়া সুখী হইবেন যে ইনি প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আরও তিনটী বালিকা মাইনর এবং ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাতে উপস্থিত হয় তাহারাও কৃতকার্য্য হইয়াছে। এবং দুইটী প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীরা তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচারের জন্য কত চেষ্টা করেন তাহা যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত সংবাদ পাঠে বিস্মিত হইবেন। এরূপ শুনা যায় ফ্রান্সের প্যারিস নগরে সম্প্রতি যে মেলা হয় তাহাতে একটী বাইবেল প্রচারক সভা ২১৬ টী ভাষায় অনুবাদিত বাইবেল উপস্থিত করিয়াছিলেন।

অষ্ট্রেলিয়া দেশে একজন যুবা পুরুষ একবার বক্তৃতা করিতে করিতে বলে "আমার এ সমুদয় কথা যদি আন্তরিক না হয় তবে ঈশ্বর আমাকে বোবা করুন"। শুনিতে পাওয়া যায় সে না কি তদবধি বাস্তবিক বোবা হইয়া

গিয়াছে। চিকিৎসকেরা অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাকে আরোগ্য করিতে পারিতেছেন না।

আজি কালি অন্যান্য বাতুলতার মধ্যে ঈশ্বরাদিষ্ট হওয়া একপ্রকার নূতন বাতুলতারূপে প্রকাশ পাইতেছে। ফ্রান্সে কাউন্ট ডি শ্যামবোর্ড নামে একজন সম্ভ্রান্ত লোক আছেন। তিনি না কি বলিতেছেন "যে জগদীশ্বর আসিয়া আবার ফ্রান্সের অধিপতি হইবেন এবং আমাকে রাজা করিবেন, তবেই ফ্রান্সের মুক্তি।"

আমরা একবার স্পিনোজার মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছি, এবারে বিলাতের সুবিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক স্পার্জিয়ন সাহেবের মহত্ত্বের কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। একজন ভদ্র মহিলা, মরিবার সময় স্পার্জিয়ন সাহেবের নামে ১০০০০ টাকা রাখিয়া যান। স্পার্জিয়ন সাহেব যখন জানিতে পারিলেন যে উক্ত মহিলার কতকগুলি দুঃস্থ আত্মীয় আছেন, তখন সেই অর্থ তাহাদিগকেই দিলেন। কেবল এইমাত্র নহে, তাঁহার উপাসক মণ্ডলী কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ তাঁহাকে ৫০০০০ টাকা দেন শুনিতে পাওয়া যায় তিনি ঐ সমুদায় অর্থ অনাথ নিরাশ্রয় ব্যক্তিদিগের জন্য ব্যয় করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাগণ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অনেক পুরুষ ও রমণী আপনা হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পাঠাইতেছেন। অধ্যক্ষ সভার গত অধিবেশনে যে সকল নাম সভ্যরূপে উল্লিখিত হয় তাহার মধ্যে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির কয়েকজন পুরুষ ও একজন রমণীর নাম ছিল। সম্প্রতি বাঙ্গালোর হইতে এক ব্যক্তি সভ্য হইবার ইচ্ছা জানাইয়া পত্র লিখিয়াছেন, ইনি প্রাচীন চিতল দুর্গের রাজবংশ হইতে উৎপন্ন।

আমরা দেখিয়া আনন্দিত এবং কৃতজ্ঞ হইতেছি মফস্বল হইতে কোন কোন বন্ধু সাধারণ সমাজের উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কিছু কিছু অর্থ-সাহায্য পাঠাইতেছেন। তাঁহাদের এ দান অপ্রার্থিত দান সুতরাং বিশেষ আনন্দজনক। সাধারণ সমাজের উৎসবে অনেক ব্যয় হইবে—এ বৎসর ব্যয়ের অধিক সম্ভাবনা। এ সময়ে যিনি এক কপর্দ্দকও দেন তাহা এক মুদ্রা অপেক্ষাও মূল্যবান।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগৃহ নির্ম্মাণার্থ কার্য্য নির্ব্বাহক সভার কয়েকজন সভ্যের নামাঙ্কিত আবেদন পত্র প্রকাশ হইয়াছে; তাহা দেখিয়া মফস্বলবাসিনী কোন বিবী এইরূপ লিখিয়াছেন;—"আমি আপনাদের মন্দিরের অর্থ সংগ্রহার্থ প্রকাশিত আবেদন পত্র পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি; যদিও আপনাদের সহিত আমার হৃদয়ের আন্তরিক সহানুভূতি, তথাপি আমার ঐরূপ শক্তি নাই যে অধিক সাহায্য করি; তবে যদি আপনি সম্পাদকরূপে আমাকে এক খানি পত্র লিখিয়া অর্থ সংগ্রহের ভার দেন আমি এখানকার ধনী ইংরাজপরিবারদিগের ভিতর হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি; ঈশ্বরের প্রসাদে তাঁহাদের এরূপ সুমতি হইতেও পারে।"

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে একখানি ব্রাহ্মপঞ্জিকা, একখানি সঙ্গীত পুস্তক, একখানি বিবাহ আন্দোলনের বিবরণ, একখানি থিয়েষ্টিক রিবিউ এই কয়খানি প্রকাশ হইবার কথা ছিল। ইহার মধ্যে একখানি অনাবশ্যক হইয়া পড়িতেছে। কুমারী কলেট বিবাহ আন্দোলনের যে সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার পর আমাদের গ্রন্থে লিখিবার আর অতি অল্পই আছে। তৎপরিবর্ত্তে সমুদায় মফস্বল সমাজের রিপোর্ট গুলি স্বতন্ত্র আকারে সাধারণ সমাজের বার্ষিক রিপোর্টের সহিত প্রকাশিত হইবে। ডাক্তার রায়ের "থিয়েষ্টিক রিবিউ" মাঘোৎসারের মধ্যে প্রকাশিত হইবে না।

ত্রিপুরা সমাজ শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু ও হরিনাভি সমাজ শ্রীযুক্ত স্বর্গাকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে যে ব্রাহ্ম পঞ্জিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দেখিলেই ব্রাহ্ম পাঠক মাত্রে আনন্দিত হইবেন। এই ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ সংক্রান্ত এত সংবাদ দেখিতে পাইবেন যাহা পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। পঞ্জিকাখানি যে প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়াছে এই প্রণালীতে যদি বৎসর বৎসর প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজ সংক্রান্ত কোন সংবাদ জানিতে আর ব্রাহ্মদিগের বাকি থাকিবে না। পঞ্জিকা খানির মূল্য আট আনা মাত্র।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আগামী উৎসবের কার্য্যপ্রণালী যে নিয়মানুসারে নির্ব্বাহ হইবে, নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল।

ঊনপঞ্চাশৎ মাঘোৎসবের কার্য্যপ্রণালী।

৭ই মাঘ (১৯এ জানুয়ারি) রবিবার রাত্রি ৭টা, ৪৫ বেণিয়াটোলা লেন, রাত্রিকালীন উপাসনা।

৮ই মাঘ (২০এ জানুয়ারি) সোমবার প্রাতঃকাল ৭॥টা, ৪৫ বেণিয়াটোলা লেন—ব্রাহ্মিকাদিগের উৎসব।

৯ই মাঘ (২১ জানুয়ারি) মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৬টা, ১৩ মৃজাপুর ষ্ট্রীট—সঙ্গত সভার সাংবৎসরিক উৎসব ও সঙ্কীর্ত্তন।

১০ই মাঘ (২২এ জানুয়ারি) বুধবার অপরাহ্ণ ৫॥টা, ২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট—বক্তৃতা।

১১ই মাঘ (২৩এ জানুয়ারি) বৃহস্পতিবার, ২১১ ঐ—উপাসনা-গৃহের ভিত্তি স্থাপন ও সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব।*

১২ই মাঘ (২৪এ জানুয়ারি) শুক্রবার অপরাহ্ণ ৫ টা, ২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট—কথোপকথন (১) ধর্ম্মপ্রচার বিষয়ে (২) ব্রাহ্মদিগের সামাজিক সম্মিলন বিষয়ে।

১৩ই মাঘ (২৫এ জানুয়ারি) শনিবার অপরাহ্ণ ৩টা, টাউন হল—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন।

১৪ই মাঘ (২৬এ জানুয়ারি) রবিবার—উদ্যানে উপাসক-মণ্ডলীর সভা ও রাত্রিকালীন উপাসনা।

১৫ই মাঘ (২৭এ জানুয়ারি) সোমবার, প্রাতঃকাল ৮টা।*—সামাজিক মিলন ও প্রীতি ভোজন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহ নির্ম্মাণার্থ অনেকে এক এক মাসের বেতন দিতেছেন। ইতিমধ্যে যাঁহারা দাতব্য স্বাক্ষর করিয়াছেন, কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদিগের নামও দাতব্য বিজ্ঞাপন স্থলে প্রকাশিত হইল।

ঢাকা পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ২৫শে শ্রাবণ ১৮০০ শক

আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশের সারাংশ।

মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ এই তিন ভ্রাতা তপস্যায় গমন করিয়াছিলেন; তপস্যার পর যখন উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা বর প্রার্থনা করিলেন; রাবণ চাহিলেন, আমাকে অমর কর; দেবতা কহিলেন অমর হইতে পারিবে না, অন্য বর চাও। রাবণ বলিলেন কোন যোদ্ধার নিকট আমি পরাস্ত হইব না। কুম্ভকর্ণের মনে দুষ্ট সরস্বতী প্রবেশ করিয়াছিল, তিনি দেবতার নিকট বর যাচ্ঞা করিলেন, আমি সুখ শয্যায় নিদ্রিত থাকিব, দেবতা ইহাদিগকে বর-প্রদান করিয়া বিভীষণের নিকট উপস্থিত হইলেন। এখন বিভীষণ কি বর চাহিয়াছিলেন, বলিতেছি। যখন দেবতা বিভীষণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বর দিতে চাহিলেন, তখন বিভীষণ বলিলেন প্রভো, তুমি যে আমার সম্মুখে প্রকাশিত হইলে আমি যে তোমার দর্শন পাইলাম, ইহাতেই কৃতার্থ হইলাম, অন্য বর কি চাহিব? তখন দেবতা কহিলেন সন্তান তুমি বর লও, তখন তিনি বলিলেন যদি একান্তই প্রসন্ন হইয়া বর দিবে, তবে এই বর দাও যেন তোমাতে ভক্তি থাকে। এই আখ্যায়িকার যদিও অন্যান্য অংশ আছে, তাহা আমি পাঠ করা আবশ্যক মনে করিতেছি না।

রামায়ণের যে কোন অংশ পাঠ করা যায় তাহাই ধর্ম্মনীতি এবং সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। আদিকবি বাল্মীকি এক একটী আখ্যায়িকা নীতি কুসুমে ভূষিত করিয়া গিয়াছেন। এই যে আমি পাঠ করিলাম, ইহাত এক সামান্য আখ্যায়িকা মাত্র, কিন্তু ইহার মধ্যেই কবির কেমন উজ্জ্বল জ্ঞান এবং ধর্ম্ম ভাব প্রতিভাত হইতেছে। তিন ভাই তপস্যা করিতে গেলেন, রাবণ অতি বীর প্রধান যোদ্ধা, তিনি কি অভিপ্রায়ে তপস্যা করিতেছিলেন, কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন নাই। কুম্ভকর্ণও বীর, তিনি কিজন্য তপস্যা করিতেছিলেন তিনিও কাহাকে তাহা জানিতে দেন নাই। বিভীষণ ধীর ধার্ম্মিক তিনিও তপস্যা করিতেছেন, কিন্তু কাহারও নিকট তপস্যার বিষয় ব্যক্ত করিতেছেন না। ইহাঁদের তপস্যা সামান্য নহে; ইহাঁদের তপস্যার কঠোরতা দেখিয়া সকলে অত্যাশ্চার্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা ইহাঁদের তিন জনকে পরম ধার্ম্মিক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, এই তিন ভ্রাতা আহার নিদ্রা আমোদ প্রমোদ এবং আর আর সকল কার্য্য ত্যাগ করিয়া অহর্নিশি কেবল তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। তদ্দৃষ্টে দেবতারা সাতিশয় ভীত হইয়াছিলেন, শঙ্কা করিয়াছিলেন দেবতাদের দেবত্ব পর্য্যন্ত থাকিবে না—এই তিন ভ্রাতাই অধিকার করিবে।

ইহাঁরা এরূপ ভয়ঙ্কর সাধনা ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কেন? রাবণ লোভী, তিনি অমর হইতে চাহিয়াছিলেন। অভিপ্রায় তিনি পৃথিবীর সকলকে পরাজয় করিবেন তিনি কাহা কর্ত্তৃক পরাভূত হইবেন না। কুম্ভকর্ণ তাঁহার রিপু বশ করিতে পারেন নাই। তাঁহার রিপুরূপ দুষ্ট সরস্বতী আসিয়া বলাইল, আমাকে সুখ শয্যায় নিদ্রিত রাখ। বিভীষণ নিষ্কাম, জিতরিপু, তিনি দেবতা উপস্থিত হওয়ামাত্র বলিলেন, আমাকে দেবভক্ত কর, দেবতা প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। এই তপস্যায় দেখিলাম, আমরা তপস্যায় সিদ্ধ হইলে জানিতে পারি কে প্রকৃত দেব-দুর্লভ ঈশ্বরভক্তি লাভের জন্য তপস্যা করিতেছেন। অন্যথা কেহ তপস্যা করেন বলিয়াই ধার্ম্মিক হইতে পারেন না। কে কি অভিপ্রায়ে তপস্যা করে তাহা তাহার ইচ্ছা না জানা পর্য্যন্ত বলা যায় না। মনুষ্য হাজার কঠোর তপস্যা করুন, কিন্তু তিনি সর্ব্বপ্রথমে ইচ্ছাকে বশীভূত করিবেন। আমরা যদি ইচ্ছাকে বশীভূত করিতে না পারি তাহাহইলে ঈশ্বরের নিকট বর প্রার্থনা করিতে পারিব না। প্রার্থনা করা সহজ কথা নয়, কুম্ভকর্ণ তাঁহার ভ্রাতাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন না, অথচ তিনি কি প্রার্থনা করিলেন, দেবতার নিকট কি চাহিলেন—যেন চিরকাল সুখ শয্যায় নিদ্রিত থাকি। বন্ধুগণ! আমরা যদি তপস্যা করিতে চাই আমাদিগকে রিপু দমন, ইচ্ছাকে শাসন করিতে হইবে। অন্যথা দেবতা যখন সম্মুখে উপস্থিত হইবেন আমরা কি চাহিতে কি বর চাহিব। এইজন্য প্রাচীন ঋষিরা বলিয়াছেন দুষ্ট-অশ্ব-মনকে সর্ব্ব-যত্নে আত্মবশকর। বন্ধুগণ! ধর্ম্মের তপস্যা বাহিরে নহে, কিন্তু অভ্যন্তরে। অন্তর পরিষ্কার না হইলে সকল লোভ এবং ভোগের চিন্তা পরিহার করিয়া একমাত্র সেই ইহ পরকালের আশ্রয় পরমেশ্বরের জন্য প্রার্থী না হইলে সকলই অসার পণ্ডশ্রম। বন্ধুগণ! আপনারা যদি ধর্ম্ম সাধন করিয়া থাকেন, বিবেচনা করুন আপনাদের ইষ্ট দেবতা যদি এক্ষণে আপনাদের নিকট বর দিতে উপস্থিত হন, আপনাদের কে কি চাহিবেন, আপনাদের অন্তর অনুসন্ধান করিয়া দেখুন। কেহ হয় ত সুখ, কেহ বা পৃথিবীতে নাম চিরস্মরণীয় করা, কেহ যশ কেহ বা ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করিবেন। কেহ বা বিভীষণের ন্যায় ঈশ্বরে ভক্তি হউক চাহিতে পারেন। এই জন্য বাহিরে

---

* ইহার বিশেষ কার্য্যপ্রণালী পরে প্রকাশিত হইবে।

তপস্যা দেখিয়া কাহাকেও ধার্ম্মিক বলা যায় না। বন্ধুগণ! আমরা যেন সর্ব্ব প্রকারের ইচ্ছা শাসন করিয়া একমাত্র ধর্ম্মের জন্যই সাধনাতে প্রবৃত্ত হই। এ জন্য অন্যে প্রশংসা করিবে কি না, লোকের নিকট সম্মান পাইব কি না, এ দিকে যেন আমাদের ভাবনা না থাকে। তাহাতে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। আমরা আমাদের দুষ্ট অশ্ব মনকে শাসন করিয়া যেন সাধনায় নিযুক্ত হই। ভ্রাতৃগণ, এই অনুরোধ আমি বারম্বার করিতেছি।

ঈশ্বর যদি আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বর দিতে চাহেন, আমরা কি চাহিব? সেই প্রেমময় নিত্য পুরুষকে দর্শন করিয়া আবার কি চাহিতে ইচ্ছা হয়, না মনে থাকে? তখন আনন্দের উপর আনন্দ, হৃদয়ের স্তরে স্তরে আনন্দ, অন্তর বাহিরে আনন্দের স্রোতে সাধক প্লাবিত, সে আবার কি ভিক্ষা করিবে! এমন সুন্দর মনোহর, প্রীতি-প্রদ বস্তু আর কি আছে? তখন সাধক বলেন, তোমার রচিত অনন্ত গভীর আকাশ, ইহাতে অনন্ত নক্ষত্ররাজি বিরাজমান তুমি ইহাদের সঙ্গে আমার সমক্ষে উপস্থিত হইলে, এই সকল নক্ষত্র মালা রূপে তোমাতে কি শোভা পাইতেছে!! তুমি আমার নিকট বিরাট মূর্ত্তিতে আসিয়াছ আমি কৃত কৃতার্থ হইলাম। ধন্য হইলাম। তোমার ন্যায় সুন্দর, সত্য, চিত্তহারী আর কে আছে? তথাপি যদি তিনি বলেন সুস্থান বর গ্রহণ কর; তাহা হইলে আমরা কি চাহিব? বলিব তোমাতেই যেন আমাদের মতি থাকে। ভ্রাতৃগণ! এইরূপে যেন আমরা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি। এই যে আমরা সঙ্গীত শুনিলাম "ধন মান চাহিনা তোমা হতে, নিয়ত নিয়ত যেন সহচর অনুচর থাকি" এই সঙ্গীতে বিভীষণের প্রার্থনার কিঞ্চিৎ আভাস আছে। আমরা যেন তপস্যা করিয়া সুফল লাভের জন্য রিপু দমন করি। সাধন ভজন করিতেছি তাহাতে আমরা যদি ঐশ্বর্য্য দেখি তাহা কখনও সাধন ভজন জন্য হইয়াছে বলিব না। বিভীষণের প্রার্থনায় মানবজীবনের একটী গভীর সত্য এই—সত্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে আমরা বাচিতে পারিব। ভ্রাতৃগণ! যদি ধর্ম্ম করিতে চাও তবে প্রলোভনের জন্য ভয় রাখিও। সংসার প্রলোভন পূর্ণ, যে ব্যক্তি সাধন ভজন করিল, কঠোর তপস্যা করিল, সেও প্রলোভনে পড়িয়া অর্থ কামনা করিতে—ঐশ্বর্য্য চাহিতে পারে। অতএব বন্ধুগণ! যদি তপস্যা করিতে হয়, তবে আমরা যেন সকল বাসনা দমন করি। আমরা যেন ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য প্রার্থনা করি। ধর্ম্মনিষ্ঠা আমাদের পরম বল, ধর্ম্মনিষ্ঠাই আমাদিগকে প্রলোভনে রক্ষা করিবে।

অতএব বন্ধুগণ! বাহ্য তপস্যার কঠোরতায় মুগ্ধ না হইয়া যাহাতে তপস্যায় কোন প্রকার কামনা না রাখিয়া কেবল তাঁহার গম্ভীর মধুময় আবির্ভাব দেখিয়া অন্তর কৃতার্থ হয় তজ্জন্য যেন আমরা প্রার্থনা করি। চতুর্দ্দিকে প্রলোভন বিভীষিকা, ইহার মধ্যে ধর্ম্মরক্ষা করিতে হইবে, এ অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, কঠোর-সাধন সাপেক্ষ; ধর্ম্ম উপার্জ্জন বা ধর্ম্মরক্ষা সহজ কথা নয়, এজন্য আমাদিগকে অন্তরের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল কামনা ও বাসনা বর্জ্জন করিতে হইবে। কামনা বাসনা থাকিলে অমরত্ব লাভ হইবে না। নিষ্কাম হইয়া তপস্যা করিতে হইবে এবং তপস্যা সিদ্ধির সময় যাহাতে তাঁহাকে দেখিয়া কৃতার্থ হইলাম বলিয়া প্রণাম করিতে পারি, পরমেশ্বর আমাদিগকে সেই আশীর্ব্বাদ করুন। তিনি আমাদিগকে বাহ্য অবলম্বন হইতে রক্ষা করুন। আন্তরিক যোগে আন্তরিক তপস্যায় নিযুক্ত করুন।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্ব কৌমুদী সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়

কেশব বাবু আমাকে যখন ভক্তি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন, আমি সে সমস্ত উপদেশ তাঁহারই পরামর্শমতে খাতায় লিখিয়া রাখিতাম। সুতরাং আমি তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি তাহাতে কিছুমাত্র ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ে আর অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই। কারণ কেশব বাবুর যে মধ্যবর্ত্তীর মত আমি প্রতিবাদ করিতেছি ১লা পৌষের ধর্ম্মতত্ত্বে উক্ত মধ্যবর্ত্তীর মতকে বিশেষরূপে পোষণ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজে কোনদিন মধ্যবর্ত্তীর মত প্রচলিত ছিল না এবং থাকিতেও পারেনা। এজন্য আমি ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত মধ্যবর্ত্তীর মত ব্রাহ্মসমাজের মত হইতে পারে কি না তাহার বিচার জন্য ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, শিবচন্দ্র দেব, রামতনু লাহিড়ী, নবীনচন্দ্র রায় মহাশয় দিগের প্রতি ভারার্পণ করুন। ধর্ম্মতত্ত্ব যখন প্রকাশ্যরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন আর ব্রাহ্মদিগের নীরব থাকা উচিত নহে।

নিবেদক

ঢাকা।
১৭ পৌষ।
১২৮৫।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু

মহাশয়!

নিম্ন লিখিত পত্র তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

(যথার্থ নকল)

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদক মহাশয় সমীপে

সবিনয় নিবেদনং মহাশয়! আমাদিগের [illegible]

প্রস্তাবটি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভাতে অর্পণ করিয়া বাধিত করিবেন। সকলেই অবগত আছেন ব্রাহ্মগণের সাধারণ সম্পত্তি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির কেশব বাবু প্রভৃতি অতি অন্যায় রূপে অধিকার করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়াছেন। ব্রহ্মমন্দির সাধারণের অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহাতে তাঁহাদিগের (কেশব বাবু প্রভৃতির) একাধিপত্য স্থাপন যে সম্পূর্ণ অন্যায় ইহা আর বিশেষরূপে কাহাকেও বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা (কেশব বাবু প্রভৃতি) উক্ত ব্রহ্মমন্দির সদ্ভাবে ছাড়িয়া দিবেন এরূপও সম্ভাবনা নাই। সুতরাং আমাদিগের প্রস্তাব এই যে ন্যায়ের অনুরোধে সাধারণের সম্পত্তি ব্রহ্মমন্দিরের জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। আমরা অনেক ব্রাহ্ম বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়া দেখিয়াছি এ বিষয়ে অনেকের মত আছে।

মোকদ্দমার ব্যয় যদি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে দিতে পারা না যায়, তাহা হইলে বিশেষ চাঁদা হউক। ব্রাহ্ম সাধারণের সম্পত্তি কয়েক জনকে ছাড়িয়া দেওয়া সম্পূর্ণ অন্যায়, অতএব আপনি আমাদিগের এই প্রস্তাব সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বিচার স্থলে অর্পণ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

আপনার অনুগত
শ্রীপদ্মহাস গোস্বামী ও
শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দাস—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে সভ্য।

২৮শে ডিসেম্বর ১৮৭৮

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ জন্মগ্রহণ করিয়া অবধি যেরূপ উৎসাহ ও বিক্রমের সহিত অঙ্গ সঞ্চালন পূর্ব্বক কার্য্য ক্ষেত্র বিস্তার করিতেছেন, তাহা অতিশয় আশাপ্রদ ও আনন্দজনক। আমরা অনেক দিন হইতে যে সকল বিষয় অভিলাষ করিয়া আসিতেছিলাম, তাহা ঈশ্বরের কৃপায় ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যত্নে ক্রমে ক্রমে সম্পন্ন হইতেছে।

যদি আমাদের এখনও অনেক অভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে, তথাপি বিলক্ষণ আশা হইতেছে যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা সে সকল ক্রমে দূরীকৃত হইবে। গত কয় মাসের তত্ত্বকৌমুদীতে যে সকল কার্য্যের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ইহার আশার স্থল। ইহা দ্বারা আর একটী গুরুতর অভাব মোচনের আশা হইতেছে। আমাদের মত যে সকল ব্রাহ্ম মফস্বলে অবস্থিতি করেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই অর্দ্ধ শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, এই সকল ব্রাহ্মের যাহাতে শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধিত হয়, পুস্তক বা পত্রিকা দ্বারা উহার গভীর তত্ত্ব সকল আলোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক। কেবল "চাই দয়ালের নাম চাই, প্রেম চাই আর অভয় চরণ চাই" এই সংকীর্ত্তন করিয়া দুই দিন মফস্বলে প্রচার করিলে ব্রাহ্ম কি কখন অভয় প্রাপ্ত হইতে পারে বা তাহার জীবন গঠিত হইতে পারে? যদি তাহার ধর্ম্ম জীবনকে স্থায়ী ও অচল করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে যাহাতে তাহার সত্য-নিষ্ঠা, চিন্তাশীলতা ও বিশ্বাসের সরলতা বৃদ্ধি হয় অগ্রে তাহার চেষ্টা দেখা বিধেয়। এজন্য বঙ্গ ভাষায় আজ কাল ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক সত্য সকল প্রচারার্থ যে সকল পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে তন্মধ্যে তত্ত্বকৌমুদীকে আমরা অধিক আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকি। ইহার ভাষা যেমন সুন্দর, ভাবও সেই প্রকার গভীর ও জীবন্ত। আমরা যাহা চাই ইহাতে অনেক মিলে। যাহা হউক এক্ষণে যদি ব্রাহ্ম প্রচারক মহাশয়েরা কেবল ভক্তি ও প্রেমের উপরি ভাগে ভাসিতে শিক্ষা দিয়া যাহাতে আমাদের হৃদয় সবল ও সতেজ হয় এরূপ গভীর তত্ত্ব সকল আলোচনা করত প্রকাশ করেন তাহা হইলে আমাদের যথার্থই উপকার করা হয়।

জামাল পুর
ইং ৯ জানুয়ারি

শ্রীআশুতোষ বসু।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহ নির্ম্মাণার্থ সাহায্য।

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব, কোন্নগর	৩৩০॥০
„ উমেশচন্দ্র দত্ত, মজিলপুর	৮০৲
„ আনন্দচন্দ্র ঘোষ, জয়নগর	৫০৲
„ অন্নদাচরণ কাস্তগিরী, কাশীপুর	১৫০৲
„ চণ্ডীচরণ সেন, জলপাইগুড়ি	২৫০৲
„ পার্ব্বতীচরণ দাস, পূর্ণিয়া	৬০০৲
„ আনন্দচন্দ্র রায়, ঢাকা	১০০৲
„ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, সিবিলিয়ন ঢাকা	৭০০৲
ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়, ঢাকা	৫০০৲
বাবু জগচ্চন্দ্র দাস, একষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট কমিসনর শিবসাগর আসাম	২৫০৲
„ রাধাকান্ত ঘোষ, ১২ কলেজস্কোয়ার	৩০৲
„ মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,	৪৫৲
„ রজনীকান্ত নিয়োগী, সাঁকরাইল	৩৯৲
„ কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়,	৫০৲
„ রসিকলাল পাইন, ৬৭ পঞ্চানন তলা লেন	৫০৲
„ হরকুমার রায় চৌধুরী, বালিগঞ্জ	৫০৲
„ প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী, ঐ	৫০৲
„ কালীকুমার ঘোষ, দত্তপাড়া বর্দ্ধমান	৫৫৲
„ গিরিশচন্দ্র রায়, ১৭ রতন্ মিস্ত্রীর লেন	৫০৲
	৩৪২৯॥০

ক্রমশঃ—

Printed and published by E. C. Bose, at the Sadharan Brahmo Somaj Press, Calcutta.

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

১ম ভাগ। ১৭শ সংখ্যা। } ১৬ই মাঘ, মঙ্গলবার, ১৮০০ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০। { বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩

কোথায় আমরা কিরূপে ঈশ্বরের প্রতি মতি ভক্তি জন্মে সেই চিন্তা ও তদুপায় অবলম্বনে ব্যস্ত থাকিব, কোথায় একমাত্র পরব্রহ্মের উপাসনা শিক্ষা করিব এবং শিক্ষা দিব, না মহাপুরুষ বলিয়া এক প্রকার স্বতন্ত্র শ্রেণীগণ্য জীব আছে কি না, তাঁহারা জীব ও ব্রহ্মের মধ্যবর্ত্তী কি না, তাঁহাদের সহিত আমাদের আত্মার চিরসম্বন্ধ কি না, এই সকল অবান্তর প্রশ্ন লইয়া আজি ব্রাহ্মসমাজের লোক ব্যস্ত। ইহা কি কম ক্ষোভের বিষয়! যাঁহারা ব্রাহ্মদিগের দৃষ্টি এরূপে বিপথে আকর্ষণ করিতেছেন আমরা তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মসমাজের শত্রু কি মিত্র বলিয়া গণ্য করিব বিচার করিয়াউঠিতে পারি না। জিজ্ঞাসা করি এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কি কাহারও পরিত্রাণ বন্ধ রহিয়াছে? পৃথিবীর ঈশ্বর-পরায়ণ সাধুগণ যে সকল অমূল্য সত্য প্রচার করিয়াছেন, সেইগুলি প্রচার কর, দেখিবে লোকের অনুরাগ ভক্তি স্বতঃই তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইবে। পরমেশ্বর মানব প্রকৃতিকে ধর্ম্মের সুতরাং ধার্ম্মিকের অনুকূল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কবি পোপ যেমন একস্থানে বলিয়াছেন, পাপের মূর্ত্তি দেখিলেই ঘৃণা করিতে হয়, সেই রূপ পুণ্যের মূর্ত্তি দেখিলেই মুগ্ধ হইতে হয় এবং শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করিতে হয়। ব্রহ্মের প্রতি ধর্ম্মের প্রতি যাঁহার অনুরাগ আছে, ব্রহ্মপরায়ণ ধার্ম্মিকদিগের প্রতিও তাঁহার স্বতঃই অনুরাগের উদয় হয়। অপর দিকে যাহার ধর্ম্মের প্রতি আস্থা নাই, তাহার ধার্ম্মিকগণের প্রতিও আস্থা নাই। তাহার নিকট শত সাধুর মহিমা কীর্ত্তন করিলে ফল কি? লোককে ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত করিবার চেষ্টা কর, দেখিবে আপনিই পৃথিবীর তাবৎ সাধুর প্রতি তাহাদের অনুরাগ জন্মিবে। ব্রহ্মবিষয়ের প্রসঙ্গ ছাড়াইয়া লোকদিগকে অন্য বিষয়ের প্রসঙ্গে রত কর কেন?

বিধাতার সৃষ্টি-চাতুরীর বিষয় ধ্যান করিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই জড়পিণ্ড পৃথিবীর প্রত্যেক পরমাণুকে যেমন উভয় শক্তি সম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা এই সুন্দর বর্ত্তুল পৃথিবী উৎপন্ন করিয়াছেন; সেই রূপ মানব মনকেও সত্য গ্রহণ সম্বন্ধে উভয় শক্তি দিয়াছেন। এক দিকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি দিয়া আমাদিগকে জগতের সত্য সকল ও সত্য প্রচারক সাধুসকলের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন, অপরদিকে বিচার শক্তি ও বিবেক দিয়া ভ্রম নিরূপণ ও ও অসত্যবর্জ্জনের পন্থাও পরিষ্কার রাখিয়াছেন। একটীর দ্বারা চালিত হইয়া আমরা আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণের প্রত্যেক কথা ও কার্য্যের অনুসরণে প্রবৃত্ত হই; অপরটীর দ্বারা চালিত হইয়া তাঁহাদের ভ্রমভাগ বর্জ্জন করি। এই উভয় শক্তিকে দুই চক্ষের দুই দৃষ্টির সহিত তুলনা করা যায়। একটীকে নির্ব্বাণ করিলে অপরটীর আলোকে যাহা দেখা যায় তাহা সম্পূর্ণ ও প্রকৃত সত্য নয়। স্বাধীন চিন্তাকে উদ্বন্ধনে হত্যা করিয়া মহাপুরুষের চরণে আত্মবিক্রয় করিলে, সত্যের সহিত ভ্রমও গিলিতে হয়, আবার মহাজনদিগকে অবমান করিয়া স্বাধীন চিন্তার অহঙ্কৃত মস্তক উন্নত করিয়া বেড়াইলে অনেক সময় দিবালোকেও অন্ধকারে বিচরণ করিতে হয়। এই জন্য আমরা মহাপুরুষকে বলি, মহাপুরুষ! তুমি ব্যস্ত হইও না। তোমার ভিতর যে টুকু প্রকৃত বস্তু আছে সে টুকুর আদৃত হইবার উপায় ঈশ্বর স্বয়ং করিয়া রাখিয়াছেন। কে মানিল না মানিল গ্রাহ্য না করিয়া তুমি কার্য্য করিয়া যাও, দেখিবে যদি তোমাতে এক রতি খাঁটি স্বর্ণ থাকে ঈশ্বর তোমাকে তোলা তোলা লোকানুরাগ দিবেন। কিন্তু লোকে তোমার সকল কথাকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করুক, ও স্বাধীন চিন্তা বিসর্জ্জন করিয়া তোমার শরণাপন্ন হউক, সাবধান! সাবধান! সাবধান! এমন ইচ্ছা কখনও করিও না। ভক্তি শ্রদ্ধা যে চায়, সে পায় না, যে না চায় ঈশ্বর তাহাকেই আনিয়া দেন। এটী যদি এখনও বুঝিয়া থাক তবে ধর্ম্মের ক, খ, সাঙ্গ হয় নাই। লোকে স্বাধীন থাকিলে তোমার সর্ব্বময় প্রভুত্বের আশা নাই সত্য, সে রূপ প্রভুত্বের আশা করিও না। তাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়।

প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসু ও প্রদর্শনেচ্ছাবিমুখ লোক দেখিতে বড় ইচ্ছা হয়; যাঁহাদের প্রাণের ভিতরে ভাল হইবার জন্য গভীর আন্তরিক ইচ্ছা, কিন্তু সে ইচ্ছা সকলে জানুক বা দেখুক সে বিষয়ে ইচ্ছা নাই। তাঁহাদের নিজের বুদ্ধি ও বিবেক অনুসারে যাহা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে তাহা করিয়া যাইতেছেন; কিসে ধার্ম্মিক ধার্ম্মিক কিম্বা "ভক্ত ভক্ত"

বলিয়া চারিদিকের লোক সুখ্যাতি রটনা করিবে সেজন্য ব্যস্ত নন। অথচ তাঁহাদের ব্যবহারে, কথাতে ও কার্য্যে যে প্রকৃত ধর্ম্মটুকু আপনা আপনি বাহির হইয়া পড়ে তাহার সুগন্ধে তাঁহারা সকলকে মুগ্ধ করিয়া ফেলেন। পথে চলিতে চলিতে এক এক সময় যেমন পথের পার্শ্বে অতি অমূল্য রোগনাশক ওষধ সকল লাভ করা যায়, সেইরূপ জীবন পথে চলিতে চলিতে কোথাও বা লোকের অজ্ঞাত কোন পার্শ্বে, বা কোন অন্ধকারে এই রূপ দুই একটী ঈশ্বরের সুসন্তান দৃষ্টি-গোচর হন। ব্রাহ্মসমাজে আমরা এরূপ কতকগুলি লোক দেখিয়াছি; দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিয়াছি। কোথাও বা একটী ব্রাহ্ম পড়িয়া আছেন, অতি অল্প বেতন পান; তিনি গরিব, তিনি অসহায়, কিন্তু গিয়া দেখি সেই পাড়ায় ও সেই নগরে সেই দরিদ্রের যে রূপ সমাদর, তাহার পরিবারস্থ সকলের তাহার প্রতি যে রূপ গভীর আস্থা; অপর লোকের যেরূপ প্রগাঢ় ভক্তি তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। আলাপ করিয়া আমারও গভীর শ্রদ্ধার উদয় হইল। শ্রদ্ধার কারণ অন্বেষণ করি, ধন নাই, বিদ্যা বুদ্ধি অধিক নাই; বরং সময়ে সময়ে দুর্ব্বলতারও নিদর্শন দেখা যায়; কিন্তু একটী গুণ আছে, লোকটী ধর্ম্মের জন্য বাস্তবিক তৃষিত। যে ধর্ম্মের কথা বলে, তিনি তাহার গোলাম। তাঁহাকে দেখিয়া হৃদয়কে বলিলাম, হৃদয়! এই স্থানে বিনয় শিক্ষা কর এবং প্রকৃত ধর্ম্মতৃষ্ণার উপদেশ লও। ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল।

এক দিকে উক্ত প্রকার লোকের প্রতি যেমন ভালবাসার উদয় হয়, প্রদর্শনেচ্ছু ভক্তনামলোলুপ সুখ্যাতিপ্রয়াসী সাধনাড়ম্বরতৎপর লোকের প্রতি তেমনি ঘৃণা হয়। ভক্তনামলোলুপ ব্রাহ্ম ভায়া, যে সকল চিহ্ন দেখিলে লোকে ভক্ত মনে করে, তৎপর হইয়া সেই সকল চিহ্ন অবলম্বন করিতেছেন। তাঁহার যে একেবারে ভক্ত হইবার ইচ্ছা নাই তাহা নহে, কিন্তু ভক্ত হওয়া অপেক্ষা ভক্ত বলিয়া পরিচিত হওয়ার-দিকে তাঁহার অধিক দৃষ্টি। যে ভক্তনামলোলুপতা হইতে তাঁহার সাধনাড়ম্বরের সৃষ্টি, সেই লালসা হইতেই তাঁহার অপরাপর ব্যবহারের উৎপত্তি। সাধারণ লোকের ঈশ্বরের সহিত যে রূপ যোগ, তিনি তাহা ঘোষণা করিয়া সন্তুষ্ট নন। তিনি যে ঈশ্বরের একজন অন্তরঙ্গ ও অতি নিকটস্থ আত্মীয়, তাহা দেখাইবার জন্য ব্যস্ত। ঈশ্বর তাঁহাকে কার্য্য করিবার জন্য বিশেষভাবে মন্ত্রণা দিতেছেন, আর সকলকে মাঠে চরিবার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই সকল নির্লজ্জ লোকের এই রূপ মনের ভাব। আমরা এইরূপ আত্মম্ভরিতাকে ঘৃণা করি।

ইণ্ডিয়ান মিরার সম্পাদক "শুনিয়াছেন" যে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নিয়মাবলীতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূলসত্যের যে বর্ণন করা হইয়াছে তন্মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং কোন সৃষ্ট বস্তুকে ঈশ্বর অথবা মধ্যবর্ত্তী জ্ঞানে পূজা করা নিষেধ এই দুইটী বিষয়ের উল্লেখ আছে। এবং তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে পরকালের মত কি প্রতিবাদকারী ভ্রাতাদিগের বিশ্বাসের মধ্যে গণ্য নহে? আমাদের সহযোগী সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অস্তিত্ব ও তাহার নিয়মাবলী অবগত হইবার জন্য যেরূপ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আমাদের সকলেরই ধন্যবাদের আস্পদ হইয়াছেন। কিন্তু যদি এত পরিশ্রমই স্বীকার করিলেন, তবে আর কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিলে একটী অমূলক সংবাদ প্রচার করিতে হইত না। তিনি কলিকাতায় থাকেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া বিক্রীত হইতেছে, কিঞ্চিৎ যত্ন করিয়া স্বয়ং তাহা দেখিলেই ভাল হইত। লোক মুখে শুনিয়া এরূপ একটী সংবাদ প্রচার করায় কেবল বৈর-নির্যাতন প্রবৃত্তি প্রকাশ পাইতেছে। আমাদের সহযোগী যে নিয়মটীর কথা বলিয়াছেন তাহা আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ঐ নিয়ম ১৬ আশ্বিন দিবসের তত্ত্বকৌমুদীর ১০২ পৃষ্ঠায় এবং নিয়মাবলী পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হইবে। "যাহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্যে বিশ্বাস করেন (অর্থাৎ যাহারা ঈশ্বর ও পরকালের অস্তিত্বে এবং উপাসনার আবশ্যকতাতে বিশ্বাস করেন এবং অপর দিকে কোন সৃষ্ট বস্তুকে ঈশ্বর জ্ঞান কিম্বা কোন ব্যক্তি বা গ্রন্থকে অভ্রান্ত ও মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া স্বীকার করেন না) ইত্যাদি—তাঁহারাই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইবার অধিকারী ইত্যাদি।" ২ নিয়ম।

যাঁহারা সকলের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করেন তাঁহাদের নিজের মৃত্যু সংবাদ কেহ ঘোষণা করিলে অসহিষ্ণু হওয়া বিধেয় নহে। কুমারী কলেট তাঁহার ১৮৭৮ সালের ব্রাহ্ম "ইয়ার বুক" নামক পুস্তকের একস্থানে লিখিয়াছেন যে "ভারত বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের রাজত্ব শেষ হইয়াছে। যদিও তাঁহার সংস্থাপকের এখনও কতক গুলি শিষ্য আছে যাহারা তাঁহার সম্পূর্ণ রূপে অনুবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত, কিন্তু অধিকাংশ সহৃদয়, বিশ্বাসী ও কর্ম্মক্ষম ব্রাহ্মের সম্বন্ধে তাঁহার অধিনায়কতা শেষ হইয়াছে।" মিরার সম্পাদক এই উক্তি পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন যে "লোকে কেহ মরিলে পর তাহার মৃত্যু স্মরণার্থ চিহ্ন সংস্থাপন করে, কিন্তু মিস কলেট (ভারতবর্ষীয়) ব্রাহ্ম সমাজের জীবিতাবস্থায় তাহার মৃত্যু স্মরণ লিপি লিখিয়াছেন। মিস্ কলেট ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পূর্ণ মৃত্যু ঘোষণা করেন নাই, কিন্তু মিরার সম্পাদক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করিতেছেন। আমাদের সহযোগীকে কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে বর্ত্তমান আন্দোলন কি স্থায়ী হইবে?

তিনি তাহার এই রূপ উত্তর দিয়াছেন—"যত দিন বিবেক বুদ্ধি ও অর্থ যথেষ্ট থাকিবে এবং তার্কিকতা ও সাংসারিক ধর্ম্ম ভাবের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ থাকিবে ততদিন মাত্র এই আন্দোলন স্থায়ী হইবে।" মিস্ কলেট বর্ত্তমান ঘটনা দর্শন করিয়া তাহার মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের

সহযোগী ভবিষ্যতের গর্ভ হইতেও সত্যোদ্ধার করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই।

ব্রহ্মমন্দির সম্বন্ধে কেশব বাবুর পূর্ব্বাপর ব্যবহার।

আমাদের পাঠকবর্গ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ব্রহ্মমন্দিরের স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে কি স্থির হইল এবং তাহার কোন ট্রষ্টী নিযুক্ত হইয়াছে কি না? অদ্য আমরা সেই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি।

বর্ত্তমান আন্দোলনের পূর্ব্বে অনেকবার সাম্বৎসরিক উৎসবের সময় ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভায় এই প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছিল, তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এই বলিতেন যে মন্দিরের ঋণ যত দিন শোধ না হয় তত দিন ট্রষ্টী নিযুক্ত হইতে পারে না। এস্থলে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাউক যে সে সময়ে কোন ব্যক্তিকে এ কথা প্রস্তাব করা হয় নাই যে তাহারা মন্দিরের ঋণের ভার লইয়া ট্রষ্টী হইতে প্রস্তত কি না? যাঁহারা প্রস্তত তাঁহাদিগকে ট্রষ্টী নিযুক্ত করিবার আপত্তি দেখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ এই দুইটী বিষয় স্থির করিবার জন্য কোন সভা নিযুক্ত হয় নাই। তবে কেবল ঋণ শোধের জন্য কয়েক ব্যক্তির উপর ভার দেওয়া হইয়াছিল। এবং এরূপও বলা হইয়াছিল যে ছয় মাসের মধ্যে ঋণ শোধ হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহার পর ট্রষ্টী নিয়োগের বিষয় বিবেচিত হইবে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কোন নিয়মাদি নাই সুতরাং যদিও অনেকে পুনঃ পুনঃ ট্রষ্টী নিয়োগের জন্য অনুরোধ করিতেন, কিন্তু কেশব বাবু সে সকল অগ্রাহ্য করিতেন। এমন সময়ে বিবাহ আন্দোলন উপস্থিত হইল। তৎকালে ২২ জন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ১৪ মার্চ দিবসে সহকারী সম্পাদককে উক্ত সমাজের একটী বিশেষ সভা আহ্বান করিতে অনুরোধ করেন। উক্ত সভার বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে একটী এই ছিল—"ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ট্রষ্টী নিয়োগ সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য তাহাও নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।" এই প্রার্থনা প্রথমে অগ্রাহ্য করা হইয়াছিল, পরে ২০ মার্চ দিবসের মিরারে এই সম্বন্ধে একটী বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয়। ২৩ মার্চ আবার সভা স্থগিত করা হইল। পুনর্ব্বার ২৪ মার্চ এই বিজ্ঞাপনটী প্রকাশিত হইয়াছিল—"ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ঋণ পরিশোধ ও তাহার ট্রষ্টী নিয়োগের উপায় অবলম্বনের জন্য মন্দিরের গৃহে ২৩ সেপ্টেম্বর উক্ত মন্দিরের অর্থ সাহায্যকারীদিগের একটী সভা হইবে।" চারি মাসের অধিক কাল এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া ১৮ আগষ্ট দিবসে তাহা পুনর্ব্বার স্থগিত করা হইল। এই সময়ে কেশব বাবু পীড়িত ছিলেন, সেই জন্য কেহ কিছু বলেন নাই; কিন্তু যদিও সেপ্টেম্বর মাসে কেশব বাবু স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তথাপি সভা আর আহূত হইল না। যাহা হউক ১ সেপ্টেম্বর দিবসে আবার একটী বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল যে মাঘোৎসবের সময় উক্ত সভা আহূত হইবে। এই বিজ্ঞাপন দৃষ্টে আমাদের মনে স্বভাবতঃ এই আশঙ্কা হইল যে যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভায় এই বিষয় মীমাংসা হইবে, তখন কোন সুফল লাভের আশা নাই। সেই সাধারণ সভায় নানাবিধ লোকের সমাগম হয়; তাহাদের দ্বারা অর্থ সাহায্যকারীদিগের প্রস্তাব বিচারিত হইবে অথবা কি প্রকার উপায়ে এই বিষয়ের মীমাংসা হইবে আমরা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। ১৯ ডিসেম্বর দিবসে "পবলিক ওপিনিয়ন" পত্রে আমরা এই ব্যবহারের বিষয় প্রকাশ করিলাম। তখন সম্পাদকের চৈতন্যোদয় হইল এবং তিনি ১২ জানুয়ারীর মিরারে এইরূপ একটী বিজ্ঞাপন দিলেন;—

"ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ঋণ পরিশোধ ও ট্রষ্টী নিয়োগ উদ্দেশে গৃহ নির্ম্মাণার্থ অর্থানুকুল্যকারীদিগের একটী সভা আগামী ২১ জানুয়ারী আলবার্ট স্কুলের গৃহে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় আহূত হইবে। যাহারা পূর্ব্ববিজ্ঞাপনানুসারে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিয়াছেন, তাহাদিগকে তিনি সভা প্রবেশের অনুমতি সূচক লিপি প্রদান করিবেন।"

১৯ জানুয়ারীর মিরারে এক স্থানে লেখা হইয়াছিল যে "প্রচার কার্য্যালয়ে" ঐ অনুমতিসূচক লিপি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

উপরে যে বিবরণ প্রদত্ত হইল তদ্দ্বারা পাঠকবর্গ স্পষ্টই দেখিতে পাইবেন যে, ব্রহ্মমন্দিরের ট্রষ্টী নিযুক্ত হয়, কেশব বাবুর তাহাতে নিতান্ত অনিচ্ছা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষে কেবল ঋণের দোহাই দিয়া ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতেন; গত বর্ষে অনেক প্রতিবাদ ও অনুরোধের পর যদিও একটী সভা আহ্বানের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু অদ্য পর্য্যন্ত সে সভা আহ্বান করিলেন না। এ পর্য্যন্ত কোন একটী সভার উপর ঐ কার্য্যের ভার দেওয়া হইল না। তাহাদের বিজ্ঞাপনই কত প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা পাঠকবর্গ একবার দেখুন। প্রথমতঃ ২৪ মার্চের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল যে ট্রষ্টী নিয়োগ সম্বন্ধে উপায় নির্দ্ধারণ জন্য ব্রহ্মমন্দিরে একটী সভা হইবে। ১৮ আগষ্ট ঐ সভা স্থগিত করা হইল। ১ সেপ্টেম্বর বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল যে মাঘোৎসবের সময় ট্রষ্টী নিয়োগের বিষয় বিবেচনা করা হইবে এবং অর্থানুকুল্যকারীদিগকে অনুরোধ করা হইল যে তাঁহারা তাঁহাদের নাম ধাম এবং কে কত টাকা দান করিয়াছেন তাহার সংখ্যা, যাহারা স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারিবেন না তাহাদের প্রতিনিধিদিগের নাম অথবা যাহারা লিখিয়া নিজমত প্রকাশ করিতে চান তাঁহারা কাহাদিগকে ট্রষ্টী নিয়োগ করিবার ইচ্ছা করেন তাঁহাদের নাম সহকারী সম্পাদককে অবগত করেন। পরে অকস্মাৎ ১২ জানুয়ারীতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল যে যাহারা পূর্ব্ব বিজ্ঞাপনের মর্ম্মানুসারে সহকারী সম্পাদকের নিকট আবেদন করিয়াছেন কেবল তাহাদিগকে সভায় উপস্থিত হইবার অনুমতি দেওয়া হইবে, অপর কেহ সভায় উপস্থিত হইতে পারিবেন না। সভা কবে হইবে, পূর্ব্বের বিজ্ঞাপনে স্থির হয় নাই। যে দিবস দিন স্থির হইল সেই দিবসই বলা হইল [illegible] করা হইবে না। কত দিন পর্য্যন্ত আবে-

দন গ্রহণ করা হইবে পূর্ব্ব বিজ্ঞাপনে তাহারও কিছু উল্লেখ ছিল না। আমরা জিজ্ঞাসা করি এই সকল নিয়ম করিবার পক্ষে সহকারী সম্পাদকের কি অধিকার আছে এবং মিরারে কখন কি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় তাহা দেখিয়া কি দাতারা কার্য্য করিবেন? অনেকে মিরার গ্রহণ করেন না। এরূপ একটী গুরুতর বিষয়ে অন্যান্য প্রকাশ্য পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল না কেন? আমরা শুনিলাম অনেকের আবেদন এই বলিয়া অগ্রাহ্য করা হইয়াছে যে তাঁহারা শেষ বিজ্ঞাপনের মর্ম্মানুসারে কার্য্য করেন নাই। সহকারী সম্পাদকের বিজ্ঞাপনের উপরে ব্রাহ্মদিগের বিশ্বাস নাই, তিনি অদ্য যে বিজ্ঞাপন দেন, কল্য তাহা পরিবর্ত্তন অথবা রহিত করেন; বিশেষতঃ শেষ বিজ্ঞাপনেই এই কথা বলা হইয়াছে যে পূর্ব্বে যাঁহারা আবেদন করিয়াছেন কেবল তাহাদিগকেই সভাস্থ হইবার অনুমতি দেওয়া যাইবে। প্রথম বিজ্ঞাপনে তিনি একটী দিন নির্দ্ধারণ করেন নাই কেন?

যাহা হউক এত বিজ্ঞাপন ও ব্যবস্থার শেষ ফল কি হইল পাঠকগণ শ্রবণ করুন।

বিগত ২৬ জানুয়ারীর মিরারে এইরূপ লেখা হইয়াছে;—

"ব্রহ্মমন্দিরের ঋণ পরিশোধ ও ট্রষ্টী নিয়োগের সভা স্থগিত হইয়াছে।"

এই কথাগুলি স্বর্ণাক্ষরে ব্রহ্মমন্দিরের চূড়ার উপর লিখিয়া এই বিষয়টী ভুলিয়া যাওয়াই আবশ্যক হইতেছে। কি জন্য সভা স্থগিত হইল তাহার কোন কারণ প্রদর্শন না করিয়া কেবল উক্ত কয়েকটী কথা মিরারের ব্রাহ্মসমাজ স্তম্ভে লিখিত হইয়াছে।

ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণার্থ যাহারা অর্থানুকূল্য করিয়াছেন তাহারা সহকারী সম্পাদকের ব্যবহার আলোচনা করিয়া তাঁহার ও সম্পাদকের উপর আর বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত কি না স্থির করুন। এই সভা আহ্বান করা কি সম্পাদকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে? আমরা তাহা বিবেচনা করি না এবং আমরা এই প্রস্তাব করি যে অর্থানুকূল্যকারীদিগের মধ্যে এক শত ব্যক্তি নিজ নামে একটী সভা আহ্বান করুন এবং অধিকাংশের মতে ট্রষ্টী নিযুক্ত হউক।

এ যে আমারই ছবি।

ব্রাহ্মসমাজের প্রারম্ভ হইতে উপাসনার প্রচার হইয়া আসিতেছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে উপাসনা প্রণালী প্রণয়ন করিয়াছেন অদ্যাপি সেই প্রণালী অথবা তাহাকে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া ভারতবর্ষের সকল সমাজে প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজও সেই প্রণালীকে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া অবলম্বন করিয়াছেন। উপাসনার প্রথমে উদ্বোধন মধ্যে আরাধনা ও ধ্যান এবং অন্তে পাঠ উপদেশ। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক চিন্তাদ্বারা এই প্রণালী স্থিরীকৃত হইয়াছিল; তাহার উপযোগিতা এরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত যে, এ পর্য্যন্ত কেহ তাহার মৌলিক ভাবগুলি পরিত্যাগ বা পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। আমাদের সকলেরই সামাজিক উপাসনার এই কয়েকটী অঙ্গ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। কেহ আরাধনা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ করেন কেহ সংক্ষেপ করেন, কেহ একটী শ্লোক পরিবর্ত্তন করেন কেহ বা করেন না এতাবন্মাত্র প্রভেদ দেখা যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক দিন বলিতে পারেন যে তাহার প্রবর্ত্তিত উপাসনা প্রণালী সর্ব্বত্র আদৃত ও গৃহীত হইয়াছে, ইহা তাঁহারই ছবি, তবে ইহা তোমার ছবি কিসে হইল?

পরে ব্রাহ্মসমাজে অনুষ্ঠান প্রবেশ করিল। অনুষ্ঠান পদ্ধতিও সেই দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে সঙ্কলন করেন এবং তাহাই ভাষান্তরিত, পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্দ্ধিত করিয়া সকল ব্রাহ্ম স্ব স্ব অনুষ্ঠানে ব্যবহার করিয়া থাকেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক দিন বলিতে পারেন যে, ইহা আমারই ছবি। তবে ইহা তোমার ছবি কিসে হইল?

আবার সেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশবিদেশে প্রচার করিবার রীতি সর্ব্বপ্রথমে প্রচলন করেন। তিনিই প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য এক জন পরিদর্শক নিয়োগ করেন। এই পরিদর্শকের স্বনামাঙ্কিত একটী মোহর ছিল; তিনি স্বীয় পত্রাদিতে সেই মোহর ব্যবহার করিতেন এবং প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ সকল পরিদর্শন করিতেন। এই পরিদর্শকের নাম ও সংখ্যা এখন বৃদ্ধি হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই পুরাতন প্রচার প্রণালী এখনও অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিতে পারিতেন যে এ ত আমারই ছবি, কিন্তু তাঁহার ইহা বলিবার আবশ্যকতা নাই। তবে ইহা তোমার ছবি কিসে হইল?

ভ্রাতঃ তবে তোমার ছবি কোথায়? তুমি ১৮৬৬ সালের ২৮ সেপ্টম্বরে যে বক্তৃতা করিয়াছিলে তাহাতেই তোমার ছবি রহিয়াছে; কিন্তু সে ছবির প্রতিবিম্ব যে আর কোথাও পড়িল না! সে "মহাপুরুষের" আবির্ভাব যে ব্রাহ্মসমাজে হইতে পারিতেছে না। তুমি চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু তোমার "শত্রুরা" বাধা দিয়া আসিতেছে। তোমরা আপনারাই সে দিবস লিখিয়াছ—"যাঁহারা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বিষয় কিছু অবগত আছেন, তাহারা জানেন যে অনেক দিন অবধি একদল লোক উক্ত সমাজের কার্য্যাদি নির্ব্বাহ সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব ও খ্যাতিলাভের জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। আমাদের আচার্য্যের আচরণ ও মতের বিপক্ষে ইহারা গত কয়েক বর্ষাবধি স্পষ্টতঃ ও প্রকারান্তরে আক্রমণ করিয়া আসিতেছে। * * * তাহাদের বর্ত্তমান বিরোধ এই কয়েক বর্ষব্যাপী আচরণের একটী অংশমাত্র। বর্ত্তমান আন্দোলনকারীদিগের অনেকেই নরপূজা, প্রবঞ্চনা, অসচ্চরিত্রতা, কুসংস্কারমূলক বৈরাগ্যপ্রভৃতি দোষারোপ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী ছিল।" (ইণ্ডিয়ান মিরার ৩ রা মার্চ ১৮৭৮) এখন জিজ্ঞাস্য, ইহাতে কি তোমার ছবি দেখিতেছ?

ইহারা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছে "কুচবিহার বিবাহ সমর্থন করিবার জন্য আপনারা যে আদেশবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা উদার ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্ভূত হইতে পারে না।

ব্রাহ্মধর্ম্মের নামে আপনারা এরূপ সকল আপত্তিজনক মত প্রচার করিয়াছেন যাহা অধিকাংশ ব্রাহ্ম স্বীকার করেন না। ঐ সমস্ত মত ও বৈরাগ্যের মত ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল মত বলিয়া আপনারা ঘোষণা করিয়াছেন। আপনাদের আচার্য্য যে রূপ প্রত্যক্ষ আদেশের মত বিগত রবিবারের পূর্ব্ব রবিবারে প্রচার করিয়াছেন তাহা বিশুদ্ধ ও উদার ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত সমঞ্জস নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে "অভিষিক্ত পুত্রের" স্থান নাই। গুরুবাদ ও পৌরহিত্য আপনাদের সমাজকে অধিকার করিয়াছে। যদিও আপনি মতে অস্বীকার করিতেছেন, কিন্তু আমি কার্য্যে দেখিতেছি এই দুইটী অমঙ্গলকর ব্যাপারই আপনাদের সমাজে বর্ত্তমান।"

(শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেবের পত্র ১৮ মে ১৮৭৮)

এই পত্র লিখিয়া আমরা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিদায় গ্রহণ করি। ইহাও কি তোমার ছবি?

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক একটী গুরুতর বিষয়ে নিজের কতকগুলি মত একটী প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ইহা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মত; ইহা তোমার ছবি বটে; কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যে প্রণালীতে ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মসমাজ সকলের মত গ্রহণ করিতেছেন, তাহা কি তোমার ছবি? কখনই না।

অভ্রান্তি বাদ।

যে মত প্রচারের জন্য বাবু কেশব চন্দ্র সেন বিগত ১০, বৎসর চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন গত ১১ মাঘ বৃহস্পতিবার কলিকাতার টাউন হলে সেই মত প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছেন। ১৭৯০ শকে যখন তাঁহার কতিপয় শিষ্য তাঁহাকে অলৌকিক জ্ঞানে তাঁহার পদতলে পড়িয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং যখন দুইজন প্রচারক তাঁহাদের সেই আচরণের প্রতিবাদ করেন, তখন তিনি ভীত হইয়া বলিয়া ছিলেন—"মধ্যবর্ত্তী হইবার ইচ্ছা যদি কোন কালে আমার মনে উদয় হইয়া থাকে, তবে তুমি আমাকে বিনাশ কর" (ধর্ম্মতত্ত্ব ১লা আশ্বিন ১৭৯১ শক ১০১ পৃষ্ঠা)। যখন আলাহাবাদে তাঁহাকে উক্ত প্রচারক দ্বয় জিজ্ঞাসা করেন তিনি আপনাকে মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করেন কি না, তদুত্তরে তিনি এই কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন—"আমি কি কখন তাহা বলিয়াছি?" তৎকালে যদিও স্বীয় মহত্বে তাঁহার বিশ্বাস ছিল, কিন্তু সাহসের অভাবে তিনি তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—"গুরু বা সাধুকে পূর্ণ ব্রহ্ম অথবা ঈশ্বরের সমান অথবা তাহার একমাত্র অভ্রান্ত অবতার জ্ঞানে ভক্তি করা ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরুদ্ধ।" (ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত ৩৬২ পৃঃ কেশব বাবুর পত্র)। কিন্তু ক্রমে ব্রাহ্মদিগের ভীরুতা দর্শনে তাঁহার সাহস বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন তাঁহার পক্ষ হইতে মধ্যবর্ত্তিত্ব ও অভ্রান্ততার মত স্পষ্টাভিধানে প্রচারিত হইতেছে। ১৮৭৭ সালে অভ্রান্ততার মত এইরূপে সুস্পষ্ট বিবৃত হইয়াছে:—

"যে অভ্রান্ততার মত অনেকের নিকট ঈশ্বরাবমাননা বলিয়া বোধ হয়, আমাদের তাহাকে নিতান্ত ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। যে গুরু লক্ষ লক্ষ লোকের ধর্ম্মপথ প্রদর্শক হইতে চান, তিনি যদি ঈশ্বরের নিকট হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত না হন, তবে তিনি গুরুই নহেন। আমরা বিবেচনা করি যে গুরু ঈশ্বরের বাক্য না বলেন, যিনি স্বয়ং ঐশ্বরিক ভাবে পরিপূর্ণ নহেন তিনি কৃপাপাত্র।" (ইণ্ডিয়ান মিরার ২৫ নবেম্বর ১৮৭৭)

এই সমস্ত ভয়ানক ও ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরুদ্ধ মত প্রচারিত হইতে দেখিয়াও ব্রাহ্মেরা যে নিশ্চিন্ত ও নির্ব্বাক ছিলেন, এখন তাহার সুরসফল আস্বাদ করুন। ব্রাহ্মেরা যেরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে বোধ হয় ব্রাহ্মধর্ম্মের মঙ্গলের জন্য তাঁহারা দায়ী নহেন। তাঁহাদের পুত্র-পৌত্রগণ যে ধর্ম্মের শীতল ছায়াতে বাস করিবেন, তাহার মূলে কেহ কুঠারাঘাত করিলে যেন তাঁহাদের কোন অনিষ্টই হইবে না, তাহাদের কার্য্যে ইহাই কি প্রকাশ পায় নাই? এখন তাঁহাদের সেই ঔদাসীন্যের জন্য তাঁহারা বিরলে বসিয়া অশ্রু পাত করুন। যে এক ব্যক্তির হস্তে তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের কল্যাণের ভার দিয়া আপনারা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিলেন, তিনি এখন কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন। যে পবিত্র দিনে রামমোহন রায় একমাত্র অভ্রান্ত অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচার করিয়াছিলেন, সেই পবিত্র দিবসে শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র সেন এই নগরের প্রকাশ্যস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন যে "ঈশ্বর ভিন্ন তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তিনি যাহা করেন, যাহা বলেন, তাহা ঈশ্বরের কার্য্য, তাহার জন্য তিনি দায়ী নহেন। যদি তাঁহার কার্য্যের কোন দোষ হইয়া থাকে সে দোষ তাঁহার নহে, তাহা ঈশ্বরের দোষ।" ইহার পর আর কি বলিবার অবশিষ্ট আছে? ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের যে অধিনায়ক আদি সমাজের ট্রষ্টীদিগের সামান্য বৈষয়িক কর্ত্তৃত্ব অসহনীয় জ্ঞান করিয়াছিলেন, অদ্য তিনি আধ্যাত্মিক কর্ত্তৃত্ব সংস্থাপন করিতেছেন—তিনি ঈশ্বরের সহিত একত্ব কল্পনা করিতেছেন! এক মুখে তিনি বলিতেছেন, আমি পাপী ও জগতের পথ প্রদর্শক হইতে পারি না; অন্য মুখে আবার তিনিই বলিতেছেন, আমার কার্য্যের কোন দোষ থাকিতে পারে না, ঈশ্বরের মুখে আদেশ না শুনিয়া আমি কোন কথা বলি না ও কোন কার্য্য করি না। সামান্য সাংসারিক বিষয়ে যিনি নিজের পাপ স্বীকার করিতেছেন, গুরুতর আধ্যাত্মিক বিষয়ে তিনি আপনাকে অভ্রান্ত বলিতেছেন। একই আত্মার অবস্থাদ্বয় কি প্রকারে এরূপ পরস্পর অসংলগ্ন হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া স্থির করা যায় না। যে আত্মা অহঙ্কার, হিংসা, ক্রোধ, অকৃতজ্ঞতা, প্রতি-হিংসা, অনৃতপরায়ণতা প্রভৃতি পাপের অধীন, সে আত্মা কি প্রকারে অভ্রান্ত তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। এই সকল পাপ থাকিলে এক ব্যক্তি জড় বিজ্ঞান শাস্ত্র বিষয়ে অভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে অভ্রান্ত হইতে পারে না। আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের 'বর্ণমালা' চিত্ত-শুদ্ধি। যাহার চিত্তই শুদ্ধ নহে,

সে আবার অভ্রান্ত কি? কোন বিশেষ মুহূর্ত্তে এক ব্যক্তির হৃদয়ে কোন বিশেষ সত্য প্রতিভাত হইতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহার সকল ভাবই ঈশ্বরের অনুগত হইতে পারে না এবং তাহার কার্য্যের জন্য ঈশ্বর দায়ী নহেন।

জগতে ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া লোকে যত প্রকার কার্য্য করিয়াছে, যদি তাহার সকলই অভ্রান্ত হয়, তবে সকল পরস্পর বিপরীত কার্য্যকে অভ্রান্ত বলিতে হয়। সকল ধর্ম্ম প্রচারকই আপনাকে অভ্রান্ত বলিয়াছেন। ক্রাইষ্ট সকল পূর্ব্ব প্রচারকদিগকে মিথ্যাবাদী ও তস্কর বলিতেন। মহম্মদ বলিয়াছেন যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ প্রেরিত। প্রচারিত মত সম্বন্ধেও সকল ধর্ম্ম প্রচারকদিগের মধ্যে আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় বৈষম্য দেখা যায়। এক এক জন ধর্ম্ম প্রচারক এক একটী ধর্ম্ম সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন এবং এ পর্য্যন্ত তৎসমস্ত তাঁহাদের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। খৃষ্ট ত্রীশ্বরত্ব ও অনন্ত নরক প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বৈদান্তিক ধর্ম্মে স্রষ্টা ও সৃষ্ট অভেদ, এবং বিনাশের পর সকল পদার্থ ব্রহ্মেতে মগ্ন হয়। মহম্মদ বলিয়া গিয়াছেন যে ঈশ্বর এক, কিন্তু কাফের বধ করিলে পুণ্য হয়। এখন কাহার বাক্য ভ্রান্ত ও কাহার অভ্রান্ত কে বিচার করিবে? সকলেই আপনাকে অভ্রান্ত বলিয়াছেন; অথচ যদি সকলের কথা অভ্রান্ত হয়, তবে বলিতে হইবে যে ঈশ্বর সত্যও আদেশ করিয়াছেন এবং মিথ্যাও আদেশ করিয়াছেন। প্রকৃত ধর্ম্মার্থী কখনই একথা স্বীকার করিতে পারেন না; তিনি ইহাই বলিবেন যে মনুষ্যের সকল মত ও কার্য্য অভ্রান্ত নহে। তাহাতে সত্য ও অসত্য মিশ্রিত আছে।

কেশব বাবু স্বীয় অভ্রান্তত্ব পোষকতার জন্য বলিয়াছেন "আমি আমিত্ব জানি না। ঐ ব্যক্তিত্ব কোথায়? উহার অস্তিত্ব নাই। 'আমি' নামক ক্ষুদ্র বিহঙ্গটী অনেক দিন হইল এই আবাস ত্যাগ করিয়া কোথায় উড়িয়া গিয়াছে; আর ফিরিয়া আসিবে না। আমার ঈশ্বর বহুদিন আমার ব্যক্তিত্ব বিনাশ করিয়াছেন।"

ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল মত ঈশ্বরের স্বতন্ত্রতা। ঈশ্বর আমাদের কার্য্যের ফলাফলের জন্য দায়ী নহেন, আমাদিগকে তিনি স্বতন্ত্র করিয়াছেন। কেবল বৈদান্তিক ধর্ম্মে জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভেদ। জীবাত্মা পরমাত্মার ছায়া মাত্র। বেদান্ত বলেন—

"সয়োহবৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি'। যিনি সেই পরব্রহ্মকে জানেন তিনি স্বয়ং ব্রহ্মই হয়েন। ক্রাইষ্ট বলিয়াগিয়াছেন "আমি ও আমার পিতা এক।" আমরা প্রকৃতিগত একত্ব স্বীকার করি না, কিন্তু ইচ্ছাগত একত্ব স্বীকার করি। ঈশ্বর ও আত্মা পরস্পর স্বতন্ত্র, তাঁহাদের প্রকৃতি স্বতন্ত্র; কিন্তু যখন আত্মা ও ঈশ্বরের ইচ্ছা এক হয় তখন পরস্পরের যোগ হয়। এই পর্য্যন্ত অদ্বৈত বাদ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনুমোদিত। কিন্তু সেই একতা কখন সম্ভব? "যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ' তখন কিয়ৎ পরিমাণে একতা ও কিয়ৎ পরিমাণে স্বতন্ত্রতা অসম্ভব। যাঁহার মোহপাশ ছেদ হয় নাই তাহার ব্যক্তিত্ব বিনাশ হয় নাই। সংসারে যাহার ব্যক্তিত্ব আছে, আধ্যাত্মিক বিষয়েও তাঁহার ব্যক্তিত্ব আছে। কে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুসরণ করিতে পারে?

যাহাহউক ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুশাসন এই যে আত্মা স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও দায়িত্ব বুঝিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুসরণ করিবে। যদি আমার ব্যক্তিত্বই নাই, তবে ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবারও অনুসরণ করিবার ক্ষমতাও নাই। যদি সাংসারিক বিষয়ে ভ্রমের সত্তা স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ব্যক্তিত্বের সত্তাও স্বীকার করা হইতেছে। কেশব বাবু যদি বলেন যে কোন বিষয়ে তাঁহার ভ্রম নাই, তাহা হইলে তাহার মত সর্ব্বাবয়ব সমঞ্জস, আর যদি তিনি কেবল ধর্ম্ম বিষয়ে আপনাকে অভ্রান্ত বলেন ও অন্যান্য বিষয়ে ভ্রমের সম্ভাবনা স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহার মতকে তিনি স্থায়ী ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিতে পারেন নাই। বৈজ্ঞানিক বিষয়ের কথা আমরা বলিতেছি না। জ্ঞান বিষয়ে ভ্রম থাকিলে অভ্রান্ততা মতে দোষ পড়িতেছে না. কিন্তু যদি নীতি বিষয়ে চরিত্র বিষয়ে ও অপরাপর সমস্ত আধ্যাত্মিক বিষয়ে ভ্রমের সম্ভাবনা স্বীকার করা হয়, তবে অভ্রান্তবাদ মত সংস্থাপিত হইল না। কিন্তু যদি তিনি বলেন যে সমস্ত আধ্যাত্মিক বিষয়ে তিনি অভ্রান্ত এবং চরিত্র ও কার্য্যের জন্য পরমেশ্বর দায়ী; তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে সেই শ্রেণীর লোকের মধ্যে গণ্য করিব যাহারা বলে "জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ। জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ। ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।" তাঁহার এই মত যে কি ভয়ঙ্কর ব্রাহ্মগণ তাহা চিন্তা করিয়া দেখেন, আমাদের অনুরোধ। তিনি যে মত প্রচার করিয়াছেন তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং তাহা দ্বারাই জগতের এত অনিষ্ট হইয়াছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সাম্বৎসরিক অধিবেশন।

বিগত ১৩ মাঘ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় কলিকাতার টাউনহলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়াছিল।

সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু আসন গ্রহণ করিলে পর সমাজের বিগত বর্ষের কার্য্য বিবরণ পঠিত হইল। কার্য্য বিবরণ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল যথা, সাময়িক সভার কার্য্য, ব্রাহ্মসমাজ কমিটির কার্য্য, ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য। শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত কুচবিহারের রাজার বিবাহের প্রস্তাব প্রকাশিত হইলে পর যে ২৩ জন* আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম উক্ত বিবাহের প্রতিবাদ করেন, তাঁহারা এই বিবাহের অসদ্দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের যে অমঙ্গল হইবার আশঙ্কা ছিল তাহা নিবারণ এবং তদ্বিষয়ে প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজের মতামত গ্রহণ করি-

* ইঁহাদের মধ্যে একজন মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

বার জন্য যে সভা স্থাপন করেন তাহাই এই সাময়িক সভা। সাময়িক সভা যে কার্য্য করিয়াছেন সাম্বৎসরিক কার্য্য বিবরণের প্রথমে তাহা সংক্ষেপে এইরূপে উক্ত হইয়াছে। যখন প্রকাশ্য পত্রে ঘোষণা হইল যে প্রাগুক্ত বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, তখন সাময়িক সভা বিবাহ সম্বন্ধে মফস্বলস্থ ব্রাহ্মসমাজ সকলের মত অবগত হইবার জন্য তাহাদিগকে পত্র প্রেরণ করেন এবং তাহাদের মধ্যে ৫৭ টী সমাজের উত্তর প্রাপ্ত হইলে পর ২৮ ফেব্রুয়ারী কলিকাতার টাউনহলে বিবাহ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার জন্য সভা আহ্বান করেন। উক্ত সভায় ব্রাহ্মসমাজ কমিটি সংস্থাপিত হয়।

ব্রাহ্মসমাজ কমিটির কার্য্যের এইরূপ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ কমিটির কার্য্য দুই প্রকার। প্রথমতঃ বিবাহের ভাবী ঘটনাবলী পর্য্যবেক্ষণ করা, দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে নিয়মাধীন করিবার চেষ্টা করা এবং তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করা। ব্রাহ্মসমাজ কমিটি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে নিয়মাধীনে আনিবার জন্য যে সমস্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নিয়মের অধীন হইতে চাহেন না, তাঁহারা এক জন ঈশ্বরাদিষ্ট গুরুর প্রদর্শিত পথে চলাই ধর্ম্মরাজ্যের প্রধান নিয়ম জ্ঞান করেন এবং তাঁহাদের গুরুও সেই মত প্রচার করিয়া আসিতেছেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন সভ্যদিগের মধ্যে যাঁহারা সম্পাদককে পুনঃ পুনঃ সভা আহ্বান করিয়া কয়েকটী গুরুতর বিষয় মীমাংসা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ক্রমে দেখিতে পাইলেন, যে তাঁহাদের সে বাসনা চরিতার্থ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই এবং তাঁহাদিগের সম্পাদক তাঁহাদিগের সেই সকল প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন যখন আংশিক পৌত্তলিকতা ও নামমাত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের বিধানানুসারে তাঁহার কন্যার বিবাহ দিলেন, তখন তাঁহাকে আচার্য্য ও সম্পাদকের পদ হইতে বিচ্যুত করা আবশ্যক হইলেও তাঁহার ও তৎপক্ষীয় লোকদিগের অযথা ব্যবহারের জন্য তাঁহাকে পদচ্যুত করা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। তখন স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করার আবশ্যকতা দৃষ্ট হইল এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে নিয়মাধীন করিবার আশা পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করা হইল।

বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়া এই আট মাসের মধ্যে যে কার্য্য করিয়াছেন তাহা কার্য্য বিবরণ মধ্যে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার প্রারম্ভেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্বীয় কার্য্য প্রণালী সুনির্ব্বাহের জন্য কতকগুলি নিয়ম প্রস্তুত করেন, সমস্ত ব্রাহ্মসমাজে ঐ নিয়মের পাণ্ডুলিপি দুইবার প্রেরিত হয় এবং তাহাদের সকলের প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া অধ্যক্ষ সভা পরিশেষে ঐ নিয়মাবলী সংশোধনানন্তর প্রচার করিয়াছেন। তাঁহারা আর দুইটী বিষয় আলোচনা করেন; প্রথমতঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্য একটী মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় ও উপাসনার জন্য একটী গৃহ নির্ম্মাণ। ঈশ্বরপ্রসাদে এই দুইটী বিষয়েই তাঁহাদের আশা অনেক পরিমাণে চরিতার্থ হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন সভ্যের যত্নে একটী মুদ্রা যন্ত্র ক্রীত হইয়া তাহাতেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক পত্রিকাদি প্রকাশিত হইতেছে। উপাসনাগৃহের জন্য ভূমি ক্রয় করা হইয়াছে এবং ১১ মাঘ দিবসে তাঁহারা পবিত্রস্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া তাঁহার উপাসনা-গৃহের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন।

গত বর্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ একখানি সঙ্গীত, একখানি পঞ্জিকা ও তত্ত্বকৌমুদী নামক পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান প্রচারকগণ গত বর্ষে যে কার্য্য করিয়াছেন তাহা কার্য্য বিবরণের শেষভাগে অতিরিক্ত পত্র স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে।

কার্য্য বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইলে পর সভাপতি মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গত বর্ষের কার্য্যপ্রণালী আলোচনা করিলেন। যদিও কেবল গত বর্ষের কার্য্য সমালোচনা করা তাঁহার বক্তৃতার প্রধান উদ্দেশ্য, তথাপি তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনৈক্যস্থল গুলি অতি বিশদরূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গত এক মাসের মধ্যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণীগন যে সমস্ত আপত্তিজনক মত প্রচার করিয়াছেন তাহা প্রদর্শন করিয়াই তিনি স্বীয় বাক্যের যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিলেন। তিনি ১৯ জানুয়ারীর মিরার হইতে কিয়দংশ পাঠ করিয়া দেখাইলেন যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এখন আর আত্মপ্রত্যয়, জগদালোচনা ও বিশুদ্ধ জ্ঞানকে ব্রাহ্মধর্ম্মের পত্তনভূমি বলিয়া স্বীকার করেন না; এই সমস্ত অটল ভিত্তির উপর প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্মকে সংস্থাপিত করা হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে তৎসমস্ত অনুপযোগী বোধে বিশেষ বিধানের আবশ্যকতা স্বীকার করা হইতেছে। এখন তাঁহারা ইহাকেই ব্রাহ্মধর্ম্মের পত্তনভূমি করিতেছেন। এই বিশেষ বিধানের মত কি ভয়ানক আকার ধারণ করিয়াছে, সভাপতি মহাশয় তাহা ২৯ ডিসেম্বর দিবসের মিরার পত্র হইতে প্রদর্শন করিলেন। এই পত্রে লিখিত হইয়াছে, যে পরমেশ্বর তাঁহার কতকগুলি বিশেষ অভিপ্রায় সাধনের জন্য কতকগুলি বিশেষ লোক ও বিশেষ উপায় নিয়োগ করেন। তিনি আচার্য্য ও প্রচারকদিগকে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে তদুপযোগী ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদান করেন। সেখানে অন্য লোকের প্রবেশ করিবার অধিকার নাই, যেহেতু তথায় তাহাদের কোন কার্য্য নাই। যেখানে পরমেশ্বর বিশেষ অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া তৎকার্য্য সমাধা করেন, সেখানে অন্যের যাইবার কোন আবশ্যকতা ও অধিকার নাই। এই

দূষণীয় ও ভয়ঙ্কর মত ব্রাহ্মসমাজের যে কি রূপ অনিষ্ট সাধন করিতেছে কুচবিহারের বিবাহই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। সভাপতি মহাশয় এইস্থলে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের ১১ মাঘ দিবসের বক্তৃতার বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে যে স্থানে তিনি দণ্ডায়মান আছেন ৪৮ ঘণ্টা পূর্ব্বে সেই স্থানে এই অনিষ্টকর মতের প্রকাশ্য ঘোষণা হইয়াছে। তিনি বলিলেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম এই "অলৌলিক পুরুষবাদ" বিশ্বাস করেন না।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপকদিগের সম্বন্ধে গতবর্ষে যে সমস্ত মিথ্যা অপবাদ ঘোষণা করা হইয়াছে, তিনি তাহার আলোচনা করিয়া স্বীয় বক্তৃতার উপসংহার করিলেন। যাঁহাদিগকে দ্বেষহিংসা দ্বারা পরিচালিত এবং ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে অগণ্য ও অবিশ্বাসী বলিয়া প্রচার করা হইতেছে, তাঁহারা যে একদিন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নিকট গণ্য ছিলেন এবং তাহার অনেক কার্য্যের ভার তাঁহাদিগের উপর অর্পিত হইত, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সংক্রান্ত ৪ টী সভার গঠনের বিষয় উল্লেখ করিয়া দেখাইলেন, যে প্রতিবাদ কারীদিগের অনেকেই সেই সমস্ত সভার প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। প্রথমতঃ, উপাসকমণ্ডলী সভার যে দুই জন কর্ম্মচারী ছিলেন তাহার মধ্যে একজন এখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক ও আচার্য্য। দ্বিতীয়তঃ সঙ্গত সভার যে দুই জন কর্ম্মচারী ছিলেন তাঁহার একজন এখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক এবং অন্যতর কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার একজন সভ্য। তৃতীয়তঃ, কেশব বাবুর প্রচারকদিগের সাহায্যার্থ সভার যিনি সম্পাদক ছিলেন, তিনি এখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার একজন সভ্য। চতুর্থতঃ, ব্রাহ্ম প্রতিনিধি সভার যে দুই জন কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহারা উভয়েই এখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভূত—একজন সভাপতি, অন্য প্রচারক। অতএব এই চারিটী সভার যে ছয় জন কর্ম্মচারী একদিন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নিকট কার্য্যক্ষম, উপযুক্ত ও সাধারণের প্রতিনিধি স্বরূপ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে পাঁচজন এখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারী অথবা সভ্য, কেবল একজন মাত্র এখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আছেন। তদনন্তর তিনি ১৮৭৮ সালের "ব্রাহ্ম পকেট ডায়েরী" নামক ক্ষুদ্র পুস্তক হইতে দেখাইলেন যে তাহাতে যে দশজন রেজিষ্ট্রারের নাম উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে নয় জন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য। এই সমস্ত রেজিষ্ট্রারদিগকে যদিও গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করেন, কিন্তু স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের যাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকে, তাঁহারাই গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া সভাপতি দেখাইলেন যে উপরোক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেবল বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও নরেন্দ্রনাথ সেন ব্যতীত আর সকল কর্ম্মচারীই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই ব্যক্তিদ্বয় কেশব বাবুর নিকট জ্ঞাতি।

তদনন্তর নিম্ন লিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিতে ধার্য্য হইল।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব।
পোষক „ „ চাঁদমোহন মৈত্র।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যরূপে মনোনীত হয়েন। (২৭ জন)।

তৃতীয় প্রস্তাব।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
পোষক „ „ কৈলাসচন্দ্র সেন।

নিম্ন লিখিত মহাশয়গণ পুনর্ব্বার আগামী বর্ষের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত হয়েন। যথা;—

শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু—সভাপতি।
„ „ শিবচন্দ্র দেব—সম্পাদক।
„ „ উমেশচন্দ্র দত্ত—সহকারী সম্পাদক।
„ „ গুরুচরণ মহালানবীশ—ধনাধ্যক্ষ।

চতুর্থ প্রস্তাব।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত বাবু তারকগোবিন্দ মৈত্র।
পোষক „ „ গুরুচরণ মহালানবীশ।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্যরূপে মনোনীত হয়েন:—

শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।
„ „ দুর্গামোহন দাস।
„ „ ভুবনমোহন দাস।
„ „ শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ „ দুকৌড়ী ঘোষ।
„ „ নবীনচন্দ্র রায়—আগরা।
„ „ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
„ „ যদুনাথ চক্রবর্ত্তী।
„ „ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
„ „ কালীনাথ দত্ত।
„ „ হরকুমার রায় চৌধুরী।
„ „ গণেশচন্দ্র ঘোষ।
„ „ আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়।
„ „ চণ্ডীচরণ সেন—জলপাইগুড়ি।
„ „ ভগবানচন্দ্র বসু।
„ „ রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—নড়াইল।
„ „ পার্ব্বতীচরণ দাস—পূর্ণিয়া।
„ „ নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়—ঢাকা।
„ „ রজনীনাথ রায়—বোম্বাই।
„ „ কেদারনাথ রায় এম এ, বি এল,—ঢাকা।
„ „ নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ,—ভাগলপুর।
„ „ অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়।
„ „ কেদারনাথ রায়—কলিকাতা।
„ „ আনন্দচন্দ্র মিত্র—ময়মনসিংহ।
„ „ শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী—লাহোর।

,, ,, সর্দ্দার দয়াল সিংহ—অমৃতসর।
,, ,, লালা রলারাম—মূলতান।
,, ,, গোপালচন্দ্র মল্লিক।
,, ,, কৃষ্ণকুমার মিত্র।
,, ,, পদ্মহাস গোস্বামী—নগাঁও—আসাম।
,, ,, কালীশঙ্কর সুকুল।
,, ,, মধুসূদন রাও—কটক।
,, ,, অভয়চন্দ্র দাস—ঢাকা।
,, ,, রজনীকান্ত ঘোষ—ঐ।
,, ,, জগচ্চন্দ্র দাস—শিবসাগর।
,, ,, গিরিশচন্দ্র মজুমদার—বরিশাল।
,, ,, মতিলাল হালদার—দার্জ্জিলিং।
,, ,, উমেশচন্দ্র সেন—বগুড়া।
,, ,, কানাইলাল পাইন।
,, ,, উপেন্দ্রচন্দ্র বসু।

প্রতিনিধি অধ্যক্ষ।

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু, বরিশাল ব্রাহ্মিকা সমাজের প্রতিনিধি।
শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু—তেজপুর।
,, ,, শিবনাথ শাস্ত্রী।
,, ,, রামকুমার ভট্টাচার্য্য।
,, ,, উমেশচন্দ্র দত্ত—রঙ্গপুর।
,, ,, রজনীকান্ত নিয়োগী—দিনাজপুর।
,, ,, প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বরাহনগর।
,, ,, আশুতোষ বসু—দার্জ্জিলিং।
,, ,, সর্ব্বানন্দ দাস—বরিশাল।
,, ,, সাতকড়ি দেব—কোন্নগর।
,, ,, রাধানাথ ঘোষ—কাকিনিয়া।
,, ,, নীলাম্বর হুই—সেরাজগঞ্জ।
,, ,, যদুনাথ রায়—রামপুরহাট।
,, ,, দীননাথ সেন অথবা ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়। } ঢাকা।
,, ,, গুণাভিরাম বড়ুয়া—নগাঁও, আসাম।

পঞ্চম প্রস্তাব।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী।
পোষক ,, ,, শিবচন্দ্র দেব।

কুমারী সোফিয়া ডবসন কলেট ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য যে প্রকার অনুরাগ প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, এবং যে প্রকার যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে এদেশের ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের উন্নতির বিবরণ সাধারণ্যে জ্ঞাপন করিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আন্তরিক ও প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতা উপহার প্রদান করা যায়।

ষষ্ঠ প্রস্তাব।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত।
পোষক ,, ,, গণেশচন্দ্র ঘোষ।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি যে রূপ প্রগাঢ় সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে যথোচিত কৃতজ্ঞতা অর্পণ করা যায় এবং যে সমুদায় ব্রাহ্মসমাজ, ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মিকা ও অন্যান্য মহোদয়গণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সদ্ভাব প্রদর্শন ও ইহার কার্য্যের সহকারিতা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ করা হয়।

পরিশেষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহ নির্ম্মাণার্থ ট্রষ্টি নিয়োগের কথা উপস্থিত হইয়া অনেক বিতর্ক উপস্থিত হইল, কিন্তু সন্ধ্যা সমাগত হওয়াতে উক্ত প্রস্তাব রহিত করিয়া সভাভঙ্গ হইল।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক ১১ই মাঘের বিবৃত উপদেশের সার মর্ম্ম।

ব্রাহ্মবন্ধু তুমি যে রজনী প্রভাত না হইতে হইতে উৎসাহপূর্ণ অন্তরে ও প্রফুল্লবদনে এইস্থানে সমাগত হইলে, তুমি অদ্য কি করিতে আসিয়াছ? তুমি কি কাঁদিবে বলিয়া আসিয়াছ না হাসিবার ইচ্ছাতে আসিয়াছ? দেশ বিদেশ হইতে সমাগত প্রবীণগণ! আপনারা যে এত ব্যয় ও পথশ্রম স্বীকার করিয়া আসিলেন, আপনারা কি কাঁদিতে আসিয়াছেন না হাসিতে আসিয়াছেন! ব্রাহ্মিকা ভগ্নীগণ! তোমরা যে প্রভাত না হইতে হইতে গৃহকার্য্য ফেলিয়া আসিলে, তোমরা কি আজ কাঁদিবে না হাসিবে? যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর, আমি আজ কি করিব? তাহা হইলে বলি, আমি আজ হাসিব এবং কাঁদিব। গ্রীষ্মের দিনে যেমন এক এক দিন আকাশের এক দিকে রৌদ্র এবং অপর দিকে বৃষ্টি দেখিতে পাও, সেইরূপ আমি আজ এক চক্ষে হাসিব এবং এক চক্ষে কাঁদিব; শিশু যেমন কাঁদিতে কাঁদিতে হাসে এবং হাসিতে হাসিতে কাঁদিয়া থাকে, আমিও আজ সেইরূপ হাসি কান্না মিশাইব। যদি জিজ্ঞাসা কর সে কি প্রকার? যদি হাসিব তবে আবার কাঁদিব কেন? এবং যদি কাঁদিব তবে আবার হাসিব কেন? ইহার তাৎপর্য্য আছে। একজন দরিদ্র কৃষকের বিষয় স্মরণ কর। সে ব্যক্তি যেখানে নিজ পর্ণকুটীরে স্ত্রীপুত্রের মধ্যে বাস করিতেছে চল সেই স্থানে চাই। এই ভারতের কৃষকের ন্যায় দরিদ্র কে আছে। তাহার গৃহে গিয়া কি দেখিতেছ? সেখানে দরিদ্রতার ভীষণ মূর্ত্তি! উদরে অন্ন নাই—স্ত্রীপুত্রের গাত্রাবরণ নাই; গৃহে হয়ত আচ্ছাদন নাই। ইহার উপর ধনীর দৌরাত্ম্য! তাহার পরিশ্রমের অন্ন সুখে উদরস্থ হয় না; প্রহারে, অত্যাচারে, উপদ্রবে তাহার চিন্তাকুল প্রাণ জর্জ্জর হইয়া রহিয়াছে! বল দেখি এ দৃশ্যের মধ্যে কি দেখিতেছ? সেখানে কি হাস্যের ছবি দেখিতেছ, না ক্রন্দনের ছবি দেখিতেছ? সেখানে ক্রন্দন; সেখানে অশ্রুপাত ও হাহাকার। কিন্তু প্রাতে সেই কৃষক যখন স্বীয় ক্ষেত্রাভিমুখে গমন করিতেছে, তখন সেখানে গিয়া আর এক ছবি দর্শন কর। সে যখন আপনার

ক্ষেত্রের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল এবং মৃদুসমীরণে ঈষদান্দোলিত শস্যের অঙ্কুর গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, তখন কোথা হইতে তাহার সেই চিরমলিন ঘনবিষাদপূর্ণ মুখেও প্রসন্নতার উদয় হইল। সে চিত্রপুত্তলির ন্যায় হৃদয়ের প্রিয় শস্যক্ষেত্রেরদিকে চাহিয়া নিজের অজ্ঞাতসারে হাস্য করিতে লাগিল। এই আর এক ছবি দর্শন কর। এখানে তাহার হর্ষে বিষাদে মিশিল কি না দেখ। আমাদেরও দশা কি অদ্য সেইরূপ নয়? কৃষকের বর্ত্তমানের দিকে দেখিলে যেরূপ অন্ধকার ও বিষাদ, সেইরূপ আমাদের নিজ নিজ অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও শোকের সমাচার। আমাদের স্ব স্ব দুর্ব্বলতা ও অপরাধ স্মরণ করিলে অশ্রুপাত করিতে হয়। অদ্য উৎসবের দিনে সেই অপরাধ ও দুর্ব্বলতা বিশেষ ভাবে স্মরণ করিতেছি। আমরা তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি; আপনাদের অপদার্থতা প্রতীতি করিয়া বিষাদে ম্লান হইতেছি। দেখ তবে আমাদের ক্রন্দনের কারণ রহিয়াছে; আবার হাস্যেরও কারণ আছে। ওই যে এক পার্শ্বে ভাই ভগ্নী মিলিয়া গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিয়া আসিলাম, ঐ দিকে যখন দৃষ্টিপাত করিতেছি তখনই দুঃখের মধ্যে সুখের উদয় হইতেছে। কৃষকের শস্যক্ষেত্রের ন্যায় ঐ স্থান আজ নয়ন মনকে তৃপ্ত করিতেছে। বর্ত্তমানের দিকে দেখিলে হয়ত চক্ষু আবরণ করিতে হয়, কিন্তু ঐ যে ভবিষ্যত কার্য্যের সূচনা করিলাম, ইচ্ছা হয় চারি চক্ষু পাইলে ঐ ভবিষ্যতের দিকেই চাহিয়া থাকি। ভবিষ্যতের রাজ্য ব্রহ্মকৃপার রাজ্য। ঐ দিকে চাহিলেই ব্রহ্মকৃপা স্মরণ হয়। ও রাজ্যে আমাদের ইচ্ছা যায়, কিন্তু চেষ্টা যায় না; আশা যায় কিন্তু সামর্থ্য যায় না। সুতরাং ব্রহ্মকৃপা ভিন্ন আর সহায় কি আছে? আজ কেবল আমাদের উৎসবমণ্ডপের দ্বারে ব্রহ্ম কৃপা হি কেবলং এই পতাকা উড়িতেছে তাহা নহে, কিন্তু আজ আমাদের প্রত্যেক হৃদয়ে উহার প্রতিধ্বনি হইতেছে। সমাগত ব্রাহ্ম বন্ধু! আজ কি ব্রহ্ম কৃপা বিশেষ রূপে স্মরণ করিতেছ না! আজ কি কৃষকের ন্যায় ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া প্রফুল্ল হইতেছ না? আজ কি আমাদের হৃদয়ে হর্ষ বিষাদ মিশ্রিত হইতেছে না? ঈশ্বর করুন যেন আমাদের এই আশার আনন্দ সফল হয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মাসাষ্টক জন্মগ্রহণ করিয়াও ঈশ্বর প্রসাদে একটী স্বর্গীয় উৎসবের আনন্দ সম্ভোগে সমর্থ হইয়াছেন। ৪৯ মাঘোৎসব যেপ্রকার প্রণালীতে নির্ব্বাহিত হই বার কথা হয়, তাহা নিমন্ত্রণ পত্রদ্বারা বিদেশস্থ ব্রাহ্মমহোদয়গণকে জ্ঞাপন করা হয় এবং আমরা দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম, নওগাঁ, ঢাকা, পাবনা, কুমারখালী, মতিহারী, মুঙ্গের, ভাগলপুর, লক্ষ্ণৌ, ফরিদপুর, কটক প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্মবন্ধুগণ আসিয়া আমাদিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। উৎসব ৭ই মাঘ রবিবার আরম্ভ হয় এবং ১৫ই মাঘ সোমবার শেষ হয়। ৭ই মাঘ মধ্যাহ্নের পর হইতে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে ব্রাহ্মগণ দলে দলে আসিতে আরম্ভ করিলেন। সুপ্রশস্ত গৃহ প্রাঙ্গণ পরিপাটীরূপে সজ্জিত হইয়াছিল এবং সমাগত লোকসকল সাদরে অভ্যর্থিত হইয়া শ্রেণীবন্ধন পূর্ব্বক উপবেশন করিতে লাগিলেন। তথাপি এত লোকের সমাগম হইয়াছিল যে স্থানাভাবে চতুর্দ্দিকে অনেককে দণ্ডায়মান থাকিতে হইল। যাহাহউক যেরূপ পবিত্র গম্ভীর ঘটনা উপলক্ষে সকলে সমবেত হইয়াছিলেন, দৃশ্যটী তাহার সম্পূর্ণ উপযোগী এবং কার্য্যপরম্পরা সেইরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়াছিল। এ দিনের ছবি দর্শকদিগের চক্ষু হইতে শীঘ্র অপনীত হইল না। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ অদ্যকার ব্রাহ্মসম্মিলন এবং রাজার সমকালীন সহচর কোন কোন ব্রাহ্ম উপস্থিত আছেন, ইহা জ্ঞাপন করিয়া পরম শ্রদ্ধাস্পদ বাবু রাজনারায়ণ বসু সভার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। পরে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটী উৎসাহকর বক্তৃতা পাঠ করিলেন। এই বক্তৃতার মর্ম্ম এই—এ দেশে রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ এতদিন কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় নাই, তাহাতে দুঃখ করিবার তত কারণ নাই, কেন না লোকে মৃত ব্যক্তিদিগেরই স্মরণচিহ্ন করিয়া থাকে। কিন্তু যিনি জীবিত রহিয়াছেন, যাঁহার অমরকীর্ত্তি ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি যাঁহার জাজ্বল্যমান পরিচয় দিতেছে, তাঁহার অপর স্মরণচিহ্নের প্রয়োজন কি? তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে "শাশ্বত মভয় মশোক মদেহং পূর্ণমনাদি চরাচরগেহং" রামমোহন রায়ের প্রণীত এই সঙ্গীতটী গীত হইল। অনন্তর বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রামমোহন রায়ের কার্য্য কলাপ সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর সুদীর্ঘ মৌখিক বক্তৃতা করিলেন। তাঁহার বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে রামমোহন রায়ের সর্ব্বাঙ্গীন মহত্ত্ব—অসাধারণ প্রতিভার ছবি উজ্জ্বল রূপে সর্ব্বসমক্ষে প্রতিভাত হইতে লাগিল এবং সতৃষ্ণকর্ণে অভিনিবেশ পূর্ণ হইয়া সকলে তাঁহার মুখ বিনিঃসৃত বাক্যসকল গ্রাস করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায় যে কিরূপ গুণের সাগর ছিলেন, কেমন অমানুষিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, ভারতের কেবল ধর্ম্ম নয়, কিন্তু শিক্ষা, ভাষা, মুদ্রাযন্ত্র, রাজনীতি, পরিচ্ছদ প্রণালী, স্ত্রীলোকদিগের ও ইতর শ্রেণীর অবস্থা প্রভৃতি সকল বিষয়েরই উন্নতি সাধনার্থ প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা এই বক্তৃতা দ্বারা সকলের হৃদয়ে অভিনব ভাবে দৃঢ়রূপে মুদ্রাঙ্কিত হইল। তিনি সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিলেন যে অদ্যাপি ভারতে এমন একটী সংস্কার কার্য্য আরব্ধ হয় নাই, রামমোহন রায় যাহার সূত্রপাত করিয়া না গিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতাসমাপক উপমাটী বড় সুন্দর হইয়াছিল। তিনি বলিলেন যে, "ভারত রূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহে সকলে যখন নিদ্রিত, তখন একমাত্র তিনি জাগ্রত হইয়া সত্য ও উন্নতির আলোক দেখিতে পান এবং তাহার ধর্ম্ম, ভাষা, রাজনীতি, স্ত্রীশিক্ষা, সমাজ সংস্কার প্রভৃতি সকল দ্বার

এক এক করিয়া খুলিয়া দিয়া সকলকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করেন, অতএব তিনি সকল শ্রেণীর লোকেরই একান্ত কৃতজ্ঞতার ভাজন।

এই বক্তৃতার পর জন্মান্ধ গায়ক ব্রাহ্ম বাবু দীননাথ অধ্যেত্যা একটী নূতন সঙ্গীত গান করিয়া সকলের চিত্ত দ্রব ও চক্ষু বাষ্পাকুলিত করিয়া দিলেন।

অতঃপর বাবু রাজনারায়ণ বসু জ্ঞাপন করিলেন—রামমোহন রায়ের অন্যতম সহকারী বাবু আনন্দচন্দ্র বসু উপস্থিত থাকিলেও বার্দ্ধক্য ও দুর্ব্বল শরীর প্রযুক্ত বক্তৃতা করিতে অক্ষম, অতএব রামমোহন রায় সম্বন্ধে আমি যে সকল গল্প বলিব, তৎসঙ্গে তাঁহার জ্ঞাত উপাখ্যান সকলেরও উল্লেখ করিব। এই বলিয়া তিনি সংক্ষেপে অনেক গুলি হৃদয়গ্রাহী গল্প করিলেন, তাহাতে সাধারণের অবিদিত রামমোহন রায়ের চরিত্রের অনেক সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইল।

তৎপরে একটী সঙ্গীত হইয়া পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক রামমোহন রায় সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত লিখিত একটী প্রস্তাব পঠিত হইল। এই প্রস্তাব পাঠকালে শ্রোতৃবর্গের মন অধিকতর আকৃষ্ট ও শরীর কণ্টকিত হইতে লাগিল।

অপরাহ্ণ ৩টার সময় কার্য্য আরম্ভ হইয়া দিবাবসান হইয়া পড়িল। রামমোহন রায় প্রণীত আরো দুই একটী সঙ্গীত হইবার কথা ছিল, কিন্তু তাহা হইবার সময় হইয়া উঠিল না। অনন্তর ভিন্ন ভিন্ন দলভুক্ত সমাগত ব্রাহ্মগণ একহৃদয় হইয়া রামমোহন রায় স্থাপিত আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে মিলিত হইয়া "জয় দেব জয় দেব জয় মঙ্গল দাতা, জয় জয় মঙ্গল দাতা" এই স্তুতি বন্দনা গানপূর্ব্বক কার্য্য সমাপ্ত করিলেন।

ব্রাহ্মদিগের পরম পূজনীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মদিগের সম্মিলনের এই সূচনা করেন এবং তাঁহার সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সকলকে আহ্বান করিয়া এই আনন্দের ব্যাপার সুসম্পন্ন করেন, এজন্য তাঁহারা সকল ব্রাহ্মেরই বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

৮ই মাঘ সোমবার ব্রাহ্মিকাদিগের বিশেষ উৎসব ও উপাসনা হইয়া মাঘোৎসবের কার্য্য আরম্ভ হয়। আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য ও কার্য্যের সহিত ব্রাহ্মিকাদিগের সম্বন্ধ বিষয়ে একটী সুন্দর উপদেশ দিয়াছিলেন; বোধ হয় তাহা অনেক ব্রাহ্মিকার হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এই দিবস উপাসনান্তে ব্রাহ্মিকাদিগের ভোজনের আয়োজন করা হইয়াছিল। আমাদের সম্পাদক মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নীদিগের সহিত উৎসাহ ও উল্লাসের সহিত যোগ দিয়া উৎসবের শোভা ও আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ডাক্তার ভোলানাথ বসু মহাশয়ের ভবনে উৎসব ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, গৃহস্বামিনী আগন্তুক ব্রাহ্মিকাদিগের যথোচিত অভ্যর্থনা ও সমাদর করিয়াছিলেন। অন্যূন ৪০ জন ব্রাহ্মিকা উৎসবস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

৯ মাঘ মঙ্গলবার সঙ্গত সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়াছিল। প্রায় ৬০ জন ব্রাহ্ম সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিগত বর্ষে কুচবিহার বিবাহের আন্দোলনে সকল ব্রাহ্মসমাজেই সঙ্গত সভার কার্য্য ঐ ঘটনা লইয়া পর্য্যবসিত হইয়াছিল। আমাদের সঙ্গতে ঐ জন্য রীতিমত অপর আলোচনা হইবার ব্যাঘাত হইয়াছিল। আন্দোলনের পূর্ব্বে ও পরে অনেক হিতকর আধ্যাত্মিক ও সামাজিক বিষয়ে কথোপকথন হইয়াছিল। সাম্বৎসরিক অধিবেশনের দিবস পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী গত বর্ষের কার্য্যের বৃত্তান্ত সভাকে অবগত করিলে পর, আগামী বর্ষের কার্য্য প্রণালীর বিষয়ে আলোচনা হইল। তাহাতে এইরূপ স্থির হইল যে সঙ্গতের কার্য্য দুই বিভাগে বিভক্ত হইবে, প্রথমতঃ সভ্যগণের নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ে পরস্পর আলাপ; দ্বিতীয়তঃ কলিকাতার স্থানে স্থানে শাখা সভা ও একটী ধর্ম্মশিক্ষালয় স্থাপন।

১০ মাঘ বুধবার শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় "ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত আদর্শ" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা সভায় বহু সংখ্যক লোকের সমাগম হইয়াছিল এবং সকলেই নিবিষ্টচিত্তে বক্তার কথা গুলি শ্রবণ করিয়াছিলেন। ইউরোপ ও এসিয়া মহাদেশদ্বয়ের ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন ভাব এবং উভয়ের উপকারিতা ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে তিনি বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ইউরোপের "প্রিয়কার্য্য সাধনের" ভাব এবং এদেশের যোগ ও প্রীতির ভাব উভয়ই যে ধর্ম্ম সাধনের অঙ্গ এবং একটীর অভাবে যে ধর্ম্ম আংশিক ও অসম্পূর্ণ থাকে, তাহা তিনি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

১১ মাঘ বৃহস্পতিবার আমাদের পক্ষে চিরস্মরণীয় দিন এবং এ বৎসর বিশেষ আনন্দ উৎসাহ ও সৌভাগ্যের দিবস। এই দিবস সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধ উপাসনা সংস্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া ব্রাহ্মমাত্রেরই পক্ষে উহা আনন্দ ও উৎসাহের দিন। এই দিবস ভারতবর্ষের রাজধানীতে এক মহাত্মা বহুকাল বিস্মৃত পরব্রহ্মের বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক উপাসনা প্রচার করেন। এই দিবস জগতের সকল জাতিকে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনার অধিকারী বলিয়া তাহার আয়োজন করা হইয়াছিল। এই দিবস জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিনাশের সূত্রপাত হইয়াছিল। এই দিবস নানাবিধ সামাজিক সংস্কার কার্য্যের বীজ বপন করা হইয়াছিল। এই দিবস ধর্ম্ম ও সামাজিক উদারতার আশাপ্রদ সমাচার প্রথম ঘোষণা করা হইয়াছিল। অদ্য আমরা যে সমস্ত সামাজিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণলাভ করিয়াছি এবং ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা আরও যে সমস্ত কল্যাণ সম্ভোগ করিবেন, এই ১১ মাঘ দিবসে তাহার প্রথম সূত্রপাত হয়। সেই জন্য ১১ মাঘ আমাদের নিজের পক্ষে, আমাদের স্ত্রী পুত্র ভ্রাতা ভগ্নী আত্মীয় বন্ধু প্রতিবেশী দেশবাসীগণের পক্ষে চিরস্মরণীয় দিন। আমরা যখন নিষ্কলঙ্ক পরমেশ্বরের উপাসনার মধুরতা আস্বাদন করি, যখন বিশুদ্ধ সামাজিক নিয়মের মধ্যে থাকিয়া আপনাদের হৃদয় ও মনের প্রফুল্লতা অনুভব করি, তখন এই ১১ মাঘকেই

ক্ষেত্রের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল এবং মৃদুসমীরণে ঈষদান্দোলিত শস্যের অঙ্কুর গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, তখন কোথা হইতে তাহার সেই চিরমলিন ঘনবিষাদপূর্ণ মুখেও প্রসন্নতার উদয় হইল। সে চিত্রপুত্তলির ন্যায় হৃদয়ের প্রিয় শস্যক্ষেত্রেরদিকে চাহিয়া নিজের অজ্ঞাতসারে হাস্য করিতে লাগিল। এই আর এক ছবি দর্শন কর। এখানে তাহার হর্ষে বিষাদে মিশিল কি না দেখ। আমাদেরও দশা কি অদ্য সেইরূপ নয়? কৃষকের বর্ত্তমানের দিকে দেখিলে যেরূপ অন্ধকার ও বিষাদ, সেইরূপ আমাদের নিজ নিজ অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও শোকের সমাচার। আমাদের স্ব স্ব দুর্ব্বলতা ও অপরাধ স্মরণ করিলে অশ্রুপাত করিতে হয়। অদ্য উৎসবের দিনে সেই অপরাধ ও দুর্ব্বলতা বিশেষ ভাবে স্মরণ করিতেছি। আমরা তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি; আপনাদের অপদার্থতা প্রতীতি করিয়া বিষাদে ম্লান হইতেছি। দেখ তবে আমাদের ক্রন্দনের কারণ রহিয়াছে; আবার হাস্যেরও কারণ আছে। ওই যে এক পার্শ্বে ভাই ভগ্নী মিলিয়া গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিয়া আসিলাম, ঐ দিকে যখন দৃষ্টিপাত করিতেছি তখনই দুঃখের মধ্যে সুখের উদয় হইতেছে। কৃষকের শস্যক্ষেত্রের ন্যায় ঐ স্থান আজ নয়ন মনকে তৃপ্ত করিতেছে। বর্ত্তমানের দিকে দেখিলে হয়ত চক্ষু আবরণ করিতে হয়, কিন্তু ঐ যে ভবিষ্যত কার্য্যের সূচনা করিলাম, ইচ্ছা হয় চারি চক্ষু পাইলে ঐ ভবিষ্যতের দিকেই চাহিয়া থাকি। ভবিষ্যতের রাজ্য ব্রহ্মকৃপার রাজ্য। ঐ দিকে চাহিলেই ব্রহ্মকৃপা স্মরণ হয়। ও রাজ্যে আমাদের ইচ্ছা যায়, কিন্তু চেষ্টা যায় না; আশা যায় কিন্তু সামর্থ্য যায় না। সুতরাং ব্রহ্মকৃপা ভিন্ন আর সহায় কি আছে? আজ কেবল আমাদের উৎসবমণ্ডপের দ্বারে ব্রহ্ম কৃপা হি কেবলং এই পতাকা উড়িতেছে তাহা নহে, কিন্তু আজ আমাদের প্রত্যেক হৃদয়ে, উহার প্রতিধ্বনি হইতেছে। সমাগত ব্রাহ্ম বন্ধু! আজ কি ব্রহ্ম কৃপা বিশেষ রূপে স্মরণ করিতেছ না! আজ কি কৃষকের ন্যায় ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া প্রফুল্ল হইতেছ না? আজ কি আমাদের হৃদয়ে হর্ষ বিষাদ মিশ্রিত হইতেছে না? ঈশ্বর করুন যেন আমাদের এই আশার আনন্দ সফল হয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মাসাষ্টক জন্মগ্রহণ করিয়াও ঈশ্বর প্রসাদে একটী স্বর্গীয় উৎসবের আনন্দ সম্ভোগে সমর্থ হইয়াছেন। ৪৯ মাঘোৎসব যেপ্রকার প্রণালীতে নির্ব্বাহিত হই বার কথা হয়, তাহা নিমন্ত্রণ পত্রদ্বারা বিদেশস্থ ব্রাহ্মমহোদয়গণকে জ্ঞাপন করা হয় এবং আমরা দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম, নওগাঁ, ঢাকা, পাবনা, কুমারখালী, মতিহারী, মুঙ্গের, ভাগলপুর, লক্ষ্ণৌ, ফরিদপুর, কটক প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্মবন্ধুগণ আসিয়া আমাদিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। উৎসব ৭ই মাঘ রবিবার আরম্ভ হয় এবং ১৫ই মাঘ সোমবার শেষ হয়। ৭ই মাঘ মধ্যাহ্নের পর হইতে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে ব্রাহ্মগণ দলে দলে আসিতে আরম্ভ করিলেন। সুপ্রশস্ত গৃহ প্রাঙ্গণ পরিপাটীরূপে সজ্জিত হইয়াছিল এবং সমাগত লোকসকল সাদরে অভ্যর্থিত হইয়া শ্রেণীবন্ধন পূর্ব্বক উপবেশন করিতে লাগিলেন। তথাপি এত লোকের সমাগম হইয়াছিল যে স্থানাভাবে চতুর্দ্দিকে অনেককে দণ্ডায়মান থাকিতে হইল। যাহাহউক যেরূপ পবিত্র গম্ভীর ঘটনা উপলক্ষে সকলে সমবেত হইয়াছিলেন, দৃশ্যটী তাহার সম্পূর্ণ উপযোগী এবং কার্য্যপরম্পরা সেইরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়াছিল। এ দিনের ছবি দর্শকদিগের চক্ষু হইতে শীঘ্র অপনীত হইল না। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ অদ্যকার ব্রাহ্মসম্মিলন এবং রাজার সমকালীন সহচর কোন কোন ব্রাহ্ম উপস্থিত আছেন, ইহা জ্ঞাপন করিয়া পরম শ্রদ্ধাস্পদ বাবু রাজনারায়ণ বসু সভার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। পরে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটী উৎসাহকর বক্তৃতা পাঠ করিলেন। এই বক্তৃতার মর্ম্ম এই—এ দেশে রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ এতদিন কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় নাই, তাহাতে দুঃখ করিবার তত কারণ নাই, কেন না লোকে মৃত ব্যক্তিদিগেরই স্মরণচিহ্ন করিয়া থাকে। কিন্তু যিনি জীবিত রহিয়াছেন, যাঁহার অমরকীর্ত্তি ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি যাঁহার জাজ্বল্যমান পরিচয় দিতেছে, তাঁহার অপর স্মরণচিহ্নের প্রয়োজন কি? তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে "শাশ্বত মভয় মশোক মদেহং পূর্ণমনাদি চরাচরগেহং" রামমোহন রায়ের প্রণীত এই সঙ্গীতটী গীত হইল। অনন্তর বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রামমোহন রায়ের কার্য্য কলাপ সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর সুদীর্ঘ মৌখিক বক্তৃতা করিলেন। তাঁহার বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে রামমোহন রায়ের সর্ব্বাঙ্গীণ মহত্ব—অসাধারণ প্রতিভার ছবি উজ্জ্বল রূপে সর্ব্বসমক্ষে প্রতিভাত হইতে লাগিল এবং সতৃষ্ণকর্ণে অভিনিবেশ পূর্ণ হইয়া সকলে তাঁহার মুখ বিনিঃসৃত বাক্যসকল গ্রাস করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায় যে কিরূপ গুণের সাগর ছিলেন, কেমন অমানুষিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, ভারতের কেবল ধর্ম্ম নয়, কিন্তু শিক্ষা, ভাষা, মুদ্রাযন্ত্র, রাজনীতি, পরিচ্ছদ প্রণালী, স্ত্রীলোকদিগের ও ইতর শ্রেণীর অবস্থা প্রভৃতি সকল বিষয়েরই উন্নতি সাধনার্থ প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা এই বক্তৃতা দ্বারা সকলের হৃদয়ে অভিনব ভাবে ও দৃঢ়রূপে মুদ্রাঙ্কিত হইল। তিনি সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিলেন যে অদ্যাপি ভারতে এমন একটী সংস্কার কার্য্য আরব্ধ হয় নাই, রামমোহন রায় যাহার সূত্রপাত করিয়া না গিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতাসমাপক উপমাটী বড় সুন্দর হইয়াছিল। তিনি বলিলেন যে, ভারত রূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহে সকলে যখন নিদ্রিত, তখন একমাত্র তিনি জাগ্রত হইয়া সত্য ও উন্নতির আলোক দেখিতে পান এবং তাহার ধর্ম্ম, ভাষা, রাজনীতি, স্ত্রীশিক্ষা, সমাজ সংস্কার প্রভৃতি সকল দ্বার

এক এক করিয়া খুলিয়া দিয়া সকলকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করেন, অতএব তিনি সকল শ্রেণীর লোকেরই একান্ত কৃতজ্ঞতার ভাজন।

এই বক্তৃতার পর জন্মান্ধ গায়ক ব্রাহ্ম বাবু দীননাথ অধ্যোক্তা একটী নূতন সঙ্গীত গান করিয়া সকলের চিত্ত দ্রব ও চক্ষু বাষ্পাকুলিত করিয়া দিলেন।

অতঃপর বাবু রাজনারায়ণ বসু জ্ঞাপন করিলেন—রামমোহন রায়ের অন্যতম সহকারী বাবু আনন্দচন্দ্র বসু উপস্থিত থাকিলেও বার্দ্ধক্য ও দুর্ব্বল শরীর প্রযুক্ত বক্তৃতা করিতে অক্ষম, অতএব রামমোহন রায় সম্বন্ধে আমি যে সকল গল্প বলিব, তৎসঙ্গে তাঁহার জ্ঞাত উপাখ্যান সকলেরও উল্লেখ করিব। এই বলিয়া তিনি সংক্ষেপে অনেক গুলি হৃদয়গ্রাহী গল্প করিলেন, তাহাতে সাধারণের অবিদিত রামমোহন রায়ের চরিত্রের অনেক সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইল।

তৎপরে একটী সঙ্গীত হইয়া পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক রামমোহন রায় সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত লিখিত একটী প্রস্তাব পঠিত হইল। এই প্রস্তাব পাঠকালে শ্রোতৃবর্গের মন অধিকতর আকৃষ্ট ও শরীর কণ্টকিত হইতে লাগিল।

অপরাহ্ণ ৩টার সময় কার্য্য আরম্ভ হইয়া দিবাবসান হইয়া পড়িল। রামমোহন রায় প্রণীত আরো দুই একটী সঙ্গীত হইবার কথা ছিল, কিন্তু তাহা হইবার সময় হইয়া উঠিল না। অনন্তর ভিন্ন ভিন্ন দলভুক্ত সমাগত ব্রাহ্মগণ একহৃদয় হইয়া রামমোহন রায় স্থাপিত আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে মিলিত হইয়া "জয় দেব জয় দেব জয় মঙ্গল দাতা, জয় জয় মঙ্গল দাতা" এই স্তুতি বন্দনা গানপূর্ব্বক কার্য্য সমাপ্ত করিলেন।

ব্রাহ্মদিগের পরম পূজনীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মদিগের সম্মিলনের এই সূচনা করেন এবং তাঁহার সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সকলকে আহ্বান করিয়া এই আনন্দের ব্যাপার সুসম্পন্ন করেন, এজন্য তাঁহারা সকল ব্রাহ্মেরই বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

৮ই মাঘ সোমবার ব্রাহ্মিকাদিগের বিশেষ উৎসব ও উপাসনা হইয়া মাঘোৎসবের কার্য্য আরম্ভ হয়। আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য ও কার্য্যের সহিত ব্রাহ্মিকাদিগের সম্বন্ধ বিষয়ে একটী সুন্দর উপদেশ দিয়াছিলেন; বোধ হয় তাহা অনেক ব্রাহ্মিকার হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এই দিবস উপাসনান্তে ব্রাহ্মিকাদিগের ভোজনের আয়োজন করা হইয়াছিল। আমাদের সম্পাদক মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নীদিগের সহিত উৎসাহ ও উল্লাসের সহিত যোগ দিয়া উৎসবের শোভা ও আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ডাক্তার ভোলানাথ বসু মহাশয়ের ভবনে উৎসব ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, গৃহস্বামিনী আগন্তুক ব্রাহ্মিকাদিগের যথোচিত অভ্যর্থনা ও সমাদর করিয়াছিলেন। অন্যূন ৪০ জন ব্রাহ্মিকা উৎসবস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

৯ মাঘ মঙ্গলবার সঙ্গত সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়াছিল। প্রায় ৬০ জন ব্রাহ্ম সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিগত বর্ষে কুচবিহার বিবাহের আন্দোলনে সকল ব্রাহ্মসমাজেই সঙ্গত সভার কার্য্য ঐ ঘটনা লইয়া পর্য্যবসিত হইয়াছিল। আমাদের সঙ্গতে ঐ জন্য রীতিমত অপর আলোচনা হইবার ব্যাঘাত হইয়াছিল। আন্দোলনের পূর্ব্বে ও পরে অনেক হিতকর আধ্যাত্মিক ও সামাজিক বিষয়ে কথোপকথন হইয়াছিল। সাম্বৎসরিক অধিবেশনের দিবস পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী গত বর্ষের কার্য্যের বৃত্তান্ত সভাকে অবগত করিলে পর, আগামী বর্ষের কার্য্য প্রণালীর বিষয়ে আলোচনা হইল। তাহাতে এইরূপ স্থির হইল যে সঙ্গতের কার্য্য দুই বিভাগে বিভক্ত হইবে, প্রথমতঃ সভ্যগণের নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ে পরস্পর আলাপ; দ্বিতীয়তঃ কলিকাতার স্থানে স্থানে শাখা সভা ও একটী ধর্ম্মশিক্ষালয় স্থাপন।

১০ মাঘ বুধবার শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় "ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত আদর্শ" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা সভায় বহু সংখ্যক লোকের সমাগম হইয়াছিল এবং সকলেই নিবিষ্টচিত্তে বক্তার কথা গুলি শ্রবণ করিয়াছিলেন। ইউরোপ ও এসিয়া মহাদেশদ্বয়ের ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন ভাব এবং উভয়ের উপকারিতা ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে তিনি বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ইউরোপের "প্রিয়কার্য্য সাধনের" ভাব এবং এদেশের যোগ ও প্রীতির ভাব উভয়ই যে ধর্ম্ম সাধনের অঙ্গ এবং একটীর অভাবে যে ধর্ম্ম আংশিক ও অসম্পূর্ণ থাকে, তাহা তিনি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

১১ মাঘ বৃহস্পতিবার আমাদের পক্ষে চিরস্মরণীয় দিন এবং এ বৎসর বিশেষ আনন্দ উৎসাহ ও সৌভাগ্যের দিবস। এই দিবস সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধ উপাসনা সংস্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া ব্রাহ্মমাত্রেরই পক্ষে উহা আনন্দ ও উৎসাহের দিন। এই দিবস ভারতবর্ষের রাজধানীতে এক মহাত্মা বহুকাল বিস্মৃত পরব্রহ্মের বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক উপাসনা প্রচার করেন। এই দিবস জগতের সকল জাতিকে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনার অধিকারী বলিয়া তাহার আয়োজন করা হইয়াছিল। এই দিবস জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিনাশের সূত্রপাত হইয়াছিল। এই দিবস নানাবিধ সামাজিক সংস্কার কার্য্যের বীজ বপন করা হইয়াছিল। এই দিবস ধর্ম্ম ও সামাজিক উদারতার আশাপ্রদ সমাচার প্রথম ঘোষণা করা হইয়াছিল। অদ্য আমরা যে সমস্ত সামাজিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণলাভ করিয়াছি এবং ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা আরও যে সমস্ত কল্যাণ সম্ভোগ করিবেন, এই ১১ মাঘ দিবসে তাহার প্রথম সূত্রপাত হয়। সেই জন্য ১১ মাঘ আমাদের নিজের পক্ষে, আমাদের স্ত্রী পুত্র ভ্রাতা ভগ্নী আত্মীয় বন্ধু প্রতিবেশী দেশবাসীগণের পক্ষে চিরস্মরণীয় দিন। আমরা যখন নিষ্কলঙ্ক পরমেশ্বরের উপাসনার মধুরতা আস্বাদন করি, যখন বিশুদ্ধ সামাজিক নিয়মের মধ্যে থাকিয়া আপনাদের হৃদয় ও মনের প্রফুল্লতা অনুভব করি, তখন এই ১১ মাঘকেই

স্মরণ হয়। যখন ভাবি যে ব্রাহ্মণেরাই যে এ দেশে ধর্ম্মকে নিজস্ব ধন করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে সকল জাতীয় লোক সেই পরমতত্ত্ব সকল জানিবার অধিকারী হইয়াছেন, তখন এই ১১ মাঘকে স্মরণ হয়। ১১ মাঘ এত প্রকার ভাব সূত্রে আমাদের মনের সহিত গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে।

১১ মাঘ আর একটী কারণে আমাদের নিকট বিশেষ আনন্দের দিন হইয়াছে। অদ্যকার ঘটনা আমাদিগের নিকট বিশেষ আশা, উৎসাহ ও মঙ্গলের সমাচার আনয়ন করিয়া দিয়াছে। অদ্য কতকগুলি দুঃখী ধর্ম্মপিপাসু নরনারী তাঁহাদের ধর্ম্ম পথের সহযাত্রী ভ্রাতা ভগ্নী কর্ত্তৃক তাঁহাদের প্রাণসম প্রিয়তম ধর্ম্ম মন্দিরের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া ধর্ম্মপথের একমাত্র অকৃত্রিম সহায় পরমপিতা পরমেশ্বরের সাহায্যে ও আশীর্ব্বাদে তাঁহাদের নূতন উপাসনা মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। এই ঘটনার শোভা মাধুর্য্য উৎসাহ ও আনন্দ চক্ষুতে না দেখিলে হৃদ্বোধ করা যাইতে পারে না। সূর্য্যোদয় না হইতে হইতে নানাদিক্ হইতে পবিত্র উৎসাহে প্রণোদিত হইয়া কতকগুলি নরনারী তাঁহাদের ভাবী উপাসনা মন্দিরের ভূমির উপর নির্ম্মিত সাময়িক মণ্ডপে সমবেত হইলেন এবং সংগীত আরাধনা ও প্রার্থনা সহকারে তাঁহাদের উপাসনামন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারী ও অধ্যক্ষগণের অনেকে সপরিবারে ভিত্তি স্থানের চতুর্দ্দিকে ভক্তি অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান হইলে পর, শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় নিম্নলিখিত সূচনাপত্র পাঠ করিলেনঃ—

"অদ্য অষ্টাদশ শততম শকে উনপঞ্চাশৎ ব্রাহ্ম সংবতের শেষে ও পঞ্চাশৎ ব্রাহ্ম সংবতের প্রারম্ভে মাঘের একাদশ দিবসে, শুক্ল পক্ষে প্রতিপদ তিথিতে, আমরা বালক বৃদ্ধ নর নারী একত্র হইয়া পরমেশ্বরের মহৎ ও পবিত্র নাম স্মরণ পূর্ব্বক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-গৃহের ভিত্তিস্থাপন করিতেছি। এই ভিত্তির উপর যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাতে জাতি ও অবস্থা নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর নর নারী সপ্তাহে সপ্তাহে সম্মিলিত হইয়া একমাত্র নিরাকার পর ব্রহ্মের উপাসনা করিবেন। এখানে কোন সৃষ্ট বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষের পূজা হইবে না; কোন ব্যক্তি বা গ্রন্থ অভ্রান্ত এবং মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া গৃহীত হইবে না; কোন বস্তু বা ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষ ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া অবলম্বিত হইবে না; অপরের সম্মানিত বা ভবিষ্যতে কাহারও দ্বারা পূজিত কোন দেব দেবী, অবতার বা মহাপুরুষের প্রতিকৃতি, প্রতিমূর্ত্তি বা কোন প্রকার চিহ্ন স্থাপিত হইবে না। এখানকার উপদেশে সকল দেশের সকল কালের সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম গ্রন্থ বা ধর্ম্ম প্রচারক দিগের প্রতি সমুচিত সমাদর প্রদর্শিত হইবে; কাহাকেও উপহাস, বিদ্রূপ, নিন্দা বা অবজ্ঞা করা হইবে না। এখানে সকল দেশের সকল সাধুর ও সকল শাস্ত্রের উপদেশ হইতে সত্য সকল আদরে সংগৃহীত হইবে। এখানে নর নারীর সমান অধিকার রক্ষিত হইবে। যাহাতে নর নারীর মধ্যে পবিত্র সদ্ভাব বৰ্দ্ধিত হয়, দেশের কুরীতি দুর্নীতি সকল নিবারিত হয়, ন্যায় ও পবিত্রতার মর্য্যাদা রক্ষিত হয়, এবং পরমেশ্বরের মহৎ নাম মহীয়ান হয়, এরূপ উপদেশ সকল প্রদত্ত হইবে। আমরা এই সকল আশা করিয়া অদ্য এই মহৎ কার্য্যের পাত করিতেছি। ঈশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ আমাদের সহ হউক। সমাগত ব্রাহ্ম অব্রাহ্ম স্বদেশী, বিদেশী, পরিচিত অপরিচিত সকলে শুভ ইচ্ছা দ্বারা আমাদের সাহায্য করুন।

তদনন্তর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ও আমাদের মধ্যে স্থবীরতম ও শ্রদ্ধেয় উপাসক ও সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব ভিত্তি প্রস্তর খানি যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। তাঁহার কার্য্য শেষ হইলে পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অধিকাংশ সভ্য ও তাঁহাদের সহধর্ম্মিণীগণ সকলেই প্রগাঢ় ভক্তি ও আনন্দ সহকারে ঐ ভিত্তি প্রস্তরের উপরে প্রত্যেকেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা স্থাপন করিলেন। তৎকালের শোভা দেখিয়া অনেকে অশ্রুবেগ সংবরণ করিতে পারেন নাই। ভিত্তি প্রস্তরের সহিত একখানি পার্চমেণ্ট কাগজে লিখিত ভিত্তি স্থাপন বিবরণ, এবং সমালোচক, ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন ও তত্ত্বকৌমুদী নামক পত্রিকাত্রয়ের প্রথম সংখ্যার এক এক খণ্ড পত্রিকা মৃত্তিকাধারে তথায় সংরক্ষিত হইয়াছে।

ভিত্তি প্রস্তরে নিম্নলিখিত বিবরণ খোদিত হইয়াছে।

অদ্য অষ্টাদশ শততম শকাব্দে ১১ই মাঘ বৃহস্পতিবার শুক্ল পক্ষে প্রতিপদ তিথিতে উনপঞ্চাশৎ সাম্বৎসরিক উৎসব দিবসে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপিত হইল।

একমেবাদ্বিতীয়ং।

এই রূপ উৎসাহ গাম্ভীর্য্য ও ভক্তি সহকারে ভিত্তি স্থাপিত হইলে পর, প্রাতঃ কালীন উপাসনা আরম্ভ হইল। আচার্য্য শ্রীযুক্ত শিব নাথ শাস্ত্রীর স্বাভাবিক উৎসাহ ও ভক্তির তরঙ্গ অদ্য যেন উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল এবং ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগনের হৃদয়ও যেন ব্রহ্মকৃপা তরঙ্গে প্লাবিত হইয়া গেল। "কৃষকের আশা" বিষয়ে ব্যাখ্যান বিবৃত হইয়া প্রাতঃকালের উপাসনা শেষ হইল। আবার মধ্যাহ্নে উপাসনা হইয়াছিল এবং সমস্ত দিন পাঠ, বক্তৃতা, আলোচনা, সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতিতে অতিবাহিত হইয়াছিলেন। রজনীতে শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু "ধর্ম্মকর ধর্ম্মাৎপরং নাস্তি" এই বিষয়ে একটী সুন্দর উপদেশ দিলন।

১২ই মাঘ শুক্রবার অপরাহ্নে ব্রাহ্মদিগের একটী আলোচনা সভা হইয়াছিল। ঐ সভার দুইটী আলোচ্য বিষয় ছিল। ১ ধর্ম্ম প্রচার ও ২ ব্রাহ্মদিগের সমাজিক সম্মিলন। প্রথমোক্ত প্রস্তাবের আলোচনাতেই দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ায়, দ্বিতীয় প্রস্তাব আর উত্থিত হইবার সময় হইল না। ধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা পরে প্রকটিত হইবে।

১৩ই মাঘ শনিবার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার স্বতন্ত্র বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

১৪ই মাঘ রবিবার বরাহনগরস্থিত একটী উদ্যানে উপাসক মণ্ডলীর বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল।

১৫ই মাঘ সোমবার মফস্বলস্থ সমাগত ব্রাহ্মদিগের সহিত সকলে একত্রে নানাবিধ আলাপ ও প্রীতিভোজন হয়। ১২ই মাঘ সময়াভাবে যে সামাজিক সম্মিলন বিষয়ক প্রস্তাবের আলোচনা হয় নাই, অদ্য সেই বিষয়ে কথোপকথন হইয়াছিল।

অষ্টাহকালব্যাপী মাঘোৎসব এই প্রণালীতে সুসম্পন্ন করিয়া আমরা নববর্ষের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি। আমাদের কার্য্যক্ষেত্র সুবিস্তৃত, কার্য্য ভার গুরু, কিন্তু আমাদের ধর্ম্ম ও লোকবল অল্প; কেবল সিদ্ধি-দাতা পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদের উপর নির্ভর করিয়া আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছি। দয়াময় পিতা আমাদিগের সকলকে আশীর্ব্বাদ ও ধর্ম্মবল বিধান করুন।

Printed and published by E. C. Bose, at the Sadharan Brahmo Samaj Press, 93, College Street, Calcutta.

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

১ম ভাগ। ১৮শ সংখ্যা।
১লা ফাল্গুন, বুধবার, ১৮০০ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০।
বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷০
মফস্বল ঐ ৩

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-গৃহ নির্ম্মাণার্থ অর্থ-সংগ্রহ করিবার জন্য কার্য্য নির্ব্বাহক সভার কয়েক জন সভ্যের নামে এক খানি নিবেদন পত্র প্রকাশিত হয়। তাহাতে এইরূপ লিখিত ছিল যে উক্ত উপাসনা-গৃহ নির্ম্মিত হইলেই উপযুক্ত ট্রষ্টিগণের হস্তে উক্ত সম্পত্তি অর্পণ করা হইবে। এক্ষণে সে কথার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম করিয়া ইতিমধ্যেই ট্রষ্টি নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে এবং ঐ বিজ্ঞাপন দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণই নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। ইহা দেখিয়া আমাদের কোন কোন বন্ধু এরূপ ব্যতিক্রমের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন। তাঁহাদের প্রশ্ন করিবার অধিকার আছে। প্রথমে যখন অর্থ সংগ্রহ করিবার কথা ছিল, তখন বিবেচনা করা গিয়াছিল যে গৃহ নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইলেই ট্রষ্টি নিয়োগ করা যাইবে। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে ত্বরায় ট্রষ্টি নিয়োগ আবশ্যক। প্রথমতঃ, ইতিমধ্যেই যে কেবল বহু সহস্র মুদ্রা চাঁদা হইতেছে এরূপ নয়, অনেক সহস্র মুদ্রা ইতিমধ্যেই আদায় হইতেছে। এ সকল অর্থের প্রকৃত ব্যবহারের জন্য দায়ী কে? এ সকল অর্থ কাহার হস্তে থাকিবে? যাঁহারা অর্থ দিয়াছেন তাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার প্রতি বিশ্বাস করিয়াই অর্থ দিয়াছেন, সত্য কথা; কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা যদি সে অর্থের অপব্যবহার করেন, তাহা হইলে আইনানুসারে তাঁহাদিগকে দণ্ডনীয় করা যাইবে না, কারণ তাঁহারা রেজিষ্টরীকৃত নহেন। অতএব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের দেখা আবশ্যক যে লোকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের হস্তে যে টাকা দিতেছেন, তাহা পূর্ব্ব হইতেই বিশ্বাস যোগ্য ও আইনানুসারে দায়ী কয়েক ব্যক্তির হস্তে নিহিত থাকে। তাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের নিকট এবং লোকের নিকট সেই অর্থের জন্য দায়ী থাকিবেন। ইহার পর যিনি যে অর্থ দিবেন তাহাও তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত হইবে। তাঁহারা সংগৃহীত অর্থ নিজ হস্তে রাখিবেন, গৃহ নির্ম্মাণ হইল কি না দেখিবেন, এবং সেই গৃহ প্রতিষ্ঠাতাদিগের ইচ্ছানুরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইল কি না, তাহাও দেখিবেন।

দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সম্পাদক মহাশয় আইনানুসারে সাধারণ সমাজের নামে ক্রয় বিক্রয়, ঋণ প্রভৃতি করিতে পারেন না। সুতরাং উপাসনা গৃহ নির্ম্মাণার্থ যে ভূমি ক্রীত হইয়াছে তাহা বাধ্য হইয়া এক ব্যক্তির নামে ক্রয় করিতে হইয়াছে। এরূপ ভাবে সেই ভূমিকে থাকিতে দেওয়া যুক্তি-সঙ্গত নহে। আইনানুসারে কয়েক জন ট্রষ্টি নিযুক্ত হইলে তাঁহাদের নামে সেই ভূমি থাকিবে এবং আমাদেরও আশঙ্কা থাকিবে না। ফল কথা এই:— দেশের বহু সংখ্যক নরনারী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার প্রতি বিশ্বাস করিয়া অনেক গুলি অর্থ দিতেছেন। আমরা (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ) দেখিতেছি যে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা সেই অর্থের কোন অপব্যবহার যদি করেন, আইনানুসারে তাঁহাদিগকে দণ্ডনীয় করা যাইবে না। সুতরাং যাঁহারা দয়া করিয়া অর্থ সাহায্য করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য এই যে, আমরা বিশ্বাস যোগ্য কয়েক ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া আইনানুসারে তাঁহাদের নাম রেজিষ্টরি করিয়া লইব এবং অর্থদাতাদিগকে বলিব, এই কয় ব্যক্তি আপনাদের প্রদত্ত অর্থের প্রকৃত ব্যবহারের ভার প্রাপ্ত হইলেন; যদি সে বিষয়ে কোন ত্রুটী হয় ইহাদিগকে আপনারা আইনানুসারে দায়ী করিতে পারিবেন, আমরাও দায়ী করিতে পারিব। ইহাতে যদিও পূর্ব্ব প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কিয়ৎপরিমাণে ব্যতিক্রম ঘটিতেছে, তথাপি ইহাতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য এবং অর্থ দাতা মাত্রেরই নিশ্চিন্ত এবং আনন্দিত হইবার কথা।

বাল্যকালে শুনিতাম, কুকুরেরা সাধু ও চোর চিনিতে পারে। কাহাকেও বা নিরাপদে যাইতে দেয়, কাহারও বা মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র আক্রমণ করে। কুকুরদিগের এরূপ কোন স্বাভাবিক শক্তি আছে কি না, জানি না। কিন্তু শিশুদিগের এই প্রকার শক্তি দেখিয়া সময়ে সময়ে বিস্মিত হইতে হয়। একটী সুন্দর শিশুকে ক্রোড়ে লইবার জন্য দুই জন লোক হস্ত প্রসারণ করিল—শিশু এক ব্যক্তির ক্রোড়ে গেল না, কিন্তু আর একজন হস্ত প্রসারণ করিবামাত্র গেল। একবার মুখের দিকে চাহিয়া যেন চক্ষের ভাষা পাঠ করিল এবং লোকটী কি রূপ তাহা বুঝিয়া লইল। কেবল

শিশুর নয় মনুষ্যের যেন এক প্রকার স্বাভাবিক ঘ্রাণ-শক্তি আছে। এক জনের অন্তরে সাধুতা কিম্বা অসাধুতা আছে তাহা চারি দিকের লোকে আঘ্রাণদ্বারা জানিতে পারে। মনুষ্য বহু যত্নে নিজ পাপ গোপন করিয়া ভাবে, কেহ জানিল না। কিন্তু ও দিকে তাহার চরিত্রের দুর্গন্ধে জগতের লোক নাসারন্ধ্র আবরণ করিতেছে এবং বলিতেছে "এই লোকটা ভাল নয়।" সে ব্যক্তি ঠিক কোন্ পাপটী করিয়াছে, তাহা সকলে জানিতে পারে না বটে; কিন্তু সে ব্যক্তি যে নিকৃষ্টদরের লোক, তাহা আর জানিতে কাহারও অবশিষ্ট থাকে না। অন্তরে অসাধুতা গোপন করিয়া লোককে সাধু ভাবদ্বারা প্রবঞ্চনা করিবার উপায় নাই। এক দিকে যেমন অসাধুতা গোপন করিয়া সাধু নাম অর্জ্জন করিবার আশা নাই, তেমনি প্রকৃত সাধুতা থাকিলে তাহার পুরস্কারও নিশ্চিত। আমরা কি ইহা অনেক বার দেখি নাই যে, যখন আমাদের ভিতরের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে, তখনই বাহিরের লোকের শ্রদ্ধা শিথিল হইয়াছে, যখনই অন্তরে ধর্ম্মভাব সতেজ হইয়াছে, তখনই বাহিরে শ্রদ্ধা অনুরাগ প্রভৃতি আকৃষ্ট হইয়াছে। এই কারণেই বলি, লোকের মুখ না দেখিয়া কেবল অন্তর দেখ।

কোন বলবান ব্যক্তি ধরিবার জন্য যদি কোন দুর্ব্বলের অনুসরণ করে এবং দুর্ব্বল ব্যক্তি যদি প্রাণ ভয়ে ধাবিত হয় তাহা হইলে কি রূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে? দুর্ব্বল ব্যক্তি ধাবিত হইতে হইতে অবশেষে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু সবলের ক্লান্তি নাই। তখন যেমন সেই দুর্ব্বল ব্যক্তিকে দায়ে পড়িয়া সবলের শরণাপন্ন হইতে হয়, সংসারে সাধুতাদ্বারা অসাধুতাও সেই রূপ পরাজিত হয়। সহিষ্ণু হইয়া সৎপথে থাকিতে পারিলে অসাধু ব্যক্তিকে সাধুতার বশবর্ত্তী করা যায়। আমাদের প্রত্যেকের গৃহই এই সংগ্রামের প্রধান ক্ষেত্র। স্ত্রী পুত্র দাস দাসী আত্মীয় স্বজন লইয়া যাঁহাদিগকে সংসার করিতে হয়, তাঁহাদের এই প্রকার পরীক্ষা প্রতিদিনই উপস্থিত হইয়া থাকে। এক এক সময় অন্যায় ও অনভিমত ব্যবহার দেখিয়া এরূপ উত্যক্ত হইতে হয় যে, বোধ হয় আর সাধুতা রক্ষা করা যায় না। দুষ্টের প্রতি দুষ্ট ব্যবহার আবশ্যক—অহিতাচারীর প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া আবশ্যক—অবাধ্য সন্তানকে বলপূর্ব্বক বাধ্যতার মধ্যে আনয়ন করা আবশ্যক। যাঁহাদের ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতার ভাগ অল্প তাঁহারা এরূপ সঙ্কটে পতিত হইলে আর সাধুতাকে রক্ষা করিতে পারেন না; কিন্তু প্রকৃত ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি নিজে সাধুতা হইতে বিচলিত হন না। তাঁহার সাধুতা পরিবারগণের পশ্চাতে যেন ধাবিত হয়। এক বৎসর গেল, দুই বৎসর গেল, তিন বৎসর গেল গৃহস্বামীকে তাঁহার সাধু সংকল্প হইতে বিচ্যুত করা গেল না। অবশেষে একে একে পরিবারের সকলের চক্ষু ফুটিতে লাগিল। সেই স্ত্রী, সেই পুত্র, সেই বন্ধু, সেই আত্মীয় সকলে একে একে সাধুতার দ্বারা পরাজিত হইতে লাগিল। আমরা অনেক ব্রাহ্মের ধর্ম্ম-জীবনে ইহার সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়াছি। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, মাতা, পত্নী, ভ্রাতা প্রভৃতি সকলে অত্যাচার আরম্ভ করিলেন; কর্কশ ভাষা, রুক্ষ ব্যবহার, প্রভৃতিদ্বারা তাঁহাকে সর্ব্বদা ক্লেশ দিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু কখনই তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে দেখা গেল না—কখনই তাঁহার মুখ হইতে কর্কশ ভাষা নির্গত হইল না; কখনও জননীর বা স্ত্রীর মুখে একটী রুক্ষ দৃষ্টি পড়িল না; তিনি প্রসন্নচিত্তে সমুদায় বহন করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে সেই মাতা, সেই স্ত্রী প্রভৃতি কিরূপে সুখী হন ও কিরূপে তাঁহাদের ভ্রম যায়, সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরে যান, পত্নীর পরুষ বাক্যে হৃদয় ব্যথিত হয়, বহিঃ প্রদেশে আসিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন এবং তাঁহার শিক্ষা ও ধর্ম্মোন্নতির উপায় চিন্তা করেন। এইরূপে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। অবশেষে দেখি, অল্পে অল্পে তাঁহার শুভ সংকল্পের নিকট সকলের অসাধুতা পরাজিত হইয়াছে। তাঁহার প্রতি জননীর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও স্ত্রীর আন্তরিক ভক্তি জন্মিয়াছে; কর্কশ ভাষার পরিবর্ত্তে অনুরাগের ভাষা প্রকাশ পাইয়াছে; সহধর্ম্মিণী শিক্ষিতা ও ধর্ম্মপরায়ণা হইয়াছেন; তাঁহার পরিবারে পবিত্রতা ও শান্তির সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে। পরিবার মধ্যে যে আমাদের অনেকের সম্ভ্রম থাকে না, তাহার কারণ এই যে আমরা সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে পরাজিত না করিয়া অনেক সময় অসাধুতা দ্বারাই পরাজিত হই।

কেহ কেহ এরূপ বুঝিয়াছেন যে, অঙ্গীভূত সমাজ সকলের স্বাধীনতা হরণ করাই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সেরূপ কোন লক্ষ্য নাই। ইহার নিয়মাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সকলে দুই প্রকার সমাজের উল্লেখ দেখিতে পাইবেন। প্রথম প্রতিনিধি প্রেরণকারী সমাজ, দ্বিতীয় অঙ্গীভূত সমাজ। যে সকল সমাজ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের সাহায্য করিবার জন্য স্বীয় প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা প্রতিনিধি প্রেরণ কারী সমাজ বলিয়া গণ্য হইবেন। নিজ নিজ সমাজের আচার্য্য ও কর্ম্মচারি নিয়োগ, উপাসনা প্রণালী স্থির করা, প্রভৃতি সকল কার্য্যে তাঁহাদের যাহা ইচ্ছা করিবেন। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা আচার্য্য নিয়োগাদি সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম প্রণয়ন করিবেন এবং যে উপাসনা প্রণালী স্থির করিবেন, যে সকল সমাজ স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া সেই সকল নিয়ম অবলম্বন করিবেন এবং সেই উপাসনা প্রণালী অনুসারে উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করিবেন তাঁহারা অঙ্গীভূত বলিয়া গণ্য হইবেন। সাধারণ সমাজের নিয়মাদি গ্রহণ করা না করা সমাজ সকলের স্বেচ্ছাধীন সুতরাং যদি কেহ বলেন যে অপর সমাজের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা সাধারণ সমাজের লক্ষ্য, তাহা হইলে প্রকৃত কথা বলা হয় না। যাঁহারা অঙ্গীভূত সমাজ সম্বন্ধীয় নিয়মটী নিয়মাবলীতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাঁহাদের

উদ্দেশ্য এই, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটী আদর্শ উপাসনা প্রণালী ও একটী আদর্শ উপাসনা মন্দির থাকিবে; যাঁহার ইচ্ছা সেই আদর্শানুসারে চলিবেন কোন সমাজ যদি না চলেন, ভাল। যিনি চলিবেন; তাঁহাকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অঙ্গীভূত বিবেচনা করা যাইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে করুন, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে যে উপাসনা প্রণালী প্রচলিত হয়, তাহা এক্ষণে প্রায় সকল সমাজে গৃহীত হইয়াছে; ইহাতে কি বলিব যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ সকলের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছেন? সকলে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। সেইরূপ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যাঁহারা আমাদের প্রণীত উপাসনা প্রণালী গ্রহণ করিবেন, আমরা তাঁহাকে অঙ্গীভূত বলিয়া গণনা করিব। যাঁহারা আমাদের আদর্শ উপাসনা গ্রহণ করিবেন না, অথচ প্রতিনিধি নিয়োগ দ্বারা সাহায্য করিবেন, তাঁহারা প্রতিনিধি-নিয়োগ-কারী সমাজ বলিয়া গণ্য হইবেন।

পিচকারির মধ্যে জল ও বায়ুর বিরোধ। জল যে স্থান পরিত্যাগ করে, বায়ু তৎক্ষণাৎ সেই স্থানকে অধিকার করিয়া লয়; আবার বলপূর্ব্বক বায়ুকে নিঃসারিত করিলে জল সেই স্থানে প্রবাহিত হয়। মানবের রিপুদমন সম্বন্ধেও সেই রূপ নিয়ম দৃষ্ট হয়। হৃদয়কে যদি পিচকারির ন্যায় মনে করা যায় এবং সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তি সকলকে জল বায়ু প্রভৃতি ভূতের সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে অতি চমৎকার সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। একটী ইংরাজী বচন আছে, "Love casteth out fear" অর্থাৎ অনুরাগের সঞ্চার হইলে ভয় পলায়ন করে। এই উক্তি দ্বারাও পূর্ব্বোক্ত বাক্য সপ্রমাণ হইতেছে। হৃদয়ের স্বভাব এই প্রকার, ইহাতে যখন এক প্রকার ভাব থাকে তখন তাহার বিপরীত বা বিসদৃশ ভাব স্থান প্রাপ্ত হয় না। যাঁহার প্রতি অনুরাগ আছে তাঁহার প্রতি ঈর্ষ্যা জন্মিতে পারে না; যাঁহার প্রতি ভক্তি আছে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা আসিতে পারে না। অবজ্ঞা আসিবার পূর্ব্বে সেই ভক্তির বিলোপ আবশ্যক। যদি দেখ যে, এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে দুই বৎসর পূর্ব্বে নিতান্ত সম্ভ্রম করিত, কিন্তু অদ্য হঠাৎ অতি অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিল, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে যে, এই দুই বৎসরের মধ্যে তাহার মনে ভাবান্তর হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ নিশ্চয় সেই তৃতীয় ব্যক্তির কোন কোন কার্য্য বা আচরণ দেখিয়া অল্পে অল্পে তাহার ভক্তির হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। এতদিন সেই অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিবার কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই বলিয়া লোকে জানিতে পারে নাই; এক্ষণে তাহার ক্রোধের উদয় হওয়াতে সেই হৃদয়ের অশ্রদ্ধা প্রকাশ হইয়া পড়িল। যদি দেখ কোন পুরুষ দুইবৎসর পূর্ব্বে কোন রমণীর সহিত সম্ভ্রমের সহিত আলাপ করিতেন, কিন্তু এক্ষণে উভয়ের মন বিগাহত ভাবে পরিণত। তাহা হইলে বুঝিবে, তাঁহারা এই দুই বৎসরের মধ্যে অযথা আলাপ, অযথা কৌতুক, অযথা উপহাসাদি দ্বারা সেই সম্ভ্রমের ভাবকে ভগ্ন করিয়া আনিয়াছেন এবং ফলস্বরূপ অতি জঘন্য দোষে লিপ্ত হইয়াছেন। প্রায় সকল ভাবের পক্ষেই এই নিয়ম।

ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া একটী বিষয়ের জন্য আমাদিগকে সর্ব্বদা ক্লেশ পাইতে হয়। আমরা যেরূপ চিন্তা, যেরূপ ইচ্ছা, ও যেরূপ ভাব সকলকে দূরে রাখিতে ইচ্ছা করি, তাহারাই সর্ব্বদা আমাদের অন্তরে উদিত হয়। মনে বাসনা হয়, ঈশ্বরের কার্য্যের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিব; কিন্তু হয়ত সামান্য লোকভয়, বা ধনলোভ অতিক্রম করিতে পারি না; মনে করি একজনকে সদ্ভাবের সহিত গ্রহণ করিব, কিন্তু ক্রোধের আবেগ সম্বরণ করিতে পারি না। হৃদয় শাসিত হইয়া এই সকল ক্লেশ কিরূপে নিবারিত হয়, ধর্ম্মোপদেষ্টা মাত্রেই সে বিষয়ে চিন্তা করিয়াছেন এবং ধর্ম্ম পথের সাধক মাত্রেই সে প্রশ্ন করিয়াছেন। প্রত্যেক ব্রাহ্ম যদি নিজ নিজ ধর্ম্মজীবনের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে ইহার উত্তর কিয়ৎ পরিমাণে লাভ করিতে পারেন। জিজ্ঞাসা করি, আমরা ধর্ম্ম জীবনের সংগ্রামে কি এরূপ দেখি নাই যে, সময়ে সময়ে ঐ সকল প্রলোভনের শক্তি যেন হ্রাস হয়; সময়ে সময়ে যেন কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হয়। এখন যেরূপ পতিত হইতেছি, দুই বৎসর পূর্ব্বে তাহা হইতাম না; এখন যেমন সামান্য ক্ষতি গণনা করিতেছি, দুই বৎসর পূর্ব্বে সেরূপ চিন্তা উদয় হয় নাই। এই আন্তরিক জোয়ার ভাটার হিসাব কি কেহ রাখেন? জীবনের কোন কোন অবস্থায় প্রলোভনের প্রবলতা দেখিয়াছি? অনুধাবন করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে সময়ে মনে একটী ভাব নিতান্ত প্রবল ছিল, ব্যাকুলতা জাগ্রত ছিল, প্রার্থনা দিবারাত্রের মধ্যে হৃদয়কে পরিত্যাগ করিত না, আমি এক প্রকার ধর্ম্মের স্রোতের মধ্যে ছিলাম, সে সময়ে এই সকল প্রলোভন থাকিয়াও আমার পক্ষে না থাকার সমান ছিল। এক্ষণে সে ভাব ম্লান হইয়াছে, সে ব্যাকুলতা মন্দীভূত হইয়াছে এবং সে প্রার্থনার ভাব শিথিল হইয়াছে, সুতরাং জীবনের দুর্ব্বলতার চিহ্নসকলও প্রকাশ পাইতেছে।

ভাবাঙ্গসংগঠন।

আস্থাপূর্ণ নিগূঢ় ভাবের মধ্যে পরব্রহ্মের স্বরূপ সাক্ষাৎ উপলব্ধ হয়। শুদ্ধ বিশ্বাস ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারে না। শুদ্ধ ভাবও সেইরূপ ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারে না। শুদ্ধ বিশ্বাস শুষ্ক; তাহা শূন্যকে শুষ্কতা-দ্বারা পরিপূর্ণ করে, তন্মধ্যে প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় না, কেবল নীরস দৃশ্যই উপলব্ধ হয়। শুদ্ধ ভাব অন্ধ, তাহা শূন্যকে আনন্দরসে পরিপূর্ণ করে, কিন্তু তন্মধ্যে ব্রহ্মদর্শন হয় না, কেবল কবিত্বভাবই উপলব্ধ হয়। যখনি বিশ্বাস ও ভাবের মণিকাঞ্চন যোগ, তখনি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ। এ বিশ্বাস বুদ্ধি ও যুক্তির মীমাংসা নহে, আন্তরিক ভাবের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া পুনঃ পুনঃ সেখানকার অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে দেখিতে এ বিশ্বাস উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হয়। ভূয়োদর্শন সেই

চমৎকার দৃশ্যকে অল্পে অল্পে ব্রহ্ম দর্শনে পরিণত করে। এইরূপে ক্রমে ব্রহ্ম দর্শন পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হইতে থাকে। ভাব হইতে বিশ্বাসের উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি। যাহা এক সময়ে আনন্দ রসপূর্ণ কবিত্ব ছিল, তাহা ক্রমে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে পরিণত হইল। ভাব যত নিগূঢ় ও গভীর হইতে থাকে, ব্রহ্মস্বরূপ তত উজ্জ্বল ও ঘনীভূত হইয়া অন্তরাকাশে প্রকাশিত হইতে থাকে। যে বিশ্বাস শুষ্ক বুদ্ধির ও যুক্তির মীমাংসা, যে ভাব শুদ্ধ কবিত্ব রসে পরিপূর্ণ, তাহা সাধকের প্রথম অবলম্বন। তাহা কদাপি উপেক্ষণীয় বা পরিত্যাজ্য নহে। সেইরূপ তাহা কদাপি চিরাবলম্বন বা শেষ গতিও নহে।

উপরে যেভাবের কথা উত্থাপিত হইয়াছে, তাহা সহজে বর্ণনীয় নহে। উপাসনার সময় আমাদের অন্তরে মধ্যে মধ্যে ভাবের উদ্রেক হয়। সে ভাব কি? আমরা গুণের পরিচয়ে তাহার এক প্রকার বর্ণনা করিতে পারি। তাহা সরস, নির্ম্মল, চমৎকার ও আনন্দপূর্ণ। তাহা হৃদয়ের কঠোরতা দূর করে, অন্তরকে কোমল ও বিনীত করে, চিত্তকে প্রসন্ন ও প্রফুল্ল করে, প্রাণকে পরিতৃপ্ত করে। তাহা আত্মাকে প্রেম অনুরাগ সদিচ্ছা ও উচ্চাশাতে ভূষিত করে, তাহা নীচতা ক্ষুদ্রতা ও পাপকে ঘৃণা করে এবং স্বভাবতই আপন অপেক্ষা উচ্চতর মহত্তর আশ্রয় স্থান অন্বেষণ করে। ইহাই "ভাব," বর্ণনাদ্বারা এই পর্য্যন্ত ইহাকে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ইহা প্রতীতি করিবার বিষয়, কিন্তু বর্ণনার বিষয় নহে। ইহাই যদি "ভাব" হইল, তবে এ কথা নির্ব্বিরোধে উক্ত হইতে পারে যে "ভাব" আর কিছুই নহে; কেবল আত্মার অস্ফুর্ত্ত উচ্চ প্রকৃতির সাময়িক উচ্ছাসমাত্র,—তাহার অন্তর্নিহিত নির্ম্মল স্বরূপের আভাস মাত্র।

আমরা এখন পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারিব—ব্রহ্ম দর্শন হয়, আত্মার অস্ফুর্ত্ত উচ্চ প্রকৃতির উচ্ছ্বাস মধ্যে—তাহার অন্তর্নিহিত নির্ম্মল স্বরূপের স্ফূর্ত্তি মধ্যে। আত্মজ্ঞানের সঙ্গে ব্রহ্ম জ্ঞানের সম্বন্ধ এই স্থানে। আত্মদর্শন ভিন্ন ব্রহ্ম দর্শন হয় না, ইহার তাৎপর্য্য এখন সহজ হইল। আত্মার উচ্চ প্রকৃতির সাক্ষাৎ দর্শন ভিন্ন ব্রহ্মস্বরূপ পরিলক্ষিত হয় না। ভাব-যোগেই ব্রহ্ম দর্শনের এক মাত্র সাধন।

আত্মার উচ্চ প্রকৃতির উচ্ছ্বাসকে উচ্চ স্থানে রাখিলে চলিবে না, ইহাকে আয়ত্ত করিতে হইবে, ইহাকে "করতল ন্যস্ত আমলকবৎ" করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন ব্রহ্মদর্শন চিরস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা কোথা!

এই উচ্চ প্রকৃতির উচ্ছ্বাসকে স্থায়ীরূপে আয়ত্ত করা সহজসাধ্য নহে। এই গগণবিহারিণী বিদ্যুল্লতাকে স্থির-সৌদামিনী রূপে ধরিয়া রাখিবার এক মাত্র উপায় আছে। সে উপায়টী সাধন। বাস্তবিক সাধন অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারে, চঞ্চল সৌদামিনীকে অচঞ্চল করিতে পারে। সাধনের অসাধ্য কিছুই নাই। সাধনে ভাবাঙ্গ কি রূপে সংগঠিত হয় আমরা সাধ্যানুসারে তাহার সন্ধান বিবৃত করিবার চেষ্টা করিতেছি।

ক্রোধ আমাদের একটী মনোবৃত্তি। দেখা যায় ক্রোধের একটী অন্তরঙ্গ আছে, আর একটী বহিরঙ্গ আছে। ক্রোধের অন্তরঙ্গ, যাহা আমরা অন্তরে উপলব্ধি করি, তাহা অন্তরের সীমা অতিক্রম করে না। কিন্তু ক্রোধের বহিরঙ্গ অন্তর হইতে বহির্ম্মুখ হইয়া শরীরের মধ্যে স্ফূরিত হয়। সেই বহিরঙ্গ মুখ ও চক্ষুর আরক্ত বর্ণে, শিরার অভ্যন্তরস্থ রক্তের উষ্ণতাতে ও অপরাপর অঙ্গভঙ্গিদ্বারা প্রকাশিত হয়। যখন ক্রোধের বিরাম হয়, তখন অন্তর হইতে ক্রোধের অন্তরঙ্গ এবং শরীর হইতে ক্রোধের বহিরঙ্গ উভয়ই অন্তর্হিত হয়। মনোমধ্যে ক্রোধের উদ্রেকই ক্রোধের অন্তরঙ্গ। সে উদ্রেক না হইলে ক্রোধের বহিরঙ্গ শরীরে স্ফূর্ত্তি পায় না। যদি মনোমধ্যে পুনঃ পুনঃ ক্রোধের উদয় হইতে থাকে, যদি কোন ব্যক্তিকে ক্রোধের ভাবে অহরহ থাকিতে হয়, তাহা হইলে তাহার ক্রোধের বহিরঙ্গটী সংগঠিত হইয়া যায় এবং তাহার শরীর মধ্যে তাহা স্থায়ীরূপে প্রোথিত হইয়া থাকে। তখন ক্রোধের বাহ্য মূর্ত্তি সেই ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গে মূর্ত্তিমান হইয়া থাকে। তাহার ক্রোধ তখন কথায় কথায়। লোকে তখন তাহাকে অত্যন্ত ক্রোধী বলিয়া অভিহিত করে। ক্রোধের বহিরঙ্গটী নির্ম্মিত হইলে ক্রোধ তখন আমাদের প্রকৃতির মধ্যে জিনিয়া বসিল।

এইরূপ সমস্ত ভাব ও বৃত্তির এক একটী অন্তরঙ্গ ও এক একটী বহিরঙ্গ আছে। যখন অন্তরে উপাসনার ভাবের উদয় হয়, তখন তাহার একটী বহিরঙ্গও সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হয়। মুখমণ্ডল পূর্ণ ও উজ্জ্বল হয়, চক্ষু প্রেমাশ্রু বর্ষণ করে, হৃৎ-কোষ উদ্বেলিত হয়, শ্বাসরোধ হইয়া আসিতে থাকে, কণ্ঠস্বর গদগদ হয় এবং অনেক স্থলে রোমাঞ্চ, স্তম্ভন, ঘর্ম্ম প্রভৃতি সাত্বিকভাবের লক্ষণ সমূহ পরিদৃশ্যমান হয়। ভাবের গাঢ়তা অনুসারে এই রূপ নানাবিধ লক্ষণ আবির্ভূত হইবার কথা শুনা আছে। যাহা হউক ইহা নিঃসংশয় যে প্রেম ভক্তির কতকগুলি বাহ্য লক্ষণ আছে। অহরহ উপাসনার ভাবে ডুবিয়া থাকিলে সেই সমস্ত বাহ্য লক্ষণ শরীরে বদ্ধমূল হইতে থাকে। এইরূপে উপাসনার ভাবের বহিরঙ্গ সংগঠিত হয়। যখন উপাসনার ভাবের বহিরঙ্গ মূর্ত্তিমান হইয়া শরীরের মধ্যে স্থায়ী হয়, তখন অন্তর মধ্যে সেই বহিরঙ্গ অবলম্বন করিয়া উপাসনার ভাব তাহার অন্তরঙ্গ রূপে ক্রীড়া করিতে থাকে। সাধকের যাহা অন্তরঙ্গ, পরব্রহ্মের তাহা বহিরঙ্গ। তিনি তন্মধ্যে অহরহ আবির্ভূত থাকেন। প্রকৃত সাধক যিনি তিনি অহরহঃ তাঁহার ভাবের অন্তরঙ্গের মধ্যে তাঁহার ব্রহ্মকে অহরহঃ দর্শন করেন। এই ভাবাঙ্গ সংগঠিত হইলেই সেই অধ্রুব পুরুষ তন্মধ্যে ধৃত হন, সেই অপ্রাপ্য ধন তন্মধ্যে লব্ধ হন, আকাশের চঞ্চলা চপলা অচঞ্চল অচপল হইয়া থাকেন।

আমাদের ঈশ্বর বহু সাধনের ধন। "সাধন বিনা সে ধন মেলে না।" কিন্তু কি রূপ সাধনে তাঁহাকে লাভ করা যায়? "উপাসনার ভাবে অহরহঃ থাক" এই আদেশ,

এই উপদেশ, এই মন্ত্র, এই সাধন। সাধনের অর্থ আর কিছুই নহে কেবল একটী বিষয়কে সাধিয়া আয়ত্ত করা। ব্রহ্মসাধক কে, যিনি ব্রহ্মকে সাধিয়া আয়ত্তীভূত করিয়াছেন। কিন্তু উপাসনার ভবে অহরহ অধিবাস করিয়া ভাবাঙ্গ সংগঠন না করিলে কেহ প্রকৃত সাধক হইতে পারেন না।

এই ভাবাঙ্গ সংগঠিত হইলেই সাধনের পর্য্যাপ্তি হইল না। এই ভাবাঙ্গ পরিবর্দ্ধমহ। ইহা ক্রমেই ঘনীভূত হইতে থাকে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মদর্শনও ঘনীভূত হইতে থাকে। এই ভাবাঙ্গ সংগঠিত না হইলে সাধক অচ্যুতপদ লাভ করিতে পারেন না।

"সমত্বং যোগ উচ্যতে"।

"সুখদুঃখে সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে" ভগবদ্গীতা। সুখদুঃখের প্রতি সমভাবাপন্ন হইয়া কার্য্য কর, সমভাবকেই যোগ বলা যায়।

আমরা জগতে দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই। এক শ্রেণী ভোগী, অপর শ্রেণী বিরাগী। যাঁহারা ভোগী, তাঁহারা সর্ব্বদাই ইন্দ্রিয় সুখ ভোগে রত। তাঁহারা সংসারে নানা কার্য্যে রত থাকেন বটে, কিন্তু সকল কার্য্যের মধ্যে আপনাদের অভীষ্ট সুখগুলি কখনই বিস্মৃত হন না। সৎপথে থাকিয়া ন্যায় বা পবিত্রতার ব্যাঘাত না করিয়া যদি সে সুখগুলি উপার্জ্জন করা যায় ভালই, নতুবা তাঁহারা সাধুতা ন্যায় পবিত্রতা প্রভৃতিতেও জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত। এই শ্রেণীর নিকৃষ্ট লোক যাহারা,তাহাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। তাহারা সর্ব্বদা কেবল পশু প্রকৃতির চরিতার্থতা সাধনে নিযুক্ত, নিজের ইন্দ্রিয় সুখ ভিন্ন তাহারা অন্য কোন দিক দেখিতে পায় না। ইন্দ্রিয় সুখের অনুরোধে তাহারা ন্যায় ধর্ম্ম, মান সম্ভ্রম প্রভৃতি সমুদায় উৎসর্গ করিয়াছে, সেই সুখের জন্যই জগতের ঘৃণিত হইয়াছে, সেই সুখের জন্যই আত্মীয় স্বজনের লজ্জা ক্লেশ ও দুর্গতির কারণ হইয়াছে। ইহারা ভোগী।

বিরাগীরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা এই সকল ধর্ম্ম-বিগর্হিত আচরণ দেখিয়া ঘৃণাপূর্ব্বক এ পন্থা পরিত্যাগ করিয়াছেন; এই সকল প্রলোভনের বল এবং মানবের চিত্তের দুর্ব্বলতার বিষয় ধ্যান করিয়া তাঁহারা সংসারকে বিষবৎ পরিত্যাগ করেন। ইন্দ্রিয় সুখ সকলকে সাধন পথের মহাশত্রু বোধে তাঁহারা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হন। যেখানে কোন প্রকার সুখ অর্জ্জন করিতে ন্যায় বা পবিত্রতা ব্যাঘাত করিতে হয় না, যেখানে শরীর নিরর্থক শুষ্ক করিবার কোন প্রয়োজন হয় না, যেখানে ইন্দ্রিয়গণকে নির্যাতন করিবার কোন আবশ্যকতা নাই, সেখানেও তাঁহারা কঠোর শাসন বিস্তার করিয়া শরীর মনকে নিগৃহীত করিতে চেষ্টা করেন।

প্রকৃত ধর্ম্ম পথ এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী। প্রকৃত ঈশ্বর-পরায়ণ যিনি তিনি এই উভয়ের কাহাকেও লক্ষ্য বলিয়া বিবেচনা করেন না। ঈশ্বরের সেবা করাই তাঁহার লক্ষ্য। তাঁহার প্রিয় কার্য্যে রত থাকাই তাঁহার আন্তরিক কামনার বিষয়। আর সমুদায় উপলক্ষ্য মাত্র। ঈশ্বরের সেবার ব্যাঘাত না করিয়া যদি কোন সুখ তিনি লাভ করেন, তাহা তিনি উপভোগ করেন; আবার সেই সেবার্থ যদি কোন সুখ তাঁহাকে পরিহার করিতে হয়, তাহাও তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে এবং অম্লান বদনে পরিহার করেন। এই সমভাবাপন্ন অবস্থাই ভগবদ্গীতাতে যোগশব্দে উক্ত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদীরা এই সমত্বকে আর এক ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে সুখ এবং দুঃখে প্রভেদ থাকিবেনা, রসনাতে মিষ্ট এবং তিক্ত এই উভয় প্রকার রস দিলে আস্বাদনের তারতম্য থাকা উচিত নয়, উভয়ই অম্লান বদনে আস্বাদন করিবেন। পরমহংসেরা এই প্রকার সমত্ব অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা মানব প্রকৃতির পক্ষে অস্বাভাবিক। আমরা যে সকল বিষয়কে ইন্দ্রিয় সুখকর বলিয়া জানি, তাহা লাভ করিলে যে ইন্দ্রিয়ের সুখ হয়, তাহা অস্বীকার করিবার কারণ দেখা যায় না। বন্ধুজনের সহিত বিরোধ হইলে অন্তরে ক্লেশ হয়, অন্ন বস্ত্রের অভাব হইলে মন অসুখী হয়,শীতাতপে শরীর ক্লিষ্ট হয়, এসকল স্বাভাবিক নিয়ম। এসকলের সম্বন্ধে হৃদয়কে বোধশক্তিবিহীন করা ধর্ম্মের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু ধর্ম্ম এই সকলের প্রতি ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে শিক্ষা দেন। ঈশ্বরের সেবাতে রত হইতে গিয়া যদি এই সকল ক্লেশের কোনটী অনিবার্য্য হইয়া উঠে, তবে অবনত মস্তকে প্রফুল্লচিত্তে ঈশ্বরের সেবার অনুরোধে যিনি তাহা বহন করিতে প্রস্তুত, তিনিই ঈশ্বর-প্রেমিক।

ইন্দ্রিয় সুখ সম্বন্ধে যেরূপ, মিত্রতা শত্রুতা, স্বাস্থ্য অস্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্বন্ধেও সেইরূপ। কে বন্ধু হইল, কে শত্রু হইল প্রকৃত ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তি তাহা গণনা করেন না; লোকানুরাগ বা লোকের বিরাগ এ কোনটীকেই তিনি একটী পরম প্রার্থনীয় পদ বলিয়া মনে করেন না। তবে তিনি নিজে সকলের মিত্র। কাহারও অনিষ্ট চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় না, সকলকেই তিনি স্নেহ এবং প্রীতি দানে আপ্যায়িত করেন, কিন্তু কাহারও অনুরাগ বা প্রশংসার লোভে তিনি তাঁহার জীবনের লক্ষ্যস্বরূপ ঈশ্বরের সেবার ব্যাঘাত করেন না। তিনি বলেন, আমার জ্ঞান বুদ্ধি বিবেকে যাহা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে, তাহাই করিয়া যাইতেছি; আমি যাহা ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য বলিয়া অনুভব করিয়াছি, তাহাতে আমার হৃদয় মনকে উৎসর্গ করিয়াছি। যদি এই পথে চলিতে গিয়া লোকানুরাগ প্রাপ্ত হই, যদি সকলে আমার মিত্র হন ভালই, সে জন্য আনন্দিত হইব এবং ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা দিব; কিন্তু যদি লোক আমার শত্রু হন, তাহাতেও দুঃখিত নই। কাহারও মিত্রতার এত মূল্য মনে করি না যে, সে জন্য ঈশ্বরের সেবার ব্যাঘাত করিতে হয়। তিনি সুখ দুঃখের প্রতি উদাসীন, সেইরূপ মিত্রতা শত্রুতার প্রতিও উদাসীন। তাঁহার

হৃদয়ে একমাত্র আশা, একমাত্র কামনা, সে কেবল ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য করিয়া নিজের জীবন সার্থক করা। এই যোগের অবস্থা প্রাপ্ত না হইলে ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া সুখ হয় না। আমাদের মধ্যে যাঁহারা কিয়ৎ পরিমাণেও এই প্রকার অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ অধিকারী। যাঁহারা এই যোগপর হইয়া ঈশ্বরের আরাধনা ও প্রার্থনা করেন, তাঁহারা দিন দিন ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছার আশ্রয় প্রাপ্ত হন।

ঈশ্বরানুপ্রাণিত আত্মা।

পরমেশ্বর কি আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করেন? মানবের আত্মাতে কি ঐশী শক্তির আবির্ভাব হয়? সর্ব্বশক্তিমানের পূর্ণ ইচ্ছা কি কখনও মানবের ক্ষুদ্র ইচ্ছার পৃষ্ঠপর হয়? নাস্তিক কিম্বা সংসারী ব্যক্তি বলিবেন, না। কিন্তু ঈশ্বরের উপাসনার আস্বাদন যাঁহারা কখনও পাইয়াছেন—প্রার্থনার ফল যাঁহারা কখনও অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বলিবেন, হাঁ। বাস্তবিক ঈশ্বর মনুষ্যকে অনুপ্রাণিত (inspired) করেন। ইহা স্বীকার না করিলে প্রার্থনা উপাসনা প্রভৃতি অর্থবিহীন ক্রিয়া মাত্র হইয়া যায়। কিন্তু এই অনুপ্রাণিত করিবার প্রণালী কি? সে বিষয়ে বহুল মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বিশ্বাস করেন, যে প্রার্থনা পরায়ণ হইয়া ঈশ্বরকে প্রশ্ন করিলে তিনি অতি সামান্য সামান্য কার্য্য সম্বন্ধেও পথ প্রদর্শক হইতে পারেন। একজন কোন বিশেষ স্থানে যাইবেন কি না? কোন বিশেষ ব্যক্তির সহিত থাকিবেন কি না? কোন বিশেষ কার্য্য অবলম্বন করিবেন কি না? এ সকল প্রশ্নেরও উত্তর ঈশ্বর প্রদান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়া থাকেন যে ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন হইয়া মনুষ্য যত কথা বলে এবং যত কার্য্য করে তাহা ভ্রম প্রমাদশূন্য এবং সে জন্য সে দোষী হইতে পারে না। এ মতে অনেকের আপত্তি আছে। আমাদেরও এরূপ মতের প্রতি বিশেষ আপত্তি। সময় বিশেষে মনুষ্য ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, ইহা সত্য কথা, কিন্তু সে অনুপ্রাণন প্রণালী কি রূপ? কোন এক ব্যক্তির বিষয় কল্পনা কর। সে ব্যক্তি আপনার বিষয় কার্য্যে রত আছে, পরিবার পালন, অর্থোপার্জ্জন প্রভৃতি সংসারী লোকের কর্ত্তব্য সকল পালন করিতেছে। এমন সময়ে দক্ষিণ ভারতবর্ষে ধর্ম্মপ্রচারার্থ কতকগুলি প্রচারক প্রেরণ করিবার প্রস্তাব উপস্থিত হইল। কাহাকে প্রেরণ করা যায় এই বিষয় লইয়া আন্দোলন আরম্ভ হইল। আমাদের সেই ব্রাহ্ম বন্ধুও অপরাপর ব্রাহ্মের ন্যায় সে বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং সে প্রদেশের লোকের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্যে চিন্তা করিল, আলাপ করিল, বক্তৃতা করিল, করিয়া নিরস্ত হইল; কিন্তু আমাদের ব্রাহ্মবন্ধু যত চিন্তা করেন, তাঁহার হৃদয় সেই ভাবে আবিষ্ট হয়; যত প্রার্থনা করেন, ততই তাঁহার মনের গতি প্রবল হয়, যত তর্ক বিতর্ক করেন, ততই সেই চিন্তা হৃদয়ে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়; দেখিতে দেখিতে সেই ভাব যেন তাঁহার মনের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সঞ্চারিত হইয়া পড়িল। একদিকে যেমন এই ভাবের নেশা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, অপর দিকে তেমনি স্বার্থ, সুখাশা, ধনলোভ, লোকভয় প্রভৃতি বন্ধনও শিথিল হইতে লাগিল। তিনি দাক্ষিণাত্য গমনেচ্ছু হইয়া নিজের সংকল্প জ্ঞাপন করিলেন এবং সহস্র বাধা অতিক্রম করিয়া গমন করিলেন। অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় এই তিনি দাক্ষিণাত্যে গিয়া দেখিতে দেখিতে তাহাদের ভাষা শিখিয়া ফেলিলেন। দিবারাত্র অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও অসম্ভব ক্লেশ বহন করিয়া ধর্ম্ম প্রচারে রত হইলেন; যতই বাধা বিপত্তি প্রাপ্ত হন, ততই যেন তাঁহারা উৎসাহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়। এইরূপে কত বৎসর কাটিয়া গেল, তাঁহার উৎসাহ আর ম্লান হইল না; তিনি সে কার্য্যক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন না। এরূপ যখন দেখি, তখন আমরা জানিতে পারি যে, সে ব্যক্তি ঈশ্বরাধীন হইয়া কার্য্য করিতেছেন। কিন্তু তাহা বলিয়া যদি কেহ বলেন যে, তিনি দাক্ষিণাত্যে প্রচারার্থ বহির্গত হইয়া যে কিছু কার্য্য করিলেন কিম্বা যে কিছু কথা বলিলেন সমুদায়, ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্ভূত এবং তাহাতে ভ্রম প্রমাদ থাকা অসম্ভব, তাহা হইলে বলি এরূপ মতে আমরা সায় দিতে পারি না। ঈশ্বরের ইচ্ছার আবির্ভাব এক প্রকার ভাবের নেশার ন্যায়। এই ভাব যখন আত্মাকে অধিকার করে তখন আত্মাকে বলপূর্ব্বক সেই দিকে লইয়া যায়। এইরূপে পৃথিবীর অনেক ঈশ্বর পরায়ণ মহাত্মা ঈশ্বরানুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। যদি কোন ঐশী শক্তি দ্বারা অধিকৃত না হইবেন, তবে চৈতন্য নিদ্রিতা পত্নীর শয্যা হইতে পলায়ন করিবেন কেন? যদি ঐশী ইচ্ছাদ্বারা চালিত না হইবেন তাহা হইলে মহাত্মা পল শত্রু-সংহার-মানসে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবেন কেন? পলের জীবন এই ভাবের নেশার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কোথায় তিনি খ্রীষ্টের শিষ্যদিগকে অরণ্যের পশুর ন্যায় নগর হইতে নগরান্তরে তাড়াইয়া বেড়াইতেছিলেন, হঠাৎ কোন দিক হইতে কি এক ভাবের আবির্ভাব হইল। কেবল যে আবির্ভাব হইল তাহা নহে, সেই ভাব তাঁহার হৃদয়কে এরূপ পরাজিত করিয়া ফেলিল যে তাঁহার আর অন্য কোন দিকে দেখিবার অবসর রহিল না, তিনি নেশাগ্রস্ত হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন এবং কার্য্য করিতে করিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেলেন। যাঁহাদের মধ্যে বন্ধুভাবে কার্য্য করিতে গেলেন, তাহারা তাড়াইয়া দিল—অপমান, প্রহার, নিগ্রহ, কারাবাস প্রভৃতি শরীরের উপর দিয়া যাইতে লাগিল তাঁহার অভীষ্ট কার্য্য হইতে কিছুতেই তাঁহাকে বিরত করিতে পারিল না। তিনি যে কার্য্য অবলম্বন করিলেন তাহাতেই প্রাণ সমর্পণ করিলেন। পল ঈশ্বরানুপ্রাণিত হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন সত্য কথা। তাহা বলিয়া তিনি সেই অবস্থায় যে কিছু মত প্রচার করিয়াছেন, সমুদায় অভ্রান্ত সত্য এবং যে কিছু কার্য্য করিয়াছেন, সমুদয় ভ্রম প্রমাদশূন্য, এরূপ কি

কেহ বলিতে পারেন? এরূপ বলা যে কেবলমাত্র যুক্তিবিরুদ্ধ তাহা নহে, কিন্তু এরূপ মত ধর্ম্ম রাজ্যের সমূহ অমঙ্গলের কারণ। এক জন ধর্ম্ম প্রচারক যদি তাঁহার প্রত্যেক কথা ও কার্য্যকে অভ্রান্ত ঈশ্বরাদেশ বলিয়া বর্ণনা করেন, তাহা হইলে এই বলা হয় যে তাঁহার প্রচারিত সত্য পরিহার করিলে কিম্বা তাঁহার অবলম্বিত মতের বিরুদ্ধাচরন করিলে ঈশ্বরেচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। একি সর্ব্বনাশের কথা!! কোন ধর্ম্মসমাজে যদি এরূপ মত কখন স্থান প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সে সমাজের আধ্যাত্মিক দুর্গতির বীজ সেই খানেই নিহিত হইল।

মনুষ্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হয়, তাহার অর্থ এ নয় যে তাহার প্রত্যেক কথা ও কার্য্য ঈশ্বরের কথা ও কার্য্য। কিন্তু তাহার অর্থ এই যে, আত্মার সমুদায় শক্তি ও ভাব ঈশ্বরের পবিত্রতার আবির্ভাব দ্বারা সতেজ, জাগ্রত ও সবল হয়; হৃদয় উদার ও প্রীতি বিস্ফারিত হয়; বিবেক উজ্জ্বল ও পরিষ্কৃত হয়; পবিত্রতা দশ গুন বর্দ্ধিত হয় এবং উৎসাহ ও সাহস প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। এই ভাবের অধীন হইয়া কার্য্য করিলে আমরা বলি, এ ব্যক্তি ঈশ্বরানুপ্রাণিত হইয়া কার্য্য করিতেছে। কিন্তু এই ভাবের অধীন হইয়া যত কার্য্য হয়, তাহার প্রত্যেকটী কখনই ভ্রম প্রমাদ শূন্য হইতে পারে না।

ব্রাহ্ম পাঠক হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন, এই ভাবের নেশা, কি যে সে ব্যক্তির ঘটিতে পারে না, কেবল বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ঘটিয়া থাকে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, এই প্রকার অনুপ্রাণিত অর্থাৎ ভাবগ্রস্ত হইবার পক্ষে আত্মার একটী বিশেষ অবস্থা আবশ্যক; সেই অবস্থাতে যিনি উপনীত হন, তিনিই এই প্রকার ভাবগ্রস্ত হইতে পারেন। কেহ হয়ত প্রশ্ন করিবেন, আত্মার সে অবস্থাটী কি? সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয়, প্রকৃত নির্ভরের অবস্থাই সেই অবস্থা। অর্থাৎ মনুষ্যের আত্মা যখন স্বার্থের বন্ধন, লোকের ভয়, সর্ব্বপ্রকার নিকৃষ্ট বাসনা প্রভৃতি হইতে সম্পুর্ণ রূপে মুক্ত হইয়া এরূপ অবস্থায় উপস্থিত হয়, যে অবস্থায় আবশ্যক হইলে মনুষ্য ঈশ্বরের কার্য্যের জন্য সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে পারে, সেই অবস্থাতে মানবের আত্মাতে ঐশ্রী শক্তির স্ফুরণ হইতে থাকে,এবং যদি কোন প্রকার বাধা প্রাপ্ত না হয় তাহা হইলে দিন দিন সেই শক্তি আত্মাকে সম্পূর্ণ রূপে আপনার অধিকৃত করিতে থাকে। ক্রমে ক্রমে আত্মার সকল বিভাগ সেই শক্তিদ্বারা পরাজিত হইয়া পড়ে। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি সত্য কথা, কিন্তু সে রূপ নির্ভরের সহিত কয় ব্যক্তি প্রার্থনা করিয়া থাকেন? আমাদের মধ্যে কয়জন আছেন যাঁহারা ঈশ্বরের ইচ্ছাদ্বারা নীত হইবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত—যাঁহারা কোন প্রকার বন্ধনকে বন্ধন বলিয়া গণ্য করেন না? আমরা সহজে এরূপ অবস্থালাভ করিতে পারি না বলিয়াই আমাদের আত্মাতে অনুপ্রাণিত হইবার লক্ষণ সকল প্রকাশ পায় না।

গুরুভক্তি।

যাঁহারা মহাপুরুষের মতে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের কথার ভঙ্গী দেখিলে বোধ হয় যেন তাঁহারা মানব প্রকৃতিকে স্বভাবতঃ নীচ এবং ঈশ্বরের অস্পৃশ্য বলিয়া বিবেচনা করেন। অন্ধকারে বিচরণ করাই সাধারণ মনুষ্যের স্বভাব, তাঁহারা নিজে চেষ্টা করিলেও আলোক দর্শন করিতে পারে না। মানবজাতিকে এই অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়া ঈশ্বরের সহিত মিলিত করিবার ভার পৃথিবীর সাধুদের হস্তে। তাঁহারা সাধারণ মনুষ্যের শ্রেণীগণ্য নন; পঙ্ক হইতে যেমন পদ্মের উৎপত্তি, তেমনি জঘন্য নরককুণ্ড সমান মানবকুলে তাঁহারা এক একটী স্বর্গীয় কুসুমের ন্যায় প্রস্ফুটিত হন। এই সকল সাধু স্বর্গরাজ্যের ঘটকের ন্যায় ঈশ্বর ও জীবাত্মার সহিত মিলন করিয়া দেন। সূর্য্য না থাকিলে চন্দ্রের আর যেমন আলোক পাইবার সম্ভাবনা থাকে না, সেইরূপ সাধুরা না থাকিলে আর সামান্য লোকের ধর্ম্মালোক পাইবার সম্ভাবনা থাকেনা। ইহারা কেবল পথ প্রদর্শক নন, কিন্তু ইঁহারা ঈশ্বর ও জীবের মধ্যবর্ত্তী হইয়া পরস্পরকে মিলিত করেন। নতুবা মানবকুলের আর ঈশ্বর লাভের আশা থাকিত না।

আমরা এরূপ মতকে নিতান্ত ভ্রান্ত মনে করি। প্রথমতঃ, আমরা মানব প্রকৃতিকে এত জঘন্য মনে করি না যে, আর এক ব্যক্তি আসিয়া মিলিত না করিলে সে মিলিত হইতে পারেনা। ঈশ্বর তাঁহার সহিত যোগের গূঢ় উপায় মানবের প্রকৃতির মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এরূপ যুক্তি খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মুখেই শোভা পায়। ধর্ম্ম রাজ্যে যে এক জন সূর্য্য আছেন এবং আর সকলে তাঁহার নিকট আলোক প্রাপ্ত হইয়া দীপ্তি পাইবার জন্য জন্মিয়াছে, ইহা যেদিন স্বীকার করিব, সেই দিনেই খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বন করিব। ধর্ম্মরাজ্যে যদি কেহ সূর্য্য থাকেন, তিনি ঈশ্বর। আর কেহ নন; আর সকলেই চন্দ্র। সাধুদিগের দ্বারা যে আমাদের ধর্ম্ম পথের অনেক সাহায্য হয়, তাহা কোন্ দাম্ভিক স্বীকার না করিবে? এক এক জন ঈশ্বরভক্ত মহাত্মার নাম করিলে দিন ভাল যায়, তাঁহাদের দৃষ্টান্তে ও উপদেশে হৃদয় মনের অশেষ উপকার হয়, ইহা অস্বীকার করিলে উপকারী ও উপকৃতের সম্বন্ধ তুলিয়া দিতে হয়। অতএব আমরা মহাপুরুষের মতের বিরোধী বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে আমরা মানব কুলের মান্য ঈশ্বর-পরায়ণ মহাত্মাদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি করি না। কিন্তু যে ভাবে এই মতটীকে উপস্থিত করা হইতেছে, সেই ভাবটীর প্রতি আমাদের সমূহ আপত্তি আছে। আমরা এ মতকে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণের হানিজনক মনে করি।

ঈশ্বরের সহিত জীবের যোগ আবশ্যক, সত্য কথা; এবং পৃথিবীর ঈশ্বর-পরায়ণ সাধু মহাত্মারা সেই যোগ বিষয়ে সাহায্য করেন ইহাও সত্য কথা। কিন্তু যদি বল এরূপ বিশেষ একটী কি দুইটী ব্যক্তি আছেন, তাহা হইলেই বলিব, এটী মিথ্যা কথা। একটী আত্মার উন্নতি বিষয়ে নানা দিক হইতে নানা জনে সাহায্য করিয়া থাকে। যাঁহার ভিতরে সাহায্য

করিবার পদার্থ অধিক, তাঁহার দ্বারা অধিক সাহায্য হয়। ধর্ম্মোপদেষ্টা সাধু এবং উপদিষ্ট সাধক, এ উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা কেবল সাহায্যের সম্বন্ধ, অধীনতা সম্বন্ধ নয়। সাধকের প্রকৃতির মধ্যে যে ধর্ম্মভাব আছে, তাহার স্ফূর্ত্তি বিষয়ে সাহায্য করাই তাঁহাদের কার্য্য। এরূপ নয় যে ঈশ্বরকে পাইতে হইলে তাঁহাদের কাহাকেও কেন্দ্র করিতে হইবে; কিন্তু ঈশ্বরকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহারা এবং আমরা সকলে অগ্রসর হইব, আমাদের দ্বারা তাঁহাদেরও উন্নতির কিয়ৎ পরিমাণে সাহায্য হইবে এবং তাঁহাদের দ্বারা আমাদের উন্নতির প্রভূত পরিমাণ সাহায্য হইবে।

এরূপ স্থলে কোন ব্যক্তি বিশেষকে কেন্দ্র রূপে অবলম্বন করা নিষ্প্রয়োজন; বরং তাহাতে সমূহ ক্ষতি। কারণ তাঁহার গুণাবলীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দোষগুলিও প্রাপ্ত হইতে হয়, এবং আমাদের দৃষ্টি ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাঁহাতে আবদ্ধ হইয়া যায়। এই জন্যই এরূপ মতকে আমরা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বিরুদ্ধ বলি।

জিজ্ঞাসা করি "মহাপুরুষ মহাপুরুষ" করিয়া ধর্ম্ম জগতের লোককে এত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবার প্রয়োজন কি? কেহ কি কখনও ঈশ্বর ভক্ত সাধু সজ্জনদিগকে ভক্তি করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছে; তবে তুমি যাঁহাকে ভক্তির পাত্র মনে কর, আমি যদি তাঁহার কোন দোষ দেখিতে পাই, সেজন্য বিরক্ত হইলে চলিবে কেন? তুমি খ্রীষ্টকে আদর্শ ভাবিতে পার; আমি যদি তাঁহার হৃদয় মনের দোষ দেখি, সেজন্য ক্রুদ্ধ হইলে বাতুলতা প্রকাশ পায়। যদি বল মহাপুরুষদিগের প্রতি ভক্তি না জন্মিলে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি জন্মে না; আমরা ঠিক বিপরীত কথা বলি; ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি না জন্মিলে ঈশ্বরের ভক্ত সাধুদের প্রতি ভক্তি জন্মিতে পারে না। যে ব্যক্তির ঈশ্বরের নামে ভক্তি নাই; ধর্ম্ম অধর্ম্ম যাহার নিকট সমান; তাহার নিকট কোন মহাপুরুষকে দেখাইয়া দিয়া ফল কি? আর যাহার ঈশ্বরের প্রতি ও ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছে, তাঁহার নিকটেই বা কোন মহাপুরুষকে দেখাইয়া দিয়া ফল কি? কারণ সে ব্যক্তির হৃদয়ের আন্তরিক ভালবাসা সকল সাধুর প্রতি যাইবেই যাইবে। স্থূল কথা এই, কিসে লোকের বিষয়াসক্তি দূর হইয়া ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগের উদয় হয়, স্বতঃ পরতঃ সেই চেষ্টা কর, দেখিবে আর কোন সাধুর জন্য ভাবিতে হইবে না। সকলেরই প্রতি আদর ও ভালবাসা জন্মিবে। তবে অভ্রান্ত জানিলে যেরূপ ভক্তি হয়, তাহা না হইতে পারে; কিন্তু এরূপ ভক্তি আকাঙ্ক্ষা করাও উচিত নয়, দেওয়াও উচিত নয়। এরূপ ভক্তিতে আত্মার মৃত্যু; ইহা ঈশ্বরের চক্ষে অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। সরলভাবে ঈশ্বরের পূজা করিব; তুমি করিবে, আমি করিব, আমরা দশজনে করিব; পৃথিবীর সমুদায় সাধু ও সাধ্বীকে যথাযোগ্য প্রীতি ভক্তি দিব, এই ত জানি; ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ করিবার সময় ত এই জানিতাম। ইহার মধ্যে আবার চন্দ্র, সূর্য্য, স্টীমার, নৌকা, রাখাল, মেষপাল, এসকল উপদ্রব উপস্থিত কর কেন?

দগ্ধেন্ধনমিবানলং।

২৮ মাঘ রবিবার, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক বিবৃত উপদেশের সারাংশ।

পণ্ডিতেরা পরমেশ্বরের নামের অনেক প্রকার প্রশংসা করিয়া অবশেষে ইহাকে দগ্ধ-দারু নিঃসৃত অনলের ন্যায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। চিন্তাশক্তি-বিহীন স্থূল-দর্শী ব্যক্তি হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন, ঈশ্বরের নামের আবার এত প্রশংসা কেন? "ঈশ্বর" তিনটী অক্ষর বইত নয়, ইহার মধ্যে আবার কি আছে? ভাল, বল দেখি "মা" এই একাক্ষর শব্দের মধ্যে কোন তাৎপর্য্য আছে কি না? কোন গভীর অর্থ আছে কিনা? রসনা যখন প্রথম শব্দ উচ্চারণ করে, তখন এই শব্দটী শিক্ষা করিয়াছে, এবং এখন যৌবনসীমা অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় পদার্পণ করিতে চলিলে, এখনও ইহার নূতনত্ব গেল না কেন? ইহার কি কারণ এই নয় যে এই একাক্ষর শব্দের পশ্চাতে সিন্ধু সমান একটী ব্যাপার লুক্কায়িত আছে? সেই অনুরাগ ইহাকে গভীর তাৎপর্য্যে পূর্ণ করিয়াছে। তবে দেখ অনুরাগ থাকিলে একটী সামান্য নামের কত মূল্য হয়, এবং তাঁহার চির নূতন আনন্দ বিধান করিবার শক্তি কিরূপ বর্দ্ধিত হইয়াথাকে! অদ্য পর্য্যন্ত "মা" না বলিয়া জননি! প্রসূতি! প্রসবিত্রি! গর্ভধারিণি! প্রভৃতি সুমিষ্ট শব্দে মাতাকে সম্বোধন করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছ? যেখানে অনুরাগের অভাব, সেই খানে বাহ্যাড়ম্বরের শ্রীবৃদ্ধি। সেখানে ঈশ্বরের একটী নামে হয় না, একশত অষ্ট নামের প্রয়োজন হয়। ঋষিরা যে ঈশ্বরের নামকে জলদঙ্গারের ন্যায় বর্ণন করিয়াছেন, এই অনুরাগকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়া থাকিবেন। এই অনুরাগকে অগ্নির সহিত তুলনা করিবার তাৎপর্য্য আছে। এই অনুরাগ মানব হৃদয়ে যে যে কার্য্য করে, অগ্নির কার্য্যের সহিত তাহার অতি সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্নির কার্য্য কি কি? অগ্নির প্রথম কার্য্য দগ্ধ করা। স্বর্ণের সহিত যখন অন্য পার্থিব পদার্থ সকল মিশ্রিত থাকে তখন অগ্নি ভিন্ন আর কেহ সেই স্বর্ণকে বিশুদ্ধ করিতে পারে না। অগ্নি সেই পার্থিব পদার্থ সকলকে দগ্ধ করিয়া বিশুদ্ধ স্বর্ণকে প্রকাশ করে। খাঁটি স্বর্ণটুকু দগ্ধ হয় না বরং দ্বিগুণতর উজ্জ্বল হয়। সেইরূপ ঈশ্বরের নামরূপ অগ্নি যখন আত্মার অঙ্গে লাগে, তখন আমাদের হৃদয়স্থ পাপ প্রবৃত্তি সকলকে দগ্ধ করিয়া ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকলকে উজ্জ্বল করিয়া তুলে। অগ্নির দ্বিতীয় কার্য্য আলোক প্রদান করা। অগ্নি অন্ধকার ঘরের অন্ধকার নিবারণ করে; এবং তমসাচ্ছন্ন পথে পথপ্রদর্শন পক্ষে সাহায্য করিয়া থাকে। আত্মার সম্বন্ধে ঈশ্বরের নামও সেইরূপ। এই নামানুরাগ যখন হৃদয়ে স্থান পায়, তখন মানবের আধ্যাত্মিক চক্ষুর পক্ষে জ্যোতিঃস্বরূপ হয়। সংশয় অন্ধকারে এই জ্যোতিই মনুষ্যের পথ প্রদর্শন করিয়া থাকে। আমরা কি প্রত্যেকে ধর্ম্মজীবনের পরীক্ষায় এই সত্যের পরিচয় প্রাপ্ত হই নাই? কত প্রশ্ন জটিল ছিল, কত কথা স্বপ্নপ্রলাপের ন্যায় বোধ হইত, কত সংশয়ে মন

আকুল ছিল, কত বিষয় তর্ক করিয়া লোকে হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারিত না, কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে তাঁহার প্রতি অল্পে অল্পে অনুরাগের সঞ্চার হওয়াতে সে সকল ভ্রম ও সংশয়ের অন্ধকার আপনা আপনি অপসৃত হইল, আমরা দুর্গম সঙ্কটে পথ দেখিয়া বাঁচিলাম। অগ্নির তৃতীয় কার্য্য কঠিন পদার্থকে দ্রব করা। লৌহ কেমন কঠিন, স্বর্ণ কেমন কঠিন, আঘাত কর, প্রহার কর তাহাদের একটী পরমাণুকে অপরটী হইতে বিযুক্ত করা কেমন দুষ্কর। কিন্তু অগ্নির হস্তে সেই ভার দেও, কেমন দেখিতে দেখিতে ঘন নিবিড় ধাতুরাশি তরলরূপ ধারণ করিবে! যে কঠিন ছিল, অভেদ্য, অচ্ছেদ্য, অদম্য ছিল সে গলিয়া ঢল ঢল করিতে লাগিল। কঠিন অবস্থায় ধাতুতে ধাতুতে মিশিবে না; একত্র রাখিয়া আঘাত কর পরস্পরের অঙ্গে অঙ্গ ঢালিবে না; কিন্তু অগ্নির উপদেশে তাহারা পরস্পরের এত বন্ধু হইল, পরস্পরকে এরূপ আলিঙ্গন করিল যে দুই মিশিয়া এক হইয়া গেল। সেইরূপ ঈশ্বরের নামের ও শক্তি। এই আমরা কঠোর মনুষ্য, পরস্পরের সহিত মিশিতে গেলে বিবাদ করি, যদি একবার আত্মার অঙ্গে সেই অগ্নির সংযোগ হয় তাহা হইলে দেখিতে দেখিতে অন্তরস্থ ধাতু সকল বিগলিত হইবে, সেই উত্তাপের তেজে আমাদের কঠোরতা চলিয়া গিয়া আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে মিশিতে থাকিবে। অগ্নির আর এক গুণ ইহা পরিব্যাপ্ত হয়, উত্তাপের স্বভাব এই যে ইহা পরিচালিত হইয়া পড়ে। উত্তপ্ত দ্রব্য কোন স্থানে রাখ, তাহার তাপ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইবে। বায়ু কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিবেন, পৃথিবী কিঞ্চিৎ লইবেন, নিকটে যদি জল থাকেন তিনিও কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইবেন, এইরূপে ভূতগণ অগ্নিকে বিভাগ করিয়া লয়। ব্রহ্মনামাগ্নিও কি সেই প্রকার নয়? ইহাও এক হৃদয়ে জ্বালিলে আপনা আপনি অন্যান্য হৃদয়ে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। বায়ুর দিনে গৃহস্থের গৃহে অগ্নি লাগিলে যেমন তাহা বায়ুর স্কন্ধে আরোহণ করিয়া নৃত্য করিতে করিতে দশ দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ প্রকৃত অনুরাগ যখন কোন হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, তখন তাহা ঈশ্বরের কৃপাপবনের সাহায্যে চতুর্দ্দিকের নর নারীর হৃদয়ে ছড়াইয়া পড়ে। কোন দিন শুভলগ্নে সুসময়ে এক কণা উড়িয়া আসিয়া আমার হৃদয় ঘরের আচ্ছাদনের উপর পড়িল, আমার আত্মার অঞ্চলে ধরিল, আমি জ্বলিতে না জ্বলিতে দেখি চারিদিকের ভাই ভগ্নীর হৃদয় ঘর জ্বলিতেছে। ব্রাহ্মগণ! ধর্ম্মপ্রচার যদি করিতে চাও, ধর্ম্ম প্রচারের মূল সন্ধান এই। যে নিজে না জ্বলে সে অপরকে জ্বালাইতে পারে না; যাহার ভিতরে সেই অনুরাগের অগ্নি আছে সে অজ্ঞাতসারে অপরের হৃদয়েও তাহা প্রজ্বলিত করিয়া দেয়। ভাবাতে যে ধর্ম্মপ্রচার হয়, সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তনে যে ধর্ম্ম প্রচার হয়, তাহা আমরা অনেকদিন করিতেছি, কিন্তু এই অনুরাগের প্রচার অদ্যাপি করিতে পারি নাই, তবে কি আমাদের মধ্যে কাহারও হৃদয়ে ঈশ্বরের নামাগ্নি কখনও জ্বলে নাই। এরূপ বলি না; যে দুই এক কণা কখন কখনও কাহার কাহারও আত্মাতে পড়িয়াছে তাহার গুণে ব্রাহ্মসমাজের যে কিছু উন্নতি দর্শন করিতেছি, সেই সকল ঈশ্বরের অনুরক্ত উপাসকের পুণ্য বলে আমরা আজিও অগ্রসর হইতে পারিতেছি। ঈশ্বর করুন তাঁহার নামের এই সকল শক্তি আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়।

প্রচার প্রণালী-সম্বন্ধে মত গ্রহণার্থ সভা।

এই সভাতে অনেক বিদেশীয় ব্রাহ্ম উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের কয়েকজনের নাম এস্থলে উল্লিখিত হইতেছে;—শ্রীযুক্ত বাবু চাঁদমোহন মৈত্র—ফরিদপুর, গুণাভিরাম বড়ুয়া আসাম, রজনীনাথ রায়—বোম্বাই, আশুতোষ বসু—দার্জিলিং, রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—নড়াইল, তারকগোবিন্দ মৈত্র—পাবনা, চণ্ডীচরণ সেন ও দ্বারকানাথ বাগচী—মুঙ্গের।

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর বিদেশীয় যে সকল ব্রাহ্ম প্রচার প্রণালী সম্বন্ধে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা পঠিত হইল। তন্মধ্যে জলপাইগুড়ি ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ সেন এবং ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির পত্রেই এই বিষয় সবিস্তর লিখিত হইয়াছিল। বাবু চণ্ডীচরণ সেন প্রচারক্ষেত্রকে কয়েক বিভাগে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার মতে এক একটী বিভাগে এক এক জন প্রচারক স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হন। ঢাকার পত্র পশ্চাৎ প্রকাশিত হইবে।

পত্রগুলি পঠিত হইলে পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রচার প্রণালী সম্বন্ধে যে যে বিষয় আলোচ্য তাহা এবং তদ্বিষয়ে তাঁহার মত ব্যক্ত করিলেন। প্রথমতঃ প্রচারকগণ কি প্রকার গুণবিশিষ্ট লোক হওয়া আবশ্যক; দ্বিতীয়ত প্রচারক নিয়োগ প্রণালী; তৃতীয়তঃ প্রচার প্রণালী; চতুর্থতঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত প্রচারকদের সম্বন্ধ। এই কয়েকটী বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার সংক্ষেপ মত এই:—সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র ও ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিদিগকে প্রচারক নিয়োগ করা আবশ্যক, তাঁহাদিগের নিয়োগ ও পদচ্যুতির ক্ষমতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হস্তে থাকিবে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যে প্রকার পরীক্ষা প্রভৃতির প্রণালী স্থির করিবেন সেই প্রণালীতে প্রচারকগণ নিযুক্ত হইবেন। প্রচার প্রণালী সম্বন্ধে তাঁহার মতে ও চণ্ডী বাবুর মতে অনেক মিল আছে। প্রচারকদিগের এক একটী কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্ধারিত হয় এবং তাঁহারা স্ব স্ব বিভাগস্থ ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মপরিবারদিগের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য আপনাদিগকে দায়ী মনে করেন। প্রচারকেরা বেতনভোগী হইবেন কি না এতৎসম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে, বেতনভোগী কর্ম্মচারীর বড় ধর্ম্ম দায়িত্ব বোধ থাকে না, কিন্তু ঈশ্বর নিযুক্ত প্রচারক এই অভিমান থাকিলে অনেক অনিষ্ট হয়। দায়িত্ব জ্ঞান সম্পন্ন লোকদিগকে বেতন বলিয়াই অর্থ সাহায্য করা যাউক আর উপজীবিকাই প্রদান করা যাউক, তাঁহারা স্বীয় বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিবেন। উভয় প্রণালীরই দোষ গুণ আছে। সাধারন ব্রাহ্মসমাজের সহিত প্রচারকদিগের এই সম্বন্ধ বিষয়ে তিনি প্রস্তাব করেনঃ—তাহাদের নিজের

সম্পত্তির উপর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধিকার থাকিবে না, কিন্তু তাহারা প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তদ্বিষয়ে যে সমস্ত উপঢৌকন প্রাপ্ত হইবেন, তাহা ব্রাহ্মসমাজের সম্পত্তি হইবে।

শ্রীযুক্ত রামকুমার ভট্টাচার্য্য প্রচারকদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন—১ যাঁহাদের পরিবার আছে। ২ যাঁহারা অবিবাহিত। যাহাদের পরিবার আছে তাঁহারা একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিয়া প্রচার করিবেন এবং পরিবারহীন প্রচারকেরা দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া প্রচার করিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রজনীনাথ রায় প্রস্তাব করিলেন যে প্রচারকদিগকে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া এবং তাহাদিগকে নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে মফস্বলের ব্রাহ্মসমাজ সকলের মত গ্রহণ করা আবশ্যক। তাঁহাদের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া যদি বিজ্ঞতা ও চরিত্র সম্বন্ধে সন্তোষজনক ফল দেখা হয়, তবে তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করা হইবে। তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিবার জন্য কলিকাতায় একটী সেনট্রাল বা মূল কমিটি থাকিবে। কমিটি কোন প্রচারককে নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে প্রকাশ্য পত্রে প্রাগুক্ত সমুদায় বিবরণ সম্বলিত বিজ্ঞাপন দিবেন, বিজ্ঞাপনে নিয়োগের দিন উল্লেখ থাকিবে। তাহার মধ্যে যদি কেহ কোন আপত্তি না করেন, তবে নির্দ্ধারিত দিবসে উক্ত ব্যক্তিকে প্রচারক পদে নিযুক্ত করা হইবে। মফস্বলের লোকদিগের মত জানিবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে বলিলেন যে কলিকাতার সভা কোন প্রার্থীর চরিত্র প্রভৃতি অবগত না থাকিতে পারেন। হয়ত এক ব্যক্তির পূর্ব্ব জীবনের বিষয়ে মফস্বলের লোকেরা অধিক জানিতে পারেন, বিশেষ না জানিয়া কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলে ব্রাহ্মসমাজের অগৌরব হইতে পারে।

শ্রীযুক্ত রমানাথ চট্টোপাধ্যায় (লক্ষ্ণৌ)—বলিলেন যে প্রচারকদিগকে এক এক স্থানে আবদ্ধ রাখিলে এখন আমাদের কার্য্য চলিতে পারে না। আমাদের প্রচারক সংখ্যা অতি অল্প, এ অবস্থায় সে প্রণালী অবলম্বন করা যাইতে পারে না। সকল ব্রাহ্মসমাজের মত লইয়া প্রচারক নিয়োগ ইহাঁর বিবেচনায় কঠিন ব্যাপার। অনেকেই মনোনীত ব্যক্তির সম্বন্ধে হয়ত কিছুই না জানিতে পারেন এবং অনেকে হয়ত কোন মত প্রকাশও করিবেন না, আবার অনেকে হয়ত না জানিয়া শুনিয়াও মত দিতে বাধ্য হইবেন। বরং কোন প্রচারককে যে সমাজে পাঠান হইবে সেই সমাজের মত গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হইবে। যে স্থানে যে প্রচারককে রাখা হইবে সেই স্থানের সমাজ তাঁহার ব্যয় ভার লইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, (নড়াইল)—প্রচারক নিয়োগের জন্য একটী প্রতিনিধি সভা হয় ইহাঁর মত। ব্রাহ্মসমাজ সকল এই প্রতিনিধি সভার সভ্য মনোনীত করিবেন। প্রচার কার্য্য যাহাতে সুন্দর রূপে চলে তাহার জন্য বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক এবং তজ্জন্য সকল ব্রাহ্মেরই কিছু কিছু দান করা উচিত। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা সকলেই নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান না করিলে তাহা সুনির্ব্বাহ হইতে পারে না। যেমন অন্যান্য বিষয়ে আমাদের ব্যয় আছে, প্রচারের ব্যয়ও সেইরূপ একটী এই প্রকার জ্ঞান করিতে হইবে। এইরূপ সকলে যদি একটী নিয়ম করেণ যে নিজ নিজ আয়ের কিয়ৎ অংশ নিয়মিত রূপে প্রচার কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রদান করিবেন, তাহা হইলে কার্য্যটী সুচারু রূপে চলিতে পারে অথচ কাহারও কষ্ট বোধ হইবে না।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ বাগচি, (মুঙ্গের)। এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন যে আমাদের মধ্যে সম্প্রদায় হওয়ায় পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সদ্ভাব নাই। যাহাতে মতভেদ সত্ত্বেও সদ্ভাব থাকে, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ সিংহ, (মুঙ্গের)। কলিকাতায় ব্রাহ্ম বোর্ডিং স্কুল না থাকায় মফস্বলের ব্রাহ্মদিগের অনেকের অসুবিধা হয়; তাহাদের পুত্র কন্যাদিগের জ্ঞান ও ধর্ম্ম শিক্ষার ভার গ্রহণ করিবার কোন লোক নাই। কলিকাতার যে সকল প্রচারক থাকিবেন, তাহারা যদি এই ভারটী গ্রহণ করেন তাহাহইলে ব্রাহ্মদিগের সন্তানগণের একটী বিশেষ উপকার সাধন করা হয়।

শ্রীযুক্ত গুণাভিরাম বড়ুয়া রায় বাহাদুর (নগাঁও আসাম) বলিলেন যে কলিকাতার কমিটীর উপর প্রচারক নিয়োগের ভার দেওয়াই ভাল। তাঁহাদের উপর আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। কমিটি প্রচারকদিগের যোগ্যতাযোগ্যতা বিচার করিবেন। নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে পত্রে মনোনীত ব্যক্তিদিগের নাম প্রকাশ করিয়া এক মাস পরে তাহাদিকে নিযুক্ত করা হয়। স্থানীয় অর্থদ্বারা প্রচারকদিগের ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়া ইহাঁর বিবেচনায় সুবিধা নহে। কোন স্থানের ব্রাহ্ম সংখ্যা হ্রাস হইলে আয়ও হ্রাস হইয়া যাইবে। সেই জন্য কলিকাতায় প্রচারফণ্ড হওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন, ফরিদপুর। পূর্ব্বোক্ত মতেরই পোষকতা করিলেন।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ বসু, (দার্জিলিং) প্রচারকদিগের পরীক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধে রজনী বাবুর মতের সহিত একমত হইলেন। কিন্তু কাহাকে কি রূপ স্থানের প্রচার কার্য্যের ভার দেওয়া আবশ্যক তাহা বিচারের জন্য প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজে কার্য্য করিতে দেওয়া আবশ্যক, দক্ষতা প্রকাশ হইলে পর প্রধান প্রধান সমাজে প্রেরণ করা যাইতে পারে। ইনিও রামকুমার বাবুর প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া বলিলেন যে প্রচারকদিগের দুইটী শ্রেণী হওয়া আবশ্যক। অবিবাহিত প্রচারকেরা অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিবেন। প্রচারফণ্ড সম্বন্ধে ইহাঁর মত গুণাভিরাম বাবুর সহিত এক।

শ্রীযুক্ত বাবু চাঁদমোহন মৈত্র, ফরিদপুর। প্রচার কার্য্য যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যক তদ্বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতার কথা বলিলেন। মফস্বলে একজন প্রচারক আগমন করিলে যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী তাঁহারাও তাহার উপদেশ শ্রবণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া উপস্থিত হয়েন। স্থানীয় ব্রাহ্মদিগের কথায় লোকের অধিক শ্রদ্ধা হয় না, কিন্তু কলিকাতা হইতে একজন প্রচারক গেলে অধিক ফল হয়। সেই

জন্য আমাদের প্রচার কার্য্যের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আমাদের প্রচারক সংখ্যা যে রূপ অল্প তাহাতে সকল অভাব দূর হইবে না, সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। এখন সমুদায় ভারতবর্ষে দেড় শত সমাজও নাই, ব্রাহ্মসমাজের সংখ্যা অধিক হওয়া আবশ্যক। প্রতি গ্রামে একটী সমাজ চাই। ভারতবর্ষে কত গ্রাম আছে তাহার সংখ্যা নাই, এক বঙ্গদেশে অসংখ্য গ্রাম আছে, কেবল বঙ্গদেশেই কত সহস্র সমাজ হওয়া আবশ্যক। প্রচারক নিয়োগ সম্বন্ধে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন। তাঁহারা যাহা করিবেন তাহা সাধারণের কল্যাণের জন্য হইবে। কোন গ্রামে একজন প্রচারক গেলে তথায় অতিশয় আন্দোলন উপস্থিত হয়, লোকে ধর্ম্মালোচনায় আগ্রহ প্রকাশ করে; অন্য সময়ে লোকে বিষয় কর্ম্মেই ব্যস্ত থাকে। যেখানে সমাজ আছে কেবল সেই সকল স্থানেই যে প্রচার করিতে যাওয়া আবশ্যক তাহা নহে, যেখানে সমাজ নাই সে সকল স্থানে যাহাতে সমাজ হয় তাহার জন্য চেষ্টা করা উচিত। আমাদের প্রচারক সংখ্যা অধিক না হইলে এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। ব্রাহ্মের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইবে ততই মঙ্গল, সেই জন্য প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই এ বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। অর্থ সম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে স্থানীয় চাঁদা দ্বারা কার্য্য হইতে পারে না। কলিকাতায় একটী কোষ থাকা উচিত। এককালীন দান-সংগ্রহ দ্বারা ঐ কোষ প্রস্তুত হইবে। মাসিক চাঁদা আমাদের দেশে সংগ্রহ করা কঠিন। বিদ্যালয়ের চাঁদা সম্বন্ধে দেখা গিয়াছে যে কোন কোন লোকের নিকট দুই তিন বৎসরের দান অনাদায় থাকে। যদি অধিক পীড়াপীড়ি করা যায়, তাহা হইলে সকলেই এই কথা বলেন "আমার নাম কাটিয়া দিবেন।" এই সময়ে দান সম্বন্ধে একটী পরিমাণ বিষয়ে কথোপকথন হইলে, কেহ কেহ বলিলেন প্রত্যেক ব্রাহ্মের আয়ের শতকরা এক টাকা পরিমাণ নিয়মিত চাঁদা হওয়া আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত বাবু তারকগোবিন্দ মৈত্র, (পাবনা) প্রচারকদিগের দায়িত্বের বিষয়ে বলিলেন যে তাঁহাদের কার্য্যের উপর মফস্বলস্থ সমাজ সকলের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে। সেই জন্য যে স্থানে যে রূপ প্রচারক গেলে লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন, সে স্থানে সেইরূপ প্রচারক প্রেরণ করা আবশ্যক। যেখানে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অধিক, সেখানে সুশিক্ষিত প্রচারক প্রেরণ করা বিধেয়। যে সমাজ প্রচারকোষের সাহায্যার্থ অর্থ দান করিবেন সেখানে যেরূপ প্রচারক প্রেরণ করা হইবে সেইরূপ অন্য স্থানেও প্রেরণ করা আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত যদুমণি ঘোষ (কটক) বলিলেন যে প্রচারকদিগকে প্রথমে শিক্ষাধীন (probation) রাখা আবশ্যক, পরে যখন উপযুক্ত বোধ হইবে, তখন নিযুক্ত করা হইবে। যিনি কোন নির্দ্দিষ্টকাল শিক্ষাধীনে থাকিয়াও উপযুক্ততার পরিচয় দিতে অক্ষম হইবেন, তাঁহাকে গ্রহণ করা হইবে না।

এই সময়ে প্রচারকদিগের পরীক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হইল। অনেকেই বলিলেন যে, পরীক্ষার কতকগুলি বিষয় স্থির করা আবশ্যক। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা এ বিষয়ে নিয়ম করিবেন।

শ্রীযুক্ত হরনাথ বসু—তিন প্রকার প্রচারক হইবার প্রস্তাব করিলেন; স্বেচ্ছা নিযুক্ত, সাহায্যকৃত ও বৈতনিক। প্রথম শ্রেণীর প্রচারকেরা অর্থ সাহায্য লইবেন না, দ্বিতীয় শ্রেণীকে মধ্যে মধ্যে আবশ্যক মত সাহায্য করা এবং তৃতীয় শ্রেণীকে সম্পূর্ণ সাহায্য করা।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত—বলিলেন যে, আমাদের প্রচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা উচিত। সুতঃপ্রবৃত্ত এক দল প্রচারক কি প্রকারে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। প্রচারক প্রস্তুত করিবার জন্য কলিকাতায় একটী শিক্ষার উপায় করা আবশ্যক এবং মফস্বলেও এই প্রকার কোন উপায় করিতে হইবে। কলিকাতায় যেমন একটী সভা থাকিবে, মফস্বলে তাহার অধীনস্থ শাখা সভা হইলে পরস্পরের সাহায্যে কার্য্য হইবার সুবিধা হইবে। প্রচারার্থী অথবা প্রচারকদিগের চরিত্রাদি সম্বন্ধে কোন দোষ প্রকাশ হইলে প্রকাশ্যে প্রকাশ না করিয়া গোপনে সে বিষয় মীমাংসা করা আবশ্যক।

অদ্য আমরা প্রচারক নিয়োগ সম্বন্ধে সাধারণের মনের ভাব অবগত হইবার জন্য এবং পরস্পরের পরামর্শ ও প্রস্তাব শ্রবণ করিবার জন্য, সভা আহ্বান করিয়াছি। অদ্যই যে সমস্ত বিষয় স্থির হইবে, তাহা নহে। অদ্য যেসমস্ত মূল্যবান ও হিতকর প্রস্তাব শ্রবণ করা গেল, তাহাতে ভবিষ্যতের কার্য্যের অনেক সাহায্য হইবে। কার্য্য নির্ব্বাহক সভায় এই সকল প্রস্তাব বিবেচিত ও আলোচিত হইয়া যাহা সাধারণের হিতকর বোধ হইবে মফস্বলস্থ সমাজ সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহা গৃহীত হইবে। প্রচারকদিগের যোগ্যতা, শিক্ষা, পরীক্ষা, কার্য্যক্ষেত্র, প্রভৃতি গুরুতর বিষয় স্থির করিতে সময় অপেক্ষা করে। অর্থাভাব দূর করাও সময় সাপেক্ষ। যাহাতে অদ্যকার আলোচনা কার্য্যে পরিণত করা যায়, তজ্জন্য এখন বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া আমরা এখন সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হই।

ব্রাহ্মসমাজ।

সিন্ধু দেশে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। কিছু দিন হইল হায়দ্রাবাদে একটী নূতন মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। করাচিতে সিন্ধুবাসি এবং দাক্ষিণাত্য বাসিদিগের প্রার্থনা সমাজ আছে। এতদ্ভিন্ন সেতারার ভূতপূর্ব্ব রাজা এক্ষণে করাচিতে বন্দীদশায় বাস করিতেছেন। তিনি সম্প্রতি কতকগুলি কচ্ছ দেশ বাসি লোক লইয়া একটী সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। রাজা রাজড়ার সমাজ করাতে আমাদের বড় বিশ্বাস নাই। বর্দ্ধমানের মহারাজারও এক

সময়ে একটী সমাজ ছিল, তবে যদি রাজার আন্তরিক যত্ন ও অনুরাগ জন্মিয়া থাকে তাহা হইলে অনেক সুফল দর্শিতে পারে।

লাহোর সমাজ পূর্ব্বে উভয় পক্ষের প্রতি যে সমভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা পরিত্যাগ করত কতকগুলি সভ্য উক্ত সমাজ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম অমৃতসরে একটী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহ নির্ম্মাণার্থ চতুর্দ্দিক হইতে অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। অনেকে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া অনেক দূর দেশ হইতে অর্থ প্রেরণ করিতেছেন। এক জন ইউরোপীয় মহিলা মফস্বল হইতে ১০০ শত টাকা প্রেরণ করিয়াছেন এবং একখানি সদ্ভাবপূর্ণ পত্রদ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত তাঁহার সহানুভূতি জানাইয়াছেন। কিন্তু অদ্যাপি যিনি যত দান করিয়াছেন, আমাদের পরমশ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মসমাজের চিরমিত্র এক মহাত্মার দান সকলকে অতিক্রম করিয়াছে। তিনি ইতি মধ্যে আমাদের উপাসনাগৃহে নির্ম্মাণার্থ ৭০০০ সাত সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। তাঁহার নাম প্রকাশে নিষেধ আছে, নতুবা আমরা তাঁহার নাম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের বিদিত করিতাম। এরূপ দাতার প্রতি কিরূপ কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা উচিত সকলেই বুঝিতে পারেন। এতদ্ভিন্ন আরও ৮সহস্রের অধিক চাঁদা স্বাক্ষর হইয়াছে। এখন ও অনেক বন্ধুরই নিকট ভিক্ষা করা হয় নাই। জগদীশ্বর আমাদের অভাব রাখিবেন না। এখন আশা হইতেছে যে আগামী মাঘোৎসব আমরা নবগৃহে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইব। জগদীশ্বর এই বাসনা পূর্ণ করুন।

তত্ত্ব-কৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মতিহারী	৩
,, ,, যদুনাথ বন্দোপাধ্যায়, জোড়হাট	৩
,, ,, গোপীমোহন ঘোষ, রাইপুর	৩
,, ,, কালীনাথ দে, ব্রাহ্মণবেড়িয়া	৩
,, ,, ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মালদহ	৩
,, ,, সীতানাথ চট্টোপাধ্যায়, ভবানীপুর	।০
,, ,, প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী, কলিকাতা	১৵০
,, ,, উমেশচন্দ্র গুর, ঐ	২।০
,, ,, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, গোপালপুর	৩
,, ,, নবীনকৃষ্ণ পালিত, আকনা	৩
,, ,, মহেন্দ্রনাথ সরকার, টগুলা	৩
,, ,, রজনীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, শিরাজগঞ্জ	৩
,, ,, ভগবানচন্দ্র বসু, কাটোয়া	৩
,, ,, ঈশ্বরচন্দ্র বসু, ঢাকা	৩
,, ,, অভয়চরণ চট্টোপাধ্যায়, চন্দননগর	৩
,, ,, কেদারনাথ কুলভী, বাঁকুড়া	৩
,, ,, শ্যামাপদ রায়, সৈয়দপুর	৩
,, ,, আনন্দচন্দ্র মিত্র কলিকাতা	১
,, ,, হরিচরণ সেন, ঐ	২।০
,, ,, কালীনাথ বসু, নারিকেলডাঙ্গা	৸০
,, ,, রজনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মুলতান	৩
,, ,, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দপুর	১॥০
,, ,, অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ	১
,, ,, অনন্তরাম ঘোষ, টাঙ্গাইল	৩
,, ,, হারানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পাঁচগ্রাম	৩
,, ,, যদুমণি ঘোষ, কটক	৩
,, ,, গিরীশচন্দ্র রায়, কলিকাতা	২।০
,, ,, রাধাগোবিন্দ সাহা, কুমারখালি	২।০
,, ,, মহেন্দ্রনাথ মল্লিক, কলিকাতা	১
,, ,, রাখালদাস চন্দ্র, বোম্বাই	৩
পাবনা ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক, পাবনা	৩
,, ,, ত্রৈলোক্যনাথ দেব, কলিকাতা	১
,, ,, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ	১।০
,, ,, মাখনলাল ঘোষ ঐ	২।০
,, ,, তিতুলাল মল্লিক ঐ	১
,, ,, হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সাহেবগঞ্জ	৩
,, ,, হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জামালপুর	৩
,, ,, কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য, ঐ	৩
,, ,, মহানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ	৩
,, ,, শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, লক্ষ্ণৌ	৩
,, ,, গোপীনাথ গুর রাণীগঞ্জ	৩
,, ,, কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়, রেঙ্গুন	৩
,, ,, কুড়ানচন্দ্র মল্লিক, কলিকাতা	১
শ্রীমতী এলোকেশী বসু, ভেজুর	২
,, ,, নলিনীসুন্দরী দাসী, ভবানীপুর	২।০
,, ,, রাধারাণী লাহড়ী, কলিকাতা	১
শ্রীযুক্ত বাবু ঠাকুরদাস সেন, ঐ	১।৵০
,, ,, গোপালচন্দ্র দাস, ভবানীপুর	২।০
,, ,, অম্বিকাচরণ বসু, ঐ	১৶০
,, ,, ক্ষেত্রমোহন ঘোষ, ঐ	২।০
,, ,, ব্রজেন্দ্রমোহন দাস, ঐ	২।০
,, ,, তিতুলাল মল্লিক, কলিকাতা	১।০
,, ,, তিনকড়ি নন্দি, ঐ	২।০
,, ,, অন্নদাচরণ কাস্তগিরী, কাশীপুর	৩
,, ,, আনন্দচন্দ্র রায়, ঢাকা	॥৵০
পাচম্বা ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক, পাচম্বা	৩
,, ,, তারাকৃষ্ণ ঘোষ, বারুইপুর	১
,, ,, হরকান্ত সেন, বরিশাল	৩
,, ,, গুরুচরণ মহলানবিশ, কলিকাতা	২।০

Printed and published by E. C. Bose, at the Sadharan Brahmo Samaj Press, 93, College Street, Calcutta.

[পাক্ষিক পত্রিকা]

১ম ভাগ। ১৯শ সংখ্যা। | ১৬ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৮০০ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩

নিরবচ্ছিন্ন সমাজসংস্কার অথবা নিরবচ্ছিন্ন রাজনীতি সংস্কার ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য নয়। এরূপ কার্য্যের জন্য দেশে অনেক সভা আছে, থাকুক, ব্রাহ্মসমাজ সেরূপ কোন সভা নহে। কেবল মাত্র জাতিভেদ প্রথার উন্মূলন, অথবা কেবল মাত্র স্ত্রীজাতির উন্নতি বিধান কিংবা অন্য কোন সংস্কার কার্য্য যদি আমাদের লক্ষ্য হইত তাহা হইলে অন্য কোন সভাতে যোগ দিলেই হইত। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে ধর্ম্মের অনুগত না হইলে কোন সংস্কার কার্য্যই সুফল বিধান করে না। ধর্ম্ম সংস্কার সাধন ব্রাহ্মসমাজের ভার এই কথার অর্থ এরূপ নয় যে ব্রাহ্মসমাজ অন্যান্য সংস্কারের প্রতি উদাসীন হইবেন। দেশে মধ্যে মধ্যে একেশ্বরবাদী যে সকল সম্প্রদায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ব্রাহ্মসমাজ তাহাদের উপর আর একটী সম্প্রদায় সৃষ্টি করিবেন, লোকের সমাজিক পারিবারিক জীবনের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক থাকিবে না, ব্রাহ্মসমাজ এজন্য জন্মগ্রহণ করে নাই। বরং অদ্যাবধি অন্য কোন সম্প্রদায় যে কার্য্যে বিশেষ রূপে হস্তক্ষেপ করেন নাই ব্রাহ্মসমাজ সেইরূপ কার্য্য সুসিদ্ধ করিবেন। ভারতবর্ষে অদ্যাবধি যত প্রকার ধর্ম্মমত প্রচারিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশের মধ্যে একটী ভাবের অভাব দেখা যায়। বিশুদ্ধ মতানুসারে যে পারিবারিক ও সামাজিক রীতি সকলকে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে, এ ভাব প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মসমাজ সেই অভাব দূর করিবেন। আমরা যে কেবল 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" পরমেশ্বরের পূজা করিতে শিখিব এবং লোককে করিতে শিখাইব তাহা নহে, কিন্তু এই শুদ্ধমপাপবিদ্ধং পরমেশ্বরের পূজার পবিত্র প্রভাবে যাহাতে জন সমাজের এবং পরিবারের দুর্নীতি সকল দূর হয় তাহারও চেষ্টা করিব। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হওয়া অবধি এই উভয় চেষ্টা এক সঙ্গে করিয়া আসিতেছেন এবং এই জন্যই ইহার উপর ভারতবর্ষের আশা। এমন কি আমরা এরূপও মনে করি যে যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাবে একজনের হৃদয় প্রকৃত রূপে অনুরঞ্জিত হয়, সে ব্যক্তি রাজনীতি সম্বন্ধীয় কোন অন্যায় বা অসত্যের প্রতিও উদাসীন থাকিবেন না, সেদিকেও তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইবে এবং তাহার অপসারণেও সে ব্যক্তি সাহায্য করিবেন।

এরূপ দেখা গিয়াছে কোন কোন ব্রাহ্ম এক সময় ব্রাহ্মসমাজের এক এক জন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে তাঁহাদের বিশেষ মনোযোগ ছিল; তাঁহারা কত পরিশ্রম করিতেন, লোককে কত উৎসাহিত করিতেন, কিন্তু কিছুদিন অপর কোন প্রকার দেশহিতকর কার্য্যের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ পতিত হইল। তাঁহাদের উৎসাহ সেই দিকে প্রবাহিত হইল। তাঁহারা সেদিকে এত হেলিয়া পড়িলেন যে অল্পে অল্পে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহাদের উৎসাহ ও অনুরাগের হ্রাস হইল। তাঁহারা অল্পে অল্পে ব্রাহ্মসমাজ হইতে অবসৃত হইলেন। তাঁহারা যে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন, বোধহয় ইহা একটী দেশহিতকর কার্য্যের উপায় বলিয়া যোগ দিয়া থাকিবেন; যখন পরিত্যাগ করিলেন তখন অন্য কোন প্রকার দেশহিতকর কার্য্যের অনুরোধে পরিত্যাগ করিলেন। অর্থ সম্বন্ধে মিত-ব্যয়িতার ন্যায় নিজের মানসিক বলবীর্য্য-সম্বন্ধেও মিত-ব্যয়িতা আছে, দেশ হিতকর কার্য্য অনেক আছে, দেশে রঙ্গভূমির উন্নতি হয় তাহাতেও কিয়দংশে উপকার আছে, দেশের পথ ঘাট পরিষ্কৃত হয় তাহাতেও উপকার আছে; রাজনীতি সম্বন্ধে আন্দোলন হয় তাহাতেও উপকার আছে; কোন প্রকার সমবেত Cooperative দোকান করিলে তাহাতেও উপকার আছে। এখন প্রশ্ন এই ব্রাহ্ম কি এক এক বার ইহার এক একটীর উপর আপনার শক্তি সামর্থ্য প্রয়োগ করিবেন এবং একটীর পর অপরটী এইরূপে কিছু দিন এক একটীর সেবা করিয়া পরে পরিত্যাগ করিবেন! অথবা একেবারে সকল গুলিতে আপনার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইতে দিয়া কোনটীই সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে পারিবেন না কিম্বা সকল গুলিকেই পরিত্যাগ করিবেন? এখানে মিত-ব্যয়িতা আবশ্যক, সকল লোকের পক্ষই শ্রেষ্ঠ নিয়ম এই একটীকে বিশেষরূপে অনুসরণ কর এবং যথা সাধ্য সকল গুলিকে সাধারণ ভাবে সাহায্য কর। কতকগুলি লোক বিশেষ ভাবে একটী কার্য্যের ভার লইবেন অপর সকলে সাধারণ ভাবে সাহায্য করিবেন; এই রূপে সভ্য সমাজের সকল কার্য্যই চলিতেছে। এখন প্রশ্ন এই ব্রাহ্ম বিশেষ ভাবে কোন্ কার্য্যের ভার লইবেন? ইহার উত্তর সহজ; ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, ব্রাহ্মসমাজ সংগঠন ও ব্রাহ্মধর্ম্মের

আদেশানুসারে নিজ নিজ পরিবার সংগঠন এত দূর গুরুতর কার্য্য যে ব্রাহ্মদিগের সকলেরই এদিকে বিশেষ ভাবে নিযুক্ত হওয়া উচিত। রাজনীতি সম্বন্ধে সভা করা আবশ্যক, তুমি অর্থদ্বারা নিজ নামদ্বারা নিজপরামর্শাদিদ্বারা যথাসাধ্য তাহার সাহায্য কর, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যদি তাহাতে রত হইতে হয় তাহা হইও না; যে ক্ষেত্রে পরিশ্রম করিবার লোক অনেক মিলিবে, কিন্তু হে ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মসমাজের ক্ষেত্রে পরিশ্রম করিবার লোক অধিক মিলিবে না। সমবেত দোকান খুলিলে উপকার হয় জানি, সেক্ষেত্রে শ্রম করিবার লোক অনেক প্রাপ্ত হইবে; সেজন্য দুর্ব্বল ব্রাহ্মসমাজকে অধিকতর দুর্ব্বল করিবার প্রয়োজন নাই, তুমি যথসাধ্য অর্থ দ্বারা, পরামর্শ দ্বারা, প্ররোচনা দ্বারা, উৎসাহ দ্বারা সাহায্য কর; কিন্তু যেখানে তোমার পরিশ্রম ও তোমার যত্নের নিতান্ত প্রয়োজন, যেখানে তোমার অভাব পূর্ণ করিবার লোক অধিক নাই, যেখানে সাহায্য করিলে তুমি তোমার নিজের, স্বীয় আত্মীয় স্বজনের এবং ভারতবর্ষের পরিত্রাণের পথে সাহায্য করিবে, সাবধান! ক্ষণিক উৎসাহে সে ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিও না।

প্রার্থনা ব্রাহ্মের চক্ষুর অঞ্জন স্বরূপ। এই অঞ্জনে চক্ষু অভিষিক্ত করিয়া আধ্যাত্মিক জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। এই অঞ্জনে চক্ষুকে আর্দ্র করিয়া গুরূপদেশের প্রতি দৃষ্টি করিতে হয়। সংসারের নানা প্রকার প্রলোভন, উত্তেজনা, চিন্তা ও দুর্ভাবনার মধ্যে সত্য নির্ণয় করা অথবা কর্ত্তব্য পথ নির্দ্ধারণ করা অতীব দুষ্কর। এরূপ চঞ্চল ও বিষয়াকুলিত চিত্তে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে গেলে অধিকাংশ সময়ে অতি গূঢ় ভাবে হয় স্বার্থ নাহয় অন্য কোন প্রকার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আমাদিগকে জড়িত করিয়া থাকে। অতএব আমরা প্রার্থনা পরায়ণ হইয়া যদি সত্য নির্দ্ধারণে নিযুক্ত হই, তাহা হইলে আমাদের আধ্যাত্মিক চক্ষু উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয় এবং আমরা অনেক সত্য নির্ণয়ে সমর্থ হই। প্রার্থনার সময় আত্মার একটী উন্নত অবস্থা থাকে; ঈশ্বরের আবির্ভাবের আলোক আত্মার মুখশ্রীতে পতিত হইয়া তাহাকে পবিত্র করিতে থাকে; সেই সময়ই সত্য নির্দ্ধারণের অথবা উপদেশ গ্রহণের প্রকৃষ্ট সময়। শাস্ত্রে বলে "স্থিতধী মুনিরুচ্যতে," চঞ্চল মতি যখন এই রূপে সুস্থির হয়, তাহাকেই স্থিতধী বলা যায়। আমরা ব্রাহ্ম পাঠকদিগকে পরামর্শ দিতেছি তাঁহারা কোন কঠিন প্রশ্ন নিরূপণের সময় অথবা কোন জটিল কর্ত্তব্য পথ নির্দ্ধারণের সময় অথবা পরস্পরের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ ও কলহের সময় প্রার্থনা পরায়ণ হইয়া কর্ত্তব্য চিন্তাতে রত হইবেন। প্রার্থনার মধ্য দিয়া এই সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার চেষ্টা করিবেন, দেখিবেন যাহা পূর্ব্বে সংশয়াকুল ছিল, তাহা উজ্জ্বল হইবে এবং অনেক সময় কর্ত্তব্য পথ অতি পরিষ্কার রূপে দেখিতে পাইবেন। কোন ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিবার সময়ও প্রার্থনা পরায়ণ হইয়া পাঠ করা উচিত। তাহা হইলে সেই সকল সাধুগণকেশের এরূপ মধুর আস্বাদন পাইবেন এবং সেই সকল উপদেশ প্রাণে এরূপ গাঁথিয়া যাইবে যে তাহা যেন আত্মার রক্ত মাংসের সহিত মিশ্রিত হইবে। প্রার্থনা বিহীন হইয়া ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হই বলিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে আমাদের রুচি জন্মে না।

আমরা কেশব বাবুর টাউনহলের বক্তৃতার দোষগুণ বিচারে ১৬ই মাঘের পত্র খানি পূর্ণ করিয়াছি বলিলে হয়, কিন্তু তথাপি বক্তৃতাটীর সকল অংশের সমালোচনা হয় নাই। বক্তৃতার একস্থলে কেশব বাবু বলিয়াছেন যে তিনি মহাপুরুষ নন, কারণ তিনি নিষ্পাপ নন, তবে তিনি একজন বিশেষ প্রকৃতির লোক। এই বিশেষত্বের লক্ষণস্বরূপ তিনি কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করেন। প্রথমতঃ তিনি যখন চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালক, তখন তিনি আমিষ ভোজন পরিত্যাগ করেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার যখন বিবাহ হয় তখন তিনি পলের উপদেশ ক্রমে বৈরাগ্যের আচরণ করিয়াছিলেন। পল, বলিয়াছেন "যাঁহাদের স্ত্রী আছে তাঁহারা এইরূপে থাকুন যেন তাঁহাদের স্ত্রী নাই"। তিনি এই উপদেশানুসারে তখন কার্য্য করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে আমিষ ভোজন পরিত্যাগ করা কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু আমরা এরূপ অনেক ব্যক্তির কথা জানি, যাঁহারা অক্ষয়কুমার দত্তের "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" নামক পুস্তক পাঠ করিয়া তদপেক্ষাও অল্প বয়সে আমিষ ভোজন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। একার্য্যটী এরূপ বিস্ময়কর নয় যে ইহাকে একটী অলোকসামান্য ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। তাঁহার বিবাহের সময় তিনি উপদেশানুসারে বৈরাগ্যাচরণ করিয়াছিলেন; একথাটী ত কোন ক্রমেই বলা রুচিসঙ্গত হয় নাই; কারণ তখন তাঁহার নবপরিণীতা ভার্য্যার বয়ঃক্রম ১০।১১ বৎসরের অধিক হইবে না—এরূপ সময়ে বঙ্গদেশের অনেক যুবক বৈরাগ্যাচরণ করিয়া থাকে। ইহাতেই বা অত্যন্ত বিস্ময়জনক ব্যাপার কি? কেশব বাবুর মহত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এগুলির উল্লেখ না করিলেও চলিত। তাঁহার যে বাল্যকাল হইতে সৎপথে মতি, তাহা তাঁহার বাল্যকালের বন্ধুমাত্রেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহার যখন সবে যৌবনের প্রারম্ভ, যখন তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন নাই, তখনও তিনি ধর্ম্মানুসন্ধানে রত ছিলেন এবং আপনার অপেক্ষা অল্পবয়স্ক বালকদিগকে লইয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, ইহা অনেকে জানেন। তিনি একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি, তাহার পরিচয় তিনি যথেষ্ট দিয়াছেন; এবং ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে তাহা লিখিত থাকিবে। সে জন্য এ গুলির উল্লেখ না করিলে ভাল হইত। এরূপ লক্ষণে যদি অলৌকিকত্ব প্রমাণ করিতে হয়, তাহা হইলে বোধ হয় যে বঙ্গদেশের ইতিবৃত্ত মধ্যে রামমোহন রায়ের ন্যায় অলোকসামান্য ব্যক্তি কেহ নাই। একবার মনে কর ৭০।৭৫ বৎসর পূর্ব্বে একজন ১৬ বর্ষীয় বালক পৌত্তলিকতায় অবিশ্বাস নিবন্ধন পিতাকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে। কোথায় যাইতেছে? গ্রামের পার্শ্বে কিম্বা দশ

ক্রোশ দূরে মাতুলালয়ে বা শ্বশুরালয়ে নয়, কিন্তু উন্নত হিমালয় উল্লঙ্ঘন করিয়া তিব্বত দেশে গমন করিতেছে! কি জন্য? ধনলাভ বিদ্যালাভ বা অন্য কোন লাভের বাসনায় নয়, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্ম কি তাহা জানিবার জন্য!! যে সময়ে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বিংশতি ক্রোশ দূরে যাইতে প্রাণ সংশয় হইত, সেই সময়ে সেই ষোড়শবর্ষীয় বালক একাকী পদব্রজে তিব্বত যাত্রা করিল। যদি অলোকসামান্য লক্ষণ কিছু থাকে, এবং তাহা দেখিয়া যদি একজনকে মহাজন বলিয়া ধরিতে হয়, তাহা হইলে রামমোহন রায়কে ধরিতে হয়। কেবল তিব্বত যাত্রা নহে—যে ধর্ম্মজিজ্ঞাসা দ্বারা চালিত হইয়া তিনি তিব্বত যাত্রা করেন, সেই ধর্ম্মজিজ্ঞাসা তাঁহার চিরজীবনের নেশার ন্যায় দেখা যায়। তিনি, মুসলমান ধর্ম্ম কি, তাহা নিজ কোরাণ হইতে দেখিবার জন্য আরবি ভাষা শিক্ষা করিলেন। খৃষ্টীয়দিগের আদিগ্রন্থ হিব্রু এবং গ্রীক ভাষাতে আছে, সেই জন্য তিনি হিব্রু এবং গ্রীক শিক্ষা করিলেন, এবং বেদ বেদান্ত পাঠ করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করিলেন। এ লোকটী কি রূপ অলোকসামান্য ব্যক্তি! রামমোহন রায় উষাকালের আহ্বান ধ্বনির ন্যায় ভারতবাসিদিগকে ঈশ্বর চিন্তাতে জাগ্রত করিয়া গিয়াছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের ব্যাঘাত।

অনেকেই দেখিয়াছেন যে বিগত দশ বৎসর এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার এক প্রকার বন্ধ হইয়াছে। যখন প্রথমে আমরা সকলে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে ছিলাম, যখন প্রথমে কেশব বাবু ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলেন সে সময়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোচনা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইত। তখন আমাদের বিদ্যালয়ের যুবাদিগের অনেকে দলে দলে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। কেশব বাবুর উৎসাহ, তাঁহার জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা এবং দেবেন্দ্র বাবুর গভীর আধ্যাত্মিক উপদেশ ও প্রগাঢ় ঈশ্বরনিষ্ঠা এই দুইয়ের সংযোগে আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল সংসাধিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের উপদেশ যেন তাড়িত শক্তির ন্যায় শ্রোতৃবর্গের আত্মার মধ্যে কার্য্য করিতে লাগিল; যুবকেরা উৎসাহে অনুরাগে মত্ত হইতে লাগিলেন, কেহ উপবীত ত্যাগ করিতে লাগিলেন, কেহ ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধ অপৌত্তলিক বিধানানুসারে গৃহানুষ্ঠান সকল সম্পাদন করিতে লাগিলেন, কেহ বিষয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ব্রত অবলম্বন করিলেন। এক দিকে যেমন উৎসাহ, অন্য দিকে পরস্পরের প্রতি প্রেম ও অনুরাগ; ব্রাহ্ম নাম শ্রবণ করিলে ব্রাহ্মের হৃদয় আনন্দে যেন নৃত্য করিত। কোন ব্রাহ্মভ্রাতা নির্জ্জন পল্লীগ্রামে ক্লেশে পড়িয়াছেন একথা শুনিলে, অপরিচিত ব্রাহ্মগণও তাহাকে সাহায্য করিতেন, তাহার গৃহে গিয়া সকলের কুশল সংবাদ লইতেন, অর্থদ্বারা, উপদেশ দ্বারা, নানা প্রকারে তাহার সাহায্য করিতেন। এই সে সময়ের চিত্র। এখন কল্পনাতেও তাহা অঙ্কিত করিলে হৃদয় উৎসাহিত ও প্রফুল্লিত হয়। তাহার প্রতি দৃষ্টি স্থাপিত রাখিয়া অনিমেষে দেখিতে এখনও কত সময় আনন্দ হয়, বোধ হয় যেন সেই অবস্থা সেই ঘটনাবলীর মধ্যে এখনো রহিয়াছি।

সে সময়ে কেন এইরূপ উৎসাহ ও উন্নতি লক্ষিত হইত, এবং এখন কি কারণেই বা তাহা দেখা যায় না? আমরা তাহার আলোচনা করি। প্রথমতঃ তখন আমরা সকলেই ঈশ্বরাভিমুখে যাত্রা করিতেছিলাম। কিসে ব্রহ্মানুরাগ বৃদ্ধি ও ঈশ্বরভক্তি প্রগাঢ় হয় এই সকলের একমাত্র লক্ষ্য ছিল; আমাদের উপদেষ্টারাও কেবল ইহারই উপদেশ দিতেন; দেবেন্দ্র বাবুর ব্যাখ্যান যাঁহারা শুনিতেন, তাঁহাদের দুর্ব্বল আত্মাও যেন তাহার প্রভাবে বীর্য্যবান হইত। আমাদিগকে তিনি ঈশ্বর প্রেমের বর্ণমালা হইতে শিখাইতে আরম্ভ করিলেন; আমাদের হৃদয়কে তিনি অধিকার করিয়া ফেলিলেন। আমরা তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া গৃহে গিয়া তাহাই চিন্তা করি, পরস্পরে দেখা হইলে, তাহারই আলাপ করি। আমাদিগকে তিনি কেবল ঈশ্বরাভিমুখেই লইয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার উপদেশে আর কোন কথা নাই। "তংবেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মাবোমৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ" "আত্মানামব প্রিয়মুপাসীত," "তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তং" "যো বৈভূমা তৎসুখং, নাল্পে সুখমস্তি"—এই সকল অমৃতময় বাক্য যখন তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইতে লাগিল, চতুর্দ্দিকে ব্রহ্মাগ্নি যেন উদ্দীপ্ত হইল, অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয় সকলও আলোকিত হইল, মুমূর্ষু আত্মাসকলও জীবন্ত হইল। তবে কেনই বা অনুরাগ উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে না? কেনই বা ঈশ্বর ভক্তি ও ভ্রাতৃপ্রেম সমুজ্জ্বল হইবে না? পাঠকদিগকে সেই সকল অমৃতময় উপদেশের দুই একটী স্থান হইতে কিছু শুনাইতে ইচ্ছা হইতেছে। তাঁহার আত্মার গভীরতা কত, ঈশ্বরাবির্ভাব কেমন উজ্জ্বল রূপে তাহাতে প্রতিভাত তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইবেন—

"ভূলোকে দ্যুলোকে, আকাশে অন্তরীক্ষে, উষাকালে সন্ধ্যাকালে, শ্রদ্ধাবান একনিষ্ঠধীরেরা সেই স্বপ্রকাশ আনন্দ স্বরূপ অমৃত স্বরূপ পরমেশ্বরকে দৃষ্টি করেন। * * * উষাকালে সেই আনন্দরূপ মমৃতং, প্রদোষকালে সেই আনন্দরূপমমৃতং নিশাকালে সেই আনন্দরূপ মমৃতং প্রকাশ পাইতেছেন। উষার সৌন্দর্য্যে সেই সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য আমাদের নিকট প্রকাশিত হন। আমাদের নিমীলিত নয়ন মুক্ত হইবামাত্র সেই বিশ্বতশ্চক্ষু আমাদের উপরে স্থাপিত দেখি। তাঁহার মহিমা সর্ব্বত্রই রহিয়াছে। আমরা যদি তাঁহার জন্য ব্যাকুল হই; যদি সরল হৃদয়ে তাঁহাকে প্রার্থনা করি; যদি ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুতেই আমাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ না হয়; তবে অন্তরে বাহিরে দূরে নিকটে, সকল স্থানেই তাঁহার প্রকাশ দেখা যায়। যদি অপবিত্র বিষয়ে নিমগ্ন থাকি, আত্মাকে অচেতন অসাড় করিয়া ফেলি, ঈশ্বরের জন্য মনোদ্বার মুক্ত না রাখি, তবে যেখানেই যাই, নির্জ্জন বনে বা

সজ্জন নগরে, তীর্থ স্থানে বা দেবমন্দিরে, কোথাও তাঁহার দর্শন পাই না। যখন আপনাকে পবিত্র করি; তখন গিরি গুহা, উদ্যান কানন, নির্জ্জন সজ্জন সকল স্থানেই তাহার আবির্ভাব দেখি। সূর্য্যকে জিজ্ঞাসা করি তিনি কোথায়? সূর্য্য তাঁহাকে দেখাইয়া দেন। বনের নির্জ্জন বৃক্ষকে জিজ্ঞাসা করি তিনি কোথায়? তাহা হইতেও উত্তর পাই। তখন দেখিতে পাই "সএবাধস্তাৎ উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ সপুরস্তাৎ সদক্ষিণতঃ সউত্তরতঃ।" ভূলোক ও দ্যুলোকে তাঁহার এই মহিমা। * * * কেবল এই সকলের মধ্যেই কি তাঁহার আবির্ভাব? মনুষ্যের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব নাই? যদি উষার শোভা, সন্ধ্যার শোভা, চন্দ্রতারকের শোভার মধ্যে সেই সত্য সুন্দর মঙ্গল স্বরূপের শোভা দেখিতে পাই, তবে মনুষ্যের মুখশ্রীতে তাঁহার আবির্ভাব আরো কি সুস্পষ্ট দেখা যায়! ইহাতে যদি তাঁহার আবির্ভাব না দেখিলে তবে আর কোথায় দেখিবে? * * ধর্ম্মাত্মার অনুরাগ-রঞ্জিত মুখে কি তাঁহার জ্যোতি দেখিবে না? ঈশ্বরপ্রেমী প্রসন্ন হৃদয় পুণ্যাত্মা যখন প্রিয়তম ঈশ্বরের জন্য, প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করেন, তাঁহার উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে কি তাঁহার প্রকাশ, তাঁহার আবির্ভাব দেখিবে না,"

ইহা পাঠ করিতে করিতে যেন সেই সময়ে সকল ভাব মনে জাগ্রৎ হইতেছে, যেন সেই মহর্ষিকে বেদীতে আসীন দেখিতেছি, যেন সেই ভ্রাতৃমণ্ডলী দ্বারা পরিবেষ্টিত দেখিতেছি। যাহারা এই সকল ভাব স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, নিজ আত্মাতে অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা তৎকালের সরলতা, অনুরাগ, ভক্তি, উৎসাহের পক্ষপাতী না হইয়া থাকিতে পারেন না। তাহারাই অদ্যকার অবস্থা দেখিয়া অশ্রুপাত করেন। তাঁহারা নির্জ্জনে অন্তরের সহিত এই বলিয়া বিলাপ করেন যে, আমাদের সম্মুখে যে দিব্যধামের ছবি দেখিয়া আসিতেছিলাম, হায়! কোন্ নিষ্ঠুর হস্ত তাহা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল? নিয়তি আমাদিগের প্রতি কেন এরূপ নির্দ্দয় হইল? ঘটনাবলী কেন আমাদের এরূপ শত্রু হইয়া দাঁড়াইল? সেই দিন হইতে আমাদের দুঃখের নিশা আরম্ভ হইয়াছে যে দিন আমাদের উপাস্য দেবতা ও আমাদের আত্মার মধ্যে একটী আবরণ নিক্ষেপ করা হইয়াছে, যে দিন আমাদের চক্ষুকে সেই পরমদেবতার বরণীয় চরণ হইতে মনুষ্যের চরণে স্থাপিত করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যখন সকলেই পরমদেবতার আরাধনা ও পূজা করিতাম, এবং আপনাদিগকে পাপী জানিয়া তাঁহার শরণ লইয়াছিলাম, তখন পরস্পরকে অবিশ্বাস করিতাম না, কিন্তু সকলেই তাঁহার সেবক বলিয়া পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইতাম। কিন্তু এখন আর সে বিশ্বাস নাই। এখন ভয় হয় যে কখন্ কোন্ ব্যক্তি একমাত্র ঈশ্বরের প্রাপ্য বিশ্বাস ও ভক্তির অংশ গ্রহণ করিতে চাহিবে! হায়! এই জন্যই কি আমরা ঈশ্বরের সেবক হইয়াছিলাম, এই জন্যই কি পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিয়াছিলাম?

পূর্ব্বে যেসমস্ত কারণে যুবকদল ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতেন, এখন তাহার অসদ্ভাব হওয়ায় আর ব্রাহ্ম সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে না। পূর্ব্বে কি কি ছিল এখন কি কি নাই দেখা যাউক। প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্মুখে তিনটী উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ—তাহারা আপনাদিগের মার্জ্জিত বিশুদ্ধ জ্ঞানের অনুরূপ উপাস্য দেবতার পূজা করিয়া পৌত্তলিকতার হস্ত হইতে মুক্ত হইবেন। দ্বিতীয়তঃ—তাহাদের সামাজিক নিয়ম ও আচার বিশুদ্ধ হইবে। তৃতীয়তঃ—তাহারা পৌরহিত্যের হস্ত হইতে মুক্ত হইবেন।

দেশের প্রচলিত পৌত্তলিকতা কুসংস্কার মন্দ আচার ব্যবহার ও পৌরহিত্য দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া শিক্ষিতেরা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতি আশাপূর্ণ হৃদয়ে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রথমে অনুকূল ঘটনা সকল তাঁহাদের আশাকে বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। প্রথমে ব্রাহ্মসমাজে জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা ও সমাদর ও প্রকৃত ঈশ্বরানুরাগের বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া তাঁহারা আশান্বিত হইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম প্রচার করা বিজ্ঞান ও যুক্তি, বিশ্বাস ও ভক্তি ইহাদিগকে সমান আদর করিতেন। তাঁহারা তর্ক যুক্তি দ্বারা খৃষ্টীয় ও পৌত্তলিক ধর্ম্মের ভ্রান্ত ও অসার মত সকল খণ্ডন করিতে লাগিলেন। ইহা দ্বারা দিন দিন আমাদের দলপুষ্টি হইতে লাগিল। খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার ও হিন্দু ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হ্রাস হইতে লাগিল; কিন্তু ক্রমে যখন প্রচারকগণ কিঞ্চিৎ ক্ষমতা লাভ করিয়া পূর্ব্বের সেই পৌত্তলিকতা, পৌরহিত্য ও সামাজিক অসমতা আনয়ন করিতে লাগিলেন, তখন হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার বন্ধ হইতে লাগিল। শিক্ষিতেরা দেখিলেন যে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও ভক্তি উভয় একসঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের অঙ্গ হইতেছে না, ভক্তি জ্ঞানকে অতিক্রম করিতে লাগিল, বিশ্বাসের নামে পুনর্ব্বার সেই প্রাচীন কুসংস্কার অভ্যুদিত হইল। তাঁহারা দেখিতে লাগিলেন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম নূতন প্রণালীতে সেই পুরাতন অবতার সেবা প্রচলিত করিতে আরম্ভ করিলেন, সুতরাং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজা ব্রাহ্মসমাজেও হইতেছে না।

সামাজিক বিষয়েও তাঁহারা এই রূপ নিরাশ হইলেন। ব্রাহ্মসমাজেও সেই পুরাতন পৌরহিত্য, ব্রাহ্মণ শূদ্রভেদ বিচার আরম্ভ হইল। কতকগুলি লোক ঈশ্বরের চিহ্নিত, নিয়োজিত কর্ম্মচারী অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, অপর সকলে সাধারণ লোক অর্থাৎ শূদ্র। সেই হিন্দুসমাজের বিভীষিকা এখানেও দেখিতে পাইয়া তাহারা দুই হস্ত অন্তরে দাঁড়াইলেন। আমরা কত বন্ধুকে এইরূপে হারাইয়াছি। আমরা মনে করি আমরা বড় উচ্চ অঙ্গের সাধক হইতেছি, সেই জন্য কেহ আমাদের সহিত যোগ দিতে পারিতেছে না, আবার তাঁহারা মনে করেন, আমরা আমাদের প্রথম আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ক্রমে এ দেশের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা ও ভ্রমে পতিত হইতেছি। কে ঠিক বুঝিয়াছেন ফলেই তাহার পরিচয় হইবে; কিন্তু আপাততঃ তাহার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ বিঘ্ন সমুপস্থিত দেখিতেছি। আমাদের প্রচার কার্য্য এক প্রকার স্তম্ভিতাবস্থায় আসিয়াছে।

ঈশ্বরানুপ্রাণিত আত্মা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

ঈশ্বর মানবের আত্মাকে প্রণোদিত করেন, এই বিশ্বাসের আভাস ব্রাহ্মসমাজের প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদির মধ্যে অতি পূর্ব্বকাল হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমাদের অপর দলস্থ বন্ধুগণ যে আদেশের মত প্রচার করিতেছেন, তাহা সে মত হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মানবের কতকগুলি কার্য্য আছে, ন্যায়ান্যায়ের সহিত তাহার যোগ; সে সকল স্থলে বিবেক পথ প্রদর্শক; এবং বিবেককে পণ্ডিতগণ ঈশ্বরের বাণী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু অপর কতকগুলি কার্য্য এরূপ আছে, যাহার সঙ্গে ধর্ম্মাধর্ম্ম বা ন্যায়ান্যায়ের কোন সংস্রব নাই, তবে ক্ষতি লাভের সম্ভাবনা থাকিতে পারে। সেরূপ স্থলে বুদ্ধি বা বিচার শক্তিই পথ প্রদর্শক। আমি পরের গচ্ছিত কোন অর্থে তাহাকে বঞ্চিত করিব কি না? যে কার্য্যকে যেরূপ দেখিয়াছি, তাহার অন্যথা রূপ বর্ণন করিব কি না? এসকল প্রশ্ন বিবেকের অধিকারান্তর্গত। জগদীশ্বর এরূপ প্রশ্ন সকলের মীমাংসার নিমিত্ত বিবেককে ভার দিয়াছেন। আমি বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিব, কিম্বা কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিব? এ প্রশ্নের সহিত বিবেকের কোন সম্পর্ক নাই। এসকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে ক্ষতি লাভের গণনা করিতে হয়। কিন্তু এইরূপ কোন কার্য্যের মধ্যে আমাদের প্রভূত আধ্যাত্মিক উন্নতি বা অধোগতি সন্নিহিত থাকিতে পারে। হয়ত বাণিজ্য করিতে কোন স্থানে গিয়া আমার চরিত্র দূষিত হইবে, কিম্বা কোন প্রকার আধ্যাত্মিক উপকার দর্শিবে। তাহা সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরেরই বিদিত, আমার বোধাতীত। আমাদের বন্ধুদিগের মতে এ সকল স্থলেও মনুষ্য যদি প্রার্থনা-পরায়ণ হইয়া ঈশ্বরকে প্রশ্ন করেন, তাহা হইলে তিনি স্পষ্ট উত্তর দিয়া কি করিতে হইবে তাহা বলিয়া দেন। কথাটা এই, আমি যথাদৃষ্ট বিষয়ের অন্যথা বর্ণন করিব কি না? প্রশ্ন করিলে ঈশ্বর বিবেকদ্বারা বলেন "না"; এ কথা ব্রাহ্মদের সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু এ আদেশের মত সে প্রকার নহে। এ মতানুসারে কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, আমি কোন কার্য্য লইয়া কলিকাতাতে থাকিব, কিম্বা মফস্বলে যাইব, তাহাতেও ঈশ্বর স্পষ্ট করিয়া কর্ত্তব্য পথ দেখাইয়া দেন। আমাদের যে আদেশের মতে আপত্তি, তাহা এই প্রকার আদেশ। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা প্রতীতি হয়, তাহা এই,—ঈশ্বর ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিচারের জন্য বিবেক দিয়াছেন, ক্ষতিলাভ গণনার নিমিত্ত বুদ্ধিকে দিয়াছেন। মনুষ্য! যদি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন প্রশ্ন উদিত হয় বিবেকদ্বারা মীমাংসা কর; যদি ক্ষতিলাভ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন হয়, বুদ্ধি দ্বারা বিচার কর। কিন্তু সর্ব্বস্থলেই প্রার্থনা-পরায়ণ হইয়া কর্ত্তব্য পথ নির্দ্ধারণে অগ্রসর হও। বিবেক বল, বুদ্ধি বল, হৃদয় বল, রুচি বল, পবিত্রতা বল, প্রার্থনা সকল চক্ষুকেই পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল করে।

ঈশ্বর যখন মানবের আত্মাতে ভর করেন, তখন তাহা দুই প্রকারে প্রকাশ পায়। প্রথমতঃ সত্যাভাস; দ্বিতীয় ভাবোচ্ছাস। সত্যাভাস শব্দটীর অর্থ এই,—যে সত্য বহু আয়াস—লভ্য, যাহা বহু অন্বেষণেও অনেক সময় লব্ধ হয় না, ঈশ্বরানুপ্রাণিত আত্মার অন্তর্দৃষ্টির সমক্ষে সেই সকল সত্য হঠাৎ বিদ্যুল্লতার ন্যায়—গগনসঞ্চারী উল্কাপিণ্ডের ন্যায়—সহসা প্রতিভাত হয়। যে সকল আধ্যাত্মিক সত্য জগতের লোকেরা অদ্যাপি হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেছে না, সেই সকল সত্য এক এক জন মহাত্মার জ্ঞান দৃষ্টির সমক্ষে স্বতঃপ্রতিভাত হইয়াছিল। যে সত্য উপার্জ্জন ও অধিকৃত করিতে কত বুদ্ধিমানের বুদ্ধি পরাস্ত হইয়া যায়, তাহা নিউটনের অনুপ্রাণিত দৃষ্টির নিকটে বিদ্যুল্লতার ন্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। অন্যের নিকট যাহা অনুমানসিদ্ধ, অনুপ্রাণিত দৃষ্টির নিকট তাহা অনুভব সিদ্ধ। এইরূপে এক একজন ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি তাঁহারই দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যে সকল সত্য দর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অস্মদাদির গভীর চিন্তারও গম্য হইতেছে না। বেদান্তে ঋষিদিগকে মন্ত্রদ্রষ্টা কহে। ইহার অর্থ এই; বেদ অপৌরুষেয় বাক্য, সুতরাং কেহ তাহার প্রণেতা নহে; তবে এক এক জন ঋষি এক একটী মন্ত্র দেখিয়াছিলেন। আমরা এমত স্বীকার না করি, ইহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্যের সহিত আমাদের পূর্ব্ব প্রকাশিত মতের সাদৃশ্য আছে। ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা ও পূজাদ্বারা ঋষিদিগের অন্তশ্চক্ষু এরূপ উজ্জ্বল হইয়াছিল যে, যে সকল সত্য এখন আমাদিগকে তর্ক করিয়া অধিকার করিতে হয়, তাহা তাঁহারা একেবারে সমগ্রভাবে দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এরূপ সত্য দর্শনের শক্তি বর্দ্ধিত হয়, তাহার কারণ এই যে, সত্য দর্শনের উপযোগী যতগুলি বৃত্তি আছে, সমুদায় ঐশী শক্তির আবির্ভাবে উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়। আমরা বিবেক দ্বারা কতকগুলি সত্য উপলব্ধি করি, বিশ্বাস নামক বৃত্তিদ্বারা কতকগুলি সত্য উপলব্ধি করি, হৃদয়ের দ্বার দিয়া কতকগুলি সত্য প্রতীত হয়, এবং বিচারশক্তিদ্বারাও অনেকগুলি সত্য অধিকৃত হয়। প্রকৃতরূপে ঈশ্বরানুপ্রাণিত হইলে এই সকল শক্তির মধ্যে এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব প্রতিভা ও জ্যোতি উপস্থিত হয়, তাহার গুণে সত্য দর্শনের শক্তি বর্দ্ধিত হয়।

সত্য দর্শন সম্বন্ধে যেরূপ, ভাবোচ্ছাস সম্বন্ধেও সেইরূপ। ঐশী শক্তির আবির্ভাব মাত্র হৃদয়ের ভাব রাজ্যে নবজীবনের সঞ্চার হয়; নিদ্রিত সদ্ভাব সকল জাগ্রত হয়; শুষ্ক উৎস সকল উৎসারিত হয়; চিরবদ্ধ দ্বার সকল উদ্ঘাটিত হয় এবং প্রবল বাত্যার ন্যায় সদ্ভাব সকলের বেগ উপস্থিত হয়। সহজ অবস্থাতে একজন লোককে তর্ক করিয়া ও জাতিগর্ব্ব দূর করিতে পারা যায় না, কিন্তু এই প্রকার ঐশী শক্তির আবির্ভাবে ধনী দরিদ্রের পর্ণ কুটীরের অতিথি হইতে পারে, সুব্রাহ্মণ চণ্ডালকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন দিতে পারে, বিদ্বান্ মূর্খের পাদুকা বহন করিতে পারে। এইরূপ অনু

প্রাণিত ভাবোচ্ছাসের স্বধর্ম্ম এই যে ইহার আবির্ভাবে মানবের স্বার্থ চিন্তা প্রভৃতি আর স্থান প্রাপ্ত হয় না। মনুষ্য ভাবের নেশার মধ্যে পড়িয়া যায়। সে সেই ভাবগ্রস্ত হইয়া আহার করে, ভাবগ্রস্ত হইয়া বিশ্রাম করে, ভাবগ্রস্ত হইয়া পরিশ্রম করে, ভাবগ্রস্ত হইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেয়। তাহার কার্য্য দেখিয়া লোক বিস্মিত হয়, সাহস দেখিয়া অবাক হইয়া যায়, এবং উৎসাহ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া থাকে। অনুপ্রাণিত ব্যক্তির লক্ষণ এই প্রকার।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই ভাবাবির্ভাব কাহারও নিজস্ব বা বিশেষ সম্পত্তি নহে। ইহারা কোন এক বিশেষ ব্যক্তির বা বিশেষ শ্রেণীর হয় তাহা নহে। কিন্তু আত্মা যে অবস্থাতে উপনীত হইলে এই ঐশী শক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে, সেই অবস্থাতে যে সাধক আপনার চিত্তকে উপস্থিত করেন তিনিই এই প্রকার ভাবগ্রস্ত হইতে পারেন। সে অবস্থা কি তাহাও সংক্ষেপে বর্ণন করা গিয়াছে। সে অবস্থার একদিকে প্রার্থনার গভীরতা, অপরদিকে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি। মনুষ্য যে দণ্ডে সম্পূর্ণ রূপে আত্মবিস্মৃত হইয়া ঈশ্বরের অভীষ্ট কার্য্য সাধনের সংকল্প করে, সেই দণ্ডে তাহার আত্মাতে নবভাবের স্ফূরণ আরম্ভ হয়, এবং বাধাপ্রাপ্ত না হইলে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ঈশ্বরানুপ্রাণিত আত্মাতে সত্যাভাস এবং ভাবোচ্ছাস এই উভয় লক্ষণই প্রকাশ পায়, ইহা বলিয়া যে সে ব্যক্তি, যেমন তেমন অবস্থায় যেমন তেমন প্রশ্ন করিলে ঈশ্বরের অভ্রান্ত বাণী প্রাপ্ত হইবে, তাহা নহে। আত্মা সেই অবস্থা বিশেষে উপনীত হইলে প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার অবসর বা আবশ্যকতাই থাকে না। আত্মা স্বতঃই নীয়মান হয়। কিন্তু সেই স্রোতে আত্মা যখন নীয়মান হইতেছে, সেই ভাবগ্রস্ত হইয়া যখন আছে তখন যে কিছু কথা সে বলে অথবা যে কিছু কার্য্য সে করে সে সমুদায় যে ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট এবং অভ্রান্ত, তাহাও নহে। সুতরাং এই প্রকার প্রত্যাদেশ লাভ করিবার জন্য ঈশ্বরকে কর্ত্তব্য পথ নির্দ্ধারণের জন্য প্রশ্ন করা অপেক্ষা আত্মাকে সেই অবস্থাতে উপনীত করিবার দিকে অধিক মনোযোগী হওয়া উচিত। প্রচারক! তুমি বোম্বাই যাইবে কি লাহোর যাইবে, সেই প্রশ্ন বার বার ঈশ্বরকে না করিয়া তাঁহার শুভ ইচ্ছাতে পৃষ্ঠ দিয়া দণ্ডায়মান হইতে শিক্ষা কর; তাঁহার নিশ্বাস বায়ু তোমাকে চালিত করিবে। সে পথে যাহাতে তোমার আত্মা কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত না করে, সেই বিষয়ে মনোযোগী হও, নৌকার কাণ্ডারের ন্যায় প্রস্তুত হইয়া বায়ুর অপেক্ষা কর, তোমার দ্বারা তাঁহার অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধ হইবেই হইবে। তাঁহার শক্তি তোমাতে অবতীর্ণ হইবে। আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ জ্ঞান বুদ্ধি, বিবেকাদির অনুসারে কার্য্য করিয়া যাই এবং সম্পূর্ণরূপে স্বার্থশূন্য হইয়া ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা করি; তাহা হইলেই আমরা তাঁহার দ্বারা চালিত হইব। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি গুরু লঘু সমুদায় বিষয়ে মনুষ্য ঈশ্বরের অভিপ্রায় উন্নয়ন করিতে ব্যস্ত হয়, তাহা হইলে পদে পদে আপনার কল্পনা, গূঢ়-প্রবৃত্তি প্রভৃতিকে অনেকে ঈশ্বরাদেশ জ্ঞান করিয়া বসে। সুতরাং এ পথে না চলিয়া সাধন পথে চলাই শ্রেয়।

আহ্বান।

প্রাচীন কালে গ্রীষ্টীয়েরা স্ব স্ব সম্প্রদায়স্থ লোকদিগকে আহূত বলিয়া বর্ণন করিতেন। ইহার মধ্যে তাৎপর্য্য আছে। ঈশ্বর সময়ে সময়ে মনুষ্যকে আহ্বান করিয়া থাকেন। কিন্তু যে স্বর কর্ণেশ্রুত হয়, এ স্বর সেরূপ নহে। যে নিঃশব্দ ভাষায় প্রজ্বলিত হুতাশন আপনার সখাকে অর্থাৎ পবনকে ডাকিয়া থাকে, সেই প্রকার নিঃশব্দ ভাষায় ঈশ্বর মানবের আত্মাকে আহ্বান করিয়া থাকেন। এই ঐশ্বরিক আহ্বানকে ও এক প্রকার গূঢ় এবং অনির্ব্বচনীয় শক্তি বা আকর্ষণ বলিয়া বর্ণন করা যাইতে পারে। ইহা প্রবল বায়ু স্রোতের ন্যায়। ইহা যখন নরনারীর আত্মার উপর দিয়া প্রবাহিত হয়, তখন যে সকল আত্মা গুরু এবং সারবান তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া অসার ও অপদার্থদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিতে থাকে। অলঙ্কারবিহীন ভাষায় পূর্ব্বোক্ত কথাগুলির তাৎপর্য্য প্রকাশ করা যাইতেছে। ধর্ম্ম জগতের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে দৃষ্ট হয় যে, সময়ে সময়ে ধর্ম্ম জগতের ঝটিকার প্রায় এক একটী বিশেষ ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে। আধ্যাত্মিক কোন অভাব হয়ত বহু দিন অনুভূত হইয়া আসিতেছিল, বহু সংখ্যক নরনারী হয়ত গোপনে এবং নির্জ্জনে সেই অভাবের জন্য অশ্রুবারি এবং দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আসিতেছিলেন; বহু সংখ্যক পুরুষ এবং রমণীর প্রার্থনা ধ্বনি হয়ত গোপনে ঈশ্বরের চরণে উঠিতেছিল; এইরূপে কিছু কাল যায়। সেই ক্লেশভার ঘনীভূত হইল, বাসনা এবং প্রার্থনা গভীর হইয়া আসিল, সেই অভাব মোচনের ইচ্ছা বহু হৃদয়ে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। এমন সময়ে হয়ত সেই প্রধূমিত অগ্নির একটী স্ফুলিঙ্গ কোন শুভলগ্নে কোন প্রতিভাশালী ও শক্তি-সম্পন্ন পুরুষের আত্মাতে গিয়া পতিত হইল। যাহা দশজনে অনুভব করিতেছিল, কিন্তু প্রকাশ করিবার প্রণালী বা উপায় জ্ঞাত না হওয়াতে প্রকাশ করিতে পারে নাই, তিনি তাহা প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং তাহার নিবারণের উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সেই জাতির সমষ্টীভূত হাহাকার স্বরূপ হইলেন। যে অগ্নি ক্ষুদ্রায়তন স্থানে প্রধূমিত ছিল, তাহা প্রকৃষ্ট স্থান লাভ করিয়া আপনার জ্বালারাশি বিস্তার করিল। এই রূপে দেশ মধ্যে যেন এক প্রকার আধ্যাত্মিক বাত্যা উপস্থিত হইল। নূতন উদ্যমের সহিত নূতন সত্য সকল প্রচারিত হইতে লাগিল। লোকের অন্তরে অভূত পূর্ব্ব আন্দোলন উপস্থিত হইল। শত শত ধর্ম্ম প্রার্থী ব্যক্তির আত্মা পুরাতন জীবন পরিহার করিয়া নবজীবন লাভের জন্য ব্যাকুল হইতে লাগিল। ইহাকে ধর্ম্ম জগতে যুগান্তর বলা যাইতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি যে, পরমেশ্বরের কৃপাধীন হইয়া ধর্ম্ম জগতের এই সকল বাত্যা উত্থিত হয় এবং তাঁহারই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। ঈশ্বরের আজ্ঞাতেই তাহা প্রজ্বলিত হয় এবং ঈশ্বরের আজ্ঞাতেই

তাহা যুগান্তর উপস্থিত করে। নদীর মধ্যে যদি একটী আবর্ত্ত থাকে তাহার দিকেই যেমন পার্শ্ববর্ত্তী জলরাশির গতি হয়, সেইরূপ জনসমাজ মধ্যে এইরূপ ধর্ম্মাবর্ত্ত উপস্থিত হইলে চতুঃপার্শ্বের জনসমূহের হৃদয়ের গতি ও সেই দিকে অজ্ঞাতসারে প্রধাবিত হয়। ইহাকে ঈশ্বরের আহ্বানস্বরূপ জ্ঞান করা যাইতে পারে।

এই আহ্বানধ্বনিকে পণ্ডিতেরা তুষনিরাসক ব্যজনের ন্যায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই বাত্যা স্রোত হয়ত তোমার আমার সকলের আত্মার উপর দিয়া যায়; কিন্তু সকলে ধৃত হয় না। দেশ মধ্যে ঈশ্বরের এই আহ্বানের ধ্বনি উত্থিত হইলে সচরাচর দেখা যায় যে দেশের মধ্যে আস্থাবান, সত্যানুরাগী, ধর্ম্মপ্রিয় ও মুক্তিপ্রার্থী লোক সকলই ধৃত হইয়াছেন। যাঁহারা আত্মার কল্যাণ কামনা করেন, যাঁহারা মুক্তির জন্য বাস্তবিক লালায়িত, যাঁহারা ইন্দ্রিয়সুখ বা বিষয়সুখ অপেক্ষা পবিত্রতার সুখকে শ্রেষ্ঠ সুখ বিবেচনা করেন, তাঁহারা এক একটী করিয়া আকৃষ্ট হইয়াছেন। এই রূপে আকৃষ্ট লোকের সংখ্যা হয়ত প্রথমে অল্প থাকে; কিন্তু তাঁহাদের সেই প্রগাঢ় আস্থার মধ্যেই সেই নূতন সমাজের প্রভূত ভাবী উন্নতির বীজ নিহিত থাকে।

বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরের একটি আহ্বান-বিশেষ বলিতে হয়। এই আহ্বানধ্বনি বঙ্গদেশে উত্থিত হইয়াছে। যে দিন প্রচীন ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইয়া ভারতবাসীর হৃদয়ে এক নূতন ক্ষুধার উদয় হয়, সেই দিন এই আহ্বানধ্বনি প্রথম উঠিতে আরম্ভ হয়। তাহার পর রাজা রামমোহন রায় মুখস্বরূপ হইয়া লোকের অন্তর নিহিত সেই গম্ভীর তৃষ্ণাকে বিদিত করেন এবং এই অপরিস্ফুট আহ্বান-ধ্বনিকে সর্ব্বপ্রথম জাগ্রত করেন। শ্রমজীবী লোকেরা কোন গুরু পদার্থ যখন প্রথমে তুলিতে আরম্ভ করে, তখন যেমন তাহাদের চীৎকার ধ্বনি তত প্রবল হয় না; কিন্তু যত বেলা বাড়িতে থাকে, তাহাদের উৎসাহজনক চীৎকার ও যেমন বাড়িতে থাকে, তেমনি যেমন বৎসরের পর বৎসর যাইতে লাগিল, ততই ঈশ্বরের এই আহ্বানধ্বনি প্রবল হইতে লাগিল। সেই আহ্বানে আহূত হইয়া দশজনের স্থানে শত জন হইয়া পড়িলেন, শত জনের স্থানে সহস্র জন আসি-লেন। আমরা সকলে এই নিঃশব্দ আহ্বানে আহূত হইয়া আসিয়াছি। ঈশ্বরের এই আহ্বানধ্বনিতে যোগ দিয়া সেই ধ্বনিকে শতগুণিত করিবার জন্য আমাদিগকে ডাকিয়াছেন। এই আহ্বানধ্বনি যখন একটু মন্দীভূত হইতেছে, অমনি অজ্ঞাত বিধানে ঈশ্বর নব উৎসাহের সঞ্চার করিয়া সেই ধ্বনিকে জাগ্রত করিতেছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম এই ধ্বনিকে বর্দ্ধিত করিবার জন্য। এই সমাজের উদ্যোগ যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহাদিগকে প্রণোদিত করিয়া লইয়া যাইতেছেন। এই আমাদের পরিশ্রম করিবার সময়, ঈশ্বরের আহ্বানে অগ্রসর হইবার সময়। এ সময় যিনি আপনার অস্থি মাংস দিয়া ঈশ্বরের কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার সেবা করিতে পরিবেন, তাঁহার জীবন সার্থক হইবে। এমন শুভ লগ্ন প্রায় উপস্থিত হয় না। সচরাচর লোক দুঃখ করে যে, পরিশ্রম করি-বার ক্ষেত্র বা অবসর নাই। কিন্তু এখন ঠিক বিপরীত অবস্থা উপস্থিত, কার্য্য ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ! কে কত পরিশ্রম করে! ঈশ্বরের নিমন্ত্রণ ধ্বনিও সকলের কর্ণে আসিতেছে। এইবার আমাদের সকলের অনুরাগের পরীক্ষা হইবে।

৩রা ফাল্গুন রবিবার শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক বিবৃত উপদেশের সারাংশ।

কোন গৃহস্থের দুইটী পুত্র আছে। গৃহস্থ প্রাতঃকালে উঠিয়া পুত্র দুটীকে আহ্বান করিলেন। পিতার কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র তাহারা উভয়ে গাত্রোত্থান করিল এবং সহাস্য বদনে পিতার সন্নিধানে উপস্থিত হইল। গৃহস্থ সর্ব্ব প্রথমে প্রথম সন্তানকে একটী কার্য্য করিতে আদেশ করিলেন। সন্তান পিতার আজ্ঞা শুনিবামাত্র সে কার্য্যে গেল না, কিন্তু কেন এ কাজ করিব? করিয়া ফল কি? যদি ভাল করিয়া করিতে পারি তুমি আমাকে কি পুরস্কার দিবে ইত্যাদি নানা প্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিল। গৃহস্থ তাহার প্রশ্ন সকলের উত্তর না দিয়া বার বার বলিতে লাগিলেন, নির্ব্বোধ বালক! তুমি আমাকে প্রশ্ন কর কেন? তুমি যদি আমার সন্তোষ উৎপাদনে সমর্থ হও তাহা হইলে তোমাকে কি দেওয়া উচিত, তাহা আমার বিবেচনার ভার; আমি কি দিই না দিই তোমার সে প্রশ্নে প্রয়োজন নাই। তোমাকে যখন কার্য্য করিতে বলিতেছি, তুমি তাহাতে অগ্রসর হও। পিতার এই উক্তিতে সেই পুত্রের মনের পরিতৃপ্তি হইল না; কিন্তু অব-শেষে পিতা নিশ্চয় ধন রত্ন দিবেন, এই আশা করিয়া সেই কার্য্যে গমন করিল। তখন গৃহস্থ দ্বিতীয় পুত্রকে আহ্বান করিয়া আর একটী কার্য্যের আদেশ করিলেন। সে পুত্রটী পিতার প্রতি বড় অনুরক্ত; সে কেবল একবার পিতার প্রেম-পূর্ণ, আনন্দবিকশিত মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল এবং তৎ-ক্ষণাৎ তাঁহার অভীষ্ট কার্য্যে ধাবিত হইল। উভয়ে স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিল এবং কার্য্য শেষ হইলে স্ব স্ব কার্য্যের পরিচয় দিবার নিমিত্ত পিতার নিকট উপস্থিত হইল। প্রথম পুত্রটী আসিয়া বলিল "এইত তোমার আদিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিলাম; কৈ আমাকে কি পুরস্কার দিবে দাও। গৃহস্থ তাহাকে কিছু দিলেন না। দ্বিতীয় পুত্রটী যখন আসিল, সে কেবল আনন্দে স্বীয় কৃত কার্য্যের বিবরণ পিতার গোচর করিল; তাহার যে কোন প্রকার পুরস্কারের ইচ্ছা আছে, এরূপ বিন্দুমাত্র আভাস পাওয়া গেল না। সে কেবল জিজ্ঞাসা করিল, যেরূপে এ কার্য্য করিলে তোমার ইচ্ছানুরূপ হইত তাহা কি হইয়াছে? গৃহস্থ প্রসন্নচিত্তে বলিলেন "হাঁ"। তাহাই সে যথেষ্ট পুরস্কার জ্ঞান করিল। কিন্তু ইতি মধ্যে এক বিস্ময়জনক ব্যাপার ঘটিয়াছে। সেই বালক আপনার অঙ্গের আচ্ছাদন বস্ত্রের যে দিকে হাত দেয়, সেই দিক হইতে কতগুলি মহামূল্য রত্ন প্রাপ্ত হয়; এক-

টীর আবিষ্কার না করিতে করিতে আর একটী লক্ষিত হয় এবং তাহার বিস্ময় দশ গুণ বর্দ্ধিত হয়। সে যখন অন্যমনস্ক হইয়া পিতার ক্ষেত্রে পরিশ্রম করিতেছিল, তখন কে তাহার বস্ত্রে সেইগুলি বাঁধিয়া দিয়াছে! কে বাঁধিয়া দিল? কোথা হইতে আসিল? বালক কিছুই নিরূপণ করিতে পারিল না। বালক নিরূপণ করিতে না পারুক সে কার্য্য তাহার পিতারই। তিনিই সন্তানের অজ্ঞাতসারে তাহার অঞ্চলে সেই সকল মহামূল্য রত্ন বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। সে রত্নে তাঁহার লোভ ছিল না, সে ধনের প্রার্থনা করিয়া সে কার্য্যে অগ্রসর হয় নাই, সত্য কথা, কিন্তু পিতা তাহার পুরস্কার স্বরূপ তাঁহার অঞ্চলে ঐ সকল বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। প্রথম পুত্রের প্রতি বিপরীত ব্যবহার। তাহার ত অধিক কিছু লাভ হইল না, বরং যাহা তাহার অঞ্চলে ছিল, অন্বেষণ করিয়া দেখে তাহাও নাই।

গৃহস্থের এই দুই পুত্রের ন্যায় ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সম্বন্ধেও দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়। কতকগুলি লোক ঈশ্বরের প্রিয়-কার্য্য সাধন করিবার পূর্ব্বে, তাহাতে লাভ কি? তাহা অন্বেষণ করে। মুক্তি রূপ ধন লাভের উপায় স্বরূপ জানিয়া ঈশ্বরের পূজা আরাধনাতে নিযুক্ত হয়। তাহারা কিয়ৎপরিমাণে তাঁহার ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াই, অভিলষিত সুখ কত পাইয়াছি, তাহা পরিমাণ করিয়া দেখে এবং যতবার দেখিতে যায়, সেই সুখ ততই যেন তাহাদের হস্ত হইতে অবসৃত হয়। অপর শ্রেণীর ভক্তি অহেতুকী তাঁহারা ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরের পূজা করেন, অনুরাগের দায়ে, ভাল বাসার অনুরোধে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করেন, মুক্তি পর্য্যন্ত তাঁহাদের কার্য্যের লক্ষ্য-স্থানে থাকে না। কিন্তু ফলে দেখি, ঈশ্বর তাঁহাদের কোন সুখের অপ্রতুল রাখেন না। তাঁহারা যখন অন্যমনস্ক হইয়া তাঁহার ক্ষেত্রে পরিশ্রম করিতে থাকেন, তখন ঈশ্বর তাঁহাদের অপ্রার্থিত সুখ সকলও তাঁহাদের দ্বারে উপনীত করেন। এ কথা বর্ত্তমান সময়ের মনোবিজ্ঞানবিৎ সংশয়ী পণ্ডিতেরাও স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারাও বলিয়া থাকেন, সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে সুখ হয় সত্য, কিন্তু সুখ নিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য না করিলে সে সুখ হয় না। যে ব্যক্তি কার্য্যে অগ্রসর হইয়াই কেবল কত সুখ হইল তাহার পরিমাণ করিবার জন্য ব্যস্ত হয়, সে সুখের পরিবর্ত্তে অসুখ প্রাপ্ত হয়। বাস্তবিক ঈশ্বরের আরাধনা, বা তাঁহার সেবা করিতে গিয়া যে নিজের অন্য কোন প্রকার অভীষ্ট সিদ্ধির বাসনা রাখে, ঈশ্বর তাহাকে বঞ্চিত করেন। যে তাহার কার্য্য করিতে গিয়া ধন চায়, তাহাকে অনেক সময় তিনি দরিদ্রতার গর্ত্তে পাতিত করিয়া লাঞ্ছিত করেন; যাহারা মান প্রত্যাশী হইয়া তাঁহার কার্য্যে হস্ত দেয়, তাহাদিগকে তিনি উভয় সুখে বঞ্চিত করেন। অতএব সাবধান, এ রাজ্যে প্রত্যাশী হইয়া কার্য্য করিও না; তাঁহার সেবা করিতে গিয়া পার্থিব বা আধ্যাত্মিক কোন্ কোন প্রকার সুখের প্রার্থী হইও না? পদে পদে সুখের পরিমাণ করিও না। আগে শুনিয়াছিলে, যে চায় সে পায়, কিন্তু এই আর দিকে দেখ, যে চায় সে পায় না। তাঁহার কাজ করিতে যে কোন সুখ না চায়, ঈশ্বর তাহাকে অঞ্চল ভরিয়া সুখ দেন এবং যে চায়, তাহার অল্প সুখও কাড়িয়া লন। ইহা ধর্ম্মরাজ্যের অতি সার কথা।

ব্রাহ্মসমাজ।

আসামের সংবাদ। ১। ব্রাহ্মসমাজের ১১ই মাঘের বার্ষিক উৎসব এখানেও সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ১০ই মাঘ শ্রীযুক্ত পদ্মহাস গোস্বামীর বাড়ীতে আসামী ভাষায় উপাসনা, বক্তৃতা ও বাদ্যসহকারে সংকীর্ত্তন। ১১ই মাঘ প্রায় সমস্ত দিবস উৎসব। সে দিন মধ্যাহ্নে কয়েকটি হিন্দু দেশীয় মহিলাও সমাজে যোগ দিয়াছিলেন। ১২ই মাঘ শ্রীযুক্ত গুরুনাথ দত্ত মহাশয়ের গৃহে উপাসনা এবং সঙ্কীর্ত্তন। ১৩ই মাঘ সমাজগৃহে আসামী ভাষায় উপাসনা ও বক্তৃতা। ১৩ই মাঘ জাম্‌গুড়ি নামক গ্রামে গিয়া সমাজগৃহে উপাসনা এবং উপাসনার পর ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

২। অত্রত্য শ্রীযুক্ত রজনাথ বড়া নামক জনৈক দেশীয় যুবক প্রকাশ্য রূপে সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাঁর বয়ঃক্রম ২২ বৎসর, ইহাঁর পিতা মাতা, ভাই বন্ধু সকলেই যেরূপ ভাবে ইহাঁকে দুঃখ দিয়াছিলেন এবং নানা প্রলোভন দেখাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবার উপক্রম করিয়াছিল, ঐরূপ অবস্থায় অতি অল্প লোকই কৃতকার্য্য হইতে পারে। ইনি ঈশ্বর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া অম্লানবদনে সমস্ত কষ্ট ও গ্লানি সহ্য করিলেন। ধর্ম্মের জন্য নিপীড়িত ব্যক্তি বাস্তবিকই ধন্য কারণ তাঁহার আত্মা ঈশ্বরেতে শান্তি পায়।

৩। ৫ই জানুয়ারি তারিখে শ্রীযুক্ত পদ্মহাস গোস্বামী প্রচারার্থ কলিয়াবর, রঙ্গাগড়া, প্রভৃতি স্থানে গিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় সম্বন্ধে প্রকাশ্য স্থানে আসামী ভাষায় একটি বক্তৃতা করেন। তাহাতে গ্রাম্য লোকদিগের মধ্যে নানা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে।

৪। শ্রীযুক্ত পদ্মহাস গোস্বামী কোন সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলা কর্তৃক আহূত হইয়া পরিবারের মধ্যে ক্রমাগত ৫ দিন ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ৫ই মাঘ হইতে ১০ই মাঘ পর্য্যন্ত এইরূপে নিদ্ধারিত সময়ে পাঠ করিয়াছিলেন।

৫। এখানকার খৃষ্টীয়ানেরা কেশব বাবুর দুষ্কর্ম্ম উল্লেখ করিয়া আসামী ভাষায় অরুণোদয় নামক পত্রে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধে অনেক লিখিয়াছে। তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ আন্দোলন হয়। সম্প্রতি নগাঁও ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক খৃষ্টীয়ানদিগের পত্রের যথেষ্ট রূপে প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রতিবাদ পত্র ছাপা হইয়াছে দেখা যাউক আবার কি হয়।

প্রচারক পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন গত ২০এ মাঘ উত্তর বাঙ্গালার ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পাদনার্থ কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন। ২৬এ মাঘ তত্রত্য উৎসব আরম্ভ হয়। উক্তদিবস প্রাতে উপাসনা এবং অপরাহ্ণে "মানবসমাজের ধর্ম্মের গতি" এই বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা

হয়। ২৭এ মাঘ সমস্ত দিবস উৎসব হইয়াছিল। আমরা শুনিয়া পরমানন্দিত হইলাম, জলপাইগুড়ির নিকটস্থ সিলিগুড়িতে শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র রায়ের যত্নে একটী নূতন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত ও উপাসনাগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন গত ১লা ফাল্গুন ইহার প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি সিরাজগঞ্জ ও পূর্ণিয়াতে আহূত হইয়াছেন, সিরাজগঞ্জে ব্রাহ্মসমাজের উৎসব ইতিমধ্যে সম্পন্ন হইবে। উত্তর বাঙ্গালার ব্রাহ্মগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রচারককে স্থায়ী রূপে পাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

গত ১২ই ফাল্গুন হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের দ্বাদশ সাংবৎসরিক উৎসব হইয়াগিয়াছে। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত প্রাতে এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী অপরাহ্নে উপাসনাদি কার্য্য সম্পন্ন করেন।

নিম্নলিখিত ব্রাহ্ম মহোদয়গণ নিম্নলিখিত স্থান সকলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের সহকারিতা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন—

বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী—দার্জ্জিলিং।
" বিপিনবিহারী বসু—এলাহাবাদ।
" পদ্মহাস গোস্বামী—নগাঁও।
" আশুতোষ বসু—জামালপুর।
বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়—ঢাকা।
"যদুনাথ রায়—রামপুরহাট।
"লালা রলারাম—মুলতান।

বাবু কেশবচন্দ্র সেনের গত টাউনহল বক্তৃতায় ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী ও ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বনাশজনক কতকগুলি মত যাহা এত দিন গোপনে গোপনে পোষিত হইতেছিল, তাহা প্রকাশ্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। চিন্তাশীল ব্রাহ্মগণ তাহা স্পষ্ট বুঝিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারেন; কিন্তু অনেক ব্যক্তি তাহাতে মোহিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজমধ্যে পুনরায় নরপূজা ও একটী উপধর্ম্ম প্রচারণের সহায়তা করিতে পারেন, এই জন্য এরূপ মতের দোষ স্পষ্ট প্রদর্শন আবশ্যক। ঢাকার বাবু শীতলা কান্ত চট্টোপাধ্যায় এবং বান্ধব সম্পাদক বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রকাশ্য বক্তৃতাদ্বারা কেশব বাবুর দূষণীয় মতের সমালোচনা করিয়াছেন। এ সময় সর্ব্বস্থানের ব্রাহ্মগণের ব্রাহ্মসমাজের বিশুদ্ধ ভাব রক্ষার্থ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

প্রেরিতপত্র

মহাশয়

১লা মাঘ তারিখের তত্ত্বকৌমুদীতে শ্রীযুক্ত পদ্মহাস গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত দাস সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য মহাশয়দ্বয় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম মন্দিরের জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে যে পরামর্শ দিয়াছেন তাহা আমাদের মতে যুক্তি যুক্ত বোধ হয় না। বিশেষতঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহের যখন ভিত্তিস্থাপন হইয়া গিয়াছে, তখন সামান্য একটী উপাসনা মন্দিরের জন্য সাধারণের নিকট বন্ধুদিগকে অপদস্থ করা ভাল দেখায় না। ইহা অতি আক্ষেপের বিষয় বটে যে যে ব্রহ্মমন্দির সাধারণ ব্রাহ্মদিগের এক এক বিন্দু ঘর্ম্মদ্বারা নির্ম্মিত হইল, তাহা কেবল কতিপয় ব্রাহ্মের ও প্রচারকের নিজস্ব সম্পত্তি রূপে ব্যবহৃত হইতে চলিল। যাহা হউক সে জন্য দুঃখিত হইয়া বন্ধুদিগকে রাজ দ্বারে উপস্থিত করা অতিশয় হীনতার কার্য্য। যাঁহারা এক সময় ধর্ম্মের জন্য যৎপরোনাস্তি ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা যদি এক্ষণে সাধারণকে একটী পার্থিব গৃহের অধিকার চ্যুত করিয়া উহাতে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করত সুখী ও সন্তুষ্ট হন, হউন। ইহাতে তাঁহাদেরই মহত্ত্বের হানি হইল। অতএব বন্ধুদ্বয়ের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা, তাঁহারা যেন আর এ বিষয়ের জন্য উত্তেজনা না করেন।

নিবেদন

জামালপুর
ইং৩১ জানুওয়ারী

শ্রীআশুতোষ বসু।

আমি একটি বিষয়ের উল্লেখ করিব মনে করিয়াছি। তাহা যদিও নূতন নহে, কিন্তু পুনরুত্থাপন আবশ্যক।

আজ কাল হিন্দু সমাজ মধ্যে প্রধানতঃ ৪টি শ্রেণীর হিন্দু দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম শ্রেণীর হিন্দুগণ আচার ও ব্যবহার ধর্ম্মাক্রান্ত। ব্রাহ্ম শব্দে কর্ণে অঙ্গুলি দেন ও মুখে নিন্দা হইতে অভিশাপ পর্য্যন্ত করেন। ২য় শ্রেণীর হিন্দুগণের ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহার। তবে মধ্যে মধ্যে কেহ কেহ অতি গোপনে, কেহ কেহ অপেক্ষাকৃত অল্প গোপন হইতে ক্রম প্রকাশ্যে অখাদ্যাদি ভক্ষণ করিয়া থাকেন। ৩য় শ্রেণীর হিন্দুগণই ইয়ং বেঙ্গল। ইঁহাদিগের অধিকাংশই প্রকাশ্যে হিন্দু আচার-ব্যবহার-ধর্ম্ম-বিরোধী; কিন্তু স্বাভাবিক ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক বিভাগ সম্বন্ধে অনেকেই উদাসীন। যাঁহাদিগের অন্তরে ধর্ম্মানুরাগ আছে, তাঁহাদিগের অনেকেও সমাজের প্রতি উদাসীন। কেহ কেহ সমাজ-সংস্কারক, কিন্তু সমাজ সংস্করণে হস্তক্ষেপ না করিয়া উহা কালস্রোতে নিক্ষেপ করেন, না হয় উপযোগী সংস্কারকগণের সমবেত চেষ্টা ও বলের প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। ইঁহাদিগের মধ্য হইতেই ব্রাহ্মসমাজ লোকবল প্রাপ্ত হইতেছেন। ৪র্থ শ্রেণীর হিন্দু যাঁহারা, তাঁহাদিগের মধ্যেই মান্যবর দেশহিতৈষী মহাত্মা শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণকে দেখিতে পাওয়া যায়।

দেশীয়, পৈত্রিক, আজ আমাদিগের এত গৌরবের প্রাণসম প্রিয় হিন্দু নামে পরিচিত হইতে যদি এই সমস্ত শ্রেণীর হিন্দুগণ মধ্যে কাহার আপত্তি থাকে,—ব্রাহ্মসমাজ যে যে উন্নতি সাধন করিতেছেন, প্রিয় হিন্দু নাম রক্ষা করিয়া তাঁহারা সেই সেই উন্নতি সাধন করিব বলিয়া যদি অদ্যই অগ্রসর হন, কল্যই দেখিতে পাইবেন আমরা কি না করিতে প্রস্তুত?

অথচ উপযুক্ত প্রবর্ত্তকগণ অভাবে, হায়! আজ আমরা কি স্বেচ্ছাচারী।

ব্রাহ্মসমাজই প্রকৃত ও সংস্কৃত হিন্দু সমাজ। কালে হিন্দু ব্রাহ্ম বলিয়া কিছুই প্রভেদ থাকিবে না। তবে কেন এত অভিমান, কেন এত লজ্জা, কেন এত ঔদাস্য? আর আলস্য নিদ্রায় থাকিলে চলিবে না। উঠুন, জাগ্রত হউন; আসুন হিন্দু-ব্রাহ্ম হিন্দু হউন, আর ব্রাহ্ম-হিন্দু ব্রাহ্ম হউন। আসুন সকলেই প্রকৃত ও সংস্কৃত হইয়া যাই। যাহা কিছু মন্দ পরিত্যাগ করি। যাহা কিছু ভাল গ্রহণ করি। এখন উভয় সমাজের প্রধান প্রধান হিতৈষীগণ এক-মত হইয়া কি ভাল কি মন্দ স্থির করুন। যে একতা ও কার্য্য-তৎপরতা ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না, তাহাই এই দেখুন এত অল্প দিনের মধ্যেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংগঠন করিল। প্রকাণ্ড হিন্দু সমাজের যে সমস্ত ব্রাহ্ম সমাজের কয় জন লোক তাহার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। আর আজ দেখুন তাহাতে কত উৎসাহী লোক কি না করিতে প্রস্তুত? সেই দিন—সেই শুভ দিন মনে করিতেও কি সুখ, যে দিন আমাদিগের পরম প্রিয় হিন্দু সমাজ বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া সমস্ত হিন্দু ও ব্রাহ্মগণকে আবার একত্র করিবেন। হায়! সে দিন কি হবে? পাঠকগন আসুন আমরা সকলেই একবার কেবল এই কথাটী মাত্র হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে বলিয়া উঠি "হায় সে দিন কি হবে" আর পরিশ্রম করিতে থাকি। আপনাদিগের মধ্যে এত বিদ্বান, বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান, প্রেমিক, উৎসাহী, উন্নত, সত্যধর্ম্ম প্রবর্ত্তক থাকিতেও আমাদিগের দুঃখী হিন্দু সমাজের কেবল মাত্র দুইটি সন্তান মধ্যে ১টি স্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। সেইটিকে মাতৃক্রোড়ে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কেহই যে চেষ্টা করিবেন না, ইহা কে বিশ্বাস করিবে?

ধন্য ব্রাহ্মসমাজ! বাক্য, মন, ও কার্য্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে আপনি এখনও অক্ষম, তথাপি যে সক্ষম হইবেন তাহার মূল—সাহস প্রদর্শন করাতেই বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এখন আর একটি সাহসের কথা উপস্থিত। ক্ষতিভয়ে অথবা লাভ আশায় পৃথক হইয়া আর কত দিন থাকিবেন? নূতন সমাজ সংগঠন কার্য্যেই যে ব্যস্ত! হিন্দু সমাজের দশা কি হইতেছে? তাঁহার ঋনের কথাটা উল্লেখ করিতেছি, কত দূর পরিশোধ করিলেন? না দিন দিন তাঁহারই সন্তান বল ক্ষয় করিতেছেন। অগ্রসর হউন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় প্রধান প্রধান দেশহিতৈষী পণ্ডিত মহাশয়গনকে—সুরেন্দ্র বাবুর ন্যায় রাজনীতিজ্ঞ মহাশয়গণকে সবিনয়ে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করুন। সমস্ত হিন্দু ও ব্রাহ্ম জ্ঞানবানগন একত্র হইয়া আমাদিগের ন্যায় অজ্ঞানান্ধ, না হিন্দু না ব্রাহ্মদিগকে উপযোগী শিক্ষা দান করুন। কেবল আধ্যাত্মিক বলের নিমিত্ত বক্তৃতা সকলের নিকট সমান কার্য্যকর হয় না। শারীরিক ও মানসিক বল অগ্রে আবশ্যক। সেরূপ বক্তৃতা করিতে কাহাকেও যে দেখিতে পাওয়া যায় না। অজ্ঞাতসারে অসতর্কতা হেতু আমাদিগের দিন দিন এত অমঙ্গল ঘটিতেছে, তাহা কে দূর করিবে? আপনারা সকলে, যে কোন উপায়েই হউক, আমাদিগকে যদি না বুঝাইয়া দেন, তবে আমাদিগকে কে বুঝাইবে যে, আমাদিগের সে কাল নাই, সে স্বাস্থ্য নাই, সে ধন নাই, সে রাজা নাই, সে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ নাই যাঁহারা সেই কালের অভাব বুঝিয়া জাতিভেদ, আচার, ব্যবহার ও ধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তেরই শাস্ত্রাদি করিয়া গিয়াছেন। আপনারাই আমাদিগের ব্যবস্থাপক। কেবল ব্রাহ্মসমাজ এ কথা বলিলে কোন্ হিন্দু সন্তান তাহাতে কর্ণপাত করিবে? ব্রাহ্মগণ, আপনারা হিন্দু সমাজের কয় জন? বর্ত্তমান সময়ের সমস্ত হিন্দু ও ব্রাহ্মসংস্কারকগণ এক মত হইতে চেষ্টা করুন। আর আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত আপনাদিগের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে চেষ্টা করুন। আর অনিষ্টকর প্রথা সকল পরিবর্ত্তন নিমিত্ত রাজার সাহায্যও যদি আবশ্যক হয় গ্রহন করুন। মূল সমাজ সংস্কার না করিলে অর্থাৎ বর্ত্তমান অভাব মোচনোপযোগী যাহা কিছু আবশ্যক, সকল বিষয়েই হস্তক্ষেপ না করিলে আমাদিগের আর নিস্তার নাই।

এক দিকে "আচারভ্রষ্ট ম্লেচ্ছ" রব গগন ভেদ করিতেছে। আর এক দিকে উপবীত, অনুষ্ঠান লইয়া বিবাদ উপস্থিত। এক দিকে অন্নাভাব; আর এক দিকে বৈরাগ্য বিনা মান থাকে না, প্রাণও বাঁচে না। এক দিকে সাধন ভজন উপাসনা কর; আর এক দিকে জীবনে পরিণত কর। এক দিকে ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা এত উন্নতি; আর এক দিকে সভ্য ইংরাজ রাজই তাহার মূল। এক দিকে একাকার; আর এক দিকে তোমার ইচ্ছা।

হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজদ্বয়ের পার্থক্য এক দিকে কিছুই নহে, আর এক দিকে এত অধিক যে একটী সামান্য মনুষ্যও সহজে দেখিতে সক্ষম। হিন্দু সমাজ ভগ্ন হইতেছে, আর ওদিকে নূতন নূতন ব্রাহ্মসমাজ গঠিত হইতেছে। যত দিন হিন্দুগণ সকলেই ব্রাহ্ম না হইতেছেন, তত দিন তাঁহাদিগের দুর্গতি বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস হইবার সম্ভাবনা কোথায়? ইহার এক মাত্র উপায় কেবল ক্রন্দনধ্বনি। হায় হিন্দু সমাজ! তোমার মৃত্যু কি এইরূপ যন্ত্রণাদায়ক? না ব্রাহ্মসমাজ ক্রমশঃ তোমার সুসন্তান হরণ করিবে, আর তুমি গুটিকত কুসন্তান লইয়া পর্ব্বত ও বনবাসীদিগেরন্যায় ক্রমশঃ আরও অসভ্য হইয়া থাকিবে? যদি তুমি অমর হও, তোমার এই দশা ঘটিবেই ঘটিবে, কিম্বা তোমার বল থাকে, ব্রাহ্মগণকে হিন্দু করিবে। আর যদি তোমার ভাগ্যে মৃত্যু থাকে, ব্রাহ্মগণই তাহার কারণ।

পাঠকগণ! এ সম্বন্ধে আর মৌনাবলম্বন করা মহা পাপ। এখন একটা কথারও মূল্য অনেক। বিশেষতঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রত্যেক কথারই সার গ্রহণ করিতে ও পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত।

আগড়পাড়া।
বেলঘরিয়া ডাকঘর অন্তঃপাতী।
১০ই ফাল্গুন শকব্দা ১৮০০।

বশম্বদ
শ্রীঅঘোরনাথমুখোপাধ্যায়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-গৃহ নির্ম্মাণার্থ সাহায্য।

ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত	৩৪২৯৷৷০
শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায়, কলিকাতা	২৫০
,, গুরুচরণ মহলানবিশ, ঐ	২০০
,, কালীনাথ দত্ত, মজিলপুর	১০০
,, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, কলিকাতা	১৫
,, কালীশঙ্কর শুকুল	৪০
,, কৃষ্ণকুমার মিত্র	৩০
,, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র	২০
,, ত্রৈলোক্যনাথ দেব	৪০
,, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী	১০০
,, যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১০০
,, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩০
,, যদুমাধব সেন	১০
,, বেণীমাধব পাল	১০
,, অতুলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০
,, কেদারনাথ ঘোষ	১৫
,, অভয়দাস বসু	১৫
,, নবকুমার বিশ্বাস, ঢাকা	২০
,, প্রসন্নকুমার ঘোষ, কলিকাতা	১০
,, মধুসূদন রাও, কটক	১০
,, হরনাথ বসু, কলিকাতা	৩০
,, শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫০
,, মহেন্দ্রনাথ মল্লিক, কলিকাতা	২৫
,, ভুবনমোহন সেন, ফরিদপুর	৫০
,, রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, নড়াইল	২১০
,, বিপিনকৃষ্ণ বসু, নাগপুর	১০০
,, নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভাগলপুর	২০০
,, রজনীনাথ রায়, বম্বাই	৬০০
এক বন্ধু, উড়িষ্যা	১৫০
,, এ, কে, সি, কলিকাতা	৬০
,, যদুমণি ঘোষ, কটক	৫০
,, মহেন্দ্রনাথ দাস, কলিকাতা	৫০
,, ভুবনমোহন ঘোষ, ঐ	৪০
,, রাখালচন্দ্র সেন	১০০
,, জি, সি, মল্লিক	২৫
,, এন, সি, মল্লিক	৫০
,, গুণাভিরাম বড়ুয়া, নগাঁও	১০০
,, ভগবানচন্দ্র বসু, রাড়ীখাল	৬০০
,, চন্দ্রকান্ত বসু, রঙ্গপুর	১০
কোন ইউরোপীয় মহিলা	১০০
,, কেদারনাথ কুলভী,	২০
,, রজনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মুলতান	৫
	৭,১৮৯৷৷০
একজন ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীন বন্ধু (প্রাপ্ত)	৭০০০
	১৪১৮৯৷৷০

ক্রমশঃ—

১৮৭৯ সালের জানুয়ারি মাসের আয় ব্যয়ের বিবরণ।

আয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

এককালীন দান	৭৵৫
বার্ষিক দান	২৪৷০
মাসিক দান	৪১
	৭২৷৵৫

প্রচার ফণ্ড।

বার্ষিক দান	৷৷০
মাসিক দান	৩৮৷৷০
	৩৯
ব্রাহ্মসমাজ কমিটীর অবশিষ্ট চাঁদা	৪৫৷৵৫
তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য	৪৪৷৷০
সমালোচকের পূর্ব্বের মূল্য	৬/১৫
	২০৭৷৷৫

ব্যয়।

পূর্ব্বের অতিরিক্ত ব্যয়	৩২ ১২
প্রচারকদিগের ব্যয়	৯৭৷৷০
আফিসের কর্ম্মচারীর বেতন	১০৸/১০
ঘর ভাড়া	২৷৷০
আলমারি ক্রয়	২৭৷৷০
তত্ত্বকৌমুদীর ব্যয়	৬০৷৵১০
বিবিধ ব্যয়	৮
	২৩৮৸/১৫
অতিরিক্ত ব্যয় অর্থাৎ ফাজিল	৩২৷/১০

আয়ের বিবরণ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এককালীন দান।

বাবু হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা	১
,, প্রসাদদাস মল্লিক ঐ	৷৷০
,, ভগচ্চন্দ্র দাস, শিবশাগর	৩৸৵৫
,, আনন্দচন্দ্র রায়, শিলিগুড়ি	১৸/০
	৭৵৫

বার্ষিক দান।

বাবু বিপিনবিহারী পাল, কলিকাতা	১
,, রামচন্দ্র ঘোষ,	১৷০
,, হারাণচন্দ্র মিত্র, হরিনাভি	১
,, কান্তিমণি দত্ত, রঙ্গপুর	৷৷০
,, গোপালচন্দ্র মল্লিক, কলিকাতা, ২ মধ্যে	১
,, রাজচন্দ্র চৌধুরী, কলিকাতা	৷৷০
,, প্রসন্নকুমার ঘোষ ঐ	১
,, রজনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আদামহাল মূলতান	৷৷০
,, নীলমণি মিত্র, কোননগর	৷৷০
,, নেপালচন্দ্র মল্লিক, কলিকাতা, ৪ টাকার মধ্যে	২
,, রাধাকান্ত ঘোষ ঐ ৬ মধ্যে	২
,, গগণচন্দ্র ঘোষ ঐ	৷৷০
,, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দপুর	৷৷০
,, কৈলাসচন্দ্র সেন, সৈয়দপুর	৷৷০
,, চণ্ডীচরণ সিংহ, মুঙ্গের	৩
,, জয়শঙ্কর সেন, কুমিল্লা	৷৷০
,, অনন্তদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপুরহাট	১

„ কেদারনাথ কুলভি, বাঁকুড়া	১॥০
„ কালীকান্ত সেন, কলিকাতা	॥০
„ উপেন্দ্রনাথ ভূম্যধিকারী, কলিকাতা	১
„ প্যারীমোহন মিত্র, কোন্নগর	১
„ আশুতোষ বসু, দার্জ্জিলিং	৩
	২৪।০

মাসিক দান।

বাবু শিবচন্দ্র দেব, জানুয়ারি মাসের দান	২
„ গোপালচন্দ্র ঘোষ, শিবসাগর, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নবেম্বর, ৩ মাসের	৩
„ ভগবানচন্দ্র বসু, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের ২ মাসের	৩০
„ দুর্গামোহন দাস, ডিসেম্বরের	২
„ পার্ব্বতীচরণ দাস, পূর্ণীয়া, অক্টোবর ও নবেম্বর ২ মাসের	৪
	৪১
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মোট আয়	৭২৵৫

প্রচার ফণ্ডের আয়।

বার্ষিক দান।

বাবু রজনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মুলতান	॥০

মাসিক দান।

বাবু উমাচরণ দাস, ভবানীপুর, নবেম্বর ও ডিসেম্বর ২ মাসের	২
কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ, জানুয়ারির	৪
বাবু প্রেমদাচরণ সেন, কলিকাতা, নবেম্বর, ডিসেম্বর ও জানুয়ারি, ৩ মাসের	১॥০
„ দুর্গামোহন দাস, ডিসেম্বরের	১৫
পার্ব্বতীচরণ দাস, পূর্ণিয়া, অক্টোবর ও নবেম্বর ২ মাসের	১৬
	৩৮॥০
প্রচার ফণ্ডের মোট আয়	৩৯

ব্রাহ্মসমাজ কমিটীর অবশিষ্ট চাঁদা।

বাবু চণ্ডীচরণ সেন, জলপাইগুড়ি	২০
„ জগচ্চন্দ্র দাস, শিবসাগর	১০
„ শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর	৯।৵৫
„ রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, নড়াইল	৬
	৪৫।৵৫

সমালোচকের পূর্ব্বের মূল্য।

„ প্রসন্নকুমার আচার্য্য, শিবসাগর	৫/১৫
„ জগচ্চন্দ্র দাস, শিবসাগর	১
তত্ত্বকৌমুদীর আয়।	৬/১৫
বাবু আশুতোষ বসুর স্ত্রী (দার্জ্জিলিং)	২
স্বতন্ত্র হিসাবের লিখিত মূল্য আদায়,	৪২॥০
	৪৪॥০

ব্যয়ের বিবরণ।

প্রচারকগণ।

বাবু গণেশ চন্দ্র ঘোষ,	১৭
„ শিবনাথ শাস্ত্রী,	৪৩
„ রামকুমার ভট্টাচার্য্য,	৭॥০
„ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী,	২০
	৭৭॥০
বাবু নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্যার্থ এককালীন দান,	২০

আফিসের কর্ম্মচারীর বেতন।

অবিনাশ চন্দ্র দাস, ডিসেম্বর,	৬
সুখময় ঘোষ,	৪৸/১০
	১০৸/১০
ঘরভাড়া, ডিসেম্বর,	২॥০
আলমারি,	২৭।০

বিবিধ ব্যয়।

গাড়িভাড়া,	১৸৵০
চিঠি রেজিষ্টরি করিবার খরচ,	।/০
মুটে ভাড়া,	।০
বার্ষিক রিপোর্ট ছাপিবার কাগজ,	৫
ব্রাডশ পুস্তক,	॥০
	৮

আগামী ৩রা মাঘ সোমবার রাত্রি নটার সময় মৃজাপুর ষ্ট্রীট ১৩নং ভবনে উপাসক মণ্ডলীর একটী বিশেষ সভা হইবে তাহাতে ইহার কার্য্য প্রনালী প্রভৃতি স্থিরীকৃত হইবে। সকল সভ্য সভাস্থ হইয়া কার্য্য সম্পাদনের সহায়তা করেন, একান্ত প্রার্থনীয়।

কলিকাতা } শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী
২৫এ ফেব্রুয়ারি } সম্পাদক।

Printed and published by E. C. Bose, at the Sadharan Brahmo Samaj Press, 93, College Street, Calcutta.

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা].

১ম ভাগ। ২০শ সংখ্যা। | ১লা চৈত্র, শুক্রবার, ১৮০০ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩

গত দুই বারের তত্ত্বকৌমুদীতে ঈশ্বরানুপ্রাণিত আত্মা এই নামে দুইটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, আমাদের কোন কোন বন্ধু তাহার কোন কোন অংশের প্রতি আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত উভয় প্রবন্ধে লেখকের মনের কথা প্রকাশ হয় নাই। আদেশের মতটী সম্প্রতি অনেক ব্রাহ্মের নিকট যে আকার ধারণ করিতেছে এবং যে প্রণালীতে অনেকে ঈশ্বরাদেশের অন্বেষণ করিয়া থাকেন তাহার প্রতিবাদ করিয়া ঈশ্বরানুপ্রাণিত শব্দটীর প্রকৃত অর্থ কি তাহা প্রদর্শন করাই লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। যাহা হউক লেখক এ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত সকলের মত তাহা যেন কেহ মনে না করেন; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মত বলিয়া কোন একটী বিশেষ মত নাই, থাকিতেও পারে না, কারণ সকল শ্রেণীর সকল প্রকার মতের ব্রাহ্মগণই ইহার সভ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছেন।

আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকেরা একটী প্রবাদ বচন সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকেন; সেটী এই "যারে কর মর মর সেই পায় দেবীর বর।" গৃহস্থের বাড়ীতে এক এক সময় এক একটী দুরন্ত বালক দেখা যায়। তাহাকে দমন করিয়া রাখাই দুষ্কর; লোকের সমক্ষে এমন সকল গৃহছিদ্র প্রকাশ করে যাহাতে পিতা মাতাকে লজ্জিত হইতে হয়; এক স্থানে থাকে না; যে বিষয়ে তাহার কথা কহিবার প্রয়োজন নাই, সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে; যে স্থানে যাওয়া পিতা মাতার অনভিপ্রেত সে স্থানে যায়। এরূপ দুরন্ত শিশু সচরাচর আত্মীয় স্বজনের চক্ষের শূল স্বরূপ হয়। সকলেই তাহাকে মর মর করিতে থাকে। কিন্তু বিধাতার কি বিড়ম্বনা, সেই শিশু যেন অক্ষয় অমর হইয়া উঠে। সে আগুণে পোড়ে না, জলে ডুবে না, বরং দিন দিন অসুরের বল প্রাপ্ত হইতে থাকে। আমরা দেখিতেছি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্ম সংসারে সেইরূপ দুরন্ত ছেলে হইয়া উঠিল। গৃহস্থের দুরন্ত শিশুর ন্যায় ইহাও ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তাদিগকে অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক মহাশয়দিগকে বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছে। দুরন্ত শিশু এমন সকল কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিতেছে যাহাতে কর্ত্তাদিগকে সময়ে সময়ে লজ্জিত হইতে হইতেছে। কর্ত্তাদিগের ইচ্ছা যে এই শিশু মফস্বল সমাজে না যায়; তাহাও যাইতেছে। কেবল তাহাও নহে, প্রচারক নিযুক্ত করিব, প্রচার কার্য্যের ভার লইব, অর্থ সংগ্রহ করিব, মন্দির নির্ম্মাণ করিব ইত্যাদি অনধিকার চর্চ্চাতেও প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাই কর্ত্তারা বলিতেছেন, "আমরা জীবিত থাকিতে এরূপ অনধিকার চর্চ্চা কি সহ্য হয়" [সুলভ সমাচার] এবং সেই জন্যই তাঁহারা ঘরে পরে মর মর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দুই দশ জনে একত্র হইলেই মর মর, রবিবাসরীয় পবিত্র মিরারে মর মর, সুলভ সমাচারে মর মর, আবার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার যে এক খানি ত্রৈমাসিক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেও মর মর। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ইত্যবসরে দুরন্ত বালকের ন্যায় ব্রাহ্মসমাজ রূপ প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া কর্ত্তাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছে, "যারে কর মর মর সেই পাবে দেবের বর।" ব্যঙ্গ পরিহার পূর্ব্বক বলিতে গেলে বলিতে হয় বার বার এক জনের মৃত্যু কামনা করা ভাল দেখায় না। তাঁহারাত জানেন যে ব্রাহ্মসমাজে তাঁহারা ভিন্ন অন্যের আর করিবার কিছু নাই, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া যিনি যাহা করিবেন সমুদায় পণ্ড হইবে; যদি এ বিশ্বাস সরল বিশ্বাস হয় তাঁহাদের ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। মৎস্যের মৃত্যু যখন নিশ্চিত তখন সে এ দিক ওদিক একটু খেলাইয়া বেড়াক না কেন? এই বলিয়া কেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে একটু খেলিবার অনুমতি দিন না। ভাল আর একটা কথাওত তাঁহারা ভাবিতে পারেন; ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার ক্ষেত্র সুবিস্তীর্ণ, আমরা অল্প সংখ্যক, ইহারা যদি এ ক্ষেত্রে কিছু কার্য্য করিতে চায় করুক। মৃত্যু-কামনাতে ফল কি?

বন্ধুরা যেরূপ মৃত্যু কামনা ও আমাদের অকাল মৃত্যু সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন আমাদের কিন্তু সেরূপ মৃত্যু ভয় এখনও উপস্থিত হইতেছে না। বন্ধুরা হয়ত বলিবেন রোগী কি কখন আপনার আসন্ন মৃত্যু জানিতে পারে? সে যাহা হউক, আমাদের মৃত্যুর আশঙ্কা না হইয়া বরং স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ জীবনের আশাই বৃদ্ধি হইতেছে। আমরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় মধ্যে ঈশ্বরের অঙ্গুলির বিশেষ চিহ্ন

দেখিতে পাইতেছি। কয়েক বৎসরাবধি ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে একতন্ত্র প্রণালী প্রচলিত হইয়া যে সকল দূষিত মত ও অনুষ্ঠান প্রচলিত হইতেছিল এবং যাহা নিবারণের উপায়াভাবে অনেকে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি উদাসীন হইতেছিলেন সেই সকল অনিষ্ট নিবারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ সাধন করিবার উদ্দেশেই সাধারন ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় হইয়াছে। বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ত্রৈমাসিক বিবরণের একস্থানে বলিয়াছেন যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগকর্ত্তাদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রবীণতা নাই সুতরাং লোকে বিশ্বাস করিয়া তাহাদের অনুসরণ করিবে না। এ কথা সত্য কিন্তু তাঁহারা যখন আদি সমাজ পরিত্যাগ করেন তখন কোন দিকে প্রবীণতা ছিল? দেবেন্দ্র বাবুর দিকে না তাঁহাদের দিকে? তবে তাঁহাদের প্রতি লোকের বিশ্বাস ও আস্থার উদয় হইল কিরূপে? তাঁহারা যে সোপান পরম্পরাতে পদবিক্ষেপ করিয়া উঠিয়াছেন এক্ষণে সেই সকল সোপান বিস্মৃত হইতেছেন। আদি সমাজের সহিত যখন উন্নতিশীল দলের প্রথম বিবাদ উপস্থিত হয় তখন লোকে কি দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিল? লোকে দেখিল একদিকে একতন্ত্র-প্রণালী-প্রিয়তা অপর দিকে সাধারণ-তন্ত্রপ্রণালীপ্রিয়তা, এক দিকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সাম্প্রদায়িক ভাব অপর দিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বজনীন উদারতা, একদিকে অনুষ্ঠান বিষয়ে স্থিতিশীলতা অপর দিকে বিশ্বাস ও কার্য্যের একতা বিধানের জন্য ব্যগ্রতা। বন্ধুরা যদি ভাবিয়া দেখেন দেখিবেন যে এই সকলগুণেই তাঁহারা শত শত ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন এবং ইহাও দেখিবেন যে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া তাঁহারা এক একটী করিয়া তাহাদের পূর্ব্ব ভাব পরিত্যাগ করিয়া আসিতেছেন। যাঁহারা পূর্ব্বে বার বার প্রতিনিধি সভার আয়োজন, ও নিয়মতন্ত্র প্রণালীর প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের পর, বিফল প্রযত্ন হইয়া, "ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা।" (Struggle after religious independence.) বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া আদিসমাজ পরিত্যাগ করেন, তাঁহারাই এক্ষণে একনায়ক প্রণালীর পক্ষপাতী হইয়াছেন; যাঁহারা এক সময়ে জাতিভেদের চিহ্ন ধারণাপরাধে আদিসমাজের উপাসনাতে যোগ দিতে অক্ষম হইয়াছিলেন তাঁহারা এক্ষণে এসকলকে সামাজিক সংস্কার ও নিকৃষ্ট কার্য্য বলিয়া গণনা করিতেছেন, এবং উপাসক ও সমাজ সংস্কারক এই মহানর্থকর শ্রেণীবিভাগ করিতেছেন; যাঁহারা প্রথমাবধি বাল্য বিবাহের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া আসিয়াছেন তাঁহারা এক্ষণে অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুর বিবাহকে পবিত্র ও আধ্যাত্মিক বিবাহ এবং বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের বিবাহকে অপবিত্র ও ইন্দ্রিয়-সুখ-প্রধান বিবাহ বলিয়া গণনা করিতেছেন, যাঁহাদের কেহ কেহ এক সময়ে আপনাদের সহধর্ম্মিণীদিগকে প্রকাশ্য স্থানে লইয়া যাইবার জন্য বিবীদিগের ন্যায় সাজ পর্য্যন্ত করিয়াদিয়া ছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে সহধর্ম্মিণীদিগকে লোকের দৃষ্টি হইতে প্রচ্ছন্ন করিবার জন্য যবনিকার পর যবনিকা দিতেছেন। বলিতে কি সকল বিষয়েই তাঁহারা সত্যকে পরিত্যাগ করিয়া ভ্রমের আশ্রয় লইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের মৃত্যু কামনা করি না এবং সে ভবিষ্যদ্বাণী করিবার অভিপ্রায়ও নাই। তবে এই মাত্র বলি তাহারা যখন অসত্যের আশ্রয় লইয়াছেন তখন তাঁহাদের নিস্তার নাই। "সমূলো বা এষ পরিশুষ্যতি যোনৃত মভিবদতি।" যে অসত্যকে আশ্রয় করে সে সমূলে পরিশুষ্ক হয়। এই কথা গুলি ব্রাহ্মমাত্রেরই স্মরণ রাখা উচিত। ইতিহাস পাঠক মাত্রকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় নেপোলিয়নের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল কেন, তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিবেন, তিনি সাধারণ তন্ত্রের পক্ষ ছিলেন বলিয়া, পতন হইল কেন অবশেষে সে পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া, বন্ধুরা এ দুইটী উত্তরও স্মরণ রাখিবেন।

তাড়িত প্রবাহ যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়, তখন সচরাচর হয় একটী বৃক্ষ না হয় একটী লৌহ দণ্ড না হয় অপর কোন একটী পদার্থ অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকে। সেই রূপ স্বর্গীয় ভাব যে মানবের হৃদয়ে অবতীর্ণ হয় তাহারও এক একটী অবলম্বন এবং অনুকূল অবস্থা আছে। উপাসনাশীল হইলেই আত্মার সেই অনুকূল অবস্থা উপস্থিত হয়। উপাসনা কালে আত্মার সদ্ভাব সকল যেন উন্নত হয়, যেন এক প্রকার উজ্জলতা প্রাপ্ত হয় এবং সেই সময়ই স্বর্গীয় পবিত্রতার আবির্ভাবের উপযোগী সময়। এই কারণে আমরা বলি যদি কেহ আধ্যাত্মিক সত্য সকল আবিষ্কার করিতে ইচ্ছুক হন, যদি কাহারও পবিত্রতা দ্বারা আত্মাকে অনুরঞ্জিত করিবার বাসনা থাকে, যদি কাহারও সমাজ মধ্যে ধর্ম্মভাব রক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তিনি নিজে যেন উপাসনাশীল হইবার অভ্যাস করেন। গৃহে অগ্নি লাগিলে যেমন কখনও কখনও দেখা যায় যে বহুসংখ্যক লোক কেবল কি হইল কি হইল বলিয়াই চীৎকার করে কিন্তু ততক্ষণ দশজনে দশ কলস জল আনিলে যে সে অগ্নি নির্ব্বাণ হইবার পক্ষে সাহায্য হইতে পারে তাহা বুঝিতে পারে না; অনাবৃষ্টি নিবন্ধন জল কষ্ট হইয়াছে সকলেই বলিতেছে, কিন্তু দশজন প্রতিজ্ঞা করিয়া লাগিলে দশদিনে যে দশটী কূপ খনন করিতে পারে তাহা কাহারও উদ্বোধ হয় না। সেইরূপ ধর্ম্মসমাজ মধ্যেও সময়ে সময়ে অনেকের মুখে শুনা যায় যে সমাজ মধ্যে ভক্তি ও ধর্ম্ম ভাবের ম্লানতা উপস্থিত হইয়াছে। যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি সকলেই বলেন সমাজ মধ্যে ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতার অল্পতা হইয়াছে, কিন্তু তন্নিবারণের উপযোগী সাধনে অতি অল্প সংখ্যক লোককেই অগ্রসর হইতে দেখা যায়। উপাসনাশীল হইব না অথচ ভক্তি এবং আধ্যাত্মিকতার বৃদ্ধি হইবে, কথার ভঙ্গীতে বোধ হয় সকলের অভিপ্রায় এই প্রকার। "পিপাসা" "পিপাসা" করিয়া সকলে চীৎকার করে, কিন্তু কোদালি ধরিয়া জল দাও বলিয়া পৃথিবীকে কেহ আঘাত করে না। ব্রাহ্মপাঠকগণ ভাবিয়া দেখিবেন আমরা অনেকেই সময়ে সময়ে এইরূপ ভ্রমের কার্য্য করিয়া থাকি।

নিয়ম পূর্ব্বক ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করা ধর্ম্ম সাধনের একটী প্রধান অঙ্গ। নদীর স্রোত বহমান থাকিলে তাহার জল যেমন পরিশুদ্ধ এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী হয় এবং সেই স্রোত বন্ধ হইলে যেমন জল দূষিত এবং অস্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে, সেই রূপ যে মনে নিত্য নূতন সত্যের গতায়াত বন্ধ হয় সেখানে ত্বরায় ভ্রম ও কুসংস্কারের আবর্জ্জনা জন্মিয়া যায়। প্রথমতঃ গ্রন্থ পাঠের অভ্যাস থাকিলে লোকের উদারতা বৃদ্ধি হয়। লোকে দেখিতে পায় তাহারা যে সত্য যে ভাবে দেখিতেছে ঠিক সেই সত্য আর দশ জনে দশ ভাবে দেখিয়াছে, ইহা দেখিলে লোকের উদারতার শিক্ষা হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ গ্রন্থ পাঠের অভ্যাস না থাকিলে, লোকের নিজের সামান্য সামান্য চিন্তাকেও এক একটী অপরূপ নূতন সত্যের আবিষ্কার বলিয়া প্রতীতি হয়। গ্রন্থ পাঠ করিলে এরূপ ভ্রমে পড়িতে হয় না; কারণ আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই যে চিন্তা আমাদের নিকট নূতন বলিয়া প্রতীত হইতেছিল, তাহা হয়ত অধিক পরিষ্কার ও সুন্দর ভাবে অপরের দ্বারা বিবৃত হইয়াছে। ইহা দেখিলে মনুষ্যের আর অহঙ্কার করিবার অধিক থাকে না। যেমন ধনীর সন্তানেরা লোকের সহিত মিশে না বলিয়া অনেক সময় আত্মম্ভরি, স্বার্থপর, অনুদার ও সংকীর্ণ হইয়া থাকে ঠিক সেইরূপ গ্রন্থ পাঠের অভাবে মনুষ্য অনেক সময় অহঙ্কৃত, অনুদার, কুসংস্কারাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। এমন কি গ্রন্থ পাঠ বন্ধ করাতে বর্ত্তমান পণ্ডিতদিগের অগ্রগণ্য অগস্ত কোমতের ন্যায় লোকেরও বুদ্ধি শেষ দশায় হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি শেষ দশায় যাহা কিছু বলিয়া গিয়াছেন অনেকে তাহাকে বাতুলের প্রলাপের মধ্যে গণনা করেন। তিনি মানব-ধর্ম্ম নামে এক নূতন ধর্ম্ম সৃষ্টি করিবেন সংকল্প করিলেন; এবং সংবাদ পত্র পাঠ পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিলেন। অবশেষে তাঁহার মনে যে চিন্তাটী উদিত হয়, সেইটীই অপরূপ সত্য বলিয়া বোধহয়। এইরূপে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া তাঁহার নূতন ধর্ম্ম শাস্ত্রের নিষেধ বিধি সকল প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সকল ভাব যে অন্যান্য সম্প্রদায় তাঁহার অপেক্ষা অধিক সুন্দর রূপে বিকশিত করিয়াছিল তাহা তাঁহার হৃদবোধ হইল না। তিনি আপনাকে মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রথম উপদেষ্টা ও আচার্য্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং তাঁহার ব্যয় ভার বহন করা শিষ্যদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া প্রচার করিলেন। ইহা দেখিয়া জন ষ্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতি অনেক সুবিজ্ঞ শিষ্য চটিয়া গেলেন কিন্তু কোমতের সে উদ্বোধ হইল না। তিনি জ্ঞান চক্ষু বন্ধ করিয়া নিজের জগতেই বিচরণ করিতে লাগিলেন।

ধর্ম্ম প্রচার।

পণ্ডিতবর মোক্ষ মূলর জগতের ধর্ম্ম সকলকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; প্রচারক এবং অপ্রচারক। হিন্দু, য়িহুদা, বৌদ্ধ, মুসলমান, এবং খ্রীষ্টান এই পাঁচ প্রধান ধর্ম্মের মধ্যে হিন্দু এবং য়িহুদা এই উভয় ধর্ম্ম অপ্রচারক। ইহাঁরা যে কখনও অপর দেশের এবং অপর সম্প্রদায়ের লোকদিগকে নিজ মতাক্রান্ত করিবার জন্য কোন উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, কখনও যে সে জন্য প্রচারক নিয়োগ প্রভৃতি করিয়াছিলেন এরূপ, প্রকাশ পায় না। এক দিকে যেমন অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে স্বধর্ম্মে আনিবার চেষ্টা দেখা যায় না, অপর দিকেও তেমনি বিধর্ম্মীদিগকে গ্রহণ করিবারও বিধি দেখা যায় না। মুসলমানেরা অতি সহজে একজন খৃষ্টীয়কে স্বদলে গ্রহণ করেন, খ্রীষ্টীয়েরা অতি সহজে একজন হিন্দুকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া গ্রহণ করেন। কিন্তু একজন মুসলমান বা খ্রীষ্টানের সেরূপ সহজে হিন্দু সমাজ মধ্যে গৃহীত হইবার বিধি নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুসমাজ মধ্যে অভ্যুদিত হইয়া প্রচারব্রত গ্রহণ করিলেন কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম কখনই আপনাকে প্রচার করিবার চেষ্টা করিলেন না ইহার কারণ কি? বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, এবং মুসলমান এই তিন ধর্ম্মেরই প্রচারক ধর্ম্ম হইবার এক কারণ। এই তিনটীই প্রতিবাদ-সম্ভূত ধর্ম্ম। তিনটীই তৎ তৎ কালের প্রচলিত ধর্ম্ম বিশেষের কুসংস্কারের প্রতিবাদ মানসে প্রথমে অভ্যুদিত হইয়াছিল। য়িহুদা ধর্ম্মের সংস্কার মানসে খ্রীষ্টধর্ম্মের অভ্যুদয়, হিন্দুধর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয় এবং প্রচলিত পারসীক ও অপরাপর উপধর্ম্মের সংস্কার সংকল্পে মহম্মদীয় ধর্ম্মের অভ্যুদয়। আত্মরক্ষা ও উদ্দেশ্য সিদ্ধি এই উভয়ের জন্য প্রতিবাদকারীদিগকে প্রথমাবধিই স্বদল পুষ্টির চেষ্টা পাইতে হয়। এই কারণেই ঐ সকল ধর্ম্ম সম্পদায় প্রথমাবধি প্রচারব্রত গ্রহন করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক এখন প্রশ্ন এই, হিন্দু এবং য়িহুদা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ত কখনও স্বীয় ধর্ম্ম প্রচারের জন্য বিশেষ প্রয়াস পান নাই, অথচ উক্ত উভয় ধর্ম্ম এত বহুল সংখ্যক লোকের মধ্যে ব্যাপ্ত হইল কেন? এই ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ লোকের রীতি নীতি ও ধর্ম্ম বিশ্বাস এক প্রকার দেখা যায় কেন? প্রচার ব্যতীত এরূপ একতা কিরূপ সংসাধিত হইল? পূর্ব্বকালে যে হিন্দু ধর্ম্ম এই ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল তাহা নহে; এখনও সাঁওতাল কুকি প্রভৃতি হিন্দু রাজ্যের প্রান্তবর্ত্তী অনেক অসভ্যজাতি অল্পে অল্পে হিন্দু হইয়া যাইতেছে। এ প্রকার ঘটিতেছে কেন? এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গেলেই দেখা যায় যে প্রচারের দুই প্রণালী আছে। প্রথমতঃ প্রচারক নিয়োগ দ্বারা, দ্বিতীয়তঃ অনুষ্ঠান দ্বারা। প্রচারক লোকের দ্বারে দ্বারে গেলেন, তাঁহাদের ভ্রম ও কুসংস্কার প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; নিজ ধর্ম্মের উৎকর্ষ প্রতিপাদনের প্রয়াস পাইতে লাগিলেন; ক্রমে দুই এক জনের করিয়া মত পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল; ক্রমে শিষ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই এক প্রকার প্রণালী। দ্বিতীয়তঃ মনে কর একটী হিন্দু গ্রামের পার্শ্বে এক দল সাঁওতাল বাস করে; তাহারা নিত্য নিত্য হিন্দু সমাজ মধ্যে অনেকগুলি অনুষ্ঠান দেখিতে পায়; জাতকর্ম্ম, নামকরণ, প্রভৃতি গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান, ও নানা প্রকার দেব দেবীর পূজাতে আমোদ প্রমোদ ও ধর্ম্মোপদেশ প্রভৃতি

দেখিতে পায়; দেখিতে দেখিতে ক্রমে এই সকলের প্রতি অনুরাগ জন্মিতে লাগিল; আপনাদের কর্ম্মানুষ্ঠান সকলের সহিত তুলনায় উৎকৃষ্ট বোধ হইতে লাগিল; ক্রমে তাহারা এক একটী পূজা বা অনুষ্ঠান গ্রহণ করিতে লাগিল। এক পরিবারের দৃষ্টান্তে প্রতিবেশী পরিবার তাহা গ্রহণ করিল, তাহাদের নিকট হইতে অপর একটী পরিবার গ্রহণ করিল; এইরূপে অনেকগুলি রীতি নীতি এবং অনুষ্ঠান প্রচার হইয়া পড়িল এবং কালে সেই জাতি হিন্দুদিগের মধ্যে পরিগণিত হইয়া গেল। আমরা যে হিন্দু সমাজ মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন প্রকার রীতি নীতি দেখিতে পাই তাহাও এই কারণে।

আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য উক্ত উভয় প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। অর্থাৎ এক দিকে যেমন কতকগুলি প্রচারক নিযুক্ত করিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে আমাদের ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে হইবে, অপর দিকে আমাদের এক একটী পরিবারকে এক একটী প্রচারক স্বরূপ করিতে হইবে। আমার পরিবারে একটী অনুষ্ঠান হইল প্রতিবেশবাসিনী মহিলাগণ কৌতুহলবশতঃ দেখিতে আসিলেন; আসিয়া দেখিলেন, যে তাঁহারা যেমন পুত্র কন্যার জাত কর্ম্ম নাম করণ প্রভৃতিতে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করেন, আমোদ প্রমোদ করেন, আমাদের পরিবারেও তাহা আছে; মধ্যে হইতে আমাদের গৃহে যেমন ঈশ্বরের নাম ও পবিত্রতার আনন্দ, তাঁহাদের পরিবার মধ্যে সেরূপ হয় না। দেখিয়া তাঁহারা দুই একজন আকৃষ্ট হইলেন। তাঁহারা নিজগৃহে ঈশ্বরের পূজার প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এক পরিবার হইতে আর এক পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রচলিত হইতে লাগিল। এই প্রণালীর দিকেও আমাদের দৃষ্টি থাকা উচিত। সূক্ষ্ম ভাবে দেখিতে গেলে ব্রাহ্মধর্ম্মকে দেশের সামান্য লোকদিগের মধ্যে লইয়া যাইবার এই প্রকৃষ্ট উপায়। "নেতি' "নেতি' ইহা নয়, ইহা নয়, এই রূপ নেতি বাদের সমষ্টিকে ব্রাহ্মধর্ম্ম করিয়া রাখিলে তাহা কখনই সমাজ মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইবে না। অন্যান্য ধর্ম্ম অবতার মানে আমরা মানি না, অন্যান্য ধর্ম্মে স্বর্গ নরক মানে, আমরা মানি না, আমরা পুত্তলিকার উপাসনা করি না ইত্যাদি নানা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মতের মধ্যেই যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম বদ্ধ থাকে তাহা হইলে ইহা সমাজ মধ্যে বদ্ধ মূল হইতে পারিবে না। অনুষ্ঠান ধর্ম্মের রক্ত মাংসের ন্যায়। এই রক্ত মাংস পরিগ্রহ করিলে ধর্ম্মের যেন এক প্রকার সৌন্দর্য্য হয় এবং লোকের চক্ষুকে আকৃষ্ট করে, এই কারণে বলি, গার্হস্থ অনুষ্ঠান গুলিকে প্রচারের এক একটী প্রধান উপায় মনে করা উচিত। লোকে এক দিকে যেমন কতকগুলি প্রিয় অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া আসিবে, অপর দিকে যদি সেইরূপ কতকগুলি অনুষ্ঠান দেখিতে পায় তাহা হইলে ক্ষতি বোধ হয় না; আর যদি এগুলি না থাকে তাহা হইলে জীবন আকর্ষণ শূন্য ও ধর্ম্ম সমাজ শোভা শূন্য বোধ হয়। প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। গৃহ প্রবেশ, জন্মতিথি, জাত কর্ম্ম, নাম করণ প্রভৃতি যত প্রকার অনুষ্ঠান হয় ততই ভাল; এবং ঐ সকল অনুষ্ঠানে যাহাতে দেশীয় অপর লোকেরা যোগ দেন তাহারও চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

জীবন্মুক্ত।

জীবন্মুক্ত কাহাকে বলে, জীবন্মুক্ত কি হইতে পারে? এতদ্দেশে যে কয় প্রকার মুক্তি মার্গের উল্লেখ দেখা যায়, তাহার প্রায় সকল গুলিতেই জীবন্মুক্ত হইবার কথা দেখা যায়। অদ্বৈতবাদী এবং সাংখ্যমতাবলম্বীদিগের মতে, জীবের অবিদ্যা ক্ষয় এবং জ্ঞানোদয় হইলেই সে মুক্ত হইয়া যায়। যেমন অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে পার্থিব পদার্থ সকলকে দগ্ধ করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নির প্রভাবে তাঁহাদের কর্ম্ম সকল দগ্ধ হইয়া যায়, অর্থাৎ তাঁহাদের পাপ পুণ্য প্রভৃতি থাকে না, সুতরাং কর্ম্মভোগও থাকে না, পুনর্জ্জন্মও থাকে না। সুখদুঃখও থাকে না, সৌভাগ্যক্রমে এক জন্মেই কাহার কাহারও উক্ত প্রকার জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে। ঐ সকল সৌভাগ্যবান পুরুষ জীবন্মুক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

এই প্রকার জীবন্মুক্ত হইবার পক্ষে যে প্রকার সাধনের প্রয়োজন, তাহাও উক্ত শাস্ত্র সকলে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয়, অদ্বৈতবাদীদিগের মতে সন্ন্যাস এবং সাংখ্য বা বৌদ্ধদিগের মতে যোগ। অদ্বৈতবাদী এবং সাংখ্যদিগের ন্যায় অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মতে জীবন্মুক্ত হইবার কথা দেখা যায়। খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে রোমান কাথলিকগণ এরূপ জীবন্মুক্ত আত্মাতে বিশ্বাস করেন। তাঁহারা ইংরাজীতে (Saint) নামে অভিহিত হন। অনেক কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তি এই সকল জীবন্মুক্ত আত্মাদিগকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মনে করেন। তাঁহাদের মৃত দেহের নখ, কেশ, অস্থি প্রভৃতির সংস্পর্শে রোগ যায়, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে কল্যাণ হয় ইত্যাদি বিশ্বাস করিয়া থাকেন। সুবিখ্যাত অগস্তাইনের ন্যায় অনেকে পূর্ব্বে অত্যন্ত দুরাচার ও ধর্ম্মদ্বেষী থাকিয়া অবশেষে তপস্যার গুণে জীবন্মুক্ত উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। রোমান কাথলিকদিগের মতে ঐ তপস্যা দুই প্রকার; ঈশ্বর সেবা ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। ঈশ্বর সেবা ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ বলিলে আপাততঃ যাহা বুঝায়, রোমান কাথলিকদিগের মতে তাহার কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে। ঈশ্বর সেবার অর্থ ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ যে ধর্ম্মসমাজ তাহার সেবা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহের অর্থ শরীরকে নির্য্যাতন করা। এই সংস্কারের অধীন হইয়া কত পুরুষ ও রমণী আজীবন অবিবাহিত থাকিয়া আপনাদের শরীরকে সময়ে সময়ে যে কি রূপে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই সকল তপস্যা দ্বারা পাপ প্রবৃত্তি সকল যখন একেবারে দগ্ধ ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তখন জীব জীবন্মুক্ত শ্রেণীগণ্য হইয়া যায়।

উপরে যে সকল সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করা গেল কেবল তাঁহারা কেন, প্রায় সকল ধর্ম্মপ্রচারক বা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক

মহাত্মাই প্রকারান্তরে এইরূপ একটী অবস্থা প্রার্থনীয় বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন "দ্বিজ" না হইলে ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া যায় না। কেহ বলিয়াছেন "গোধূম বীজ নষ্ট না হইলে যেমন তাহা হইতে অঙ্কুর উৎপত্তি হয় না, সেইরূপ পুরাতন পার্থিব জীবন ধ্বংস না হইলে নূতন স্বর্গীয় জীবনের অভ্যুদয় হয় না।" এই সকল কথাতেই মনুষ্যের "দ্বিজত্ব" বা জীবন্মুক্তিলাভের উপদেশ দৃষ্ট হইতেছে। আমরা যে ধর্ম্ম সাধন করিতেছি আমাদেরই বা অভিপ্রায় কি? এই প্রকার নবজীবন লাভ করা কি আমাদেরও লক্ষ্য নয়? কিন্তু প্রশ্ন এই, এই জীবদ্দশাতেই পশু জীবন সম্পূর্ণ রূপে বিনষ্ট হইয়া দেবজীবনের অভ্যুদয় হইতে পারে কি না? মনে কর এক ব্যক্তি এখন পরস্ত্রীগামী, প্রতারক, শঠ, স্বার্থপর ও হিংস্রক আছে, সাধন বলে এই জীবনেই তাহার এরূপ কোন অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব কি না? যে অবস্থাতে উপনীত হইলে এই সকল দুষ্কর্ম্ম যে আর থাকিবে না কেবল তাহা নয়, এ সকল প্রবৃত্তির অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যাইবে। অর্থাৎ শিশুর পক্ষে যেমন পাপ প্রলোভনের বস্তু থাকিয়াও নাই; শিশুর পক্ষে তাহাদের আকর্ষণের শক্তি বিফল, সেই রূপ তাঁহারও পক্ষে প্রলোভন সকল থাকিয়াও আর থাকিবে না। কিম্বা মনে কর এক ব্যক্তি এত দিন বিদেশে বাস করিয়াছেন, যে দেশের ভাষা, দেশের রীতি নীতি, দেশের বসন ভূষণ প্রভৃতি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। স্বদেশ বিদেশ, এবং বিদেশ স্বদেশ হইয়া গিয়াছে। সেই রূপে এই জীবনেই সাধন গুণে কোন ব্যক্তির ধর্ম্ম সম্বন্ধে এতদূর উন্নতি হইতে পারে যে তিনি যেন ব্রহ্মরাজ্যে গিয়া বাস করিয়া পাপ রাজ্যের সমুদায় বিষয় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে তাঁহার হস্ত সর্ব্বদা পাপাচরণে লিপ্ত থাকিত, এক্ষণে কল্পনাতেও পাপের ছবি উদয় হয় না; তিনি প্রাচীন অপবিত্র আমোদ প্রমোদ ভুলিয়া গিয়াছেন, প্রাচীন অপবিত্র সুখের আস্বাদন বিস্মৃত হইয়াছেন; এবং প্রাচীন স্বার্থপর ও প্রবঞ্চক বুদ্ধি একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছেন। পুষ্পের সৌরভের পবিত্রভাব, পবিত্র ইচ্ছা এবং পবিত্র কার্য্যই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে উপাসকমাত্রেই বলিবেন যে এরূপ অবস্থাই প্রার্থনীয়; এবং ইহাতেই প্রার্থনা এবং উপাসনার বলের প্রমাণ পাওয়া যায়। বলিতে কি যাহাতে নবজীবন লাভ করা যায় না, সে সাধনে প্রয়োজনও দেখা যায় না। এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া লাভবান হইতেছি কি না দেখিতে হইলে কি পরিমাণে এই দ্বিজত্বলাভে সমর্থ হইতেছি তাহাই দেখা আবশ্যক। দশ বৎসর ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করিয়াও নবজীবনলাভ সম্বন্ধে কোন বিশেষ উপকার দর্শে নাই যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে জানিবে যে এ ধর্ম্ম গ্রহণ বিফল হইয়াছে। আমাদের আশা এবং বিশ্বাস বলে, যে সেরূপ একাগ্রতার সহিত সাধনে তৎপর হইলে মনুষ্য জীবন্মুক্তিলাভের সুখে অধিকারী হইতে পারেন। কিন্তু সে জন্য দৃঢ়ব্রত হইয়া সাধন করা আবশ্যক। আমরা সচরাচর যে রূপ শিথিল ভাবে ধর্ম্ম সাধন করি তাহাতে সে বাঞ্ছিত ফল কখনই লব্ধ হইবে না। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন আমি দ্বিজ হইতেছি কি না কি রূপে বুঝিতে পারিব? তাহার উপায় আছে। চিন্তা, ভাব এবং সংকল্প আত্মার এই প্রধান তিন বিভাগের পুনর্জ্জন্ম হইতেছে কি না, ইহা সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। অর্থাৎ আমার চিন্তা পূর্ব্বে যে রূপ পথে ভ্রমণ করিত এখনও তাহা করে কি না? আমি পূর্ব্বে স্বার্থপর ছিলাম, এখন আমার দৃষ্টি কোথায়? পূর্ব্বে আমি ইন্দ্রিয় সুখ সেবায় আনন্দ পাইতাম, এক্ষণে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনে তাহার দশ গুণ আনন্দ লাভ করি কি না? পূর্ব্বে আমার চিত্তকে যে পদার্থে প্রলুব্ধ করিত, এখন সে পদার্থ আর প্রলুব্ধ করিতে পারিতেছে কি না? পূর্ব্বে যে স্থলে অল্পে ক্রোধের উদয় হইত, এখন সে স্থলে এবং তদপেক্ষা গুরুতর স্থলে অপরিসীম, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার বিদ্যমানতা দেখি কি না? পূর্ব্বে যে সদনুষ্ঠানে সহসা রুচি হইত না, এক্ষণে সেই দিকে হৃদয় বেগে নীয়মান হয় কি না? আত্মদৃষ্টি সহকারে এইরূপ প্রশ্ন করিলেই আপনার সাধনের ফল কতদূর ফলিয়াছে তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। যদি কখনও একটী অসৎ প্রবৃত্তির উদয় হয়, যদি কখনও একটী ইন্দ্রিয় সুখস্পৃহা প্রবল হয়, তখনই তাহাকে আত্মার অঙ্গে একটী কলঙ্কের রেখা পড়িল বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে এবং সাধনের একাগ্রতা বৃদ্ধি করিতে হইবে; সেই দণ্ডে, সেই স্থানে, সেই অবস্থাতে অমনি অন্তরে অস্থির হইয়া ঈশ্বরের নিকট হাহাকার করিতে হইবে। এইরূপ নিত্য নিত্য ঈশ্বরের পবিত্র সংস্পর্শে থাকিতে থাকিতে আত্মা অবশেষে দ্বিজত্বলাভ করিতে পারে।

ভাবাঙ্গ সংগঠন।

ভাবের বহিরঙ্গ কোথা হইতে সংগঠিত হয়? ভাবের অন্তরঙ্গ হইতে। ভাবের অন্তরঙ্গ কোথা হইতে সংগঠিত হয়? ঈশ্বরের আবির্ভাব হইতে. ঈশ্বরের আবির্ভাবের আলোকে ভাবের অন্তরঙ্গ আবির্ভূত হয়। ঈশ্বরের আবির্ভাব হইতেই ভাবের উৎপত্তি—সেই আবির্ভাব হইতেই তাহার পুষ্টিসাধন। ঈশ্বর যে রূপ ভাবের প্রাণ, ভাবও সেইরূপ তাহার বহিরঙ্গের প্রাণ। ভাবের উচ্ছ্বাস হইতে সেই বহিরঙ্গের উৎপত্তি ও পুষ্টিসাধন হয়। যে রূপ পরমাত্মা হইতে আত্মা, এবং অঙ্গের অধিষ্ঠান প্রযুক্ত শরীর সমুৎপন্ন হয় এবং সমুৎপন্ন হইয়া তিন একত্রে ও ঘনিষ্ঠযোগ যুক্ত হয় সেইরূপ আত্মাতে পরব্রহ্মের আবির্ভাব হইতে ভাবোচ্ছ্বাস এবং ভাবোচ্ছ্বাস হইতে ভাবের বাহ্যমূর্ত্তি প্রকাশিত হয়; এবং প্রকাশিত হইয়া তিন একত্র ও ঘনিষ্ঠযোগে যুক্ত হয়। যে পরিমাণে আত্মাতে পরমাত্মার আবির্ভাব প্রকাশিত হয়, সেই পরিমাণে ভাব অন্তরে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, এবং যে পরিমাণে ভাব অন্তরে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, সেই পরিমাণে ভাবের বহিরঙ্গ সংগঠন সুসম্পন্ন হইতে। যখন ভাবের বহিরঙ্গের সংগঠনটী

সুসিদ্ধ হয়, তখন ভাবের বিরাম নাই, অন্তর মধ্যে নিরবচ্ছেদ ভাবের তরঙ্গ ক্রীড়া করিতে থাকে এবং সেই তরঙ্গক্রীড়ার প্রাণস্বরূপ ব্রহ্মাবির্ভাব তাহার অন্তর্গত হইয়া বিরাজ করিতে থাকে। যখন ভাবের এই বহিরঙ্গটী দাঁড়াইয়া গেল, তখন সেই যুক্তত্রয়ের স্বতন্ত্র থাকা ও বিচ্ছিন্ন হওয়া নিতান্ত অসম্ভব।

ভাবের উচ্ছ্বাস ঈশ্বরের আবির্ভাব হইতে, এ কথায় অনেকের মনে সংশয় উপস্থিত করিবে। এ সংশয় উপস্থিত হইলে কোন যুক্তি তর্কে তাহা দূর হইবার নহে। সে সংশয় দূর হয় কেবল ভূয়োদর্শনে অন্তর্দৃষ্টি উজ্জ্বল হইলে সে সংশয় আপনা হইতেই ছেদ হইয়া যায়। ভাবাঙ্গ ভূয়োদর্শনের অসদ্ভাব হইতে সমুৎপন্ন হয়; সুতরাং প্রথম প্রথম তাহার উৎপত্তি অপরিহার্য্য। ভাববাদের পরিণাম ভাবের অভ্যন্তরে বস্তু দর্শন। ভাববাদ হইতে বস্তুবাদে উপনীত হইতে কেবল সময়ের অপেক্ষা করে। বস্তুতঃ ঈশ্বরের আবির্ভাব ভিন্ন ভাবের উচ্ছ্বাস হয় না, আত্মার অস্ফূর্ত্ত উচ্চ প্রকৃতি প্রতিভাত হয় না। যে পদ্ম অন্ধকার গর্ত্তে মুদিত ছিল, তাহা কেন সহসা প্রস্ফুটিত হইয়া হাসিল? যাঁহার চক্ষু ফুটিয়াছে তিনি বলিবেন, যে সেই পদ্মকে সূর্য্যকিরণ স্পর্শ করিয়াছে। জাগ্রত ভক্ত জানেন, যে তাঁহার হৃদয়পদ্ম সেই প্রেম সূর্য্যের কিরণ স্পর্শ না হইলে প্রস্ফুটিত হয় না। নিদ্রিত ভাবকে জাগাইবার আর কাহারো শক্তি নাই, আত্মার অস্ফূর্ত্ত উচ্চ প্রকৃতিকে স্ফূর্ত্তিদান করিতে আর কাহারো সাধ্য নাই।

ঈশ্বরের আবির্ভাব ভিন্ন ভাবোচ্ছ্বাস হয় না, এবং ভাবোচ্ছ্বাস ভিন্ন ভাবের বহিরঙ্গ প্রকাশ পায় না, কিন্তু ভাবের বহিরঙ্গটী সংগঠিত না হইলে ভাব দাঁড়াইবার স্থল পায় না এবং ব্রহ্মাবির্ভাবকে ধরিয়া রাখিতে পারা যায় না। এই বহিরঙ্গটী সংগঠন করিবার জন্য, ঈশ্বরের আবির্ভাবকে পুনঃ পুনঃ অন্তরে ধারণ করিতে হইবে। এই উচ্চ দিক হইতে সাধন আরম্ভ হইলে, অবশিষ্ট আর সকলই সুচারু রূপে সম্পন্ন হয়। সেই জন্য ঈশ্বরের দিক হইতে সাধন আরম্ভ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক; তাহা হইলে অল্পে অল্পে ভাবের বহিরঙ্গটী আয়ত্ত হইয়া যায়। ঈশ্বরের আবির্ভাবকে ছাড়িয়া কোন প্রকার কৌশলে এই বহিরঙ্গটী সাধিয়া আয়ত্ত করা সম্ভবপর হইলেও তাহাতে কোন ফলোদয়ের সম্ভাবনা নাই। সে প্রকার বহিরঙ্গ মৃত দেহ তুল্য, তাহাতে প্রাণ নাই, আত্মা নাই। যে বহিরঙ্গের মধ্যে ভাবের উচ্ছ্বাস নাই, ব্রহ্মের আবির্ভাব নাই, তাহা লইয়া কাহার কি লাভ হইবে? তাহাদ্বারা সংসারে প্রতারণা চলে, কিন্তু ঈশ্বরলাভ হয় না। ঈশ্বর সাধক, এরূপ নীচ সাধনকে হেয়জ্ঞান করেন। কিন্তু ইহা নিঃসংশয় যে এই বহিরঙ্গটী স্থায়ীরূপে আয়ত্ত করিতে না পারিলে ভাব দাঁড়াইবার স্থল পায় না, ঈশ্বরের আবির্ভাব ও স্থায়ীরূপে বদ্ধমূল হয় না।

এই ভাবাঙ্গের সংগঠনকালে ভাবের বিরোধী ভাব সকলকে অন্তরে আতিথ্যদান করিলে সে সংগঠনে ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। এই সংগঠনকালে অন্তরে কাম ক্রোধাদি রিপুগণের পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা হইলে এই ভাবাঙ্গ ভঙ্গ হইয়া যায়। অন্তরে যে রিপু যখন উত্তেজিত হয়, তাহার বহিরঙ্গটী সে সময়ে শরীরে প্রকাশ পায়। রিপুবিশেষ যে বহিরঙ্গ লইয়া প্রকাশিত হয়, ভাবাঙ্গের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। সুতরাং ভাবাঙ্গ সংগঠনকালে, যদি পুনঃ পুনঃ রিপু বিশেষের উত্তেজনা হইতে থাকে তাহা হইলে সেই ভাবাঙ্গের ভিত্তি নষ্ট হইয়া যায়। রিপুবিশেষ যে বহিরঙ্গ লইয়া দেখা দেয় তাহা ভাবাঙ্গকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার স্থানে আসিয়া সংস্থাপিত হয়, সুতরাং তাহার সমূহ ক্ষতি হয়। এই জন্য নিকৃষ্ট বৃত্তি সকলকে সাধকেরা রিপুনামে অভিহিত করিয়াছেন।

সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে সাধক যৎকালে অবস্থিতি করেন, তখন তাঁহার ভাবাঙ্গটী নিদ্রিত থাকে, কিন্তু নষ্ট হয় না, কিন্তু এই ভাবাঙ্গকে অধিককাল নিদ্রা যাইতে দেওয়া বিধেয় নহে, তাহাতে তাহার পুষ্টিসাধনের ব্যাঘাত হয়, তাহাতে তাহাকে দুর্ব্বল ও জীর্ণ শীর্ণ করে। প্রকৃত সাধক তাহাকে সদা সর্ব্বদা জাগ্রত ও পুষ্ট করিতে থাকিবেন, তাহা হইলে ইহার সুচারু সংগঠন অতি সহজে সম্পন্ন হয়।

এই ভাবাঙ্গ একবার সংগঠিত হইয়া উঠিলে, আমাদের অন্তরস্থ রিপু সকল সাধক হৃদয়ে আর মালিন্যসঞ্চয় করিতে পারে না। তখন কামক্রোধাদির উত্তেজনার প্রকার পরিবর্ত্ত হইয়া যায়,—রিপুগণের রিপুত্ব তিরোহিত হয়। তখন কামের কামত্ব ও ক্রোধের ক্রোধত্ব অন্তর্হিত হয়। তখন এই রিপু সকল ভাবগত হইয়া এক এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করে। তখন "রিপু পরিচারিকা দল, আনন্দে মিলে সকল নিয়ত করিয়ে সব সেবার আয়োজন" এই মহাবাক্যের মর্ম্মগত নিগূঢ় তাৎপর্য্য জীবনে প্রত্যক্ষ হয়।

এই ভাবাঙ্গ সুচারু রূপে গঠিত হইলে, সংসারের কার্য্যক্ষেত্রেও তাহা নিয়ত জাগ্রত থাকে। তখন সাধকের সমুদায় কার্য্য চিন্তা, ও ইচ্ছা এই ভাবাঙ্গের অন্তরতম প্রদেশ হইতে নিঃসৃত হইতে থাকে। তখন জীবনের সমুদায় কার্য্য কোমল ও মধুরভাব ধারণ করে। আমরা অহরহ আক্ষেপ করি, যে উপাসনার সময় যে ভাব অন্তরে উদয় হয় জীবনে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না কেন? উপাসনার সময় হৃদয় বিনীত, কোমল, নম্র, ও সদ্ভাব পরিপূর্ণ এবং উপাসনার পর হৃদয় ঠিক তাহার বিপরীত। এই বৈষম্য দেখিয়া আমাদিগকে সর্ব্বদা কাঁদিতে হয়। এই বৈষম্য দেখিতে দেখিতে অনেকে অবিশ্বাসের সীমাতে গিয়া উপনীত হন। উপাসনার পর যদি আবার যে সেই হইলাম, তবে উপাসনার প্রয়োজন কি? তাঁহারা উপাসনাকালীন উচ্চভাবকে জীবনে আয়ত্ত দেখিতে না পাইয়া তাহাকে মনের কল্পনা বা জাগ্রত স্বপ্ন বিবেচনা করেন। সাধনে এই মনের কল্পনা ও স্বপ্ন সত্য রূপে প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু সামান্য সাধনে তাহা হয় না। ভাবাঙ্গ সংগঠিত হইলে সাধকের বহু দুঃখের কারণ এই বৈষম্য কিয়ৎ পরিমাণে দূরীভূত হয়। তখন তাহার সমস্ত বাহ্য ব্যবহার তাহার অন্তরস্থিত গভীর ভাবের অবিকল অনুরূপ হইয়া প্রকাশিত হয়।

ভাবাঙ্গ সংগঠিত হইলে, তন্মধ্যে সমস্ত সদ্ভাব অবস্থিতি করে এবং স্থল উপস্থিত হইলে দেখাদেয়। দয়া, প্রেম, ক্ষমা, বিনয়, স্বদেশানুরাগ, অপত্যস্নেহ, দাম্পত্যপ্রণয়, ভ্রাতৃস্নেহ, গুরুজন ভক্তি প্রভৃতি যাবতীয় সদ্ভাব সেই ভাবাঙ্গের অন্তর্নিবিষ্ট থাকে এবং প্রয়োজন উপস্থিত হইলে অতি সহজে হৃদয় হইতে বিগলিত হইয়া সুধাবর্ষণ করিতে থাকে এবং যাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তাহাদের উদয় হয় তাহাদিগকে অমৃতে অভিষিক্ত করিয়া অন্তর্হিত হয়। যিনি প্রকৃত সাধক তিনি এই ভাবের মধ্যে থাকিয়া কার্য্য করিতে চান। এই ভাবের অভাব থাকিলে, তিনি কার্য্য করিয়া সুখী হন না। এই ভাবের অভাব থাকিলে শুদ্ধ বাহিরের উৎসাহে কেহ অবিশ্রান্ত কার্য্য করিতে সক্ষম নহেন।

ব্রাহ্মসমাজে যে দিন হইতে ভাতৃভাব কথাটী প্রবিষ্ট হইয়াছে প্রায় সেইদিন হইতেই ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিরোধ উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে বিষম আন্দোলনে আন্দোলিত করিতেছে। এই বিসম্বাদী ব্যবহারের উৎপত্তির একমাত্র কারণ আমাদের অন্তরে ভাবাঙ্গের গঠনের অভাব। এখন আমরা যদি কোন ভ্রাতাকে শাসন করিতে যাই প্রকৃত ভাবে শাসন করিতে পারি না, অনুচিত কঠোরতা ও উগ্রতা আসিয়া অন্তরকে অধিকার করে। এই ভাবাঙ্গ সংগঠিত হইলে আমরা প্রেমের সহিত শাসন করিতে পারিব, প্রেমের সহিত ভর্ৎসনা করিতে পারিব, প্রেমের সহিত প্রহার করিতে পারিব প্রেমের সহিত সমস্ত বাহ্য ব্যবহার করিতে পারিব। মধুর ভাবে যে শাসন করা যায়, ভর্ৎসনা করা যায় ইহা কেবল এই ভাব হইতেই সিদ্ধ হইতে পারে। মানুষ মানুষের ব্যবহারে যখন তাহার উপাস্য দেবতার মাধুর্য্যভাব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিবে, তাঁহার স্বর্গীয় প্রেম ও স্নেহ তন্মধ্যে পরিপূর্ণ দেখিবে, তখন তাহার অন্তরে কোন বিসম্বাদী ভাব স্থানলাভ করিতে পারিবে না। এই ভাবাঙ্গই সংসারে প্রকৃত ভ্রাতৃভাব আনয়ন করিতে পারে। শত্রুকে যে প্রেম করিবার কথা শ্রুত হওয়া যায় তাহা এই ঘনীভূত ভাবাঙ্গ হইতেই সিদ্ধ হওয়া একমাত্র সম্ভবপর। খৃষ্টের প্রাণ ভাবে মজিয়াছিল তাই তিনি শত্রুদিগের জন্য প্রার্থনা করিতে পারিয়াছিলেন "পিতা ইহাদিগকে ক্ষমা কর, ইহারা ইহাদের অপরাধ জানে না।"

ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক কলিকাতায় এবং রামপুরহাটে বিবৃত উপদেশের সারাংশ।

"প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্য মুচ্যতে।"

"ওঁকার ধনুস্বরূপ, আত্মা শর স্বরূপ এবং ব্রহ্ম তাহার লক্ষ্য স্বরূপ।"

ওঁকারকে ব্রহ্মসাধন বিষয়ে ধনুস্বরূপ বলিবার অভিপ্রায় কি? ওঁ একটী শব্দ বইত আর কিছু নয়, ইহাকে সাধনাঙ্গ করিবার তাৎপর্য্য কি? ইহার মধ্যে তাৎপর্য্য আছে। ওঁকার শব্দটীকে প্রাচীনকালের ঋষিরা একটী সাধনের মন্ত্র রূপে ব্যবহার করিতেন। ইহার অর্থ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়-কর্ত্তা ঈশ্বর। ওঁ এ শব্দটীর কিছুমাত্র গুরুত্ব বা মূল্য নাই, যথার্থ কথা, কিন্তু ইহার পশ্চাতে যে প্রবল সংকল্প থাকে, যে সংকল্প হইতেই এই শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, সাধন বিষয়ে সেই সংকল্প মহামূল্য বস্তু। অর্থাৎ ধনু যেমন প্রেরক হইয়া শরকে স্বীয় লক্ষ্যেরদিকে বলপূর্ব্বক চালিত করে; ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিতে হইলে আত্মাকে সেইরূপ সুদৃঢ় সংকল্পে আরূঢ় করিতে হয়; সংকল্পদ্বারা আত্মাকে পরিচালিত করিতে হয়।

এইত গেল ওঁকারের অর্থ; আত্মাকে শরের সহিত তুলনা করিবার অভিপ্রায় কি? ঋষিরা ত আর কোন পদার্থের সহিত উপমা দিতে পারিতেন। বিশেষভাবে শরের উল্লেখ করিলেন কেন? যদি চিন্তা করিয়া দেখা যায় দেখিতে পাই, সাধনপ্রবৃত্ত আত্মার শরের সহিত যেমন সুন্দর উপমা হয়, আর কোন পদার্থের সহিত এরূপ হয় না বলিলে হয়। আমরা শরের মধ্যে কি কি বিশেষ ভাব দেখিতে পাই? প্রথমতঃ শরের গতি সরল গতি, শর ধানুকীর ধনুক হইতে বহির্গত হইয়া যে দিকে প্রেরিত হইয়াছে সেই দিকেই ধাবিত হয়, দক্ষিণে বা বামে গমন করিতে জানে না; পথিমধ্যে স্বীয় লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া, বিপথগামী হয় না; যে শক্তি তাহাকে প্রথম প্রেরণ করিয়াছে সেই শক্তি-নির্দ্দিষ্ট পথেই অগ্রসর হয়। ব্রহ্মসাধক আত্মারও এই প্রকার সরল, অবক্র, অবিপথগামী গতি হওয়া আবশ্যক। প্রকৃত ব্রহ্মসাধক যে সংকল্প অবলম্বন করিয়া সাধন আরম্ভ করেন, পথিমধ্যে সে পথ পরিত্যাগ করেন না। দ্বিতীয়তঃ শর যতক্ষণ স্বীয় লক্ষ্যকে বিদ্ধ না করে ততক্ষণ নিরস্ত হয় না। ব্যাধের শরাসন হইতে সুতীক্ষ্ণ বাণ বহির্গত হইল, এবং দেখিতে দেখিতে লক্ষ্যভূত জীবের দেহে গিয়া গাঢ় প্রবিষ্ট হইল; লক্ষ্য সিদ্ধি সে করিবেই করিবে। প্রকৃত সাধকের সাধনের ঐকান্তিকতাও কি এই প্রকার নহে? তিনি যে লক্ষ্য অবলম্বন করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হন, সে লক্ষ্য সিদ্ধির পূর্ব্বে কখনই আপনার অধ্যবসায়কে শিথিল হইতে দেন না। সময়ে সময়ে লোকে রত্ন আহরণের নিমিত্ত সমুদ্র মধ্যে নিমগ্ন হয়। তাহারা যখন সাগরজলে অবতরণ করিতে থাকে, তখন কি নামিতে নামিতে মধ্য পথে থামিয়া যায়? না; ক্রমাগত গভীর হইতে গভীরতর জলে প্রবিষ্ট হইতে থাকে এবং অবশেষে যখন তলস্পর্শ করে তখনই নিরস্ত হয়। প্রকৃত সাধক ও সেইরূপ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া যতক্ষণ ব্রহ্মের সংস্পর্শজনিত সুখ লাভ না করেন ততক্ষণ সংকল্পকে শিথিল হইতে দেন না। শরের সহিত উপমার আরও একটু নিগূঢ় কারণ আছে। লোকে সচরাচর শরের পশ্চাতে দুইটী পাখীর পাখা বাঁধিয়া দেয়। বায়ুরূপ প্রতিবন্ধককে অতিক্রম করা তাহার লক্ষ্য, সেই পক্ষদ্বয় বায়ু স্রোতকে কাটাইয়া শরকে নিজ লক্ষ্য সাধনে সমর্থ করে। সাধন প্রবৃত্ত আত্মার পক্ষেও সেইরূপ প্রতিবন্ধক স্বরূপ বায়ু আছে এবং তাহা অতিক্রম করিবার জন্য

সাধন প্রবৃত্ত আত্মার অঙ্গেও দুইটী পক্ষ বাধিয়া দেওয়া আবশ্যক। আত্মার পক্ষে আবার প্রতিবন্ধক বায়ু কি? এ বায়ু আধ্যাত্মিক বায়ু, জনসমাজ মধ্যে লোকের পাপ, স্বার্থপরতা ও সংসারাসক্তি হইতে এক প্রকার দূষিত মত ও ভাবরূপ বায়ুর সৃষ্টি হয়। এই বায়ু ধর্ম্মের প্রতিকূল এবং সাধনের পরম শত্রু। যে দিকে যাই, যাহার সঙ্গে মিশি, কেবল ধর্ম্মের প্রতিকূল মত, ধর্ম্মের বিরুদ্ধ ভাব ও ধর্ম্মের বিরুদ্ধ পরামর্শ। অনেক সময় জন সমাজে নিষ্ঠাবান লোক বাতুল বলিয়া উপহসিত হন? ঈশ্বর প্রেমিক লোককে বিদ্রূপ ও অত্যাচার সহ্য করিতে হয়, সরল ভক্তি নির্ব্বোধের ভাব ও আধ্যাত্মিকতা মনের কল্পনা বলিয়া প্রচারিত হয়। এই রূপ দূষিত মত ও ব্যবহার প্রতিবন্ধক বায়ুর সমান হইয়া অনেক সময় আমাদের সংকল্পের শক্তিকে অপহরণ করে এবং আত্মাকে লক্ষ্য স্থানে যাইতে দেয় না। এই বায়ুর বেগকে অতিক্রম করিবার জন্য সাধন পরায়ণ আত্মার এক দিকে বিশ্বাস ও অপরদিকে অনুরাগ এই দুইটী পক্ষ বাধিয়া দেওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ প্রগাঢ় বিশ্বাস ও গভীর অনুরাগ সম্পন্ন হইয়া ব্রহ্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হয়। এই দুইটীই জগতের অভক্তি, অবিশ্বাস এবং বিষয়াসক্তি হইতে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায়। অতএব হে ব্রাহ্ম! ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিবে বলিয়া যদি বাস্তবিক সংকল্প করিয়া থাক, তাহা হইলে আপনার আত্মাকে সুসময়ে এই দুই পক্ষে সুশোভিত কর। নতুবা অবিশ্বাসীদের অত্যাচারে বিষয়ীদিগের বিদ্রূপে ও অধার্ম্মিকদিগের আক্রমণে তোমার সংকল্প রক্ষা পাইবে না। শরের উপমা এখনও শেষ হয় নাই, শরের আর একটী গুণ আছে। তাহা যখন একবার লক্ষ্যের শরীরে বিদ্ধ হয়, তখন আর তাহাকে সহজে আকর্ষণ করিয়া বাহির করা যায় না, গাঢ়রূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে। সেই ব্রহ্ম সাধন প্রকৃত ব্রহ্ম সাধন, যাহাতে আত্মাকে ব্রহ্মে সেই মত গাঢ়রূপে অনুপ্রবিষ্ট করে—ব্রহ্ম হইতে আর তাহাকে উদ্ধার করা দুষ্কর হইয়া উঠে। আমাদের মধ্যে কয় জন এই ভাবে ঈশ্বরের আশ্রয় পাইয়াছেন? আমরা বহু দিন ঈশ্বরের পূজা করিতেছি এবং সময়ে সময়ে ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য ও সাধন করিতেছি; কিন্তু কয়জনে সাহস করিয়া বলিতে পারেন যে তাঁহাদের আত্মা শরের ন্যায় ব্রহ্মে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে? শর যেমন লক্ষ্যের শরীরে মস্তক লুকায়, কয়জন বাস্তবিক ব্রহ্ম স্বরূপে মস্তক লুকাইতে পারিয়াছেন। সাধনের সে নিষ্ঠা এবং একাগ্রতা আমাদের আজিও জন্মে নাই। সেই জন্যই আমরা সাধনের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইতে পারি নাই। শুনিতে পাই, প্রাচীন কালের যোদ্ধারা শরাসনে শর আরোপণ করিয়া তাহাকে মন্ত্রপূত করিয়া ছাড়িতেন। এস আমরাও সুদৃঢ় সংকল্পে আত্মাকে আরোহণ করাইয়া তাহার অঙ্গে বিশ্বাস ও অনুরাগ বাধিয়া তাহাকে মন্ত্রপূত করি, তাহার কর্ণে ওঁকার জপিয়া দি। ওঁ ওঁ শব্দ করিতে করিতে শর শরাসন ত্যাগ করিয়া ধাবিত হউক এবং ঈশ্বরের অভয়পদে গিয়া আশ্রয়লাভ করুক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের ব্যাঘাত।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

আমরা পূর্ব্বে মত সম্বন্ধে আমাদের সংকীর্ণতা ও কুসংস্কার নিবন্ধন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের পক্ষে যে ব্যাঘাত হইতেছে তদ্বিষয় আলোচনা করিয়াছি, এবার আর কয়েকটী ব্যাঘাতের বিষয়ে আলোচনা করিব। অদ্যকার আলোচ্য বিষয় ব্রাহ্ম জীবন। আমরা কোন বিশেষ ব্রাহ্ম অথবা ব্রাহ্ম সম্প্রদায়কে আমাদের লক্ষ্য স্থলে আনয়ন করিব না, কিন্তু ব্রাহ্ম সাধারণকে একটী সম্প্রদায় রূপে গণ্য করিয়া তাঁহাদের সকলের সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিব।

মত যেমন ধর্ম্মের একটী অঙ্গ, সাধন তাহার অপর অঙ্গ এবং এইটীই সর্ব্বপ্রধান। যদি ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মজীবন দোষাশ্রিত হয়, তাহা হইলে কেবল ধর্ম্মমত মনুষ্যের হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে না, এবং যিনি সেই মতের আধার তাঁহারও কোন উপকার হয় না। কোন ব্যক্তির মত অবিশুদ্ধ থাকিলেও তাঁহার সাধন ও জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব থাকিলে তিনি ধর্ম্ম পথে অধিক অগ্রসর হইয়াছেন ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অদ্য তাঁহার মতের যে দোষ আছে জ্ঞান প্রসাদে তাহা সংশুদ্ধ হইলে, তিনি অবিলম্বে ধর্ম্মের পূর্ণত্বলাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন। কিন্তু যাঁহার ধর্ম্মজীবন গঠিত হয় নাই, তাঁহার ধর্ম্মসৌধের নিম্নতম সোপানেও এখন পদনিক্ষেপ করা হয় নাই। মত কি? কতকগুলি সম্পাদ্য বিষয়ের উল্লেখ ও জ্ঞান; জীবন কি? ঐ সম্পাদ্য সকল সংসাধন ও অধিকৃত করণ। সাধনের অগ্রে সাধ্য বিষয়ক জ্ঞান আবশ্যক সন্দেহ নাই, কিন্তু সাধনের জন্যই সেই জ্ঞানের প্রয়োজন, কেবল জ্ঞানমাত্রলাভেই ধর্ম্মের শেষ হইল না। ধর্ম্মানুসন্ধানের প্রথমাবস্থায় মতের আলোচনার বাহুল্য দেখা যায়, এবং তাহা স্বাভাবিক, যেহেতু কি সাধন করিব, কি অবলম্বন করিব, তাহা প্রথমে স্থির করা আবশ্যক। ব্রাহ্মসমাজে এখন আমরা তাহাই দেখিতে পাই। আমরা দেশের প্রচলিত সাধন প্রণালী পরিত্যাগ করিয়াছি, প্রচলিত মত আমাদের নিকট দোষাশ্রিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, এখন আমাদিগকে বিশুদ্ধ মত ও বিশুদ্ধ সাধন প্রণালী অনুসন্ধান করিতে হইতেছে। এ পর্য্যন্ত আমরা প্রকৃতসাধন প্রণালী স্থির করিতে পারি নাই এবং আমাদের মত সকলও স্থির হয় নাই। এই দশ বৎসরের মধ্যে আমাদের মত সকল কত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা কাহারই অবিদিত নাই। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে আর একটী বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক। আমরা কখনই একবারে সকল মত স্থির করিয়া উঠিতে পারি না। জ্ঞানের উন্নতি ও সাধনের গাঢ়তার সহিত মতেরও পরিপক্কতা হইতে থাকে। অতএব আমরা যদি এরূপ মনে করি যে মত সকল যত দিন স্থিরীকৃত না হইবে, তত দিন আমরা সাধন আরম্ভ করিব না, তাহা হইলে আমাদের সাধন কখনই আরম্ভ হইবে না। এখন আমরা যে কয়েকটী মূলমত স্থির করিয়াছি তাহা লইয়াই

সাধন আরম্ভ করা আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সে দিকে আমাদের দৃষ্টি পতিত হয় নাই। যাহাকে কেহ কেহ সাধনভজন করিয়া থাকেন, তাহাও প্রকৃত ধর্ম্মসাধন নহে, তাহা কেবল মত সাধন। হৃদয়কে ঈশ্বরও মনুষ্যপ্রেমে অনুরঞ্জিত করা, স্বভাবকে কোমল ও উদার করা, ঈশ্বরভক্তিতে আত্মাকে সরস করা, ইহাই ধর্ম্মসাধন, কিন্তু আমাদের সাধন কি? মধ্যবর্ত্তী ভিন্ন ঈশ্বরলাভ হয় না, ঈশ্বর ভক্ত মহানুভব ব্যক্তিরা অভ্রান্ত, আমরা এখন ইহার সাধনেই ব্যস্ত হইয়াছি। ব্রাহ্মেরা আপনাদিগের পরস্পরের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন, তাহা দেখিলে লোকে ইহাই বলিবে যে তাহাদিগের ঈশ্বরভক্তি ও মনুষ্যপ্রেম সাধন হয় নাই। বস্তুতঃ লজ্জার সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে আমাদিগের হৃদয় অত্যন্ত কঠিন, আমাদিগের জ্ঞানাভিমান ও ভক্তির বৃথা অহঙ্কার প্রবল, আমরা অতিশয় ধর্ম্মাভিমানে মত্ত হইয়া পরস্পরকে ও জগতের অপরাপর লোককে অবজ্ঞা করিতে শিক্ষা করিয়াছি; আমাদের জীবন দেখিয়া লোকের ধর্ম্মানুরাগ বৃদ্ধি না হইয়া তাহার বিপরীত ফল হয়। আপনাকে আপনি ভক্ত বলিলে কি হইবে? আমাদের জীবন দেখিয়া যদি অন্যে আমাদিগকে ভক্ত আখ্যা প্রদান করে তাহাতেই আমাদের সাধনের পরীক্ষা হইবে। কিন্তু আমাদের প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতির কোন লক্ষণ না দেখিতে পাইয়া লোকে আমাদের আধ্যাত্মিক অভিমানকে ঘৃণা করিতেছে এবং সেই জন্য ব্রাহ্মসমাজের ত্রিসীমার মধ্যে কাহাকেও পদনিক্ষেপ করিতে দেখা যায় না।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের এই সমস্ত ব্যাঘাত যাহাতে দূর হয়, তজ্জন্য সকল ব্রাহ্মের আন্তরিক যত্ন হওয়া আবশ্যক। আমাদের দোষে কি আমরা পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে লোকের নিকট ঘৃণিত করিব? আমরা কি ঈশ্বরের নিকট ইহার জন্য অপরাধী নহি? যাঁহারা যে পরিমাণে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সেই পরিমাণে মনুষ্যের ও ঈশ্বরের নিকট দায়ী। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত তাঁহাদের উপদেশ, তাঁহাদের স্বভাব হয় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে অনুকূলতা না হয় প্রতিকূলতা করিবে। যাঁহারা প্রচারব্রত অবলম্বন করেন নাই, তাঁহাদেরও যে কোন দায়িত্ব নাই, তাহা যেন কেহ বিবেচনা করেন না। যিনি আপনাকে ব্রাহ্ম বলিয়া স্বীকার করেন, লোকে তাঁহার নিকট কতক গুলি বিষয় প্রত্যাশা করেন। সাধারণ নীতি পালন, সত্য ব্যবহার ও বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করিতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। লোকে তাঁহার জীবনে এই গুলি দেখিতে না পাইলে, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাহাদের অশ্রদ্ধা হয়। একজন ব্রাহ্ম আপনার গৃহে দেব দেবীর পূজা করেন অথবা পৌত্তলিকানুষ্ঠানে যোগ দেন ইহা দেখিলে একজন বাহিরের লোক কি মনে করিবে? ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মনামের প্রতি তাহার কি আর ভক্তি থাকিবে? একজন ব্রাহ্ম ধর্ম্মনীতি পালন করেন না ইহা দেখিলে লোকে কি বলিবে? ইহাই কি বলিবে না যে ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল মুখের ধর্ম্ম? প্রচারকদিগের সম্বন্ধে ও ঠিক এই কথা, বরং তাহাদের এরূপ কোন গর্হিত ব্যবহার থাকিলে অধিকতর অনিষ্ট হয়।

আমাদের সমাজের সাধারণ লোক এবং প্রচারক উভয়েই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে বিঘ্ন সঞ্চার করিতেছেন। সাধারণ ব্রাহ্মেরা পৌত্তলিক সমাজ হইতে প্রভিন্ন নহেন, তাঁহারা মতে ব্রাহ্ম, কিন্তু জীবনে পৌত্তলিক, অথবা সংকল্পহীন। মানসিক ভীরুতা আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতা দৃঢ়তা ও ত্যাগ স্বীকারের অভাব বশতঃ তাঁহাদের মধ্যে কপটতাচরণ অতিশয় প্রবল। সুতরাং তাঁহাদের দৃষ্টান্ত সত্যানুসন্ধায়ীর পক্ষে বড় নিরুৎসাহকর। তাঁহারা নিজ নিজ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করেন, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করেন না। এক দিকে তাঁহাদের সম্প্রতি কিঞ্চিৎ কষ্ট অথবা অসুবিধা, কিন্তু অপরদিকে ব্রাহ্মসমাজের প্রভূত কল্যাণ, এরূপ ভাবিয়া তাঁহারা কার্য্য করেন না। নিজের অসুবিধা স্মরণ করিয়া তাঁহারা অভিভূত হয়েন, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাবী জয়ের বিষয় চিন্তা করিয়া উৎসাহিত হয়েন না। তাঁহাদের এই ভীরুতা ও সংকল্পহীনতা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের প্রভূত অমঙ্গল সংঘটিত হইতেছে।

তাহার পর আমাদের অগণ্য ব্রাহ্মগণ ও প্রচারকেরাও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের ব্যাঘাত করিয়া আসিতেছেন। আমাদের ধর্ম্মের মূলমন্ত্র দুইটী, ঈশ্বরপ্রেম ভ্রাতৃভাব। ঈশ্বরপ্রেম ও ভ্রাতৃভাব মধ্যে সমস্ত ধর্ম্ম ও সমস্ত নীতি রহিয়াছে। আমাদের প্রচারকদিগের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্ম প্রচারকের ভাব নাই। বিনয়, প্রেম, সত্যপরায়ণতা, প্রভৃতি যাহা প্রচারকের ভূষণ তাহা আমাদের প্রচারকদিগের মধ্যে দেখা যায় না। আমাদের প্রচারক আপনি ধার্ম্মিকতার অভিমানে স্ফীত হইয়া বসিয়া আছেন। সাধিয়া সাধিয়া তোমার মুখ ক্ষয় হইয়া গেলেও তিনি হয়ত তোমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি করিবেন না। তাহার অর্দ্ধেক সাধিলে ঈশ্বরের কৃপা দৃষ্টি হয়। তিনি এই ভাবিয়া বসিয়া আছেন যে তিনি এক জন সাধু ও পরমভক্ত, তিনি কেন যে সে লোকের সহিত মিশিয়া গৌরবের হানি করিবেন? এরূপ ভাব প্রচারকের ভাব নহে। প্রচারক দুর্ব্বল ও দুঃখীদিগের ঘরে ঘরে ভ্রমণ করিবেন, কে কি রূপ আছে তত্ত্ব লইবেন, কাহার কি অভাব এবং কিসে তাহা মোচন হয় সেই চিন্তাতে দিবানিশি ব্যস্ত থাকিবেন, তবে তিনি প্রচারক, তবে তিনি ঈশ্বরের দাস, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ করিতে পারিবেন। আমাদের প্রচারকেরা কেহ ডাকিলে গিয়া বক্তৃতা করিয়া আসেন, নিমন্ত্রণ করিলে পৌরহিত্য করিয়া আসেন। প্রচারক ভ্রাতঃ! ইহা প্রচারকের ভাব নহে। ঐ দেখ নগরের এক প্রান্তে একটী দুঃখী ভ্রাতা তোমার দর্শনলাভের জন্য কত লালায়িত, তুমি গিয়া তাহার স্ত্রী পুত্রদিগের সহিত একবার দুই একটী মিষ্ট কথা কহিলে তাহারা সকলে কত কৃতার্থ হন; সভ্যতার খাতিরে নয় হৃদয়ের বেগে যদি ইহা করিতে পার, তোমার পিতা তোমার কার্য্যকে জয়যুক্ত করিবেন, তোমার নামে শত শত লোক ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইবে। তুমি ইহাকে নীচকর্ম্ম মনে কর, এবং সেই জন্য ভক্তের

বেশ ধরিয়া ভ্রাতাকে ব্রহ্মনাম শুনাইতে যাও, মনে কর আপনার পুণ্য হইবে এবং ভ্রাতার মুক্তি হইবে, কিন্তু হৃদয়-টীকে যে বাটীতে রাখিয়া গিয়াছ, সে কার্য্যের আর কি ফল দেখিতে পাইবে? বস্তুতঃ আমাদের প্রচারকেরা গুরু হইবার জন্য বড় প্রয়াসী, তাঁহারা ভ্রাতা হইতে চান না; দুঃখের দুঃখী হইতে চান না। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয় এরূপ সংকীর্ণ হইলে আমরা আর কাহার নিকট আশা করিব?

উপরে যাহা উক্ত হইল, তাহা কেবল কল্পনাসম্ভূত নহে, আমাদের সমাজের ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠাতে ইহা লিখিত রহিয়াছে। আমরা যদি এই ভাবে চলি তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের আর বড় আশা দেখা যায় না। আমাদের সমুদায় ভাব সমুদায় কার্য্য প্রণালী পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। প্রত্যেক ব্রাহ্ম ও প্রত্যেক প্রচারককে প্রাচীন দোষাশ্রিত কার্য্য প্রণালী ত্যাগ করিয়া নবজীবনে ও নবভাবে কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য আমরা সকলে দায়ী এবং আমাদের দোষে তাহার ব্যাঘাত হইলে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী প্রত্যেকে যদি ইহা স্মরণ করি, তাহা হইলেই ভবিষ্যতের জন্য আশা করিতে পারা যায়। আমাদের জীবনের অসদ্দৃষ্টান্তে যে বর্ত্তমান অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, ইহা স্বীকার করিতে যেন আমরা কুণ্ঠিত না হই।

এখন আসুন আমরা সকলে সরল হৃদয়ে কার্য্যারম্ভ করি। মতের জল্পনা ত্যাগ করিয়া জীবনকে উদার ও বিশুদ্ধ করি। ভ্রাতার প্রতি সহৃদয় হই, ব্রাহ্মনাম শুনিলে পূর্ব্বে যে আনন্দ ও উৎসাহ হইত যাহাতে পুনর্ব্বার সেই ভাব হয় তজ্জন্য প্রার্থনা ও চেষ্টা করি। ধর্ম্মাভিমান ত্যাগ করিয়া ও আপনার জয় পরাজয় ভুলিয়া গিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় কি সে হয় তাহার জন্য চিন্তা করি। যদি একটু অধিক বিনয়ী হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়, একটু অভিমান ত্যাগ করিলে শত শত লোকে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করে, তাহা করিতে যেন কুণ্ঠিত না হই। অর্দ্ধানুরাগী হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের যে অনিষ্ট সাধন করিয়াছি, তাহার জন্য লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া ব্রহ্মের জন্য ক্লেশ ও অপমান স্বীকার করিতে প্রস্তুত হই এবং গুরু হইবার লালসা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর ও মনুষ্যের প্রকৃত সেবক হই; তাহা হইলে সত্য স্বরূপ পরমেশ্বর আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

ব্রাহ্মসমাজ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা "বিল্ডিং ফণ্ড কমিটী' নামে একটী সব কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক। এই সব কমিটী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগৃহ নির্ম্মাণার্থে দাতব্য সংগ্রহ ও তৎসম্বন্ধীয় আবশ্যক অন্যান্য সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। ইহাঁরা প্রতিমাসে "বিল্ডিং ফণ্ডের" অবস্থা বিষয়ক সম্পূর্ণ রিপোর্ট কার্য্য নির্ব্বাহক সভায় অর্পণ করিবেন। গৃহ সম্বন্ধে যে টাকা সংগৃহীত হইবে, তাহার রসিদে এই সব কমিটীর সম্পাদক ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি উভয়ের স্বাক্ষর থাকিবে।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ আহূত হইয়া পূর্ণিয়াতে গমন করিয়াছেন। তথা হইতে আসিয়া কৃষ্ণনগরে যাইবেন এবং তৎপরে মেদিনীপুর হইয়া উড়িষ্যায় গমন করিবেন।

মুরশিদাবাদের বাবু রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্থানীয় এজেণ্ট হইয়াছেন।

গত ৭ই মার্চ্চ শুক্রবার মৃজাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে "ইয়ংমেন্স থিইষ্টিক সোসাইটীর" একটী অধিবেশন হয়। তাহাতে "আমাদিগের কর্ত্তব্য" বিষয়ে একটী বক্তৃতা পাঠ হয়। বাবু আনন্দমোহন বসু সভাপতির কার্য্য করেন। গত বর্ষে কয়েকটী যুবক ব্রাহ্মের উৎসাহে এই সভাটী প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার সম্পূর্ণ উন্নতি হউক, আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা।

গত ২৫এ ফাল্গুন শনিবার (৮ই মার্চ্চ) কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ মন্দির প্রতিষ্ঠা ও উক্ত সমাজের ষোড়শ সাংবৎসরিক উৎসব কার্য্য সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা হইতে বহু সংখ্যক ব্রাহ্ম এই উপলক্ষে কোন্নগরে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ও স্থানীয় ব্রাহ্মগণ একত্র হইয়া শনিবার প্রাতে ৮টার সময় গঙ্গা সম্মুখীন নব নির্ম্মিত ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইলে শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত একটী তৎস্থান ও সময়োচিত উদ্বোধন করিয়া সকলকে গৃহ মধ্যে প্রবেশার্থ আহ্বান করিলেন। সুসজ্জিত মন্দির উপাসক ও দর্শকে পূর্ণ হইল। সকলে আসন গ্রহণ করিলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব মহাশয় মন্দিরের ট্রষ্টডিড পাঠ করিলেন। তৎপরে রীতিমত ব্রহ্মোপাসনা হইল। "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা' অর্থাৎ যাঁহারা ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত ও শুভ সঙ্কল্পপরায়ণ হইয়া কার্য্য করেন তাঁহারা ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির সহায়তায় সিদ্ধি লাভ করেন এবং ব্রহ্মের সহিত সঙ্কল্পসিদ্ধিজনিত আনন্দ উপভোগ করেন, এই বিষয়ে উপদেশ হয়। অতঃপর বাবু শিবচন্দ্র দেব ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক একটী হৃদয়স্ফূর্ত্ত প্রার্থনা করেন। এই দিবস মধ্যাহ্নে শ্রীমান্ সত্যপ্রিয় দেবের কন্যার নামকরণ ও দরিদ্রদিগকে অর্থ প্রভৃতি বিতরণ করা হয়। সায়ংকাল ৭॥টার সময় পুনরায় উপাসনা হয়, তাহাতেও লোকসমাগমে গৃহে স্থানাভাব হইয়াছিল। "ধর্ম্মই মনুষ্যের চিরবাঞ্ছিত স্পর্শমণি" এই বিষয়ে উপদেশ হয়। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উভয় সময়েই আচার্য্যের কার্য্য করেন।

গত ২৬এ ফাল্গুন রবিবার বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হয়। প্রাতে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উপাসনাকার্য্য সম্পাদন করেন। উপদেশের বিষয় "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব ব্রহ্ম বিদাপ্নোতি পরং।" অপরাহ্ন ২টা হইতে ৬॥ পর্য্যন্ত আলোচনা, শাস্ত্রপাঠ, বার্ষিক কার্য্য বিবরণ পাঠ বক্তৃতা ও সঙ্কীর্ত্তন হয়। রাত্রিকালে পণ্ডিত রামকুমার ভট্টাচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপদেশের বিষয়

"সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় কি? না ঈশ্বরকে ভুলিয়া থাকা।"

২৫। ২৬ ফাল্গুণ শনি এবং রবিবার রামপুর হাট ব্রাহ্ম সমাজের উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় সভ্যগণ উৎসব সম্পাদনার্থ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীকে আহ্বান করিয়াছিলেন। শনিবার প্রাতে সমাজ মন্দিরে উপাসনা এবং অপরাহ্নে নগরকীর্ত্তন হয়। নগরকীর্ত্তন সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ রায় মহাশয়ের ভবন হইতে বহির্গত হইয়া নগরের প্রায় সমুদায় প্রধান প্রধান পল্লী প্রদক্ষিণ করত অবশেষে সন্ধ্যার পর মন্দিরের প্রাঙ্গণে আসিয়া সম্মিলিত হয়। তদনন্তর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সমাগত সর্ব্ব সাধারণকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলেন। রবিবার প্রাতে উপাসনা, মধ্যাহ্নে পাঠ প্রার্থনা ও সঙ্গীত এবং সায়াহ্নে আবার উপাসনা হয়, সমাজের সভ্যেরা যেরূপ উৎসাহের সহিত নগরকীর্ত্তনাদি করিয়াছিলেন তাহা দেখিলে আনন্দিত হইতে হয়। এখানে যে কয় জন ব্রাহ্ম আছেন, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে এমন একটু সদ্ভাব আছে যাহা দেখিলে আকৃষ্ট হইতে হয়। সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ রায় বিশেষ উৎসাহী এবং একজন ব্রাহ্মগৃহস্থের আদর্শ স্বরূপ ব্যক্তি।

কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের ট্রষ্ট ডিড্।

লিখিতং শ্রীশিবচন্দ্র দেব পিতা ৺ ব্রজকিশোর দেব সাকিম কোন্নগর পং বোরচৌকো শ্রীরামপুর কস্য ট্রষ্টডিড পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে, আমি সন ১২৭৯ সালের ২০এ আষাঢ় ও ১২৮৩ সালের ১৩ই কার্ত্তিক তারিখের রেজিষ্টারীকৃত দুই কোবালা দ্বারা আনুমানিক /১ এক কাঠা নিষ্কর ও ১/ এক বিঘা সকর ভূমি ইহার মোট চৌহদ্দী পূর্ব্বদিকে গ্রাণ্ড ট্রঙ্ক রোড, দক্ষিণে বালিকাবিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রাচীর, উত্তরে গোপালদাস কৈবর্ত্তের বাস্ত বাটী ও পশ্চিমে গোপালদাস ধীবরের বাস্ত জমী এই চৌহদ্দীভুক্ত ১/১ একবিঘা এক কাঠা (যাহা বর্ত্তমান মাপে ৬১৵১০ ষোড় কাঠা আড়াই ছটাক হইয়াছে) ভূমি মায় তিনদিকের প্রাচীর ৩৫০৲ টাকা মূল্যে ক্রয়পূর্ব্বক দখলীকার থাকিয়া ঐ ভূমির দক্ষিণাংশে ন্যূনাধিক ।১ ছয়কাঠা ভূমি ও তাহাতে নিজব্যয়ে ও সাধারণের নিকট দান সংগ্রহ করত যে ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছি ঐ ভূমি সহিত মন্দির ঈশ্বরের উপাসনা কার্য্যে উৎসর্গ ও উহার উত্তর ও পশ্চিমাংশে আমার কোবালার লিখিত পরিমাণানুসারে ন্যূনাধিক ৮০ পনর কাঠা ভূমি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকের বাসের জন্য এবং আবশ্যক হইলে সমাজমন্দির বাড়াইবার জন্য অথবা ধর্ম্মানুমোদিত কোনপ্রকার সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠানের নিমিত্ত অর্পণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। এক্ষণে আমার বিশ্বাসী ব্যক্তি কলিকাতা বাসী শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু ও শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ও কোন্নগরনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু পাঁচকড়ী বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু সাতকড়ি দেব ও শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রিয় দেব ইঁহাদিগকে উল্লিখিত উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য ট্রষ্টি নিযুক্ত করিয়া নিম্নলিখিত বিবরণানুসারে কার্য্য করিবার নিয়মে উক্ত সম্পত্তি ট্রষ্টিদিগকে অর্পণ করিলাম। ট্রষ্টিগণ উক্ত সম্পত্তির সমুদায় ম্যানেজমেণ্ট ও তজ্জন্য ও তৎসম্পর্কে আবশ্যকমতে আদালতে নালিস করিতে পারিবেন।

১। এই মন্দির "কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ মন্দির" নামে আখ্যাত হইবে। এই গৃহে প্রতিদিন অন্ততঃ প্রতিসপ্তাহে একমাত্র, অদ্বিতীয়, পূর্ণ, অনন্ত, সর্ব্বস্রষ্টা, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বমঙ্গলময়, পরম ন্যায়বান ও পবিত্র ঈশ্বরের উপাসনা হইবে। এখানে কোন সৃষ্ট বস্তুর আরাধনা হইবে না। কোন মনুষ্য বা নিকৃষ্ট জীব বা জড়পদার্থ ঈশ্বরজ্ঞানে অথবা ঈশ্বরের সমান জ্ঞানে কিম্বা ঈশ্বরের অবতার জ্ঞানে এখানে পূজিত হইবে না এবং ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও নিকটে অথবা কাহারও নামে প্রার্থনা, স্তুতি বা সঙ্গীত হইবে না। কোন খোদিত বা চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি অথবা কোন বাহ্যিক চিহ্ন যাহা সম্প্রদায় বিশেষে পূজার্থ বা কোন বিশেষ ঘটনা স্মরণার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে বা হইবে তাহা এখানে রক্ষিত হইবে না। এ গৃহে কোন অহিংস্র জীবের প্রাণবধ করা হইবে না। জীবন রক্ষার্থে নিতান্ত আবশ্যক না হইলে এখানে কোন প্রকার আহার পান হইবে না। এখানে কোন প্রকার আমোদ প্রমোদ হইবে না। এখানে যে উপাসনা হইবে, তাহাতে কোন সৃষ্ট জীব বা পদার্থ যাহা সম্প্রদায় বিশেষে পূজিত হইয়াছে বা হইবে, তাহার প্রতি বিদ্রূপ বা অবমাননা করা হইবে না। কোন বিশেষ পুস্তক এখানে ঈশ্বর-প্রণীত ও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত বা সমাদৃত হইবে না। কিন্তু কোন পুস্তক যাহা বিশেষ সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে বা হইবে, তাহার প্রতি বিদ্রূপ বা অবমাননা করা হইবে না। কোন সম্প্রদায়কে নিন্দা, উপহাস বা বিদ্বেষ করা হইবে না। এখানকার কোন স্তোত্র, প্রার্থনা, সঙ্গীত, উপদেশ বা ব্যাখ্যানদ্বারা কোন প্রকার পৌত্তলিকতা, সাম্প্রদায়িকত বা পাপের অনুমোদন ও তৎপ্রতি উৎসাহদান করা হইবে না। যদ্দ্বারা সকল নরনারী জাতি, বর্ণ ও অবস্থা নির্ব্বিশেষে একতা সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারেন এবং উদার ও পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের সহায্যে সকল প্রকার ভ্রম ও পাপ পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান, প্রীতি, ভক্তি ও সাধুতাতে উন্নত হইতে পারেন, এমন ভাবে ও প্রণালীতে এখানে উপাসনা হইবে।

২। উপরিউক্ত উদ্দেশ্য প্রধানতঃ লক্ষ্যস্থলে রাখিয়া সকল প্রকার সত্য প্রচার জন্য এই গৃহের দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে অর্থাৎ বিজ্ঞান, কি ধর্ম্মনীতি কিম্বা সামাজিক উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে এই মন্দিরে বক্তৃতা বা আলোচনা হইতে পারিবে, কিন্তু তাহাতে ট্রষ্টিগণের বিশেষ অনুমতি অপেক্ষা করিবে।

৩। এই মন্দিরের উপাসনাকার্য্য সম্পাদন জন্য কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ একজন বা আবশ্যক হইলে ততোধিক সচ্চরিত্র আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মকে আচার্য্যপদে নিযুক্ত করিবেন এবং যতদিন তিনি বা তাঁহারা উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, ততদিন ট্রষ্টিগণের অনুমত্যানুসারে এই সমাজ মন্দিরের উত্তর ও পশ্চিম খণ্ডের ভূমিতে কি তাহার কোন অংশে সপরিবারে বাস করিতে পারিবেন। ট্রষ্টিগণ আবশ্যক বোধ করিলে আচার্য্য পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। যদি দৈবাৎ কোন উপাসনার দিবস নিয়োজিত আচার্য্য অনুপস্থিত হন, তবে উপাসকদিগের মধ্য হইতে একজন উপাসনাকার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

৪। এই ট্রষ্ট ডিডের নিয়মানুসারে কার্য্য হইতেছে কি না ট্রষ্টিগণ তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন এবং উক্ত একবিঘা সকর ভূমির বার্ষিক রাজস্ব ৩৮৵৫ টাকা ॥৵ আনি জমিদারের সরকারে সরবরাহ ও আবশ্যকমতে মন্দিরাদি সংস্কার করিবেন।

৫। পাঁচজন ট্রষ্টির মধ্যে যদি কেহ লোকান্তরিত হন অথবা পদত্যাগ করেন কিম্বা স্বীয় পদোচিত কার্য্য নির্ব্বাহে শৈথিল্য করেন বা অক্ষম হন, তাহা হইলে আমার জীবদ্দশায় আমি তৎপদে নূতন ট্রষ্টি নিযুক্ত করিব এবং আমার অবর্ত্তমানে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা নিযুক্ত

করিবেন। ঈশ্বর না করুন যদি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ না থাকেন বা ট্রষ্টি নিয়োগের ভার গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে আমার অভাবে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ কর্ত্তৃক ট্রষ্টি নিযুক্ত হইবেন। ট্রষ্টিগণের ব্রাহ্ম হওয়া আবশ্যক। প্রথম নিযুক্ত ট্রষ্টিদিগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা নূতন নিযুক্ত ট্রষ্টিদিগকেও বর্ত্তিবে।

৬। কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক স্থানীয় সভ্যগণ কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন, কিন্তু তাঁহার নিয়োগ ট্রষ্টিগণের অনুমোদন সাপেক্ষ। বিবেচ্য কার্য্য সম্বন্ধে সমস্ত ট্রষ্টিগণকে রীতিমত সংবাদ পূর্ব্বাহ্নে দিবেন। অনুপস্থিত ট্রষ্টিগণ পত্রদ্বারা স্বীয় স্বীয় মত প্রকাশ করিতে পারিবেন। কোন কার্য্য সম্বন্ধে ট্রষ্টিগণের মতভেদ হইলে অধিকাংশের মতে কার্য্য হইবে।

৭। সমাজ মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিতে অদ্য পর্য্যন্ত যে ঋণ হইয়াছে তাহা আমি সাধারণের নিকট চাঁদা সংগ্রহ করিয়া কিম্বা নিজ হইতে পরিশোধ করিব। ইহার পর, মন্দির সম্বন্ধে অথবা অন্য কোন বিষয়ে যে অর্থের প্রয়োজন হইবে ট্রষ্টিগণ তাহার উপায় করিবেন।

৮। প্রথম পরিচ্ছেদে লিখিত ভূমিখণ্ডের উপর যদি অন্য কোন গৃহাদি নূতন নির্ম্মিত হয় তাহা হইলে ঐ নূতন গৃহাদিও কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের অংশ বলিয়া বিবেচনা করা হইবে এবং তাহাও উপরিউক্ত ট্রষ্টিগণের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীন থাকিবে।

৯। আবশ্যক বিবেচনা করিলে ও কোন অসুবিধা না হইলে ট্রষ্টিগণ ধর্ম্মানুমোদিত কোন প্রকার সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠানের নিমিত্তেও উক্ত ভূমিখণ্ডের কোন অংশ নিয়োগ করিতে পারিবেন। তারিখ ২১ ফাল্গুন ১২৮৫ বঙ্গাব্দ, ১৮০০ শকাব্দ, ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০, ইংরাজী ৮ই মার্চ্চ ১৮৭৯।

সাক্ষিগণ।

শ্রীরামকুমার ভট্টাচার্য্য — শ্রীশিবচন্দ্র দেব
কলিকাতা। — সাং কোন্নগর।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় — লেখক শ্রীদয়ালচন্দ্র শিরোমণি।
শ্রীহরগোপাল সরকার

ভ্রম সংশোধন।

গত ১৬ই মাঘের তত্ত্বকৌমুদীতে শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু ত্রিপুরার পরিবর্ত্তে তেজপুর ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। মুদ্রাঙ্কণের ভ্রমক্রমে এইরূপ ঘটিয়াছে; এজন্য তেজপুর ও ত্রিপুরা উভয় সমাজের ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

	মূল্য	ডাকমাশুল।
ব্রহ্মসঙ্গীত	১	৵০
পঞ্জিকা	॥০	১০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী...	৵০	১০
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা ...	৶০	১০
কৃতজ্ঞতা	১০	১০

আগামী ৬ই এপ্রেল রবিবারে অপরাহ্ন ৩॥ টার সময় ১৩নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার অধিবেশন হইবে এবং তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয় সকল বিবেচিত হইবে—

১—কার্য্য নির্ব্বাহক সভার রিপোর্ট।
২—সভ্য মনোনয়ন।
৩—নিয়মাবলীর ৩৩ ধারা।
৪—অবান্তর নিয়মাবলী।
৫—বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়। — শ্রীশিবচন্দ্র দেব
১৩নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। — সম্পাদক।
১৮৭৯। ১০ই মার্চ্চ।

বিগত ৮ মাস হইতে দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজের একটী উপাসনালয় নির্ম্মাণের চেষ্টা হইতেছে। স্থানীয় ব্রাহ্মগণ অবস্থার অসচ্ছলতাবশতঃ সাধারণ সমীপে অর্থ ভিক্ষা করিয়া প্রায় এক সহস্র টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু ২০ হস্ত দীর্ঘ, ১০ হস্ত প্রশস্ত একটি গৃহ নির্ম্মাণের ব্যয় অন্যূন ১৪০০ শত টাকা স্থির হইয়াছে সুতরাং এখনও অন্যূন ৪০০ শত টাকা আবশ্যক। এদিকে গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। স্থানীয় ইউরোপীয় ও দেশীয় ভদ্রলোকগণের নিকট আশাতীত সাহায্য পাইয়াও আমরা পুনরায় সাধারণের নিকট ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইতেছি। মফস্বলস্থ ব্রাহ্ম ও উদার প্রকৃতি সজ্জনগণ আমাদিগকে কিছু কিছু অর্থানুকূল্য প্রদান করিলে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। নিম্নস্বাক্ষর কারীর কিম্বা তত্ত্বকৌমুদী কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট অর্থ পাঠাইলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

৭ই মার্চ্চ ১৮৭৯ ইং। — শ্রীরাধানাথ রায়।
সম্পাদক
দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজ।

[পাক্ষিক পত্রিকা]

১ম ভাগ। ২১শ সংখ্যা। | ১৬ই চৈত্র, শনিবার, ১৮০০ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩

আমাদের ঢাকাস্থ কোন বন্ধু কেশব বাবুর টাউন হলের বক্তৃতার সমালোচনা করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থকর্ত্তা কেশব বাবুর প্রত্যেক কথার চুল চিরিয়া বিচার করিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে তাঁহার বিচার শক্তির প্রচুর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু দুইটী বিষয়ের জন্য আমরা কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইয়াছি; প্রথমতঃ গ্রন্থখানিতে কেশব বাবুর জীবন সম্বন্ধীয় অনেক গুলি ঘটনার উল্লেখ আছে তাহার সকল গুলি প্রমাণ সিদ্ধ কি না আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। বোধ হয় গ্রন্থকর্ত্তা তাঁহার বিশ্বাস যোগ্য বিশেষ প্রমাণ পাইয়া থাকিবেন নতুবা এক ব্যক্তিকে এরূপে আক্রমণ করিতে সাহসী হইবেন কেন? কিন্তু দুই একটী ঘটনা তিনি যেরূপে বর্ণন করিয়াছেন দেখিয়া বোধ হইল যে তিনি ব্যস্ততা বশতঃ প্রমাণ সংগ্রহের সময় পান নাই। যে ব্যক্তি সর্ব্ব সাধারণের সমক্ষে নিজমুখে আপনার কোন সদ্গুণ বর্ণন করে, তাহার সে সদ্গুণ আছে কি না এ বিচারের অধিকার সকলেরই আছে সুতরাং গ্রন্থখানি অধিকাংশ কেশব বাবুর জীবন-সম্বন্ধীয় কথাতে পূর্ণ বলিয়া যাঁহারা বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের মতাবলম্বী নহি। কেশব বাবু নিজে নিজ জীবনের কথা বলিয়া অপরের বলিবার পথ খুলিয়া দিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার জীবনের কোন ঘটনা উল্লেখ করিতে হইলে প্রমানিত ঘটনা অবলম্বন করিয়াই কথা কহা উচিত। দ্বিতীয়তঃ গ্রন্থকর্ত্তা তাঁহার গ্রন্থের শেষ ভাগে বলিয়াছেন যে কেশব বাবু প্রথমে সরল ভাবে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তাঁহার নিজ প্রভুত্ব লাভের ইচ্ছা হৃদয়ে উদিত হয় এবং তদবধি সেই ইচ্ছাধীন হইয়াই কার্য্য করিতেছেন। এই ইচ্ছা পরতন্ত্র হইয়া তিনি "যীশুখ্রীষ্ট ইউরোপ এসিয়া এবং গ্রেটমেন" বিষয়ে বক্তৃতা করেন; এই ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়াই তিনি ভক্তি বৈরাগ্যের উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন ইত্যাদি। লোকের কার্য্যের যদি এরূপে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা যায় তাহা হইলে কোন লোকেরই অব্যাহতি পাইবার উপায় থাকে না। এমন কোন ধর্ম্ম প্রচারক অদ্যাবধি জন্মেন নাই যাঁহার প্রত্যেক কথা ও কার্য্যের উপর এরূপ কোন অভিসন্ধির আরোপ করা যায় না। যে সময়ে "যীশুখ্রীষ্ট ইউরোপ এবং এসিয়া" নামক বক্তৃতা করা হয়, লেখক সে সময়ের ইতিবৃত্ত জানেন না যদি জানিতেন তাহা হইলে ইহার অন্য প্রকার কারণ দেখিতে পাইতেন। যে সময়ে এই বক্তৃতা করা হয় তখন, মনক্রিফ নামে একজন ইংরাজ হিন্দুদিগকে নানা প্রকার কটূক্তি করিয়া কলিকাতাতে বক্তৃতা দিতেছিলেন। সে সময়ে অনেকে কেশব বাবুকে তদুত্তরে কিছু বলিতে বলেন; কেশব বাবু এক খ্রীষ্টের চরিত্র ধরিয়া ইউরোপীয় এবং ভারতবর্ষীয় উভয় জাতিকে তাঁহাদের পরস্পরের দোষগুণ প্রদর্শন করেন এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য পথ দেখাইয়া দেন। এই বক্তৃতাটী হইবা মাত্র দেশে হুলস্থুল পড়িয়া যায়, সুতরাং লোকের আশঙ্কা নিবারণার্থ তিনি খ্রীষ্টকে কি ভাবে দেখেন তাহা বুঝাইয়া বলা আবশ্যক হয় এবং সেই জন্যই "মহাপুরুষ" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এখন যদি বলা যায় যে কেশব বাবু নিজ গৌরবের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এই সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা হইলে নিতান্ত অনুদারতা প্রকাশ পায়।

উপরে যেমন একজন লেখকের প্রতি কিঞ্চিৎ অনুযোগ করিলাম সেইরূপ আর একজন লেখকের প্রতি কিঞ্চিৎ অনুযোগ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। এ লেখক শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ইনি ইহাঁর ত্রৈমাসিক পত্র মধ্যে বলিয়াছেন যে বর্ত্তমান বিবাদ এক বৎসরের বিবাদ নহে, কিন্তু ৬৭ বৎসর ধরিয়া এই বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান প্রতিবাদ পক্ষের অগ্রণী ব্যক্তিদিগের অনেকে গত ৬৭ বৎসর কেশব বাবুর কতকগুলি মতের প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছেন; ইহাঁরাই বার্ষিক সভাতে নানা প্রকার আন্দোলন উপস্থিত করিতেন; ইহাঁরাই ঐ সকল মতের আন্দোলনার্থ একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন ইত্যাদি।—প্রতাপ বাবু এই সকল কার্য্যের মধ্যে বিদ্বেষ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না। কই প্রতাপ বাবুত এ কথা বলেন নাই যে এই সকল ব্যক্তি কেশব বাবুর বা অপর কোন ব্যক্তির চরিত্র সম্বন্ধীয় কোন কথা এত দিন বলিয়াছে। তাহারা বলে নাই; কারণ কোন ব্যক্তির সহিত তাহাদের বিবাদ ছিল না। সে স্থানে বিরোধ ছিল—অর্থাৎ মতে ও কার্য্য প্রণালীতে—সেই বিষয় লইয়াই তাহারা আন্দোলন করিয়াছে।

তবে কেন বল যে বর্ত্তমান বিবাদের মধ্যে মতের প্রভেদ নাই; কেবল ব্যক্তিগত বিবাদ। নিজেদের কথাতে কি নিজেদের উক্তির প্রতিবাদ হইতেছে না। কতকগুলি লোক ৭ বৎসর ধরিয়া অসন্তোষ ও আপত্তি প্রকাশ করিয়া আসিতেছিল। ইহা শুনিলে বুদ্ধিমান পাঠক কি ভাবিবেন? ইহার মধ্যে কি ঈশ্বরের হস্ত নাই? বিদ্বেষের কার্য্য কি এই প্রকার? স্থূল কথা এই, যাঁহারা এই ৭ বৎসর আন্দোলন করিতেছিলেন তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন এবং এখনও করেন যে কেশব বাবুর কতকগুলি মত ও কার্য্য প্রণালীর দোষে ব্রাহ্মসমাজের অনিষ্ট ঘটনার নিতান্ত আশঙ্কা এবং ইতি মধ্যেই সমূহ অনিষ্ট ঘটিতেছে। যথা সাধ্য এই অনিষ্ট নিবারণ করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা ৭ বৎসর প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং আবশ্যক হইলে আরও ৭ বৎসর প্রতিবাদ করিবেন। কোন অনুদার লোক যদি এ কার্য্যকে বিদ্বেষ-বিজৃম্ভিত বলিতে চান বলুন। প্রতাপ বাবুর কি মনের ভাব এই যে তিনি এবং তাঁহার সমকক্ষ-লগ্ন ভ্রাতাগণ যাহা কিছু বলেন বা করেন সমুদায় স্বর্গীয় সদ্ভাব ও নিরবচ্ছিন্ন এবং নিরামিষ ধর্ম্মভাব হইতে উৎপন্ন এবং আমরা যাহা কিছু বলি বা করি সমুদায় বিদ্বেষময় নরককুণ্ড হইতে উদ্গত। যদি এই তাঁহার অভিপ্রায় হয় তাহা হইলে বলি এরূপ বুদ্ধির চরণে নমস্কার। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য কি রূপ প্রণালীতে চলা উচিত তাহা প্রদর্শন করিবার জন্যই সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের জন্ম হইয়াছে; ঈশ্বর কৃপায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাহা প্রদর্শন করিবেন।

ভক্তি এমন মিষ্ট পদার্থ এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তি মাত্রেরই ইহার উপর এরূপ অবস্থা যে তাঁহারা ভক্তির অনুরোধে অনেক প্রকার ভ্রম ও কুসংস্কারও মার্জ্জনা করিতে পারেন। যদি এক ব্যক্তির প্রকৃত ভক্তি থাকে; যদি তাঁহার ঈশ্বরের প্রতি সরল ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা থাকে, আর যদি তিনি কোন প্রকার গুরুতর কুসংস্কারে জড়িত থাকেন, তথাপি সেরূপ লোকের প্রতি আমাদের স্বতঃই শ্রদ্ধার উদয় হয়। এমন কি অনেক লোক হৃদয়ের ব্যাকুলতা বশতঃ অনেক সময় এই সকল ভ্রম এবং কুসংস্কারকেও ভক্তিলাভের পক্ষে প্রয়োজনীয় মনে করেন এবং অল্পে অল্পে সেগুলিকে অবলম্বন করিয়া বসেন। এই রূপে গত ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে অনেক বিদ্বান বুদ্ধিমান লোকও রোমান কাথলিক মতাবলম্বী হইয়া গিয়াছেন। প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মভাবের নীরসতা দর্শন করিয়া হৃদয়ের তৃষ্ণা নিবারণার্থে তাঁহারা রোমান কাথলিকদিগের সমুদায় ভ্রম ও কুসংস্কারের আবর্জ্জনা গ্রহণ করিয়া বসিয়াছেন সেই রূপ ইউনিটারিয়ান দিগের মধ্য হইতেও অনেকে ত্রীশ্বরবাদী সম্প্রদায়ে মিশিতেছেন। আমাদের দৃঢ় সংস্কার ভক্তির পক্ষে কোন প্রকার মতের আবর্জ্জনা প্রয়োজনীয় নয়। অতি সূক্ষ্মতম মত রূপ ভিত্তির উপরেও গাঢ়তম ভক্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ভক্তি সাধন সাপেক্ষ। ব্যক্তিগত সাধন এবং সমাজগত সাধন এই উভয় প্রকার সাধনই আবশ্যক। প্রোটেষ্টাণ্ট এবং ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ভক্তির অভাব, সাধনের অভাবই তাহার প্রধান কারণ। ইঁহারা ঈশ্বর প্রেম এবং ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য এই উভয়ের মধ্যে কার্য্যের উপরেই অধিক মনোযোগ দিয়া আসিতেছেন। বহু বৎসরাবধি এই রূপ এক-প্রবণ সাধন প্রণালীর ফল স্বরূপ ভক্তিভাবের আংশিক হীনতা উপস্থিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে আমাদের দেশে বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কার্য্য বিহীন ভক্তির চর্চ্চার ফলস্বরূপ নীতিবিহীন ধর্ম্মভাবের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রেম এবং কার্য্য এই উভয়ের প্রতি সমভাবে দৃষ্টি রাখিলে ও উভয়ের সাধনে মনোযোগী হইলে এরূপ অনিষ্ট ফল জন্মে না। ব্রাহ্মসমাজ, জগতে মতের সূক্ষ্মতা ও ভক্তি এই উভয়কে একত্র দেখাইবেন।

মনুষ্য যে ধর্ম্মপ্রচার করে, তাহা দুই প্রকারে করিতে পারে। প্রথম আপনার বিশ্বাসের বস্তু গুলি লইয়া তাহার প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হওয়া, দ্বিতীয় তদ্বিপরীত বস্তু সকলের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া। এই উভয় প্রণালীর মধ্যে প্রথমোক্ত প্রণালীই ভক্তির অনুকূল। দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করিলে সর্ব্বদা বিরোধ, কলহ এবং বিদ্বেষের উৎপত্তি হয়। তাহারা প্রকৃত ভক্তির উৎপত্তির ব্যাঘাত করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এদেশে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের উল্লেখ করা যাইতে পারে। মনেকর দুই ব্যক্তি এদেশে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছেন, একজন খ্রীষ্টের সদ্গুণসকল কীর্ত্তন করিতেন, তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা প্রভৃতি প্রদর্শন করিতেছেন, তাহার প্রচারিত সত্য সকল একে একে ব্যাখ্যা করিতেছেন। অপর ব্যক্তি সে দিকে তত মনোযোগী নন তিনি হিন্দুদিগের দেব দেবীর প্রতি নানা প্রকার উপহাস ও বিদ্রূপ করিতেছেন; কাহারও চরিত্রের গূঢ় দোষ সকল প্রদর্শন করিতেছেন, কাহারো বা আকৃতির গঠন প্রণালী লইয়া ব্যঙ্গ করিতেছেন। এই উভয় প্রণালীর ফলে প্রচুর প্রভেদ। প্রথম প্রণালী নিজের এবং অপরের ভক্তি বৃদ্ধির উপযোগী, দ্বিতীয় প্রণালী ভক্তির শত্রু। সত্যের সৌন্দর্য্য যত দর্শন করা যায়, ততই তাঁহার প্রতি অনুরাগ জন্মে, অসত্যের প্রতি যত দৃষ্টি করা যায়, ততই তাহার প্রতি বিদ্বেষ উপস্থিত হয়। হৃদয়ে যদি বিদ্বেষের ভাব স্থায়ী হয়, তাহাহইলে তাহা অল্পে অল্পে ভক্তির উৎসকে শুষ্ক করিয়া ফেলে। প্রোটেষ্টাণ্ট এবং ইউনিটেরিয়ানগণ যে কিয়ৎ পরিমাণে শুষ্ক হইয়াছেন, তাহারও কারণ এই বোধ হয়। তাঁহারা নিজ নিজ বিশ্বাসের বস্তুর সাধন অপেক্ষা বিপক্ষ দিগের মতের প্রতিবাদে অধিক রত, এই কারণে চৈতন্য সর্ব্বদা বলিতেন যে পরের ভক্তির প্রতি ঘৃণা থাকিলে নিজের ভক্তি কখনই জন্মিতে পারেনা। ভক্তি অতি কোমল বস্তু, ইহা সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল। বিদ্বেষের বায়ু ইহার অঙ্গে লাগিবামাত্র ইহা লজ্জাবতী লতার ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়া যায়।

ধর্ম্মসাধক মাত্রেই একটী বিষয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। এক দিকে যখন আমাদের অন্তরে ধর্ম্মভাবের ম্লানতা উপস্থিত হয়, উপাসনা প্রার্থনা প্রভৃতির প্রতি আমরা উদাসীন হই, অমনি বাহিরে দেখিতে পাই যে আমাদের জীবনের জ্যোতি-রও হ্রাস হইয়াছে, আমাদের আকর্ষণও কমিয়া গিয়াছে। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে শত জনকে আকৃষ্ট করিতেন, যাঁহার মুখে এক প্রকার অপূর্ব্ব শ্রী ছিল, যাঁহার এক একটী কথা শ্রবণ করিবার জন্য লোকে কত উৎসুক হইত, যাঁহার এক একটী কথাতে লোকের হৃদয়ে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইত, এখন সেব্যক্তি আছেন, সেই মুখ আছে, সেই কথা আছে কিন্তু সে জ্যোতি, সে বল ও সে আকর্ষণ আর নাই। সাধন পথ হইতে ভ্রষ্ট হইলে ঈশ্বর এই রূপে শাস্তি দিয়া থাকেন। তিনি যেন তাঁহার শক্তি অপহরণ করেন এবং মনুষ্য নিজের দুর্ব্বলতার মধ্যে পড়িয়া লাঞ্ছিত হইতে থাকে। ধর্ম্মজীবনের এই রূপ হ্রাস বৃদ্ধি একটু অবহিত হইলেই অনুভব করা যায় এবং বুদ্ধিমান্, সাধক ইহা অনুভব করিয়া সর্ব্বদা সতর্ক থাকেন।

ধর্ম্মসাধনের উপায়।

ধর্ম্মসমাজের মধ্যে প্রবেশ করিবার বিশেষ ভাব আছে এবং ধর্ম্মরাজ্যের মধ্যে থাকিতে ইচ্ছা করিলে কতকগুলি বিষয়ের নিতান্ত আবশ্যক, তাহার অভাবে ধর্ম্ম অধিক দিন ভাল লাগে না। নূতন উৎসাহ বা অনুরাগ যতদিন থাকে, কেহ কেহ তত দিন একপ্রকার আহ্লাদ আমোদে অনেক দিন কাটাইয়া দেন, কিন্তু নবানুরাগ চলিয়া গেলে আর তাহাদিগকে দেখা যায় না। ইহারা একপ্রকার উদ্দেশ্য হীন হইয়া ধর্ম্মসমাজে আসেন। আর এক প্রকার লোক দেখা যায় তাঁহারা এরূপ উদ্দেশ্য-হীন নহেন। তাঁহারা যখন প্রথমে কোন ধর্ম্মসমাজে প্রবেশ করেন, তখন কতকগুলি ভাব ও আশা থাকে। কোন একটী সুন্দর দৃশ্য তাঁহাদিগের মনকে প্রথমে আকর্ষণ করে, হয়ত সেই নূতন সম্প্রদায়ের লোকদিগের প্রগাঢ় ভ্রাতৃ-ভাবে আকৃষ্ট হইলেন; হয়ত কতকগুলি মত অতিশয় যুক্তি-সিদ্ধ বলিয়া বোধ হইল; সেই গুলি লইয়া তাঁহারা কয়েক দিন আন্দোলন করিলেন, উৎসাহিত হইলেন, কিন্তু সময়ে সে উৎসাহ চলিয়া গেল এবং তাঁহারাও চলিয়া গেলেন। সেই জন্য এভাবে ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিলে কেহ তন্মধ্যে স্থায়ী হইতে পারেন না।

ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এইরূপ অনেকে অনেক ভাবে আসিয়া থাকেন। সর্ব্ব প্রথমে রামমোহন রায়ের সময় ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মসাধনার প্রগাঢ়তা ছিল না, পৌত্তলিক ও খৃষ্টীয় সমাজের মতের ভ্রান্তি প্রদর্শন তৎকালে ব্রাহ্মসমাজের প্রধান কার্য্য ছিল; তাহা লইয়া তর্ক বিবাদ মীমাংসাতে সমাজাধ্যক্ষগন এরূপ ব্যস্ত ছিলেন যে প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্মসাধন আরম্ভ হয় নাই অথবা ধর্ম্মসাধন আরম্ভের প্রকৃত সময় ও উপস্থিত হয় নাই।

সেই প্রাচীনকালের দুই একজন ব্রাহ্ম এখনও বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদের জীবনে ধর্ম্মসাধনের ভাব লক্ষিত হয় না, কিন্তু তাঁহারা যে ভাবকে আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ছিলেন সেভাবটী তাঁহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল এবং তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মকে সেই ভাবে প্রতিপালন করিতেছেন। জড় অথবা কোন জীব মনুষ্যের উপাস্য হইতে পারে না, কেবল চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মই মনুষ্যের উপাস্য এ বিশ্বাস এখনও তাঁহাদের মনে অটল আছে। তাঁহারা একবিষয়ে আমাদের দৃষ্টান্ত স্থল। সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মদিগের অটল বিশ্বাস যদি আমরা শিক্ষা করিতে পরি, তাহা হইলে আমাদের এরূপ কপটতা ও চাঞ্চল্য থাকে না।

এই সময়ের পরে পূজ্যপাদ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। তাঁহার ধর্ম্ম কেবল সাধনের ধর্ম্ম। মত খণ্ডন বা মীমাংসা করা তাঁহার লক্ষ্য পথে আসে নাই। ঋষিদিগের প্রগাঢ় ব্রহ্মজ্ঞান দর্শন করিয়া তিনি প্রথম হইতেই ব্রহ্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন; যখন ব্রাহ্মসমাজে সেই প্রাচীন কালের ব্রাহ্মগণ মত লইয়া পুনর্ব্বার আন্দোলন করিতে আরম্ভ করি-লেন, তিনি তখন হিমাচলে প্রস্থান করিলেন। সেখানে অনু-কুল অবস্থার মধ্যে ব্রহ্মসাধনে নিযুক্ত হইলেন। সম্বৎসরকাল এই রূপ সাধন করিয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করত, তাঁহার প্রগাঢ় আধ্যাত্মিক আলোচনা ও তপস্যার ফল সকলকে আস্বাদন করাইতে লাগিলেন। অনেকের মনে তাঁহার গভীর উপদেশ সকল অনুপ্রবিষ্ট হইল; কতকগুলি ব্রাহ্ম ধর্ম্মসাধনের কিছু কিছু আস্বাদ লাভ করিলেন। এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজে সাধনের ভাব প্রবেশ করিল। তাঁহার শিষ্যেরাই এখন ব্রাহ্মসমাজের স্তম্ভ স্বরূপ।

ব্রাহ্মসমাজের এই দুইটী অবস্থার বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রথম অবস্থায় মতের সোপান দিয়া ধর্ম্মমন্দিরে উত্থিত হইবার চেষ্টা হইয়াছিল, সেই জন্য তৎকালের ধর্ম্ম সরস হয় নাই, এবং জীবনও আদর্শ-স্বরূপ হয় নাই। দ্বিতীয় অবস্থায় সাধনের সোপান দিয়া ধর্ম্মাগারে প্রবেশ করিবার চেষ্টা হইতেছে। মতের মধ্যদিয়া সাধনে যাওয়া ও সাধনের মধ্য দিয়া মতে আসা কত প্রভেদ তাহা উক্ত অবস্থা দ্বয়ের ব্রাহ্মদিগের জীবনেই লক্ষিত হয়। রামমোহন রায়ের নিকট যিনি আসিলেন তিনি কেবল বেদ বেদান্তের প্রাধান্য ও পুরাণাদির নিকৃষ্টতা বিষয়ে ভুরি ভুরি প্রমাণ প্রাপ্ত হইলেন, তাহার উপাসনালয়ে গেলেন, সেখানেও সেই প্রকার উপদেশ পাইলেন। দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের নিকট আর একজন গেলেন, তাঁহার নিকট সেকথা নাই, কিরূপে পরমেশ্বরকে প্রিয়রূপে উপাসনা করা যায় এই বিষয়েই তিনি উপদেশ দিতে লাগিলেন, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তাঁহার জীবনেও সেই ভাব মুদ্রিত দেখিতে পাইলেন। রামমোহন রায়ের শিষ্য জানিলেন ব্রহ্মোপাসনাই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা কি তাহা জানিতে পারিলেন না, ব্রহ্মসাধন অভ্যাস করিতে পারিলেন না। তাঁহার জীবন কিসে সরস হইবে? তাঁহার ধর্ম্মের স্থায়ী

আকর্ষণ কোথায়? দেবেন্দ্র বাবুর শিষ্য প্রথমেই ব্রহ্মসাধনের উপায় জানিতে পারিলেন; ব্রহ্মসাধন আরম্ভ করিলেন; তাহার মধুরতা ক্রমে ক্রমে আস্বাদন করিতে লাগিলেন। তিনি ধর্ম্মের নিগূঢ় স্থানে প্রবেশ করিলেন; আত্মার ধর্ম্ম ভাবের মূলে রসসিঞ্চিত হইতে লাগিল এবং ক্রমে তাহা হইতে ফল ফুল বিকশিত হইতে আরম্ভ হইল।

ধর্ম্ম সাধনের জন্য কেহ কেহ আর একটী উপায় অবলম্বন করেন। তাঁহারা প্রথমে ইন্দ্রিয় দমন ও বৈরাগ্য সাধন করিয়া থাকেন। আমাদের দেশের তাপসেরা এই ধর্ম্মের সাধনা করেন; তাঁহারা তিন প্রকার তপঃ করিয়া থাকেন; যথা শরীর, বাচিক ও মানস। অহিংসা, দেবাদির পূজা প্রভৃতি শারীর তপঃ; সত্য, প্রিয়, ও হিত কথন প্রভৃতি বাচিক তপঃ; আত্মনিগ্রহ প্রভৃতি মানস তপঃ। তপস্যা দ্বারা যে কিছুমাত্র ধর্ম্মসাধন হয় না তাহা নহে; কিন্তু ইহা একটী নিকৃষ্ট অঙ্গের সাধন। তপস্যা দ্বারা লোকে মুক্তি লাভ কামনা করে, কিন্তু সে মুক্তি কি তাহা কেহ অবগত নহে। লোক কোন একটী অবস্থা বিশেষ কল্পনা করে, মৃত্যুর পর সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কতকগুলি মানসিক অথবা ইন্দ্রিয় জনিত সুখভোগ করিবে। কিন্তু সেই তপস্যাতে সুখ নাই, আনন্দ নাই, আত্মপ্রসাদ নাই, তাহার এরূপ কোন আকর্ষণ নাই যাহা বর্ত্তমানে আনন্দ বিধান করিতে পারে; সেই জন্য অধিক লোক তপস্যা করিতে নিযুক্ত হয় না; এবং যাহারা তপস্যা আরম্ভ করে, তাহারাও অধিক দিন তাহাতে নিযুক্ত থাকিতে পারে না।

এই সকল নিকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়া যাহারা ধর্ম্মসাধন করে, তাহারা ধর্ম্মের মধুরতার আস্বাদ না পাইয়া অধিক দিন ধর্ম্মসাধনে নিযুক্ত থাকিতে পারে না।.. অবিলম্বেই তাহাদের নিকট ধর্ম্ম শুষ্ক ও কঠোর বস্তু বলিয়া বোধ হয়, তাহার আকর্ষণ (যাহা কিছু পূর্ব্বে ছিল) লুপ্ত হয়, এবং পরিশেষে তাহারা সুখের অন্বেষণে সংসারের মধ্যে ফিরিয়া আসে। বাহ্যিক উপায় অবলম্বন করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মসাধন অসম্ভব, তাহার জন্য আধ্যাত্মিক উপায় সকল অবলম্বন করা আবশ্যক। আমরা কয়েকটী আধ্যাত্মিক উপায় নিম্নে নির্দ্দেশ করিতেছি।

উপাসনা একটী আধ্যাত্মিক উপায়। যাহাতে ঈশ্বরের উপাসনার ভাব প্রগাঢ় হয়, তাহার জন্য যত্ন করা আবশ্যক। ইহার পক্ষে কয়েকটী বিষয় আবশ্যক। ঈশ্বরের আশ্রয়ভাব ও নিজের আশ্রিতভাব অতিশয় শ্রদ্ধা ও যত্নের সহিত হৃদয়ের মধ্যে অনুধ্যান করিতে শিক্ষা করিলে ক্রমে উপাসনাতে অনুরাগ জন্মে; কৃতজ্ঞতার ভাব হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে, ভক্তি উত্তেজিত হয় এবং নিজের দৈনিক জীবনে ঈশ্বরের করুণাহস্ত উপলব্ধি করিতে পারা যায়। ঈশ্বরকে এইরূপে পিতা, মাতা ও রক্ষক স্বরূপ বলিয়া প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মিলে, তাঁহার প্রতি অনুরাগ ও ভক্তি বৃদ্ধি হয় এবং দিন দিন তাঁহার সহবাস লাভের ইচ্ছা প্রবল হয়। স্বভাবের সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্বের মধ্যে ঈশ্বরের জ্ঞান, শক্তি ও করুণা আলোচনা করা দ্বিতীয় উপায়। প্রকৃতির সহিত আত্মার প্রেম জন্মিলে ঈশ্বরের সহিত প্রেমের প্রগাঢ়তা জন্মে। আমাদের দেশে তীর্থ পর্য্যটন এইরূপ ধর্ম্মসাধনের উদ্দেশে প্রথমে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। দেশে দেশে ঈশ্বরের নব নব কার্য্য দেখিলে মন প্রশস্ত হয়। যাহা প্রতিদিন দেখা যায়, তাহা মনকে আকর্ষণ করে না। আমরা প্রতি দিন সূর্য্যের উদয়াস্ত দেখিতেছি; আকাশে কোটী কোটী গ্রহ নক্ষত্র দেখিতেছি. একবার আধ্যাত্মিকনেত্রে দেখিলে তাহারা আমাদের হৃদয় মনকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু যাহা পুরাতন হইয়া যায় তাহার মনোহারিতা চলিয়া যায়। প্রকৃত সাধক এই রূপ পুরাতন বিষয় হইতে কত নব নব তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। কিন্তু সকলের চক্ষু সেরূপ নহে। সেই জন্য মধ্যে মধ্যে প্রকৃতি দর্শনের জন্য পরিভ্রমণ করিলে আত্মা উদার ও প্রশস্ত হয়। যিনি কখন পর্ব্বত দেখেন নাই, তিনি প্রথমে পর্ব্বত দর্শন করিলে তাঁহার আত্মা ঈশ্বরের ভাবে মুগ্ধ হইয়া যায়। এক দিনের ঘটনা ১০ বৎসরের সাধনের সাহায্য করে।

অনুরাগের পথ দিয়া ধর্ম্মসাধনের নিকট যাইতে পারিলে তাহা আর নীরস ও কঠোর বোধ হয় না। ঈশ্বরের সহিত প্রেম জন্মিলে, তাঁহার সম্বন্ধে ও উদ্দেশে যাহা কিছু করা যায়, তাহাতেই অনুরাগ ও প্রেম জন্মে। যাঁহাকে ভাল বাসি, তাহার সকল বিষয় ভাল লাগে। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ হইলে ত্যাগস্বীকার, ইন্দ্রিয় দমন, প্রভৃতি আর কঠোর তপস্যা বলিয়া বোধ হয় না। এ সকল অভ্যাস করিয়া আর সাধন করিতে হয় না, কিন্তু অনুরাগের বেগে তাহা আপনা আপনি জীবনে প্রকাশ পায়। একবার ঈশ্বরানুরাগ সঞ্চয় কর দেখিবে যাহা কিছু অসত্য যাহা কিছু মন্দ তাহাতে আপনা আপনি বিরাগ উপস্থিত হইবে। অনুরাগ সঞ্চয় কর দেখিবে হৃদয় আপনি কোমল হইবে আর ভ্রাতৃভাব সাধন করিতে হইবে না। প্রতিজ্ঞা করিয়া পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিতে হইবে না, অসত্য কর্ম্মে স্বতঃ বিরাগ বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।

নির্জ্জন বাস।

নদী নির্জ্জন পর্ব্বত-শিখরে উৎপন্ন, কিন্তু সজন স্থানে আসিয়া আপনার শোভা এবং শ্রী সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে; তরুলতা নির্জ্জন স্থান হইতে গূঢ় কৌশলে আপনাদের রস আকর্ষণ করে, কিন্তু সজন স্থানে অর্থাৎ বাহিরে আপনাদের পুষ্প দলের শোভা প্রকাশ করে। এই রূপ জগতে মানবের যত অলৌকিক কীর্ত্তি, যে রাশি রাশি গ্রন্থ, অসংখ্য রাজনৈতিক বা সামাজিক ব্যবস্থা ও বহুবিধ শিক্ষা, শাসনাদির উপায় দৃষ্ট হয়, সে সমুদায়ের এক একটী বহুদিনের নির্জ্জন বাস ও চিন্তার ফলস্বরূপ। যে জাতির নির্জ্জনবাসের অভ্যাস নাই, তাহারা কখনই কোন মহৎ কার্য্য সংসিদ্ধ করিতে পারে না। কোন মহৎ কার্য্য সংসিদ্ধ করিবার পক্ষে গভীর চিন্তার প্রয়োজন। বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে সকল জাতিকে সভ্যতাংশে

শ্রেষ্ঠ দেখিতেছি, অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইব যে তত্তৎ জাতীয় লোকের নির্জ্জন বাসের অভ্যাস আছে। তাঁহারা দিবসের অধিকাংশ সময় এবং বৎসরের অধিকাংশ দিন কার্য্য ক্ষেত্রে বিপণিতে, জনস্থানে বিচরণ করেন বটে, তাঁহাদের হস্ত সর্ব্বদা নানা প্রকার কার্য্যে রত থাকে বটে, তাঁহাদের জীবনে কঠোর শ্রম, ব্যস্ততা, চেষ্টা ও উপার্জ্জনের প্রয়াস প্রভৃতি লক্ষণই অধিক সুস্পষ্ট বটে, কিন্তু তথাপি সূক্ষ্মরূপে দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহাদের এত ব্যস্ততার মধ্যেও, সময়ে সময়ে নির্জ্জনে বসিয়া ভূত কার্য্যের সমালোচনা এবং ভাবী কার্য্যের সংসূচনা করিবার রীতি আছে। সেই নির্জ্জন বাসের গুণেই তাঁহারা তাঁহাদের সকল কার্য্য এমন সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন। তাঁহাদের দেশে এরূপ সামাজিক প্রথাই দাঁড়াইয়াছে, যে এক ব্যক্তি যখন নির্জ্জনে পাঠ করিতেছেন বা চিন্তা করিতেছেন, তখন তাঁহাকে কেহ বিরক্ত করেন না। পরিবার মধ্যেও পরিবার পরিজন সকলেই জানে যে নির্জ্জন বাসের সময় উত্ত্যক্ত করা অবিধেয়। এইরূপে প্রায় প্রত্যেক লোকেরই সমস্ত দিনের মধ্যে কোন না কোন সময় পাঠের বা চিন্তার জন্য থাকে। দেশ রক্ষা, রাজ্যশাসন প্রভৃতি গুরুতর কার্য্যের ভার যাঁহাদের হস্তে, তাঁহাদের ত কথাই নাই; তাঁহারা যে প্রণালীতে রাজ্য শাসনাদি করিয়া থাকেন, সে প্রণালী নির্জ্জনে গভীর চিন্তা সহকারে নির্ণীত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের এক একজন রাজমন্ত্রী এক একটী কথা বলেন এবং আমরা বিজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাই, কিন্তু যে কথাটী মুখ দিয়া বহির্গত হইল তাহা হয়ত বহুদিনের নিশীথ কালের প্রগাঢ় চিন্তার ফলস্বরূপ। ইংরাজদিগের মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই বাড়ীতে পাঠার্থে একটী নির্জ্জন গৃহ থাকে এবং অনেক দিনের মধ্যে একটী নির্জ্জন বাসের সময় থাকে। নির্জ্জন সময়ে ও সেই নির্জ্জন গৃহে তাঁহারা যখন গমন করেন এবং পাঠ বা চিন্তাতে রত হন, তখন সহজেই তাঁহারা অল্প সময়ের মধ্যে প্রভূত জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন; অনেক জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করেন, অনেক সংশয়াম্বিত কর্ত্তব্য পথ আবিষ্কার করেন এবং আপন আপন জীবনের এক প্রকার শৃঙ্খলা বিধানে কৃতকার্য্য হন। চিন্তাবিহীন জীবন বিশৃঙ্খল ও সর্ব্বদাই প্রবৃত্তি-দ্বারা চালিত।

আমাদের দেশে ঠিক বিপরীত প্রথা। আমরা পরিবারেই থাকি আর কার্য্যালয়েই থাকি, সর্ব্বদা হাটের মধ্যে বাস করি। যাঁহারা দশজনের নিকট বিদিত হইয়াছেন, দশটী কার্য্যের ভার লইয়াছেন, তাঁহাদের ত কথাই নাই। তাঁহারা কোন কার্য্যই আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত নিরুপদ্রবে সম্পন্ন করিতে পারেন না। একখানি গ্রন্থের এক পৃষ্ঠার আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত নিরুপদ্রবে পাঠ করিতে পারেন না। একজন দেখা করিতে আসিলেন, তাঁহার হস্তে হয় ত প্রচুর সময় আছে, সুতরাং দুই এক ঘণ্টা বসিয়া থাকিতে তাঁহার বিশেষ ক্ষতি নাই। তিনি এক ঘণ্টা বসিয়া গেলেন, দ্বার না দিতে দিতে আর এক ব্যক্তি দ্বারে ডাকিতেছেন। পরিবার মধ্যে নির্জ্জন ঘর নাই, সকল ঘরেই স্ত্রী, পুত্র, দাস, দাসী, আগন্তুক, দর্শকের পূর্ণ অধিকার। আমাদের ধর্ম্ম প্রচারক বা সমাজ সংস্কারক চিন্তাতে নিযুক্ত হইবেন ভাবিতেছেন, কিন্তু তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদাই বিক্ষিপ্ত। তাঁহার চিন্তার দুই পংক্তি যোজনা না হইতে হইতে তাহা বিচ্ছিন্ন হইতেছে, আবার যোজনা করিতে দশদণ্ড যাইতেছে, অবশেষে আর যোজনা হইয়া উঠিতেছে না। পরিবার পরিজনগণেরও সেরূপ শিক্ষা নাই; তাঁহারাও পাঠ বা চিন্তার মধ্যে বার বার আসিয়া উত্ত্যক্ত করিতেছেন।

এরূপ চিন্তাবিহীনতার জন্য যে কতদূর ক্ষতি হয়, তাহা বর্ণন করা যায় না। মনুষ্যের প্রচুর সময় যায়, অথচ তদনুরূপ কাজ হয় না, কোন নূতন পথ আবিষ্কার করিবার উপায় থাকে না, কোন কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার উপযুক্ত প্রণালী স্থির করিবার সময় পাওয়া যায় না। সকল কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকাতে চরিত্রের এক প্রকার দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়, মনেও এক প্রকার আত্মনিন্দা থাকিয়া যায়।

ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে নির্জ্জন বাস যে কতদূর প্রয়োজনীয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। নির্জ্জন না হইলে প্রকৃত সাধক হওয়াই দুষ্কর। আত্মতত্ত্ব এবং ভগবৎতত্ত্ব কি এমনি লঘু পদার্থ যে হাসিতে হাসিতে, আমোদ প্রমোদ করিতে করিতে, জনতার মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে ইহার সাধন করিয়া লওয়া যায়। ইহা কি এমন অনায়াস লভ্য যে তুমি আমি কার্য্যের ব্যস্ততার মধ্যে, দিনের মধ্যে দশ মিনিট বা সপ্তাহের মধ্যে এক ঘণ্টাকাল নয়ন মুদ্রিত করিয়া ইহা লাভ করিতে সমর্থ হইব? গভীর আত্মদৃষ্টি ব্যতীত ধর্ম্মের ক্ষুরধার সমান সূক্ষ্ম রেখা সকল মানবের নেত্রে পতিত হয় না। বিশেষ একাগ্রতা ভিন্ন আধ্যাত্মিক জগতের সত্য সকল প্রতীতি করা যায় না। কিন্তু আমরা যেরূপে জীবন যাপন করি, তাহাতে গভীর আত্মদৃষ্টির সম্ভাবনা কোথায়! আমাদের দিনের মধ্যে অন্ততঃ দুই ঘণ্টাও নির্জ্জন বাস ও চিন্তার নিয়ম নাই। আমাদের সমস্ত দিন দশজনের মধ্যেই যায়। এরূপে কি কখনও ধর্ম্মভাবের স্থায়ী সাধন হইতে পারে? আমরা ভাসা ভাসা পাঠ করি, ভাসা ভাসা উপাসনা করি; এই কারণে আমাদের চরিত্রে ধর্ম্মভাবও ভাসা ভাসা অবস্থায় থাকিয়া যায়। এই অনিষ্টটী আমরা বহুদিন নিজ নিজ জীবনে এবং ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির জীবনে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। যাঁহারা ধর্ম্ম প্রচারের ভার লইয়াছেন তাঁহারাও যে বার বার নানা প্রকার মতের তরঙ্গে নীয়মান হইতেছেন, তাহারও কারণ এই। ইতিবৃত্তে এরূপ উক্ত আছে, খ্রীষ্ট যে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচার করিয়া জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, তাহা প্রচার করিবার পূর্ব্বে তিনি ৪০ দিন এবং ৪০ রাত্রি বনবাসী হইয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। মহম্মদ তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে পর্ব্বত গুহাবাসী হইয়া বহুদিন যাপন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্ট ৪০ দিন নির্জ্জনে থাকিয়া যাহা চিন্তা করিয়াছিলেন তাহা প্রচার করিতে তিন বৎসর লাগিয়াছিল। নির্জ্জন বাসের এমনি গুণ। আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিদিগের ত কথা নাই।

এদেশের ধর্ম্মভাবের যে, এত গভীরতা বিশ্বাসের যে এত গাঢ়তা এবং নিষ্ঠার যে এত একাগ্রতা, নির্জ্জনবাসই তাহার প্রধান কারণ। আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে নির্জ্জন বাসকে যে এত প্রয়োজনীয় বলা যাইতেছে তাহার কারণ এই ধর্ম্ম মতের অধিকাংশ তত্ত্বই অদৃশ্য। সর্ব্বদা দৃশ্য বিষয়ের মধ্যে ভ্রাম্যমাণ হইলে আত্মার সেই সূক্ষ্ম দর্শনের অবসর হয় না এবং দৃশ্য বিষয় সকলই আমাদের চিত্তের চিন্তা ও অনুরাগের অধিকাংশ ভূমি অধিকার করিয়া ফেলে। চিত্তকে শান্ত সমাহিত করিবার জন্য নির্জ্জন বাসের প্রয়োজন। চিত্ত শান্ত এবং সমাহিত হইলেই আমরা ভগবৎতত্ত্বের আলোচনার উপযুক্ত অবস্থাতে উপনীত হই।

৮। এখন প্রশ্ন এই এ সম্বন্ধে আমাদের বর্ত্তব্য কি? প্রথমতঃ আমাদের প্রত্যেকেরই পরিবার মধ্যে এক একটী সাধন গৃহ বা পাঠাগার রাখা উচিত। সে গৃহ কেবল আত্ম-চিন্তা, শাস্ত্র-পাঠ ও ঈশ্বরারাধনাতে নিয়োজিত হইবে। দিনের মধ্যে অন্ততঃ তিন ঘণ্টা সময় স্থির করিয়া শাস্ত্রপাঠে ও উপাসনাদিতে সেই ঘরে যাপন করা কর্ত্তব্য। সেই ঘরে যখন কেহ থাকিবেন, তখন দাস, দাসী বা পরিবার পরিজন কেহ উপদ্রব করিবে না। এই গৃহে বসিয়া নিত্য নিত্য স্বীয় কার্য্য ও চরিত্রের পর্য্যালোচনা, শাস্ত্রচর্চ্চা ও উপাসনাদি করা হইবে। এতদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে আবশ্যক মত কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক সপ্তাহ বা তদধিক কাল কোন নির্জ্জন প্রদেশে গিয়া বাস করা ও আত্মচিন্তা প্রভৃতিতে যাপন করার নিয়ম প্রচলিত করা ভাল। আমরা নির্জ্জনে গিয়া এক একবার জগৎ ও ঈশ্বরের সহিত নিজ নিজ সম্বন্ধ স্থির করিব এবং বাহিরে আসিয়া তদনুসারে কর্ম্ম করিব।

উপসংহারকালে আমরা ব্রাহ্ম ছাত্রদিগকে বিশেষ রূপে এই পরামর্শ দিতেছি। যাঁহারা গৃহস্থ হইয়াছেন নানা কারণে এই পরামর্শানুসারে কার্য্য করা তাঁহাদের পক্ষে দুষ্কর হইবে; কিন্তু ছাত্রেরা যদি এই পরামর্শানুসারে কার্য্য না করেন, তাঁহারা ভাবীকালে কোন প্রকার মহৎ কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হইবেন না। হাটের মধ্যে জীবন যাপন করিলে সে জীবনে সুফল প্রসব করিবে না। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে নির্জ্জনে বসিয়া ধর্ম্ম-গ্রন্থ সকল পাঠ করিবার নিয়ম প্রতিষ্ঠা করুন, দেখিবেন যে তাঁহাদের চরিত্রে ধর্ম্মভাব স্থায়ী হইয়া আসিবে।

প্রভেদ কোথায়।

কেশব বাবুর মতানুবর্ত্তী লোকদিগের সহিত অন্যান্য ব্রাহ্মদিগের কোথায় প্রভেদ তাহা অদ্য আমরা ভাঙ্গিয়া বলিব। এই বিভিন্নতাটী লোককে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে। বুঝাইয়া বলিলেই পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে উক্ত মতাবলম্বীদিগের সহিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মিলিবার কোন সম্ভাবনা নাই। সে প্রভেদ দুই বিষয়ে; প্রথম মত সম্বন্ধে, দ্বিতীয় কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে। একটী অপরটীর অঙ্গ বলিলেই হয়। যাহাহউক মত সম্বন্ধে কোথায় প্রভেদ তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিতেছি।

কয়েক বৎসর হইল কেশব বাবু "বিশেষ বিধান" নামে একটী মত বিকাশিত করিয়াছেন। এই মতটী কোন গ্রন্থের এক স্থানে বা কোন প্রস্তাবের এক অংশে সমগ্রভাবে বিবৃত হয় নাই। পরস্পরে আলাপে, রবিবাসরীয় মিরারের কোন কোন প্রবন্ধে, মন্দিরের কোন কোন উপদেশে এইরূপ সময়ে সময়ে ইহাকে বিবৃত করা হইয়াছে। আমরা এতদিন একসঙ্গে থাকিয়া, এই সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ও এই সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়া প্রকৃত মতটী যতদূর সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহা এই। জগতের রক্ষা, পালন ও উন্নতি বিধানার্থ ঈশ্বরের যেমন সাধারণ বিধান বা বিধি দেখা যায়, সাধারণ নিয়মে গ্রীষ্ম বর্ষা প্রভৃতি ঋতুর পরিবর্ত্তন হয়, সাধারণ নিয়মে জন সমাজ মধ্যে জ্ঞান সভ্যতাও ধর্ম্ম প্রভৃতির উন্নতি হয়, সেইরূপ মানবকুলের মুক্তির জন্য ঈশ্বরের বিশেষ বিধি আছে। এই বিধি অনন্ত কাল হইতে স্থির হইয়া আছে। সময়ে সময়ে মানবকুলের অবস্থা ও অভাব অনুসারে তাহা প্রকাশিত হয়। এই বিধি যখন প্রকাশ হইতে থাকে, তখন কি ভাবে প্রকাশ হয়? তখন ইহা সচরাচর একজন মহাপুরুষের অভ্যুদয় রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঐ সময়ে যে পদার্থের অভাব সেই মহাপুরুষ সেই পদার্থ প্রচুর পরিমাণে আনয়ন করেন। সেই অভাবটী দূর করাই তাঁহার জীবনধারণের লক্ষ্যস্বরূপ হয়। সেইটী তাঁর বিধি-নির্দ্দিষ্ট কার্য্য। সেই কার্য্য সাধন ভিন্ন তাঁহার জীবন ধারণের কোন অর্থ নাই, তিনি অভ্যুদিত হইয়া সেই নিয়তি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সাধনের উপযোগী সত্য সকল প্রচার করিতে থাকেন, তদনুরূপ উপায় সকল অবলম্বন করিতে থাকেন। আবার এরূপও দেখা যায় যে তৎকালে উক্ত মহাপুরুষের সাহায্যার্থ কোথা হইতে কতকগুলি আত্মা আসিয়া সহায় হয়। বৈষ্ণব শাস্ত্রে ইহাঁদিগকে 'সাঙ্গোপাঙ্গ' বলিয়া থাকে। এই সকল মহাপুরুষের প্রচারিত সত্য, সেই সকল সত্য-প্রচারোপযোগী উপায় পরম্পরা ও এই সকল সাঙ্গোপাঙ্গের সমষ্টি করিয়া তাহাকে "বিশেষ বিধান" নামে উক্ত করা যায় অর্থাৎ এই সমুদায় মিলিত হইয়া সে সময়ের লোকের মুক্তির একটী প্রধান উপায় স্বরূপ হয়; এবং তাহাই ঈশ্বরকৃত ব্যবস্থা। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর বঙ্গদেশে ভক্তির শুষ্কতা যে সময়ে উপস্থিত হইল, লোকে অনুরাগবিহীন ধর্ম্ম যাজনে প্রবৃত্ত হইয়া শুষ্কতার উপর শুষ্কতা বৃদ্ধি করিতে লাগিল এবং অপর দিকে নানা প্রকার পাপে দেশ নিমগ্ন হইতে লাগিল, তখন ঈশ্বরের বিশেষ বিধি প্রকাশিত হইল। 'এই বিশেষ বিধি চৈতন্যের আকারে আসিল। চৈতন্য অনন্তকাল হইতে ঈশ্বরের মনে ছিলেন, চৈতন্য যখন আবির্ভূত হইলেন তখন তাঁহার 'সাঙ্গোপাঙ্গ' সকলও অর্থাৎ অদ্বৈত নিত্যানন্দ প্রভৃতিও আবির্ভূত হইলেন। চৈতন্য ভক্তি প্রচারের উপায় স্বরূপ হরিনামকে অবলম্বন করিলেন, রাধা কৃষ্ণের প্রেমকে আদর্শরূপে অবলম্বন করিলেন, নগর-কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন; তীর্থে

তীর্থে ভ্রমণ করিলেন। এই সমুদায় প্রচারিত সত্য ও প্রচারের উপায় মিলিত হইয়া একটী বিধান। সেইরূপ কেশব বাবু স্পষ্ট করিয়া না বলুন তাঁহার অনুগত ব্যক্তিদিগের অনেকে বিশ্বাস করেন যে বর্ত্তমান সময়ের মুক্তির বিধান কেশব বাবুতে অবতীর্ণ। তাঁহার ও সাঙ্গোপাঙ্গ জুটিয়াছে; এই সাঙ্গোপাঙ্গগুলি এবং কেশব বাবু ধর্ম্ম প্রচারের জন্য যে কিছু সত্য প্রচার করিয়াছেন এবং প্রচারার্থে যে কিছু উপায় অবলম্বন করিয়াছেন ইহাদের মিলিত সমষ্টি বর্ত্তমান বিধান; এবং উহা অস্মদাদির জন্য বিধি-নির্দ্দিষ্ট মুক্তির ব্যবস্থা।

ব্রাহ্মপাঠক স্থির হউন আরও আছে। যদি বিধি নির্দ্দিষ্ট একটী মুক্তির পথ আপনাদের নিকট উন্মুক্ত হইল, তবে কি ইহা ও ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয় যে আপনারা উক্ত পথ অবলম্বন করেন? হাঁ তাহাও ঈশ্বরের ইচ্ছা। ইহার অর্থ এই, বর্ত্তমান সময়ে কেশব বাবুর প্রচারিত কোন সত্য অগ্রাহ্য করিলে অথবা তাঁহার অবলম্বিত কোন উপায় গ্রহণ না করিলে বিধান-বিরুদ্ধ আচরণ করা হয়। যদি বলেন, যে মানব ভ্রান্ত মানব দুর্ব্বল তাহার প্রচারিত সকল সত্য যে গ্রহণ করিতেই হইবে তাহা নহে। এ বিকৃত বুদ্ধি! এমন কথা বলিবেন না। বিশেষ বিধানের মতের তাৎপর্য্য এখন ও হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। যে মহাপুরুষ বিশেষ বিধানের কেন্দ্রভূত তিনি ভ্রান্ত, তিনি দুর্ব্বল সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন বিষয়ে? তিনি নিজের পার্থিব বিষয়ে ভ্রান্ত হইতে পারেন, কিন্তু তিনি যখন বিধি-নির্দ্দিষ্ট কথা বলেন, অর্থাৎ তিনি যে কাজ করিতে আসিয়াছেন সেই সত্য প্রচারের এবং সেই কার্য্য সাধনে তিনি যখন প্রবৃত্ত হন তখন তিনি অভ্রান্ত এবং "তাঁহার কার্য্যের জন্য যদি কেহ দায়ী হয় তবে স্বর্গের অধিপতি স্বয়ং ঈশ্বর দায়ী।" অতএব অবিচারিত চিত্তে তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করা এবং তাঁহার পদাবনত হওয়াই, বর্ত্তমান সময়ের মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়।

যাঁহারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই মত অবলম্বন করেন ধর্ম্মসমাজ সম্বন্ধে তাঁহাদের কার্য্য প্রণালীও তদনুরূপ হয়। ঈশ্বর যখন এক ব্যক্তিকে বিশেষ ভার দিয়া পাঠাইলেন তখন সে বিষয়ে অন্যের কথা কহা অনধিকার চর্চ্চা মাত্র। তিনি আবার অন্যের সহিত পরামর্শ করিবেন কি? কেশব বাবু একথা অতি স্পষ্ট করেই তাঁহার টাউনহল বক্তৃতাতে বলিয়াছেন। আমার প্রত্যেক বুদ্ধি যখন ঈশ্বর যোগাইতেছেন এমন কি আমার কোন কার্য্যের জন্য যখন আমি দায়ী নই তখন আমি তোমাদের দশজনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিব কেন? এই কারণেই এরূপ মতাবলম্বী ব্যক্তি দিগের মধ্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেনা এবং সেই জন্যই কেশব বাবুর দলে অদ্যাপি তাহা হয় নাই।

আমাদের বিশ্বাস এবং সংস্কার ঠিক ইহার বিপরীত। ঈশ্বরের মুক্তির বিধান যে কোন সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ আমরা এরূপ মনে করি না? একজন যে এই পরিধির কেন্দ্রভূত এবং তিনিই যে তদানীন্তন পরিত্রাণ-প্রদ সত্য সকলের উৎস স্বরূপ আমরা এরূপ বিবেচনা করি না। যেমন বৃদ্ধি ও পুষ্টির তারতম্য অনুসারে ক্ষুদ্র ও মহৎ প্রত্যেক তরুই জল বায়ু গ্রহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ সাধন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির তারতম্য অনুসারে আমাদের প্রত্যেকেই মুক্তি সাধনের উপযোগী সত্য লাভে সমর্থ হইয়া থাকি। এক ব্যক্তি ধনী আর সকলে কর্জ্জ করিয়া উদ্ধার হইবে ঈশ্বরের এরূপ নিয়মই নয়। আমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই যাঁহার নিকট ব্রাহ্মসমাজ কিছু না কিছু উপকার লাভ করিতে পারে না। ইহার একটীকে দূরে রাখিলে একটী আলোক দূর করা হয় এবং আমাদের সমাজ সেই অংশে ক্ষতি গ্রস্ত হয়। আমাদের সকলের মিলিত সমষ্টিকে যদি বিশেষ বিধান বল ক্ষতি নাই। মার্কিন দেশে পার্কার, ইংলণ্ডে কুমারী কব, মার্টিনো, ভয়সি, কলেট, নিউমান, এ দেশে দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি খ্যাত নামা ব্যক্তিগণই যে কেবল সেই বিধানের অঙ্গভূত হইয়া কার্য্য করিতেছেন তাহা নহে আমাদের মধ্যে যিনি যেখানে দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে সাহায্য করিতেছেন সকলেই সেই এক নিয়তির দিকে অগ্রসর হইবার পক্ষে সাহায্য করিতেছেন। যে পরিমাণে এই সকলের ভাব ও ইচ্ছার সমাবেশ করিতে পারা যাইবে সেই পরিমাণে প্রকৃত ধর্ম্ম সমাজ গঠিত হইল মনে করিব। যে প্রণালীতে ঈশ্বরের সকল উপাসককে এক সূত্রে বদ্ধ করা যায়, যদ্দ্বারা প্রত্যেকের হৃদয়স্থিত সত্যালোকের সাহায্য পাওয়া যায়, যদ্দ্বারা যথাসাধ্য সেই আলোকানুসারে ধর্ম্ম সমাজের নিয়মাদি প্রণীত হয় সেই প্রণালীই শ্রেষ্ঠ প্রণালী; এবং এইরূপে যে ধর্ম্ম সমাজ গঠিত হয় সেই সমাজ প্রকৃত ঈশ্বরের সমাজ; সেই সমাজের নিকট মস্তক অবনত করা যায়; নতুবা যে সমাজে একজন কথা কহে অপর সকলে নির্ব্বাক, একজন চিন্তা করে অপর সকলে অনুগত, একজন ব্যবস্থা প্রণয়ন করে অপর সকলে শাসিত, এক জন সূর্য্য অপর সকলে চন্দ্র, একজন সর্ব্বস্থান ব্যাপ্ত অপর সকলে সংকুচিত, এরূপ সমাজ কখনই ঈশ্বরেচ্ছাসঙ্গত সমাজ নহে; তাহার প্রদর্শিত পথ ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট পথ নহে; তাহার গতি উন্নতির দিকে নহে। ইহা আমাদের দৃঢ় সংস্কার। উভয়ে কত প্রভেদ পাঠক অনুধাবন করুন। এক মতাবলম্বীরা রাজনীতি সম্বন্ধে যথেচ্ছাচার, ধর্ম্মসমাজ সম্বন্ধে পোপ প্রথা, সমাজ সম্বন্ধে কর্ত্তার সেবা ভাল বাসিবেন; অপর মতাবলম্বীরা রাজনীতি সম্বন্ধে সাধারণ তন্ত্র সমাজ সম্বন্ধে সমবেত চেষ্টা, ও ধর্ম্মসমাজ সম্বন্ধে নিয়ম তন্ত্র প্রণালীর পক্ষপাতী হইবেন। এক জনের গতি জগতের প্রাচীন কুসংস্কার সকলের দিকে অপরের গতি বর্ত্তমান উন্নত চিন্তার সঙ্গে। উভয় মতে এত প্রভেদ।

গত ৬।৭ বৎসর ধরিয়া যে কয়েকজন ব্রাহ্ম, কেশব বাবুর কোন কোন মতের প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছিলেন তাহা এই মতের এবং এতৎ সংক্রান্ত অপরাপর অবান্তর মতের। এই মতের প্রথম প্রচার অবধি তাঁহাদের আতঙ্ক উপস্থিত হয় প্রথমে গোপনে প্রতিবাদ আরম্ভ হয়, সেই আপত্তি ঘনীভূত হইয়া অবশেষে "সমদর্শীর" আকার ধারণ করে এবং অবশেষে

আরও ঘনীভূত হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে এই রূপ মত ও কার্য্য-প্রণালীর জীবন্ত প্রতিবাদ মনে করা যাইতে পারে। এরূপ মতাবলম্বী ব্যক্তি কখনই সাধারন ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইবেন না। মহাপুরুষের পদলগ্ন না হইলে যাঁহার মুক্তির আশা থাকে না, সেরূপ অসহায় ও রূপাপাত্র ব্যক্তিকে আমরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইতে পরামর্শ দিই না। তাঁহাদের জন্য মহাপুরুষ বাজার খুলিয়াছেন তাঁহারা সেই স্থানে গমন করুন। এরূপ কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তির আর গত্যন্তর নাই। কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরের মুক্তির বিধানকে এরূপ সংকীর্ণ ভাবে দেখিতে ইচ্ছা করেন না, যাহাঁরা ব্যক্তি বিশেষের পদতলে লুন্ঠিত হওয়া অপেক্ষা ঈশ্বরের পদতলে লুন্ঠিত হওয়া শ্রেয়স্কর মনে করেন, যাহাঁরা একব্যক্তির কার্য্য অপেক্ষা দশ ব্যক্তির কার্য্য অধিক নির্দ্দোষ হইবার সম্ভাবনা মনে করেন, যাহাঁরা ভ্রম ও কুসংস্কারকে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে বদ্ধ মূল দেখিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা সাধারন ব্রাহ্মসমাজের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হউন। কেশব বাবু টাউন হলে বক্তৃতা করিয়া ব্রাহ্মসমাজের একটী উপকার করিয়াছেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম এবং তাঁহার সম্প্রদায় ভুক্ত লোকদিগের প্রভেদ অতি স্পষ্টরূপে স্থির করিয়া দিয়াছেন। এখন ব্রাহ্মেরা ভাবুন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি?

বিশেষ বিধান মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ পূর্ব্বোক্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগ কর্ত্তাদিগের প্রতি নানা প্রকার অভিযোগ করিতেছেন। কেহ বলিতেছেন ধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা তোমাদের পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা মাত্র; কেহ বলিতেছেন বিশেষ বিধানের বিরুদ্ধে যাহা করিবে তাহা রক্ষা পাইবে না ইত্যাদি। ভবিষ্যদ্বক্তাগণ অনুগ্রহ করিয়া একটু অপেক্ষা করুন। সাধারন ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে ইহা আপনার কার্য্য সংসিদ্ধ করিবেই করিবে। ইহার পক্ষে অন্তরায় স্বরূপ হয় কাহার সাধ্য। কেবল আমাদের প্রত্যেকের এখন প্রাণ মন দিয়া কার্য্য করা চাই, তাহা হইলেই সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বর একগুণ শ্রমের দশগুণ ফল প্রদান করিবেনই করিবেন।

বন্ধুতা।

যে খানে ভাবের প্রাবল্য সেই খানেই বন্ধুতার প্রগাঢ়তা। ভাব-প্রধান লোকেরা পরস্পরের বন্ধু হয়। যেখানে ভাব নাই সেখানে বন্ধুতা হয় না। যেমন সদ্ভাব ও সদ্ভাবে মিলিয়া বন্ধুতা হয় সেই রূপ অসাধুভাব ও অসাধুভাবে মিলিয়া ও বন্ধুতা হয়। দেখিতে পাওয়া যায় যে দুই জন অসৎ স্বভাবের লোকের পরস্পরে প্রগাঢ় বন্ধুতা আছে। তাঁহারা আপনাদের মন্দ অভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য একহৃদয় হইয়া তাহাতে নিযুক্ত হয়। দুই জন চোর পরস্পর বন্ধু, দুই জন মদিরাপায়ী পরস্পর বন্ধু, দুই জন নীচ ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি পরস্পর বন্ধু। কিন্তু স্বার্থ আসিয়া মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলে সে বন্ধুতা চলিয়া যায় অথবা হ্রাস হয়। যত দিন ভাবের প্রাধান্য থাকে তত দিন স্বার্থ আসিতে পারে না সুতরাং তত দিন বন্ধুতাও প্রগাঢ় থাকে। যেমন দুই জন অসৎ লোকের মধ্যে বন্ধুতা হয়, সেই রূপ দুই জন সাধু লোকের মধ্যেও বন্ধুতা হইয়া থাকে। অনুকূল অবস্থায় যখন তাহাদের কোন একটী সৎ কর্ম্মে উভয়ের সমান অনুরাগ হয় তখন তাহাদের মধ্যে বন্ধুতার সঞ্চার হয়। বাহ্য অবস্থা ভাবের সহায়তা করে এবং ভাবের প্রাবল্য হইলে বন্ধুতার সঞ্চার হয়। দুই ব্যক্তি যদি কোন দেশহিতকর কার্য্যে অনুরাগী হয়েন, সেই অনুরাগ জনিত তাঁহাদের মধ্যে বন্ধুতা জন্মে। দুই ব্যক্তি ধর্ম্মপ্রচার কার্যে নিযুক্ত হইলে, তাহাদের মধ্যে বন্ধুতা হয়। এখানেও স্বার্থ ও লক্ষ্যের বিভিন্নতা প্রযুক্ত বন্ধুতার হ্রাস হইয়া থাকে। কিন্তু অসৎ লোকদিগের নীচ প্রবৃত্তি যত শীঘ্র উত্তেজিত হয় ও তাহারা সেই নীচ প্রবৃত্তির যত বশীভূত হয়, সাধু লোকদিগের সম্বন্ধে সেরূপ নহে। লক্ষ্যের বিভিন্নতা হইলে ও তাঁহাদের সাধু ভাবের বড় হ্রাস হয় না, তাঁহাদের মন ও হৃদয়ের উপর অনেক কর্ত্তৃত্ব থাকে তাঁহারা স্বার্থকে অনেক পরিমাণে বিসর্জ্জন করিতে পারেন, সেই জন্য তাঁহাদের বন্ধুতা সহজে বিনষ্ট হয় না।

অসৎলোকেরা যেমন সহজে প্রগাঢ় বন্ধু হয়, সেইরূপ আবার সহজে পরস্পরের প্রগাঢ় শত্রুও হয়। হৃদয়ের উপর তাহাদের কর্ত্তৃত্ব নাই। সাধুলোকেরা যত সহজে বন্ধু হয়েন, তত সহজে শত্রু হয়েন না, যেহেতু হৃদয়ের উপর তাহাদের কর্ত্তৃত্ব আছে।

উপরে যে সত্যের উল্লেখ করা হইল, ব্রাহ্মদিগের সম্বন্ধে তাহা একবার আলোচনা করা যাউক। ব্রাহ্মেরা পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় বন্ধুতার ভাব অনুভব করিয়াছেন কি না? তাহাদের মধ্যে বন্ধুতার প্রাবল্য আছে কি না? একেবারে নাই বলা যায় না, কিন্তু প্রগাঢ়তা নাই একথা অসঙ্কুচিত ভাবে বলা যাইতে পারে। তাঁহাদের মধ্যে যেমন প্রগাঢ় বন্ধুতা নাই, সেইরূপ প্রগাঢ় শত্রুতাও নাই। সাধারণ সম্বন্ধে এই কথা বলা হইতেছে। হয়ত কোন একস্থানে দুইটী ব্রাহ্ম আছেন, তাহারা পরস্পরের সুখে সুখী; দুঃখে দুঃখী; পরস্পরকে হৃদয়ের সম্পূর্ণ বেগে ভাল বাসেন, পরস্পরের জন্য প্রাণ দিতে পারেন। এরূপ দুই চারিটী বন্ধু থাকিতে পারেন আমরা অবগত নহি, কিন্তু ব্রাহ্মসাধারণকে দেখিতেগেলে এই কথাই বলিতে হয়, তাহাদের মধ্যে অকৃত্রিম ও প্রগাঢ় বন্ধুতা নাই। ইহার কারণ কি? ব্রাহ্মেরা জ্ঞান যুক্তি, বুদ্ধি বিবেক এই সমস্ত দ্বারা পরিচালিত, ভাব দ্বারা পরিচালিত নহেন, সুতরাং তাহাদের মধ্যে বন্ধুতাও সহজে হয় না এবং শত্রুতাও সহজে হয় না। রুচি, স্বার্থ ও লক্ষ্যের বিভিন্নতা প্রযুক্তও ইহাঁদের মধ্যে বন্ধুতার প্রগাঢ়তা নাই। কিন্তু ইহাঁদের মধ্যে নীচ স্বার্থ ভাব প্রবল নহে, এবং লক্ষ্যেরও অনেক সাদৃশ্য আছে, সেই জন্য ব্রাহ্মদিগের মধ্যে শত্রুতারও প্রগাঢ়তা জন্মিতে পারে না।

কিন্তু প্রকৃত বন্ধুতার লক্ষণ এরূপ নহে। প্রকৃত বন্ধু-

তাতে অন্ধানুরাগ নাই। হয় বন্ধুকে সম্পূর্ণ হৃদয় দিব, না হয় তাঁহাকে হৃদয়ের উপর অধিকার দিব না। বন্ধুর জন্য সমুদায় স্বার্থ, বৈষম্য, অনৈক্য ভুলিয়া গিয়া কেবল সাধু ভাবেরই দ্বারা পরিচালিত হইব। প্রকৃত বন্ধুতাতে ধর্ম্মমত ব্যবধান হইতে পারে না, কিন্তু পবিত্র ভাব তাহার প্রাণ। সচরাচর এরূপ বন্ধুতার দৃষ্টান্ত বড় বিরল। এখানে পণ্ডিতে পণ্ডিতে বন্ধুতা হয়, কিন্তু পণ্ডিত ও মূর্খে বন্ধুতা হয় না, ধনীদের মধ্যে পরস্পরে বন্ধুতা হয়, কিন্তু ধনী ও দরিদ্রে বন্ধুতা হয় না; এক ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে বন্ধুতা হয়, কিন্তু বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে হয় না। সাধারণতঃ যত দিন দুই জনের লক্ষ্য, মত, রুচি, গুণ এক প্রকার হয়; তত দিন তাহাদের উভয়ের বন্ধুতা থাকে এবং যখন এই সমস্ত বিভিন্ন হইয়া পড়ে, তখন বন্ধুতারও অন্তর্দ্ধান হয়। এইরূপ মিলনকে সহানুভূতি বলা যাইতে পারে, কিন্তু ইহা প্রকৃত বন্ধুতা শব্দে বাচ্য নহে। সকল বিষয় এক হইলে বন্ধুতা প্রগাঢ় হয় বটে, কিন্তু বিভিন্নতা বশতঃ তাহার প্রগাঢ়তা যদি হ্রাস না হয়, তাহাই বন্ধুতার পরীক্ষা। বন্ধুতা অত্যন্ত উদার। বন্ধুতা অনেক সময় অন্ধ। এই প্রকার বন্ধুতা স্থায়ী হয়, এখানে স্বার্থের সংস্পর্শ নাই।

ব্রাহ্মসমাজে আমরা এই প্রকার বন্ধুতার অত্যন্ত অভাব অনুভব করিয়া থাকি। ব্রাহ্মেরা একপ্রকার বন্ধুহীন। তাঁহাদের হৃদয়ের ভাবপ্রাবল্য নাই—জ্ঞান, যুক্তি, রুচি প্রভৃতি তাঁহাদের নেতা, সুতরাং বন্ধুতার সুমিষ্ট রস তাঁহারা আস্বাদনে বঞ্চিত হয়েন। বন্ধুহীন ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অসুখী। ব্রাহ্ম ভ্রাতঃ! এইরূপ বন্ধুহীন হইয়াই কি আমরা সংসারে থাকিব? বন্ধুতার জন্য কি আমরা কখন চেষ্টা করিয়াছি? অন্ধ হইয়া আমরা যাহার সঙ্গে যত দিন মিলিয়াছি তত দিন তাহার ছায়া অনুসরণ করিয়াছি, কিন্তু একটু অমিল হইল, অমনি তাহার ছায়া আর স্পর্শ করিতে ইচ্ছা হয় না। স্বার্থ আসিয়া আমাদের বন্ধুতার ব্যাঘাত করিয়াছে, অহঙ্কার আমাদের বন্ধুতার শত্রু হইয়াছে। অদ্য যাহাকে ভ্রাতা বলিলাম, অনৈক্য হইবামাত্র তাহাকে নরাধম বলিলাম। এ সমস্ত শোচনীয় বিষয়। হৃদয়কে উদার না করিলে বন্ধুতা অসম্ভব এবং কিসে হৃদয় উদার হয় তাহার জন্য আমাদের এখন বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক।

"উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।"

সংবাদ সার।

ইংলণ্ডে ব্রাডল নামে একজন লোক আছেন, তিনি বিখ্যাত নাস্তিক। প্রকাশ্য ভাবে ঈশ্বর বিরুদ্ধ কথা সকল প্রচার করিয়া থাকেন। কিছু দিন হইল তাঁহার মৃতা পত্নীর কবরের পার্শ্বে আর এক জন ভদ্র ইংরাজকে গোর দেওয়া হয়। এরূপ জন রব উক্ত ভদ্র লোকের বন্ধুরা এক্ষণে তাঁহার মৃত দেহের অবশিষ্ট অংশ পুনরায় কবর বিনির্ম্মুক্ত করিয়া স্থানান্তরে সমাহিত করিবার সংকল্প করিয়াছেন। ব্রাডল সাহেবের পত্নীর কবরের পার্শ্বে গোর দেওয়াতেও তাঁহাদের আপত্তি! আপত্তিটাতে সংকীর্ণতা কিছু অধিক প্রকাশ করিতেছে।

আমেরিকাতে "ফ্রি রিলিজস এসোসিএশন" (স্বাধীন ধর্ম্ম সভা) নামে একটী সভা আছে। ইহাতে অত্যন্ত স্বাধীনভাবে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্ন সকলের আলোচনা করা হয়। ইহাঁদের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের সহিত ব্রাহ্মসমাজের আলাপ পরিচয় আছে, সম্প্রতি কুক নামে একজন সাহেব প্রকাশ্য বক্তৃতাতে বলিয়াছেন যে উক্ত সভা ধর্ম্ম নীতির বিনাশ পক্ষে সাহায্য করিতেছেন। এক্ষণে অনেক লোকের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিশ্বাস এত শিথিল ভাব ধারণ করিয়াছে যে তদ্দ্বারা চরিত্রের সকল অঙ্গকে বন্ধন করিয়া রাখাই দুষ্কর। ফ্রি রিলিজস এসোসিএশন সভার এই দশা উপস্থিত হইয়াছে কিম্বা এই অপবাদ কোন গোঁড়া লোকের স্বকপোল কল্পিত তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

বিলাতের স্পার্জিয়ন সাহেবের নাম অনেকে শুনিয়াছেন। কিছুদিন হইল তাঁহার শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ হয়। ইহাতে এক ব্যক্তি এইরূপ প্রচার করে যে স্পার্জিয়ন সাহেবের পানদোষ নিবন্ধন ঐ রূপ স্বাস্থ্যহানি হইয়াছে। স্পার্জিয়ন সাহেব এই কথায় যে উত্তর দিয়াছেন তাহা শুনিলে সকলেই প্রীত হইবেন। স্পার্জিয়ন সাহেব বলিয়াছেন "আমাদের বাড়ীতে কোন প্রকার মদ থাকে না। আমার পরিবারের সকলেই এমন কি দাসদাসী পর্য্যন্ত সুরাপান করে না; সুতরাং আমার সুরাপায়ী হইবার উপায় নাই। এরূপ নিন্দার উত্তর দিতেও লজ্জা বোধ হয়।" আমরা স্পার্জিয়ন সাহেবের বিষয় যতই শুনিতেছি ততই তাঁহার প্রতি ভক্তি হইতেছে। সে দিন এক ব্যক্তি তাঁহাকে বহু সহস্র মুদ্রা দান করেন, তিনি সে সমুদায় অনাথ বালক বালিকাদিগের রক্ষার্থ ব্যয় করিয়াছেন।

আমেরিকাতে ৮জন রমণী প্রকাশ্য উপাসনালয়ের বেদীতে উপাসনাকার্য্য করিবার অধিকার পাইয়াছেন। তাঁহারা রীতিমত ধর্ম্মোপদেশাদি দিয়া বেড়াইতেছেন।

য়িহুদী ও খৃষ্টান দিগের মধ্যে শত্রুতা চিরপ্রসিদ্ধ। আমরা মনে করিয়াছিলাম, জ্ঞান ও সভ্যতার উন্নতিক্রমে সে শত্রুতার হ্রাস হইয়াছে; কিন্তু নিম্ন লিখিত বিবরণটী পাঠ করিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। কিছু দিন রুসিয়াদেশের কোন গ্রামের একটী গৃহে অগ্নি লাগে। অগ্নি লাগিবামাত্র প্রতিবেশীরা সাহায্যার্থ ছুটিয়া আসিল; সেই সঙ্গে একজন য়িহুদীও ছুটিয়া আসিয়াছিল। চাষারা য়িহুদীকে দেখিবামাত্র তাহাকে ঐ অগ্নির কারণ বলিয়া হত ভাগ্য ব্যক্তিকে প্রহার আরম্ভ করিল। সে ব্যক্তি যখন প্রহারের যাতনায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, তখন তাহাকে ধরাধরি করিয়া আগুনে ফেলিবার উপক্রম করিল, এমন সময়ে উক্ত স্থানের মাজিষ্ট্রেট উপস্থিত হইলেন এবং অনেক কষ্টে সে ব্যক্তিকে তাঁহাদের হস্ত হইতে মুক্ত করিলেন।

কিছু দিন হইল ইংলণ্ডের একজন দরিদ্র লোক অন্নাভাবে আত্মহত্যা করে। সে ব্যক্তির আত্মহত্যার কয়েক ঘণ্টা পরে

তাহার একজন আত্মীয়ের মৃত্যু হয়। ঐ রমণী উহার মৃত্যু সংবাদ জানিত না, এবং মৃত্যু কালে তাঁহার নামে ১০০০০ হাজার টাকা দিয়া যায়। উপকার যদি করিবে, তবে যত শীঘ্র পার কর।

রুসিয়াতে ধর্ম্মাবলম্বীর মত লইয়া পাড়াপীড়ি হইয়া থাকে। রাজাও সময়ে সময়ে কোন কোন সম্প্রদায়কে শাসন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। স্বভাবের কেমন নিয়ম, যেখানে যথেচ্ছাচার ও পীড়াপীড়ী সেই খানেই বিদ্রোহ। শুনিতে পাওয়া যায় গত বৎসরের মধ্যে রুসিয়াতে ১৩৭ প্রকার নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে এক সম্প্রদায়ের নাম জোঁক। অন্যান্য খৃষ্টানেরা জলদ্বারা অভিষিক্ত করিয়া লোককে নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করে; শুনিতে পাওয়া যায় ইহারা নাকি দীক্ষিত করিবার সময় মনুষ্য রক্ত ব্যবহার করিয়া থাকে। এই জন্যই উহার জোঁক নাম লইয়াছে। এক এক জন স্ত্রীলোকের শরীর চিরিয়া রক্ত সংগ্রহ করা হয়। ইহাতে অনেক স্ত্রীলোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। ধর্ম্মের নামে কত কার্য্যই হয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন পূর্ণিয়া হইতে প্রত্যাগত হইয়া কৃষ্ণনগরে গমন করিয়াছেন।

বাবু গণেশ চন্দ্র ঘোষ ও বাবু কালীনাথ দত্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আফিসের কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

আমাদিগের কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলীর সাপ্তাহিক উপাসনা বেনিয়াটোলা লেন ৪৫নং ভবনে রাত্রি ৭॥ টার সময় হইতেছে। তদ্ভিন্ন কলেজ স্কোয়ার ১৩নং ভবনে প্রতিদিন প্রাতঃকাল ৯॥ টা এবং মৃজাপুর ষ্ট্রীট ১৩নং ভবনে প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে ৮ টার সময় উপাসনা হইয়া থাকে। শেষোক্ত ভবনে প্রতি মঙ্গলবার রাত্রি ৭॥ টার সময় সঙ্গত সভা হয়। মাসিক উপাসনা প্রতি বাঙ্গালা মাসের শেষ রবিবার প্রাতঃকাল ৭॥টার সময় বেনিয়াটোলা লেন ৩৫নং ভবনে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

গত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও নববর্ষ উপলক্ষে ১লা বৈশাখ দিবসে সমস্ত দিন ব্যাপী উৎসব হইবে।

কার্য্য নির্ব্বাহক সভার নির্দ্ধারণানুসারে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অধীনে একটী পুস্তকালয় স্থাপনার্থ একটী সব কমিটী নিযুক্ত হইয়াছেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ইহার সম্পাদক এবং বাবু কালীশঙ্কর সুকুল সহকারী সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য যাহাতে সত্বর আরম্ভ হইতে পারে, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। এতদুদ্দেশে বিল্ডিং কমিটী নামে একটী সব কমিটী স্থাপিত হইয়াছে, বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক।

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি; নিম্নলিখিত ব্রাহ্মসমাজ-হিতৈষী মহোদয়গণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এজেণ্ট হইয়া নিম্নলিখিত স্থান সকলে ইহার কার্য্য সকলের সহকারিতা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু ভুবন মোহন সেন, ফরিদপুর।
,, ,, নীলমণিধর, মেদিনীপুর।
,, ,, শশিভূষণ সেন, দিনাজপুর।
,, ,, গুরুদয়াল সিংহ, ত্রিপুরা।
,, ,, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগর।
,, ,, ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী, পুরী।
,, ,, গোবিন্দ চন্দ্র রক্ষিত ও
,, ,, চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, গয়া।
,, ,, উমেশচন্দ্র সেন, বগুড়া।
,, ,, বরদানাথ হালদার, লক্ষ্মীপুর।
,, ,, রামদুর্লভ মজুমদার, তেজপুর।
,, ,, কেদার নাথ চৌধুরী, সিমলা।
,, ,, রামধন মজুমদার, কুমারখালী।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দার্জ্জিলিঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগৃহ নির্ম্মাণার্থ ২০০টাকা দান করিয়াছেন।

গত ৮ই মার্চ শনিবার লক্ষ্ণৌয়ে ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে ও ১৮৭২ সালের ৩ আইন মতে একটী বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। বরের নাম হীরালাল দে, জাতিতে সূত্রধর, তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং আফিসের একজন কেরাণী, কিছু দিন পূর্ব্বে বিপত্নীক হন। কন্যার নাম দাক্ষায়ণী, জাতিতে ব্রাহ্মণ, বয়ঃক্রম ১৮ বৎসর, অনেক দিন বিধবা অবস্থায় ছিলেন। উৎকল ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য বাবু যদুমণি ঘোষ এই শুভ বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করেন।

গত ১৫ই হইতে ১৯এ মার্চ পর্য্যন্ত বোম্বাই প্রার্থনা সমাজের দ্বাদশ সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে উপাসনাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

গত রবিবাসরীয় রাত্রিকালীন উপাসনায় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ধর্ম্মশাস্ত্রকে কৃষকের ক্ষেত্রের তৃণ, ধর্ম্মকার্য্যকে তুষ এবং ধর্ম্মভাবকে শস্যের সহিত তুলনা করিয়া একটী হৃদয়গ্রাহী উপদেশ দেন। ধর্ম্মভাব লক্ষ্য করিয়া ধর্ম্মক্ষুধা শান্তির জন্য উপাসকগণ ব্রহ্মোপাসনা স্থলে মিলিত হন ও সেই ভাব লাভ করিয়া জীবনকে সুন্দররূপে গঠন করিতে চেষ্টা করেন, ইহাই তাঁহার উপদেশের সার কথা।

গত ২৪ এ মার্চ্চ মঙ্গলবার যে সঙ্গত সভা হয় তাহা যেরূপ জমিয়াছিল, ইহার প্রাচীন সভ্যগণ গত ৮।১০ বৎসরের মধ্যে সেরূপ শুভযোগ অল্প অনুভব করিয়াছেন। সঙ্গতের সভ্যগণ সকলেই একহৃদয়ে সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিলেন যে বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদিগের নিজ নিজ জীবনের সার্থকতা সাধন ও তাঁহাদিগের জীবন দ্বারা জগতের হিতসাধন পক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজই একমাত্র উপায়। করুণাময় পরমেশ্বর তাঁহাদিগের নিকট যে সুযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, তৎপ্রতি অবহেলা করিলে বা অবিশ্বাস ও সন্দেহে দোলায়মান থাকিলে তাঁহাদিগের আপনাদিগের পরিত্রাণের পথে আপনারা

কণ্টকারোপ করিবেন। এ সময় ঈশ্বরের বিশেষ আহ্বান, তাঁহার শুভানুগ্রহ প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার সেবার প্রাণপণ করিয়া সকলেরই অগ্রসর হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

প্রেরিত।

মহাশয়!

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় সিরাজগঞ্জ সন্নিকটস্থ মাছিমপুর ব্রাহ্মসমাজে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি বুধবার তারিখে উপাসনান্তে যে উপদেশ প্রদান করেন তাহার সারাংশ নিম্নে লিখিত হইল, অনুগ্রহ করিয়া পত্রিকাস্থ করিবেন।

সিরাজগঞ্জ ১ মার্চ্চ ১৮৭৯। জনৈক শ্রোতা।

আত্মাদর।

গগনবিহারী চন্দ্র নির্ম্মল, সুন্দর, সুশীতল। বন্ধুগণ! আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে ধন আছে, তাহা সেই চন্দ্র হইতেও উজ্জল, সুন্দর ও নির্ম্মল। সে ধন কি? সে ধন আমাদের আত্মা। গগনবিহারী চন্দ্র সূর্য্যের আলোকে আলোকিত; আমাদের আত্মা ঈশ্বরজ্ঞানে জ্যোতিষ্মান। আমাদের আত্মা পবিত্রতা ও সুখ লাভের অধিকারী। ঈশ্বরের শত সহস্র সন্তানের শত সহস্র আত্মা কত সৎগুণে বিভূষিত, কত অধিকতর প্রতিভায় দীপ্ত, কত মহৎ সুখে সুখী, তাহার নিকট চন্দ্রের জ্যোতি তুচ্ছ, তাহার নিকট চন্দ্রের সৌন্দর্য্য কিছুই নহে। আমরা এমন আত্মা পাইয়া তাহার আদর বুঝিলাম না, আত্মাকে যত্ন করিতে শিখিলাম না। মলিনতায় এই আত্মাকে আমরা কলঙ্কিত করিলাম; আবর্জ্জনায় এই দেবতাকে কলুষিত করিলাম। আমরা জড় বস্তুর আদর করি, জড়ের গুণে মোহিত হইয়া থাকি, কিন্তু এমন যে নিত্য পদার্থ আত্মা, তাহার প্রতি এক বার ভ্রমেও ভ্রূক্ষেপ করি না। আমরা জড়ের সৌন্দর্য্য অবিশ্রান্ত প্রশংসা করিতে থাকি, কিন্তু আপন দেহের মধ্যে যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্ব-সুন্দর পদার্থ রহিয়াছে, তাহাকে অনাদর ও অশ্রদ্ধা করি। পাপানল এই আত্মাকে দগ্ধ করিল, ইহার সমুদায় সৌন্দর্য্য হরণ করিল। আমরা সংসারের মায়ায়, মোহের প্রতারণায়, সুন্দর জড় বস্তুর প্রলোভনে, ঈশ্বর প্রদত্ত ধন সেই আত্মার অঙ্গে মলিনতা মাখাইলাম। আমরা এক মুহূর্ত্তের জন্যেও বুঝিলাম না যে আমাদের আত্মা কত আদরের। আত্মার উন্নত বৃত্তিগুলিকে অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিলাম, তাহাদের ব্যবহার করিলাম না, আত্মা দিন দিন মলিন ও নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। ঈশ্বর যে আত্মার এত আদর করিলেন, আমরা কিনা সেই আত্মাকে একেবারে ভুলিয়া রহিলাম। আপনার মর্য্যাদা বুঝিলাম না, কার্য্য বুঝিলাম না; তবে বুঝিলাম কি, বুঝিলাম কেবল ঐহিক ভোগ সুখ, বুঝিলাম কেবল পাপের প্রলোভন, বুঝিলাম কেবল প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার কুহক। অসাড় হইয়া পড়িলাম, ঘোর পাপে ডুবিলাম। এই কলুষিত আত্মা লইয়া কেমন করে ঈশ্বরের সমীপে উপস্থিত হইতে হইবে; এই মলিন আত্মাকে কিরূপে তেজঃপুঞ্জ করিব; কি করিলে আত্মার আদর করা হইবে? তাই বলি, বন্ধুগণ! যদি আত্মাদর অভ্যাস করিতে চাও, সাধু-সঙ্গে বাস কর, আত্মার মলিনতা বিদূরিত হইবে, আত্মা আত্ম-প্রভায় দীপ্ত হইবে। সেই সাধু সঙ্গ কোথায়? সেই সাধু-সঙ্গ সৎচিন্তা। সৎচিন্তার সহিত বাস কর, সে এক দিন না এক দিন সেই পরম দয়াল পিতার নিকট তোমাকে লইয়া যাইবেই যাইবে, সে তাঁহার সহিত তোমাকে সম্মিলন করিয়া দিবেই দিবে। বাহিরের দশজন সাধুলোকের সহিতও তুমি সহবাস করিতে পার, তাঁহাদের আচরণ অনুকরণ করিয়া উন্নত হইতে পার, কিন্তু এটী বড় সহজ ব্যাপার নহে। সৎচিন্তা যেমন সহজ উপায়, এমন আর কিছুই নাই। কুচিন্তা মনে আসিতে দিও না, জ্ঞান যষ্টির আঘাত কর কুচিন্তা পলাইবে। সাধু চিন্তার সহিত একত্রে বাস কর, চিনিবে তুমি কি, চিনিবে তুমি কর বড়, জানিবে তুমি কত অধোনরকে গিয়াছিলে। তুমি পৃথিবীর অহঙ্কার কর, তুমি ধন জনের অহঙ্কার কর; কিন্তু এমন যে স্বর্ণ হইতেও উজ্জলতর ধন তোমার হৃদয়ে, তাহার তুমি অহঙ্কার কর না। তোমার অহঙ্কার চূর্ণ হইবে, তোমার পার্থিব উন্নতির খর্ব্ব হইবে, কারণ পার্থিব ভোগ চিরকালের নয়—অনন্ত কালের নয়। অনন্ত কালের জন্য কি সম্বল করিলে? যাহা করিলে, কোন উপকারে আসিল না, আত্মার আনন্দ হইল না, আত্মা ক্ষুণ্ণ হইয়া রহিল। তাই বলি, ভ্রাতৃগণ! তোমরা অনুরাগের সহিত, সাধুচিন্তার সহিত আত্মাকে সংমার্জ্জিত কর, আত্মার মলিনতা দূর কর, আত্ম মর্য্যাদা শিক্ষা কর, রিপু-বিজয়ী হও। ঈশ্বর যেমন তোমাদিগকে মহৎ করিয়া সৃষ্টি করিলেন, তেমনই উন্নত ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মাকে ঈশ্বর-জ্ঞানে বিভূষিত ও আলোকিত কর এবং অনন্ত সুখের আধার যে সেই অনন্ত ব্যাপী দেব দেব পরম দেব ঈশ্বর, তাঁহার শরণাপন্ন হও।

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীযুক্ত মুরসিদাবাদ ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক		৩
,, হাজারী বাগ ,,		৩
,, বেরিলী ,,		৸৹
,, জলপাই গুড়ী ,,		৩
,, বগুড়া ,,		৩
,, বর্দ্ধমান ,,		৩
,, চন্দননগর ,,		৩
,, পূর্ব্ববাঙ্গালা ,,		৩
,, পূর্ণিয়া প্রার্থনা সমাজ ,,		৩
শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়চৌধুরী,	ঢাকা	৩
,, ,, তারক বন্ধু চক্রবর্ত্তী,	মাণিকগঞ্জ	৩
,, ,, উমানাথ চট্টোপাধ্যায়,	ট্যাঙরাস্তবাদীপুর	৵৹
,, ,, যাদব চন্দ্র চৌধুরী,	পার্ব্বতীপুর	৩

শ্রীযুক্ত বাবু	শিব নারায়ণ অগ্নিহোত্রী,	লাহোর	৩
,,	,,	রাম দুর্লভ মজুমদার,	তেজপুর	৩
,,	,,	জয় কৃষ্ণ ঘোষ,	বারুইপুর	১
,,	,,	মতি লাল দে,	জলপাইগুড়ি	৩
,,	,,	নবীন চন্দ্র ঘোষ,	,,	৩
,,	,,	গৌর মোহন সেন,	বাকুড়া	৩
,,	,,	চন্দ্র শেখর ঘোষাল,	আগরা	১
,,	,,	কালী কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,	শিকারপুর	৩
,,	,,	কেদার নাথ রায়,	নেলফামারি	৩
,,	,,	শশী ভূষণ মুখোপাধ্যায়,	ভাগলপুর	৩
,,	,,	ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী,	পুরী	৩
,,	,,	শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়,	কৃষ্ণনগর	৩
,,	,,	বেণীমাধব মল্লিক,	ঢাকা	৩
,,	,,	কালী প্রসন্ন দে,	মুঙ্গের	১।৷৹
,,	,,	যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ,	পিরোজপুর	৩
,,	,,	কৃষ্ণদয়াল রায়,	বাঁকিপুর	৩
,,	,,	বিশ্বনাথ রায়,	লক্ষ্মৌ	৩
,,	,,	সাদানাথ গুহ,	শ্রীহট্ট	৩
,,	,,	ক্ষীরোদ চন্দ্র গুপ্ত,	শিরাজগঞ্জ	১।৷৹
,,	,,	যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ,	পিরোজপুর	৩
,,	,,	কুড়ান চন্দ্র মল্লিক,	কলিকাতা	১
,,	,,	গঙ্গাদাস সেন,	শ্রীহট্ট	৩
,,	,,	অম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায়,	সোদপুর	৩
,,	,,	নির্ম্মল চন্দ্র সিংহ,	কলিকাতা	২।৹
,,	,,	কৈলাস চন্দ্র সিংহ,	,,	২।৹
,,	,,	উপেন্দ্র নাথ বসু,		২।৹
,,	,,	জগৎ চন্দ্র লাহা,	ঢাকা	৩
,,	,,	অমর চাঁদ লাহা,	,,	৩
,,	,,	দুর্গাদাস রায়,	,,	৩
,,	,,	ঈশ্বর চন্দ্র সেন,	,,	৩
,,	,,	নবকুমার চক্রবর্ত্তী,	ঢাকা	৩
,,	,,	শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,	,,	৩
,,	,,	কুঞ্জমোহন দাস,	,,	৩
,,	,,	অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়,	,,	৩
,,	,,	পার্ব্বতীচরণ দাস,	পূর্ণিয়া	৩
,,	,,	রামপ্রসাদ সেন,	ঢাকা	৩

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র।

এই যন্ত্রে ইংরেজি ও বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সুচারুরূপে, অল্প সময়ে এবং উচিত মূল্যে সম্পন্ন হয়। সংবাদপত্র, পুস্তক, চেক, দাখিলা, রসিদ, বিল, শিরোনামা, নানা প্রকার ক্ষুদ্র কার্য্য, নানা রঙের মুদ্রাঙ্কণ, স্বর্ণময় মুদ্রাঙ্কণ, ইত্যাদি।

মুদ্রিত করা যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট কলিকাতা ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট ভবনে অনুসন্ধান করিবেন।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

	মূল্য	ডাকমাশুল।
ব্রহ্মসঙ্গীত	১৲	/৹
পঞ্জিকা	।৷৹	১৹
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী...	/৹	১৹
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা ...	৵৹	১৹
কৃতজ্ঞতা	১৹	১৹

আগামী ৬ই এপ্রেল রবিবার অপরাহ্ণ ৩। টার সময় ১৩নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার অধিবেশন হইবে এবং তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয় সকল বিবেচিত হইবে—

১—কার্য্য নির্ব্বাহক সভার রিপোর্ট।
২—সভ্য মনোনয়ন।
৩—নিয়মাবলীর ৩৩ ধারা।
৪—অবান্তর নিয়মাবলী।
৫—বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়। ১৩নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৮৭৯। ১০ই মার্চ্চ।

শ্রীশিবচন্দ্র দেব
সম্পাদক।

বিগত ৮ মাস হইতে দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজের একটী উপাসনালয় নির্ম্মাণের চেষ্টা হইতেছে। স্থানীয় ব্রাহ্মগণ অবস্থার অসচ্ছলতাবশতঃ সাধারণ সমীপে অর্থ ভিক্ষা করিয়া প্রায় এক সহস্র টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু ২০ হস্ত দীর্ঘ, ১০ হস্ত প্রশস্ত একটি গৃহ নির্ম্মাণের ব্যয় অন্যূন ১৪০০ শত টাকা স্থির হইয়াছে; সুতরাং এখনও অন্যূন ৪০০ শত টাকা আবশ্যক। এদিকে গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। স্থানীয় ইউরোপীয় ও দেশীয় ভদ্রলোকগণের নিকট আশাতীত সাহায্য পাইয়াও আমরা পুনরায় সাধারণের নিকট ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইতেছি। মফস্বলস্থ ব্রাহ্ম ও উদার প্রকৃতি সজ্জনগণ আমাদিগকে কিছু কিছু অর্থানুকূল্য প্রদান করিলে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। নিম্নস্বাক্ষর কারীর কিম্বা তত্ত্বকৌমুদী কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট অর্থ পাঠাইলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

৭ই মার্চ্চ ১৮৭৯ ইং।

শ্রীরাধানাথ রায়।
সম্পাদক
দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজ।

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

১ম ভাগ। ২২শ সংখ্যা। | ১লা বৈশাখ, রবিবার, ১৮০৯ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷০ মফস্বল ঐ ৩৲

"সত্যং শিবং সুন্দরং।"

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল এই তিনের সহিত আত্মার অতি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ। যাহা সুন্দর, যাহা মঙ্গল, তাহার প্রতি মানুষের স্বভাবতঃ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। অসত্যের প্রতি ঘৃণা ও সত্যের প্রতি আস্থা স্বাভাবিক। সেই প্রকার সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধে। পুষ্প দেখিলে, চন্দ্র দেখিলে, বহির্জ্জগতের যে কোন সুন্দর পদার্থ দেখিলে আমরা প্রীতি লাভ করি। সৌন্দর্য্য পূর্ণ এই প্রকাণ্ড জড় জগৎ দর্শন করিয়া আমরা মোহিত হই। বহির্জ্জগতে যেমন, অন্তর্জ্জগতেও সেইরূপ সৌন্দর্য্য—অনন্ত গুণে অধিকতর সৌন্দর্য্য। কিন্তু বহির্জ্জগতের সৌন্দর্য্য যেমন সহজে সকলেই দেখিতে পায়, অন্তর্জ্জগতের সৌন্দর্য্য তত সহজে দেখা যায় না। স্বভাবতঃ কিছু দেখা যায় বটে, কিন্তু ভাল করিয়া দেখিতে হইলে শিক্ষা চাই, সাধন চাই। যাঁহারা ভাল করিয়া দেখিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা সে শোভা দেখিয়া বিমোহিত হন। ঐ গোলাব পুষ্পটি কেমন সুন্দর! কিন্তু নিঃস্বার্থ ভালবাসা কি তদপেক্ষা অনন্তগুণে অধিকতর সুন্দর পদার্থ নহে? একটী লোক সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর অনেক কষ্টে অন্নব্যঞ্জন সংগ্রহ পূর্ব্বক আহার করিতে বসিয়াছেন, এমন সময় দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে অন্নাভাবে জীর্ণ-শীর্ণ মৃতপ্রায় এক দরিদ্র আসিয়া উপস্থিত, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে আপনার ভোজ্য অন্ন ধরিয়া দিলেন; বলিলেন "আমার অপেক্ষা তোমার অভাব অধিক।" এই নিঃস্বার্থ সাধুকার্য্যের কেমন আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য! চন্দ্রের শোভা ইহার কাছে কোথায় থাকে? বাস্তবিক মানসিক, আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের সহিত ভৌতিক সৌন্দর্য্যের কি তুলনা হয়? সন্তান-বৎসলা জননীর নিরুপম স্নেহ, পতিব্রতা সতীর সুনির্ম্মল পতিপ্রেম, স্বার্থশূন্য উদার বন্ধুতা, দরিদ্রের দুঃখে দয়ালুর হৃদগত ক্রন্দন, এ সকল কেমন সুন্দর! সে সৌন্দর্য্যে কি প্রাণ মন বিমুগ্ধ হইয়া যায় না?

জড় জগতের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা, আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য অনুভব করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। কঠিন বটে, কিন্তু সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক। মনুষ্য যেমন স্বভাবতঃ পুষ্পের শোভা অনুভব করে, সেইরূপ স্বভাবতঃ প্রেম, পবিত্রতা, ও সাধুভাবের শোভা দর্শন করে। যেখানে সত্য, যেখানে সুন্দর, যেখানে মঙ্গল সেখানেই মানুষের মন আকৃষ্ট হয়। এই সকল ভাব সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সকল নরনারীর মধ্যে, প্রত্যেক আত্মাতে সত্য, সুন্দর, মঙ্গলের ভাব অল্প বা অধিক পরিমাণে নিহিত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং যেখানে যে পরিমাণে সেই সকল পবিত্র ভাব বিদ্যমান দেখা যায়, সেখানে সেই পরিমাণে আমাদের শ্রদ্ধা অর্পিত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন যে, কোন মনুষ্যই এই সকল স্বর্গীয় ভাবে বঞ্চিত নহে। সুতরাং মনুষ্য মাত্রেই কিছু না কিছু পরিমাণে আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। সাধুগণ আমাদের অধিকতর শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু যিনি সত্য, সুন্দর, মঙ্গলের অনন্ত উৎস, যিনি প্রেম পবিত্রতার পূর্ণ আদর্শ, তিনিই আমাদের চিরকালের সম্ভজনীয়। যাঁহার সৌন্দর্য্যের পার নাই, মঙ্গলের ইয়ত্তা নাই, তিনিই আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তির পরমাস্পদ।

আমরা এস্থলে আলোচনা দ্বারা একটী সত্য বুঝিলাম যে, যাঁহারা কোন একজন বিশেষ সাধু ব্যক্তিকে একমাত্র মুক্তির উপায়, ও অবলম্বন মনে করেন, তাঁহাদের ভয়ানক ভ্রম। প্রেম, পবিত্রতা যখন ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই বিকীর্ণ, সকল মনুষ্যেতেই যখন তাহা অল্প বা অধিক পরিমাণে বিদ্যমান, তখন একটী মনুষ্যকে বাছিয়া উন্নতি পথের একমাত্র সহায় বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যার পর নাই ভ্রম, ও অন্যায় কার্য্য। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড—জড় জগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ আমাদের মুক্তির উপায়। কেন না সৌন্দর্য্য, প্রেম ও পবিত্রতা সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত। প্রেম পবিত্রতা আমাদের লক্ষ্য। প্রেম ও পবিত্রতা ভালবাসি বলিয়া ঈশ্বরকে ভালবাসি। নতুবা অনন্তশক্তিসম্পন্ন কোন দৈত্য ব্রহ্মাণ্ডের কারণ হইলে কে তাহাকে ভাল বাসিতে পারিত? প্রেম ও পবিত্রতা ভালবাসি বলিয়া সকল মানুষকে ভালবাসি। প্রেম ও পবিত্রতা ভালবাসি বলিয়া সকল সাধুব্যক্তিকে অধিক ভালবাসি, কেননা অপর সাধারণ লোক অপেক্ষা তাঁহাদের মধ্যে সদ্ভাব অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান। কোন একজন ব্যক্তিকে উন্নতি পথের একমাত্র সহায় বলিয়া স্থির করা, কোন একটি বিশেষ স্থানে আপনার প্রীতি ও শ্রদ্ধা বদ্ধ করা স্বর্গীয় উদার ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থানেতে, কালেতে, ব্যক্তিতে বদ্ধ নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম আকাশের ন্যায় অনন্ত ও প্রশস্ত। ঈশ্বরের দ্বার সর্ব্বত্রই উন্মুক্ত, যাহার ইচ্ছা সেই প্রবেশ করিতে পারে।

"প্রাসাদ কুটীরে এক ভানু বিরাজে নাহি করে কোন বিচার।

তেমতি নাথ তোমার কৃপাহে বিশ্বময় বিস্তার অবারিত তোমার দুয়ার।"

আত্মচিন্তা ও অন্তর্দৃষ্টি।

পূর্ব্বকালীন আর্য্য ঋষিগণ সংসারের প্রলোভন কোলাহল অতিক্রম করিয়া নিভৃত পর্ব্বত কন্দরে অথবা নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে একাকী ধর্ম্মসাধন করিতেন। পার্থিব কোন চিন্তা তাঁহাদের মনকে আকর্ষণ করিতে পারিত না। প্রত্যুত প্রকৃতির শোভা ও গাম্ভীর্য্য তাঁহাদিগকে চিরসুন্দর, অনন্ত পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণায় নিমগ্ন করিত। সংসারত্যাগী যোগীগণ সেখানে সংসারের কোন প্রলোভন দেখিতে পাইতেন না বরং যে সকল বস্তু দেখিতেন তাহাতে জড় জগতের অতীত আধ্যাত্মিক ভাবে তাঁহাদের হৃদয়কে পূর্ণ করিত। নিরবচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক শোভা নয়নগোচর করিতে করিতে কোন্ ভাবুকের হৃদয় প্রকৃতির সুন্দর দেবতার দিকে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে? তিমিরাবৃত নিশীথে অগণ্য তারকা-খচিত অসীম আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে কাহার হৃদয় সেই অনন্ত আকাশের অতীত পরমেশ্বরের অনন্ত ভাবের গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ না হয়? বাহ্যবিষয় হইতে যিনি আপনার মনকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তি যখন চক্ষু নিমীলিত করিয়া বসেন, তখন "আমি কে?", "কোথা হইতে আসিলাম?", "কোথায় যাইব?" এই সকল গভীর প্রশ্ন স্বতঃই তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করে। এরূপ অবস্থায় সাধককে আত্মচিন্তার জন্য স্বতন্ত্র সময় নির্দ্ধারণ করিয়া বসিতে হয় না। তাঁহার সমস্ত জীবন, সমস্ত সময় দৃষ্টি অন্তরের দিকে। যাঁহার পক্ষে সমস্ত পার্থিব সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তিনি স্বভাবতঃ জীবাত্মা ও পরমাত্মার গভীর সম্বন্ধ ভিন্ন আর কোন বিশেষ আলোচনা করিতে পারেন না। সেই সম্বন্ধ ভাবিয়াই তিনি মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া থাকেন। সেই মধুর সম্বন্ধের নিকট সাংসারিক সমস্ত সম্বন্ধ তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। এই জন্যই পূর্ব্বকালীন ঋষিগণের উপদেশাদিতে বৈরাগ্যের এত ব্যাখ্যান দেখা যায়, এই জন্যই তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থাদিতে ধ্যানের গম্ভীরতার প্রচুর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু মনুষ্যের স্বভাব যে রূপে সংগঠিত, তাহাতে সমস্ত মনুষ্য জাতির পক্ষে এরূপে ধর্ম্মসাধন অসম্ভব। নরনারী যে সংসার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী হইয়া নির্জ্জনে ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হইবে, ইহা মনুষ্য স্বভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী। দুই চারিজন লোক এরূপ ধর্ম্ম লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন, কিন্তু ইহা কখনই সমস্ত মনুষ্য জাতির ধর্ম্ম হইতে পারে না। এই জন্যই ইহা এত দিনেও সমস্ত ভারতবর্ষের ধর্ম্ম হইতে পারে নাই। একদিকে যেমন আমরা পূর্ব্বকালীন ঋষিদিগের ধর্ম্মসাধনের উচ্চতা ও গভীরতা স্বীকার করি, অপরদিকে সেইরূপ মনুষ্য স্বভাব আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে যদি এই পৃথিবীর সমস্ত নরনারীকে ধর্ম্মের পথে লইয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে; মানব প্রকৃতি নিহিত স্বর্গীয় বৃত্তিনিচয়ের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে; ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে নরনারীর প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইবে; স্নেহ, দয়া, প্রণয়, দেশহিতৈষণা প্রভৃতি সদ্বৃত্তি সমূহকে স্বাধীন ভাবে সঞ্চালন করিবার পথ উন্মুক্ত রাখিতে হইবে; ঈশ্বরের সহিত আমাদের সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করিয়া নরনারীর সহিত পবিত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে হইবে। একদিকে যেমন ঈশ্বরকে ছাড়িয়া নরনারীর সহিত প্রকৃত সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় না, অপর দিকে তেমনি নরনারীকে ছাড়িয়া আত্মার প্রকৃত উন্নতি সাধন করা যায় না। ঈশ্বরভক্তি, প্রেম, পবিত্রতা, দয়া, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি বৃত্তি সমূহের উৎকর্ষ সাধন করা ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির দাসত্ব হইতে মুক্ত হওয়াই প্রকৃত পরিত্রাণ। বাস্তবিক দেখিতে গেলে নরনারীকে ছাড়িয়া আমরা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারি না। নরনারীকে ভাই ভগ্নী রূপে দেখিতে না পারিলে ঈশ্বরের পিতৃত্ব সম্বন্ধ কখনই উপলব্ধি করা যায় না। ঈশ্বরকে ভক্তি করা, ভালবাসা প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য করাও তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্যের এক অংশ এবং মানব প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে মনুষ্যের সামান্য বুদ্ধিতে যতদূর হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তাহাতে এই দৃঢ় প্রতীতি হয়, যে সংসার ত্যাগ করত স্বর্গে গমন না করিয়া, সংসারের মধ্যে স্বর্গ আনয়ন করাই মঙ্গলসঙ্কল্প ঈশ্বরের অভিপ্রেত। এই জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধনের পক্ষপাতী। যে ধর্ম্ম সামাজিক সম্বন্ধকে অপবিত্র বলিয়া উপেক্ষা ও ঘৃণা করে, তাহা ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের নামে কলঙ্ক আরোপ করে।

কিন্তু সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে পারিলে আমাদের সৎপ্রবৃত্তি নিচয়ের স্ফূর্ত্তি লাভের যেমন সুবিধা, তেমনি আবার ধর্ম্মসাধনের পথে অনেক বিঘ্ন ও বাধা উপস্থিত হয়। যিনি ঈশ্বরের কার্য্য মনে করিয়া সকল সাংসারিক কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে সংসার ধর্ম্মপথের কণ্টক না হইয়া বরং সহায় হয়। এরূপ লোকের কথা আমরা বলিতেছিনা। কিন্তু সাধারণতঃ সকলে এরূপ অবস্থা আজিও প্রাপ্ত হয়েন নাই। সাংসারিক নানাকার্য্যের ব্যস্ততার মধ্যে আমরা অনেক সময় কি ঈশ্বরকে ভুলিয়া যাই না? অন্য লোকের চরিত্র সমালোচনা করিতে গিয়া আমরা কি অনেক সময় নিজ নিজ জীবনের গভীর অভাব সকল বিস্মৃত হই না? সাংসারিক সকল কর্ত্তব্য কি আমরা ঠিক ঈশ্বরের কার্য্য বলিয়া সকল সময় হৃদয়ঙ্গম করি? কিন্তু তাহা না করিতে পারিলে সে কার্য্যে হৃদয় উন্নত হয় না। ঈশ্বরের কার্য্য মনে করিয়া যদি কোন ব্যক্তি একজন দুঃখীকে একটী সান্ত্বনাবাক্য বলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হয়, আর ঈশ্বরের কার্য্য বলিয়া হৃদয়ে অনুভব না

করিয়া যদি কেহ ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে জীবন যাপন করেন, তাহাতেও তাঁহার হৃদয় উন্নত হয় না। আমরা অভ্যাস বশতঃ অনেক সময় হয়ত অনেক সৎকার্য্য করিয়া থাকি। কিন্তু কার্য্যের স্রোতে ভাসমান হইয়া সেই কার্য্যের অভিপ্রায় ও নিজ নিজ জীবনের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হই। গভীর চিন্তা ও অন্তর্দৃষ্টির অভাবেই আমাদের জীবনের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে। আমরা অপরের দোষোদ্‌ঘাটনে যত তৎপর, আত্মদোষানুসন্ধানে যদি তাহার শতাংশের একাংশও ব্যাকুল হইতাম, তাহাহইলে আমাদের অবস্থা এতদিনে আরও কত উন্নত হইত! বাস্তবিক সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে হইলে অন্তর্দৃষ্টি প্রখর করা অত্যন্ত আবশ্যক। আমরা অনেক সময় স্পষ্ট অনুভব করি যে সংসারের কোলাহল ও কার্য্যস্রোতের মধ্যে ঈশ্বরকে বিস্মৃত হই, আত্মার অভাবের প্রতি দৃষ্টি থাকে না। এইজন্য প্রত্যেক ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য যে প্রতিদিন নির্জ্জন চিন্তার জন্য একটু সময় স্বতন্ত্র নির্দ্ধারিত করিয়া রাখেন। প্রাত্যহিক উপাসনার পূর্ব্বেই হউক আর অন্য কোন সময়েই হউক প্রত্যহ অন্ততঃ একবার ব্রাহ্মজীবনের আদর্শ মনের সম্মুখে রাখিয়া আত্মাকে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করা উচিত যে সেই আদর্শের দিকে আমরা কতদূর অগ্রসর হইয়াছি; আত্মার কোথায় কোন্ অভাব আছে; কোথায় কোন্ পাপ লুক্কায়িত হইয়া আছে; বিশ্বাস, ভক্তি, পবিত্রতা, জগতের নরনারীর প্রতি প্রেম কতদূর বিকসিত হইয়াছে; কর্ত্তব্যজ্ঞান কি পরিমাণে প্রস্ফুটিত হইয়াছে; ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সকল কার্য্য করিতে পারিয়াছি কি না; প্রাণেশ্বরকে সমস্ত দিন স্মরণ ছিল কি না; কি জন্য তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়াছিলাম; বহুদিনের অভ্যস্ত আত্মার বিশেষ বিশেষ পাপ দূর হইতেছে কি না এই সকল গভীর প্রশ্ন সরলভাবে প্রতিদিন আত্মাকে জিজ্ঞাসা করা এবং সরল ভাবে তাহার উত্তর দেওয়া উচিত। অনেকে হয়ত বলিতে পারেন আত্মচিন্তার সময় সরল ভাবে ভিন্ন কপট ভাবে কে চিন্তা করে? নিজের কাছে ও ঈশ্বরের কাছে গোপন রাখিবার কি আছে? কিন্তু যাঁহারা মানবপ্রকৃতি গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে আমরা অনেক সময় আত্মগ্লানির কষ্ট হইতে মুক্ত হইবার আশায় আত্মপ্রতারণায় পতিত হই। অন্যের দোষ বিচারের সময় লোকে অপক্ষপাতী বিচারকের আসন গ্রহণ করে, কিন্তু আত্মদোষানুসন্ধানের সময় আত্মপক্ষপাতী উকিলের ন্যায় নিজদোষক্ষালনের চেষ্টাকরে। অপরের চরিত্র বিচারের সময় আমাদের প্রেমের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত এবং আত্মদোষ বিচারের সময় পক্ষপাতশূন্য হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। একখানি দৈনিক স্মরণ পুস্তকে আত্মানুসন্ধানের ফল প্রত্যহ লিখিয়া রাখিলে বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা।

এস্থলে অন্তর্দৃষ্টির উপকারিতা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক।

ব্যাকুলতা ও সরলতা ভিন্ন প্রার্থনা হয় না। কিন্তু অনেক সময় আমরা প্রার্থনা করিতে বসিয়া কোন বিশেষ অভাব খুঁজিয়া পাই না। হয়ত যাহা মনে আসে, তাহার জন্য প্রার্থনা করি। কেহ বা সাধারণভাবে পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু ইহা কেবল অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপের ন্যায়। আত্মার অভাব সকল ভালরূপে জানা না থাকিলে প্রকৃত ভাবে প্রার্থনা করা অসম্ভব। অভাবত অনেক, কিন্তু এই সকল অভাবের মধ্যে আবার ইতর বিশেষ আছে। কাহারও জীবনে কোন একটী দোষ হয়ত বিশেষ প্রবল। অগ্রে তাঁহার সেই দোষ হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করা উচিত। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে যে কেবল আমাদের অভাবগুলি চক্ষের সম্মুখে আনিয়া দেয় তাহা নহে, কিন্তু সেই সকল অভাব দূর করিবার জন্য প্রাণকে ব্যাকুল করিয়া দিয়া প্রকৃত প্রার্থনার দ্বার মুক্ত করিয়া দেয়।

অন্তর্দৃষ্টির ন্যায় অহঙ্কার দূর করিবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। নিজের আত্মাকে তন্ন তন্ন করিয়া যিনি পরীক্ষা করিয়াছেন, তিনি কখন অহঙ্কারী হইতে পারেন না। কারণ তিনি পদে পদে আত্মার অনেক পাপ, দুর্ব্বলতা দেখিতে পান, তাঁহার আদর্শ জীবন ও প্রকৃত জীবন তুলনা করিয়া তিনি লজ্জিত হন। ইহার আর একটী সুফল এই হয় যে সাধক আপনাকে অসার ও অপদার্থ জানিয়া ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা করেন।

চিন্তাই ধর্ম্মজীবনের প্রধান সম্বল। চিন্তা ভিন্ন সত্য উপলব্ধি করা যায় না, হৃদয়ে ভাব আসে না ও হৃদয় স্ফূর্ত্তি পায় না। চিন্তাভিন্ন ঈশ্বরের স্বরূপ, তাঁহার সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ, নরনারীর পরস্পরের পবিত্র সম্বন্ধ প্রভৃতি উচ্চ সত্য কখনই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। চিন্তাশীল ব্যক্তি সামান্য তৃণের নিকট হইতেও ধর্ম্মোপদেশ লাভ করেন, আর চিন্তাহীন ব্যক্তি যদি বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করে তাহাতেও তাহার হৃদয় উন্নত হয় না। যদি সমস্তদিন বাহিরের কার্য্য লইয়াই রহিলাম তবে অন্তর্জ্জগতের শোভা দেখিয়া মোহিত হইব কিরূপে? সৌন্দর্য্য না দেখিলে মন সে দিকে আকৃষ্ট হইবে কেন? চিন্তা ভিন্ন ভাব হয় না এবং ভাব ভিন্ন ইচ্ছাকে পরিচালিত করা যায় না।

ব্রাহ্মজীবনের একটী আদর্শ সকলের চক্ষের সম্মুখে থাকা উচিত। প্রত্যহ সেই আদর্শের দিকে কতদূর অগ্রসর হইতেছি ইহা যদি পরীক্ষা করিয়া না দেখা যায়, তাহা হইলে প্রকৃত উন্নতি বুঝিতে পারা যায় না। আমরা যত অগ্রসর হইতে থাকিব, ততই সেই আদর্শ অধিকপরিমাণে উচ্চ ও সুন্দর হইতে থাকিবে।

শাস্ত্র-পুরাতন ও নূতন।

শাস্ত্র কি? শাস্ত্র ঈশ্বরের সত্য, শাস্ত্র ঈশ্বরের আদেশ, শাস্ত্র ঈশ্বরের বাক্য। শাস্ত্র সুতরাং অনন্ত এবং ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্য বর্ত্তমান। ইহার বক্তা কে? ইহার বক্তা স্বয়ং ঈশ্বর। ইহার শ্রোতা কে? ইহার শ্রোতা সূক্ষ্ম চৈতন্য বিশিষ্ট ঈশ্বরো-

মুখ নর নারীর আত্মা। যদিও শাস্ত্রের শ্রোতা সূক্ষ্ম চৈতন্য-বিশিষ্ট ঈশ্বরোন্মুখ নরনারীর আত্মা, কিন্তু তৎ শ্রবণের অধিকারী যাবতীয় নরনারী। ঈশ্বর শাস্ত্রস্বরূপ হইয়া প্রত্যেক নরনারীর আত্মাতে বাস করিতেছেন এবং প্রতিনিয়ত তাঁহার আদেশ ও সত্য প্রকাশ করিতেছেন। এ সত্য মানুষের স্থূল চৈতন্যে সাক্ষাৎ অনুভূত হয় না। ঈশ্বর পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণীর অন্তরে তাহাদের প্রাণস্বরূপ হইয়া বাস করিতেছেন, কিন্তু পশু-পক্ষী প্রভৃতি তাহা জানে না, কেন না তাহাদের চৈতন্য অত্যন্ত স্থূল এবং মায়া মোহে নিরবচ্ছিন্ন আচ্ছন্ন। মনুষ্য যত দিন তাঁহার ঈশ্বরকে তাঁহার অন্তরে সুস্পষ্ট অনুভব করিতে না পারেন, তত দিন তাঁহার চৈতন্য জীবচৈতন্যের ন্যায় নিতান্ত স্থূল ও মায়ামোহে সমাচ্ছন্ন। কেবল প্রভেদ এই যে, মানব চৈতন্য বুদ্ধি-বিশিষ্ট এবং বিকাশ-প্রবণ, জীব-চৈতন্যে সেই বুদ্ধিশক্তি ও বিকাশ প্রবণতার সম্যক অসদ্ভাব দৃষ্ট হয়। মানব চৈতন্য ক্রমে স্বকীয় স্থূলত্ব পরিহার পূর্ব্বক সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া অনন্ত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে। ইহাতেই মনুষ্যের এত মহত্ব, এত গৌরব। মানবীয় স্থূল চৈতন্যে ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয় না এবং ঈশ্বরের আদেশ ও বাক্য সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় না। ঈশ্বর যে মানবাত্মাতে শাস্ত্র-স্বরূপ হইয়া বাস করেন এবং প্রতিনিয়ত তাঁহার আদেশ ও সত্য প্রকাশ করেন, ইহা কেবল মাত্র মানবীয় সূক্ষ্ম চৈতন্যে সুস্পষ্ট অনুভূত হয়। যত দিন মানুষ এই সূক্ষ্ম চৈতন্য লাভ করিতে সমর্থ না হন, তত দিন তাঁহাকে পুরাতন শাস্ত্র লইয়া থাকিতে হয়।

এখন পুরাতন শাস্ত্র কি তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। যে শাস্ত্র, যে সত্য, যে আদেশ ঈশ্বরের মুখ হইতে সাক্ষাৎ শুনিয়াছি এরূপ স্পষ্ট উপলব্ধি হয় নাই, তাহাই পুরাতন শাস্ত্র। ইহা আত্মার অবস্থাভেদে নানা রূপে প্রকাশিত হয়। প্রথমতঃ যে সমস্ত নীতি ও সত্য যে উপায়ে হউক, সংসারে পূর্ব্বাবধি প্রচারিত আছে, কতকগুলি লোক অন্ধের ন্যায় তাহাদিগকে মান্য করিয়া চলেন। ইহাঁরা পুরাতন শাস্ত্রাবলম্বীদিগের নিম্নতম শ্রেণীস্থ লোক। ইহাঁরা বেদ কোরাণ বা বাইবেলের পন্থানুসরণ করেন। আর কতকগুলি লোক কোন পুরাতন শাস্ত্র বিশেষের অনুসরণ না করিয়া, সহযোগীদিগের মধ্যে যাঁহাকে অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাপন্ন ও বাকপটু বিজ্ঞ ও সাধু দেখেন, অন্ধবৎ তাঁহারই কথার অনুসরণ করেন। ইহাঁরাও পূর্ব্বোক্ত নিম্নতম শ্রেণীর অন্তর্গত। অলৌকিক কার্য্য দ্বারা সমর্থিত না হইলে ইহাঁরা কোন সত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না। শাস্তি ভয় প্রদর্শিত ও ফলশ্রুতি কীর্ত্তিত না হইলে তাঁহারা কোন নিষেধ বিধির তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ কতকগুলি লোক, কোন লিপিবদ্ধ শাস্ত্র বিশেষের বা অলোক সামান্য মনুষ্য বিশেষের উপর নির্ভর না করিয়া, তৎ প্রচারিত যে সমস্ত সত্যে, তাঁহাদের অন্তরস্থ বিবেক সায় দেয়, কেবল মাত্র তাহাদেরই অনুসরণ করেন। এখানে মানবীয় স্থূল চৈতন্য অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাঁরা অপেক্ষাকৃত আভ্যন্তরিক রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, ইহাঁদের চৈতন্যও অপেক্ষাকৃত আভ্যন্তরিক হইয়া উঠিয়াছে। ইহাঁরা সত্য বুঝিবার জন্য অলৌকিক কার্য্য দেখিতে চান না; ফলশ্রুতি ও শাস্তিভয়ের তাদৃশ মুখাপেক্ষা করেন না। ইহাঁদের অন্তরে সত্যের সায় পাওয়া যায়। ইহাঁদের হৃদয়াকাশে বিবেকের অরুণ ভাতি প্রতিভাত হইয়াছে। ইহাঁরা শাস্ত্র বা মহাপুরুষ বিশেষের অবলম্বন যদিও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, কিন্তু ইহাঁদের সে অবলম্বন অনেকটা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। তৃতীয়তঃ কতকগুলি লোক শাস্ত্র ও মহাপুরুষ নিরপেক্ষ হইয়া সহজ জ্ঞান ও বিবেকের অনুরোধে নীতি ও সত্যের অনুসরণ করেন। ইহাঁরা অন্তর মধ্যে সুবিস্তৃত শাস্ত্র দেখিতে পান, ইহাঁরা বিবেকের নিকট সমস্ত তত্ত্ব শিক্ষা করেন। এখানে মানবীয় স্থূল চৈতন্য সূক্ষ্ম চৈতন্যের অত্যন্ত সন্নিহিত হইয়াছে। ইহাঁরা বিবেকের মধ্যে যদিও ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন নাই, কিন্তু বিবেককে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া তাহার অনুসরণ করেন। ইহাঁরা যদিও শাস্ত্র বিশেষ বা মনুষ্য বিশেষের মধ্যবর্ত্তিতা পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু বিবেকের মধ্যবর্ত্তিতা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ইহাঁদের বিবেক ইহাঁদের ঈশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া ইহাঁদের অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত বাস করিতেছে। পুরাতন শাস্ত্রের সীমা এই খানেই শেষ হয়।

এখন নূতন শাস্ত্র কি তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। ঈশ্বরের মুখ হইতে যে শাস্ত্র সাক্ষাৎ নির্গত হইয়া মানবীয় সূক্ষ্ম চৈতন্যে যাহা সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়, তাহাই নূতন শাস্ত্র। নূতন শাস্ত্রাবলম্বীদিগের নিকট বিবেক ঈশ্বরের মুখ, তাঁহার কেবল প্রতিনিধি নহে। ইহা বাহ্যদর্শী স্থূল চৈতন্যের অধিগম্য নহে, কিন্তু আভ্যন্তরিক সূক্ষ্ম চৈতন্যের বিষয়। যাঁহারা এই সূক্ষ্ম চৈতন্য লাভ করিয়া নূতন শাস্ত্রের অধিকারী হয়েন, তাঁহাদের আর নীতি শাস্ত্রের অনুসরণ আবশ্যক হয় না, তাঁহারা প্রতিবারে ঈশ্বরের আদেশ শুনিয়া কার্য্য করেন। তাঁহাদের শাস্ত্র তাঁহাদের অন্তরে নিত্য বর্ত্তমান। তাঁহাদের শাস্ত্র চিরজাগ্রত চির-জীবন্ত। যেখানে ঈশ্বর স্বয়ং সাক্ষাৎ বর্ত্তমান, সেখানে কে নীতিশাস্ত্রের মৃত বচন স্মরণ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করে? সেখানে ঈশ্বরই স্বয়ং শাস্ত্রস্বরূপ।

এই নূতন শাস্ত্রে, পাপের শাস্তির জন্য বা পুণ্যের পুরস্কার জন্য স্বতন্ত্র স্বর্গ বা নরক নাই। যিনি শাস্ত্র স্বরূপ, গুরু স্বরূপ হইয়া অন্তরে বাস করেন তিনিই পাপের শাস্তা ও পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা হইয়া অহরহঃ সেই অন্তরে বাস করিতেছেন। যাঁহারা এই সনাতন নূতন শাস্ত্র অবলম্বন করেন, তাঁহাদের ভূতকালের দিকেও দৃষ্টি নাই, ভবিষ্যতের দিকেও দৃষ্টি নাই। তাঁহাদের দৃষ্টি বর্ত্তমানের উপর। পৌরাণিক শাস্ত্রের, মহাপুরুষের দিকে ইহাঁদের লক্ষ্য নাই, ভবিষ্যতে স্বর্গ ও নরকের প্রতি ইহাঁদের চক্ষু নাই, ইহাঁদের দৃষ্টি অন্তরস্থ নিত্য বর্ত্তমান ঈশ্বরের প্রতি। লিপিবদ্ধ শাস্ত্র বিশেষের

বা মহাপুরুষ বিশেষের নিষেধ বিধি ইহাঁদের অবলম্বনীয় নহে। ইহাঁদের অবলম্বন সেই নিত্য বর্ত্তমান ভাগবত, যাহা অন্তরে প্রতিনিয়ত প্রোক্ত হইতেছে।

এ নূতন শাস্ত্র প্রতিনিয়ত অন্তরেই স্ফূর্ত্তি পায়, ইহা কখন বাহিরে ব্যক্ত হয় নাই। ইহা অব্যক্ত, চির অব্যক্ত। বাহিরে ব্যক্ত হইলেই ইহার মাহাত্ম্য চলিয়া গেল, ইহার নূতনত্ব দূর হইল;—তৎক্ষণাৎ ইহা পুরাতন শাস্ত্র হইয়া গেল। এই শাস্ত্র ভাষায় অনুবাদনীয় নহে। লেখনীর মুখে বা রসনার অগ্রে এ ভাগবত স্ফূর্ত্তি পায় না। এ শাস্ত্র অদৃশ্য ভাবে অদৃশ্য পথে বিচরণ করে। এ শাস্ত্র অকথিত ভাষায় অন্তরাকাশে স্ফূর্ত্তি পায়।

ঈশ্বরোন্মুখ আত্মা এইরূপে সময়ে সময়ে যে সত্য লাভ করিয়াছেন, মৌখিক বাক্যে বা লিপিবদ্ধ শাস্ত্রে তাহা চিত্রিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু মানুষ যখন উপলব্ধ সত্য প্রতিপ্রসব করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তখনই তাঁহাকে স্মৃতিশক্তি, কল্পনা, যুক্তি ও ভাষার সাহায্য লইতে হইয়াছে। প্রথমতঃ ঈশ্বরের সত্য মনুষ্যের স্মৃতিশক্তি দ্বারা অনুবাদিত হইল, পরে কল্পনা ও যুক্তির হস্তে বিকৃত হইল, পরে ভাষার দ্বারা অনুবাদিত হইল। এত বার অনুবাদ হইতে গেলে, সত্যের প্রকৃত মূর্ত্তি রক্ষা পায় না। আবার ইহাও সত্য, যে জগতের যাবতীয় শাস্ত্রে যে সকল সত্য চিত্রিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই যে মানবীয় সূক্ষ্ম চৈতন্যে ঈশ্বরের মুখ হইতে স্পষ্ট প্রোক্ত এরূপ উপলব্ধ হইয়াছে তাহা নহে। অনেকে উন্নত স্থূল চৈতন্যে সত্য উপলব্ধি করিয়া ঈশ্বরই ইহার প্রেরয়িতা তাহা স্পষ্ট বোধগম্য করিতে পারেন নাই, প্রত্যুত অনুমান ও যুক্তির সাহায্যে তাহা কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। কেহ কেহ বা সাহসী হইয়া তাহা সাক্ষাৎ ঈশ্বরবাণী বলিয়া প্রচার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাও হয়ত অনেকের কল্পনাসিদ্ধান্ত মাত্র।

আমরা বাহিরের সামগ্রী নহি, স্থূল চৈতন্য ও পুরাতন শাস্ত্র লইয়া চিরদিন জল্পনা করিবার জন্য আমরা সৃষ্ট হই নাই। আমাদিগকে আভ্যন্তরিক রাজ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে হইবে। সেখানকার অনন্ত অদ্ভুত ব্যাপার সকল প্রত্যক্ষ গোচর ও অধ্যয়ন করিতে হইবে। আমাদিগের চৈতন্য ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া আমাদের দৃষ্টিপথে কত মনোহর দৃশ্যাবলী উন্মুক্ত করিবে। আমরা তজ্জন্য কি করিতেছি? সাধন বিনা সে রাজ্যে কাহারো প্রবেশের উপায় নাই। সাধকেরাই এই নূতন শাস্ত্রাধ্যয়নের অধিকারী।

উপাসকমণ্ডলী ২৪শে চৈত্র রবিবার। শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপদেশের সার মর্ম্ম।

দামোদর নদের বাঁধ আছে। বাঁধ আছে এই জন্য যে বন্যা আসিয়া সর্ব্বনাশ না ঘটে,—নদীতীরস্থ গ্রামসকল ডুবিয়া না যায়। মানবজীবনেও সেই প্রকার বাঁধ আছে। সাংসারিকতা, পাপের বন্যা আসিয়া যাহাতে মনুষ্যের সর্ব্বনাশ না ঘটে, মানুষ ডুবিয়া না মরে। আত্মার স্বাভাবিক অবস্থায় পাপের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা থাকে, ইহাই আত্মার বাঁধ। কুৎসিত বস্তু দেখিলে অপ্রীতির উদয় হওয়া যেমন স্বভাবিক, মলিন পদার্থ দেখিলে বিরক্তির উদয় হওয়া যেমন স্বাভাবিক, আত্মার স্বাভাবিক অবস্থায় পাপের প্রতি ঘৃণা সেইরূপ স্বাভাবিক। দুর্গন্ধময় স্থানে কত ক্ষণ থাকিতে পার? দুর্গন্ধ বোধ হইলেই কি নিতান্ত যন্ত্রণা বোধ হয় না? সে স্থান পরিত্যাগ করিবার জন্য কি প্রাণ আকুল হইয়া উঠে না? ইহা স্বভাবতই হয়। কিন্তু সেস্থানে একটু থাক, দুর্গন্ধ বোধ হ্রাস হইয়া আসিবে, আরও একটু থাক, আরও হ্রাস হইয়া আসিবে, ক্রমে কিছুই থাকিবে না।

পাপসম্বন্ধেও সেই প্রকার। পাপের সংস্পর্শে একটু থাক পাপের প্রতি ঘৃণা হ্রাস হইবে; আরও একটু থাক আরও হ্রাস হইবে, ক্রমে কিছুই থাকিবে না। যখন কিছুই থাকিল না তখনই বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল।

যখন ঘৃণার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, তখন মনুষ্যের রক্ষার উপায় কি? ঈশ্বর তাহার পার্শ্বে আর একটী বাঁধ রাখিয়াছেন। ঘৃণা গেল, লজ্জা আসিল। তখন পাপানুষ্ঠান করিতে নিজের কোন আপত্তি নাই, গোপনে, নির্জ্জনে, অন্ধকারে লুকায়িতভাবে পাপ করিতে কোন সঙ্কোচ নাই; কেবল আশঙ্কা, পাছে লোকে জানিতে পারে। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব জানিলে কেমন করিয়া মুখ দেখাইব! এরূপ অবস্থায় হৃদয়ে পাপ পোষণ করিতে আপত্তি নাই, গোপনে পাপ করিতেও আপত্তি নাই, লোকে কেবল না জানিতে পারিলেই হইল। দশজনের নিকট সচ্চরিত্র বলিয়া পরিচিত হইবার প্রয়াস আছে, কিন্তু বাস্তবিক হৃদয়ের পবিত্রতা রক্ষা করিতে তত যত্ন নাই; সে দিকে তত দৃষ্টি নাই।

কিন্তু পাপের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা না থাকিলে কেবল লোকলজ্জায় মানুষ কতদিন সাধু থাকিতে পারে? পাপচিন্তা ও গুপ্ত পাপকার্য্য দ্বারা পাপপ্রবৃত্তি সকল ক্রমশঃ অধিকতর বলবতী হইতে থাকে, ক্রমে তাহারা এক প্রকার অনিবার্য্য হইয়া উঠে। তখন লোকলজ্জাও আর তিষ্ঠিতে পারে না। ইন্দ্রিয়সুখে, দুষ্কর্ম্মসাধনে মনুষ্য এত আনন্দ পায়, যে তখন সে আর লোকের নিন্দাকে গ্রাহ্য করে না। যে যাহা বলে বলুক, আমি যাহাতে আমোদ পাই তাহাই করিব; তখন মনের ভাব এই প্রকার হয়। দ্বিতীয় বাঁধটি ভাঙ্গিল।

যাহার ঘৃণা গেল, লজ্জা গেল তাহার জন্য কি আর কোন উপায় নাই? আছে। লজ্জার পার্শ্বে ঈশ্বর আর একটি বাঁধ রাখিয়াছেন, তাহার নাম "ভয়।" মানুষ তখন পাপকে ঘৃণা করে না, নিন্দাকেও গ্রাহ্য করে না, কেবল ভয় পাছে তাহাকে কেহ প্রহার করে; পাছে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। এই ভয়ের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করা নিতান্ত কঠিন। কিন্তু পাপীর দুর্গতি ক্রমশঃ এত বৃদ্ধি হয়, দুষ্প্রবৃত্তি সকল এত সতেজ হয়, যে ভয় পর্য্যন্ত চলিয়া যায়।

যখন ভয় গেল, তৃতীয় বাঁধটি ভাঙ্গিল। ঘৃণা নাই, লজ্জা নাই, ভয় নাই।

যাহার ঘৃণা, লজ্জা, ভয় সকলই গেল, তাহার উপায় কি? তাহার উপায় ঈশ্বর স্বয়ং। ঈশ্বর একটি স্বর্গ সৃষ্টি করিলেন, একটি নরক সৃষ্টি করিলেন, আর এই পৃথিবীতে মনুষ্যকে রক্ষা করিলেন—মনুষ্যকে বলিয়া দিলেন, "যদি তুমি ধর্ম্ম-পথে থাক, এই স্বর্গে আসিবে; যদি পাপ পথে বিচরণ কর, নরকে তোমার স্থান হইবে; তুমি পরীক্ষার অবস্থায় থাকিলে।" ব্রাহ্মধর্ম্মের এ প্রকার মত নহে। পরীক্ষার অবস্থা না বলিয়া শিক্ষার অবস্থা বলিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাসের অনুযায়ী কথা বলা হয়। ঈশ্বর পরাক্রান্ত রাজার ন্যায় দূরে উদাসীন হইয়া নাই। তিনি মাতার ন্যায় আমা-দিগকে শিক্ষা দিতেছেন। মাতা যেমন আপনার শিশুকে যত্ন পূর্ব্বক পদচারণা শিক্ষা দেন, সেই প্রকার বিশ্বমাতা আমাদিগকে উন্নতির পথে পদচারনা শিক্ষা দিতেছেন। মাতা যেমন শিশুকে স্বাধীনতা দেন বলিয়া শিশু মধ্যে মধ্যে পতিত হয়, সেইরূপ বিশ্বমাতাও আমাদিগকে স্বাধীনতা দিয়াছেন বলিয়া আমরা পতিত হই। কিন্তু মাতা যেমন সাবধান হইয়া দেখেন যে, শিশু পতিত হইয়া একেবারে মৃত্যু মুখে পতিত না হয়, সেইরূপ বিশ্বমাতাও দেখেন যে তাঁহার কোন পুত্র বা কন্যা বিনাশ দশা প্রাপ্ত না হয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সকলকে উন্নতির পথে লইয়া যান। কাহাকেও তিনি ত্যাগ করেন না। আমরা যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহন করি, তখনই এই সত্য শিখিয়াছি যে, "পাপী তাপী, সাধু অসাধু, দিবেন সবারে মঙ্গল ছায়া।"

পাপের প্রতি ঘৃণাই আত্মার বিশুদ্ধ অবস্থা। লোকে নিন্দা করিবে বলিয়া অথবা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে বলিয়া যে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকে, তাহাকে কেহ সাধু বলে না। আমি যদি এক জন চোরকে বলি "তুমি চুরি-করিও না, চুরি করিলে তুমি অতি কঠিন শাস্তি পাইবে" আর সেই শাস্তির ভয়ে যদি সে চুরি না করে, তবে কে তাহাকে সাধু বলিবে? দশবৎসর কারারুদ্ধ থাকিবার ভয়ে যে পরের দ্রব্য অপহরণ করে না, সে মানুষের কাছে সাধু বলিয়া পরিচিত হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর জানেন যে সে চোর।

কিন্তু দশবৎসর কারারুদ্ধ হইবার ভয়ে পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকিলে যেমন কেহ সাধু বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য হয় না, সেইরূপ নরক যন্ত্রণার ভয়ে কেহ পাপ না করিলে কেমন করিয়া সে সাধু হইবে? ইহলোক হইতে পরলোকে গেলেই কি ভয় পবিত্র হইয়া যায়; তাহার নীচত্ব বিদূরিত হয়? কখনই না। পাপকে পাপ বলিয়া ঘৃণা করাতেই প্রকৃত সাধুতা।

পাপের বিষয়ে যেমন, পুণ্যসম্বন্ধেও সেই প্রকার। যদি কাহাকেও বলি তোমাকে আমি প্রচুর অর্থ দিব, তুমি সৎকর্ম্মশীল হও, আর সেই অর্থের লোভে যদি সে লোক হিতকর কার্য্য সকল করিতে থাকে, তবে তাহাকে কে প্রকৃত সৎকর্ম্মশীল বলিবে? সেইরূপ কেহ যদি পরলোকে স্বর্গ ভোগের আশায় ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তবে তাহাকেই বা কেমন করিয়া প্রকৃত ধার্ম্মিক বলা যায়? পরলোকে সুখের লোভ, কি লোভ নহে? বিদ্যালয়ের একটি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি এত যত্ন ও পরিশ্রম পূর্ব্বক বিদ্যাশিক্ষা করিতেছ কেন?" বালক উত্তর করিল "বৎসরান্তে পুরস্কার পাইব বলিয়া।" আমি বুঝিলাম সে বিদ্যার প্রকৃত মাহাত্ম্য হৃদয়-ঙ্গম করিতে পারে নাই। বিদ্যার জন্য যে বিদ্যাশিক্ষা করে না, সে জানে না যে বিদ্যা কি পদার্থ।

সেই প্রকার যে ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্মসাধন করে না, সেও ধর্ম্মের প্রকৃত গৌরব বুঝে না। ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কি আছে যে তাহা ধর্ম্মের পুরস্কার হইতে পারে? ধর্ম্ম এমন সুন্দর, এমন মধুর, এমন চমৎকার যে, যিনি যথার্থ ধার্ম্মিক, তিনি ধর্ম্মের জন্যই ধর্ম্মকে আলিঙ্গন করেন।

ঈশ্বরপরায়ণ ঈশ্বরকে ভালবাসেন কেন? ধর্ম্মশাস্ত্র সকল তাঁহাকে ভাল বাসিতে বলিয়াছে বলিয়া? তুমি যদি আমাকে বল, যে "অদ্য হইতে তুমি আমাকে ভাল বাসিও।" আমি বলিব "ভাই! অনুরোধে কখন ভাল বাসা হয় না।" দেশের রাজা যদি আমাকে আহ্বান করিয়া বলেন "তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি, এখন হইতে আমাকে ভাল বাসিবে'। আমি বলিব "হুকুমে কখন ভালবাসা হয় না,,'।

সৌন্দর্য্য দেখিলেই ভালবাসা হয়। সুন্দর গোলাব পুষ্প সন্দর্শন করিলে কাহার মনে না প্রীতির উদয় হয়? পৌর্ণ-মাসীর মনোহর চন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিলে কাহার হৃদয় না প্রফুল্ল হয়? নরনারীর সুন্দর মুখশ্রী দেখিলে কে না প্রীত হয়? ভৌতিক সৌন্দর্য্যে যেমন, আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য সম্বন্ধেও সেইরূপ। ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য, পরমেশ্বরের নিরুপম সৌন্দর্য্য যে দেখিয়াছে সে আর তাহা হইতে চক্ষু ফিরাইতে পারে না। যে ব্যক্তি বলে ঈশ্বর আদেশ করিয়াছেন বলিয়া ধর্ম্মকে আলিঙ্গন করি, সে ধর্ম্মরাজ্যে অতি নিকৃষ্ট স্থানে রহিয়াছে। ধর্ম্মকে সে দেখে, যে ধর্ম্মকে সমুদয় হৃদয়, সমুদয় মন প্রাণের সহিত আলিঙ্গন না করিয়া থাকিতে পারে না। যিনি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন, তিনি ঈশ্বরকে প্রাণের ভিতর না রাখিলে আর কিছুতেই তৃপ্তি পান না। ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্ম, ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বর। সুখ চাই না, স্বর্গ চাই না, ধর্ম্ম চাই, ঈশ্বর চাই। ধর্ম্ম ও ঈশ্বরকে আমার দুঃখনিবৃত্তি ও সুখবৃদ্ধির উপায় করিতে চাহি না। ইহারই নাম নিষ্কাম ধর্ম্ম।

পাপের তুল্য ভয়ঙ্কর পদার্থ আর কিছু নাই; পুণ্যের তুল্য মনোহর, সুখকর পদার্থও আর কিছু নাই। পাপই পাপের শাস্তি, পুণ্যই পুণ্যের পুরস্কার। এই মহান্ সত্য যিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তিনিই ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব বুঝিয়া-ছেন।

স্তুতি ও প্রার্থনা।

হে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর! তোমার সত্যকে অবলম্বন করিয়া হৃদয়ে ভয় ও ভাবনা কেন আসিবে? তুমি তোমার অনন্তশক্তি দ্বারা তোমার সত্যকে রক্ষা করিতেছ, কাহার সাধ্য তাহাকে বিলুপ্ত করে? তোমার সত্যের জয় সাধন করিয়া তুমি রাখিয়াছ। ক্ষুদ্র মনুষ্য তোমার জগতের কীটাণুকীট হইয়া তোমার সত্যকে চূর্ণ করিবার জন্য কতশত বার ভয়ঙ্কর ভাবে উত্থান করিল, কিন্তু মানুষের সকল প্রয়াস ও চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াগেল, তোমার সত্য অটল পর্ব্বতের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইল। তোমার সত্য-সূর্য্যকে ঢাকিবার জন্য মনুষ্য কত বার ক্ষুদ্র হস্তের আচ্ছাদন বিস্তারিত করিল, কিন্তু তাহাতে সে নিজের চক্ষুকেই আবরণ করিল, তোমার সত্য নিজ প্রভায় দিঙমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশিত হইল! সত্যকে তুমিই আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিতেছ এবং জগতে অকুতোভয়ে তাহার সাক্ষ্য দান করিতে বলিতেছ, সত্য জগতের পরিত্রাণ বিধানার্থ উদিত হইতেছেন। আমরা যেন তোমার সত্যের মহিমাকে মহীয়ান করিয়া ধন্য হই।

হে প্রেমময় পরমেশ্বর! তুমি তোমার অপার প্রেম দ্বারা ত্রিভুবনকে পরাজিত করিতেছ এবং আমাকে ঐ প্রেমের অনুসরণ করিতে শিক্ষা দিতেছ। অপ্রেমের চক্ষে আমি যদি কাহারও প্রতি চাই, তোমার ধর্ম্ম হইতে তখনি ভ্রষ্ট হইয়া পড়ি। কত লোক তোমার প্রেম দেখে না, কতলোক তোমার প্রেমে লালিত পালিত হইয়া তোমাকে অস্বীকার করে, কতলোক তোমার প্রেমে যে শক্তি সামর্থ লাভ করে, তাহা তোমারই বিরুদ্ধাচরণে নিয়োজিত করিয়া থাকে, তথাপি তুমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও কাহারও প্রতি বিমুখ ও উদারভাবে তোমার প্রেম বিতরণে ক্ষান্ত হও না। তোমার সূর্য্য, তোমার চন্দ্র, তোমার পৃথিবী, তোমার বায়ু ও জল তুমি মহাপাতকীরও কল্যাণের জন্য নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছ। হে নাথ! তোমার এই প্রেমের আদর্শে আমার জীবনকে সংগঠন করিতে শিক্ষা দেও। যাহারা আমাকে ভাল না বাসে, যাহারা আমাকে পীড়ন ও নির্যাতন করে, তাহাদিগেরও প্রতি যেন প্রেম দৃষ্টিতে চাহিতে পারি এবং তাহাদিগেরও সেবাতে আন্তরিক প্রেমের সহিত যেন নিযুক্ত হইতে পারি।

গীত

(আর কেহ নাই ভরসা সংসারে তোমা ভিন্ন) সুরে।

প্রাণসখা! দেও দেখা এ বিজন ভবারণ্য!

ভ্রমি একা, বর্ত্ম রেখা, ক্রমে হইল প্রচ্ছন্ন।

পশিনু যবে সংসারে, মাতা পিতা ভ্রাতা পরে, গুরুজন আদি আর যত বন্ধুগণে; বর্ত্ম-নেতা, শিক্ষাদাতা, হৃদি পবিত্র প্রসন্ন।

ভুচুম্বিত পুষ্প দলে, শৈশব কৈশোর কালে, খেলি ছুলি উপনীত যৌবন কাননে; কিবা শোভা মনোলোভা, পুষ্প বাটিকা অগণ্য।

স্বেচ্ছাধীন একাননে, ভ্রমণ বাসনা জেনে, "ইদং শ্রেয় ইদং প্রিয়" গুরু উপদেশি,—বলিলেন, "বৎস! যেন শ্রেয়ে না কর অমান্য!"

প্রলোভন পেয়ে একা, হাসি আসি দিল দেখা, শ্রেয় পন্থাশ্রয়ে তারে লাঙ্ঘিলাম রঙ্গে! কিন্তু প্রিয়—কিদুর্জ্জয়! জ্ঞান করিল আচ্ছন্ন।

সুরাকরে হাসি ঢলি, বিলাস বাসনা জ্বালি, আসি আলিঙ্গন পাশে বান্ধিল এবার; সে পরশে—সে আবেশে চিত্ত হইল জঘন্য!

কুসঙ্গের ফল যাহা, শোক, তাপ, জরা, আহা! কণ্টক আবৃত বনে হইল প্রসূত; বিষময়, কলচয়, সঙ্গী শ্বাপদ অগণ্য!

যে দিকে ফিরাই আঁখি, ভীষণ সকলি দেখি, প্রমোদ কানন আর দেখিতে না পাই; বিকম্পিত, পাপ চিত, ভয়ে সদা অবসন্ন!

জীবনের অবসান, সন্ধ্যা দেখি বিদ্যমান, অচিরে ঘোরান্ধকারে ঢাকিতে আসিছে; রক্ষাকর। রক্ষাকর! পিতঃ! ক্ষম হও প্রসন্ন!

ব্রাহ্মসমাজ।

আমাদিগের পাঠকগণ স্থানান্তরে দেখিবেন সম্প্রতি আসামে একটী খৃষ্টানের কন্যার সহিত একটী ব্রাহ্মের শুভ পরিণয় কার্য্য ব্রাহ্মপদ্ধতিক্রমে সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীযুক্ত আনন্দরাম গোস্বামী, বয়ঃক্রম ২৬ বৎসর, কন্যার নাম শ্রীমতী অম্বিকা সুন্দরী, বয়ঃক্রম ১৫ বৎসর। আসাম প্রদেশীয় লোকের মধ্যে এই প্রথম অসবর্ণ ব্রাহ্মবিবাহ।

গত ১১ই এপ্রেল অপরাহ্নে মৃজাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে "ইয়ংমেন্স থিইষ্টিক সোসাইটীর" একটী পাক্ষিক অধিবেশন হয়, তাহাতে 'ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীনতা ও শাসন' বিষয়ে বক্তৃতা ও আলোচনা হয়। কতকগুলি উৎসাহী ব্রাহ্ম যুবা এই সভার উদ্যোগী। ইহার সভ্যসংখ্যা ৪২টী হইয়াছে। যুবক ব্রাহ্মগণের উপর ব্রাহ্মসমাজের অধিক আশা ও ভরসা, তাঁহাদিগের এইরূপ দৃষ্টান্ত ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে বিশেষ আনন্দকর।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন সপ্তাহাধিক হইল পীড়িত হইয়া কৃষ্ণনগর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তিনি এক্ষণে অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। তাঁহার উড়িষ্যাঞ্চলে যাইবার কিছু বিলম্ব হইবে।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ধর্ম্মপ্রচারার্থ কৃষ্ণনগরে গিয়া কয়েক দিবস তথায় অবস্থিতি করেন। সেখানে তাঁহার বক্তৃতা ও উপদেশাদি শুনিতে বহুলোকসমাগম হয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগৃহ নির্ম্মাণার্থে স্থানীয় বন্ধুগণ ৯৭০ টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন। গত ৫ই এপ্রেল তিনি পাবনার উৎসবোপলক্ষে আহূত হইয়া গমন করিয়াছেন।

গত ৯ই এপ্রেল শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন টাউন হলে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতার বিষয় "ভারত প্রশ্ন করিতেছেন, যীশু খৃষ্ট কে?"

"বিল্‌ডিং ফণ্ড" কমিটীর সম্পাদকীয় পদে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিস নিযুক্ত হইয়াছেন। বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় বিল্‌ডিং কমিটী অর্থাৎ উপাসনাগৃহ নির্ম্মাণ কমিটীর সম্পাদক রহিলেন।

আমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম ইতিমধ্যে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন স্থানে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক বলিয়া পরিচয় দিয়া কোন কোন ধূর্ত্ত ব্যক্তি গৃহ নির্ম্মাণের চাঁদা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমরা সর্ব্ব সাধারণকে এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক করিতেছি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ও এজেণ্ট বলিয়া যাঁহাদিগের নাম তত্ত্বকৌমুদী বা পব্‌লিক্‌ ওপিনিয়নে মুদ্রিত হয়, তাঁহাদিগের ভিন্ন আর কাহারও হস্তে কেহ টাকা দিবেন না, বরং আপনাদিগের দেয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যালয়ে বিল্‌ডিং ফণ্ড কমিটীর সম্পাদকের নামে প্রেরণ করিবেন।

গত সপ্তাহে নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এজেণ্ট হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সর্ব্বানন্দ দাস ও জগচ্চন্দ্র গুপ্ত	বরিশাল।
,, ,, জগচ্চন্দ্র দাস	শিবসাগর, আসাম।
,, ,, মধুসূদন রাও	কটক।
,, ,, লক্ষ্মীকান্ত দাস	বিশ্বনাথ, আসাম।
,, ,, দ্বারকানাথ সিংহ	জব্বলপুর।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের এই বৃদ্ধবয়সেও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারোৎসাহের ত্রুটি দেখা যায় না। তিনি দার্জ্জিলিঙ যাইবার পথে জলপাইগুড়ি হইয়া যান। তথায় বাবু চণ্ডীচরণ সেনের বাটীতে ব্রাহ্মিকা সমাজ হয়, তিনি তাহাতে উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সকলের হৃদয় ধর্ম্মোৎসাহে উত্তেজিত করেন। পরে উত্তর-বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা কার্য্য সম্পাদনার্থ অনুরুদ্ধ হইয়া এক দিবস তথায় অবস্থিতি করেন। তাঁহার আগমনে ও উপাসনাদি শ্রবণে স্থানীয় লোকগণ বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ সকল সমাজের মাতার ন্যায় একটী কার্য্য করিয়া ব্রাহ্ম সাধারণের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সমাজের বেদী হইতে যে সকল ব্যাখ্যান বিবৃত করেন, তাহা উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত করিয়া ও সুন্দর রূপে বাঁধাইয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজকে এক এক খণ্ড উপহার দিয়াছেন। দেবেন্দ্র বাবুর গভীর আধ্যাত্মিক ভাব পূর্ণ জলন্ত উপদেশ সকল অনেক ব্রাহ্মের জীবনের কারণ হইয়াছে, এখনও অনেকের জীবনপথের সহায় হইয়া যে যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব শিক্ষা দিবে তাহার সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়ে এরূপ একখানি পুস্তকের বিশেষ অভাব হইয়াছিল এবং আমরা আশা করি ব্রাহ্মসমাজ মাত্রেই ইহা অমূল্য সম্পত্তি বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার হিসাবাদি পরিদর্শনার্থ শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী ও বাবু রজনীকান্ত নিয়োগী অবৈতনিক অডিটার নিযুক্ত হইয়াছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার ত্রৈমাসিক অধিবেশন।

গত ৬ই এপ্রেল রবিবার অপরাহ্ন ৪ টার পর মৃজাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে বর্ত্তমান বর্ষের অধ্যক্ষসভার প্রথম ত্রৈমাসিক অধিবেশন হয়। নিম্ন লিখিত সভ্যগণ সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন—

শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ মোহন বসু,
,, ,, কালীনাথ দত্ত,
,, ,, শিবচন্দ্র দেব
,, ,, উমেশচন্দ্র দত্ত,
,, ,, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী,
,, ,, গণেশ চন্দ্র ঘোষ,
,, ,, রজনীকান্ত নিয়োগী,
,, ,, ছকৌড়ী ঘোষ,
,, ,, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়,
,, ,, রাধাকান্ত ঘোষ,
,, ,, কালী-সঙ্কর সুকুল,
,, ,, গুরুচরণ মহলানবিস।

শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ মোহন বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে অধ্যক্ষ সভার গত অধিবেশনের বিজ্ঞাপন সম্পাদক কর্তৃক পঠিত ও যথারীতি গৃহীত হইল। তৎপরে সহকারী সম্পাদক কার্য্য নির্ব্বাহক সভার গত ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ ও আয় ব্যয়ের হিসাব পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তীর পোষকতায় এবং সর্ব্বসম্মতিতে স্থিরীকৃত হইল, পঠিত কার্য্য বিবরণ গ্রাহ্য হয়, কিন্তু প্রদত্ত হিসাব অডিট করিবার জন্য কার্য্য নির্ব্বাহক সভার হস্তে প্রত্যর্পিত হয়।

শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্তের প্রস্তাবে ও বাবু গুরুচরণ মহলানবিসের পোষকতায় নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য নিযুক্ত হইলেনঃ—

বাবু ভুবনমোহন সেন, বাবু শ্রীনাথ গুপ্ত, বাবু গগনচন্দ্র সেন, বাবু প্যারীমোহন রায়, বাবু মহেশচন্দ্র মজুমদার, বাবু গঙ্গাধর মজুমদার, বাবু উমাচরণ আচার্য্য ফরিদপুর।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীসঙ্কর সুকুলের প্রস্তাবে ও বাবু ছকৌড়ী ঘোষের পোষকতায় নিম্নলিখিত মহোদয় গণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য নিযুক্ত হইলেনঃ—

বাবু সূর্য্যকুমার অগস্তী এম এ, বাবু যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, বাবু গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবু পূর্ণচন্দ্র কুমার।

শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্তের প্রস্তাবে ও বাবু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর পোষকতায় এবং সর্ব্বসম্মতিতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীভূত সমাজ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়ম গুলি ধার্য্য হইল—

যে সমস্ত সমাজ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীভূত হইবে, তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করিতে হইবেঃ—

(১) আচার্য্য আনুষ্ঠানিক ও সচ্চরিত্র ব্রাহ্ম এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হওয়া আবশ্যক। তিনি স্থানীয় উপাসকমণ্ডলীর অধিকাংশ সভ্যের মতে বিধিপূর্ব্বক নিযুক্ত হইবেন।

(২) উপাসনাগৃহ প্রভৃতি সমাজের কোন সম্পত্তি থাকিলে তাহা বিধিপূর্ব্বক নিযুক্ত ট্রষ্টি বা এতদর্থে বিশেষ রূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটী বা ব্যক্তির হস্তে থাকিবে।

(৩) ব্রাহ্মসমাজের মূলসত্য অব্যাহত রাখিয়া যেরূপ স্তবস্তুতি, প্রার্থনা, উপদেশ ও সঙ্গীতাদি দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও প্রেম এবং মনুষ্যের প্রতি সদ্ভাব উত্তেজিত হয়, তাহাই উপাসনাস্থলে অবলম্বিত হইবে।

(৪) উপাসনা সপ্তাহে অন্ততঃ একবার হইবে।

(৫) উপাসকমণ্ডলী সংগঠন সম্বন্ধে নিয়মাদি অঙ্গীভূত সমাজ স্থানীয় অবস্থানুসারে নির্দ্ধারণ করিবেন। কিন্তু কোনস্থানেই ১৬ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্যে বিশ্বাসহীন নরনারী উপাসকমণ্ডলীর সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন না। উপাসক মণ্ডলীর অন্ততঃ ৫ জন সভ্য থাকা আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী নিম্নলিখিত প্রস্তাব করেন ও বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাহার পোষকতা করেনঃ—

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলীর এক এক খণ্ড প্রত্যেক সভ্যকে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিস উক্ত প্রস্তাব সংশোধন করিয়া প্রস্তাব করেন এবং বাবু শিবচন্দ্র দেব তাহার পোষকতা করেনঃ—

নিয়মাবলী সভ্যগণকে অর্দ্ধমূল্যে প্রদান করা হয়।

নিয়মাবলীর মূল্য যেরূপ সামান্য তাহাতে প্রত্যেক সভ্য তাহা অক্লেশে গ্রহণ এবং তদ্দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কনার্থ ব্যয়ের পূরণ করিতে পারেন এই জন্য উপরিউক্ত উভয় প্রস্তাবই অধিকাংশের মতে অগ্রাহ্য হইল। বাবু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী বলিলেন তবে নিয়মাবলী পুস্তক সভ্যদিগকেও মূল্যদিয়া ক্রয় করিতে হইবে, তত্ত্বকৌমুদীতে ইহার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। কিন্তু বর্ত্তমান কার্য্য বিবরণ প্রকাশিত হইলে সভ্যগণ অবগত হইতে পারিবেন বলিয়া স্বতন্ত্র বিজ্ঞাপন দেওয়া অনাবশ্যক বিবেচিত হইল।

অবান্তর নিয়মাবলীর বিচার হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, কিন্তু আপাততঃ অনাবশ্যক বোধে তাহা স্থগিত রহিল।

অতঃপর অপরাহ্ণ ৬॥ টার সময় সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ১৮৭৯ সালের প্রথম ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভা।—গত ২৭এ জানুয়ারি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যে অধ্যক্ষ সভার অধিবেশন হয় তাহাতে বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সংগঠিত হয় এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তাহার সভ্য মনোনীত হনঃ—

বাবু দুর্গামোহন দাস,	বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী।
,, ভুবনমোহন দাস,	,, কালীশঙ্কর সুকুল।
,, শিবনাথ শাস্ত্রী,	,, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
,, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,	,, কেদারনাথ রায়।
,, কালীনাথ দত্ত,	,, রজনীকান্ত নিয়োগী।
,, দুকৌড়ী ঘোষ,	,, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধিবেশন সকল প্রত্যেক বুধবার রাত্রিতে নিয়মিতরূপে চলিয়াছে।

কার্য্যালয় ব্যবস্থা।—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আফিসের কার্য্য সকল উৎকৃষ্টতর রূপে সম্পাদনার্থ তাহার ভার শ্রীযুক্ত বাবু গনেষচন্দ্র ঘোষ ও বাবু কালীনাথ দত্তের উপর অর্পণ করা হইয়াছে।

সবকমিটী—বর্ত্তমান কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সংগঠনাবধি নিম্নলিখিত সবকমিটী সকল নিযুক্ত হইয়াছেনঃ—

১ম প্রচার প্রণালী ব্যবস্থাপন সব-কমিটী। ইহার ৩টী অধিবেশন হইয়াছে ও প্রারম্ভিক কার্য্য বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কিন্তু কার্য্য সম্পূর্ণ না হওয়াতে সভ্যদিগকে ভবিষ্যৎ কার্য্য বিবরণ জ্ঞাপন করিবার অনুমতি করাগিয়াছে।

২য় উপাসনাগৃহের ট্রষ্টডিডসব-কমিটী। ইহার সভ্যগণ বিশেষ উৎসাহ ও ক্ষিপ্রতার সহিত আপনাদিগের কার্য্য সাধন করিয়াছেন। তাঁহারা ট্রষ্টডিডের পাণ্ডুলিপি অর্পণ করিয়াছেন এবং অনুরোধ করিয়াছেন যে ইহা মুদ্রাঙ্কণ ও প্রচার করিবার পূর্ব্বে কোন কৌন্সিলীকে দেখান হয়। ড্রাফ্‌ট্‌ডিড অদ্যাপি কার্য্যনির্ব্বাহক সভার বিবেচনাধীন রহিয়াছে। ইহার শেষ মীমাংসা ও পরিগ্রহের পূর্ব্বে ব্রাহ্মসাধারণের মত ও পরামর্শ গ্রহণার্থ কয়েক সপ্তাহ মধ্যে ইহা প্রচারিত হইবে আশা করা যায়।

৩য় উপাসনাগৃহের অর্থসংস্থান সব-কমিটী—ইহার কএকটী অধিবেশন হইয়াছে ও প্রথম কার্য্য বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অত্যন্ত আনন্দের সহিত প্রকাশ করা যাইতেছে যে ইতিমধ্যে উপাসনাগৃহের জন্য অন্যূন ১৭,০০০ টাকা স্বাক্ষরিত ও ৭,৬১০ টাকা আদায় হইয়াছে। কলিকাতার কোন ভক্তিভাজন ব্রাহ্ম এতদুদ্দেশে এককালে মুক্ত হস্তে ৭,০০০ টাকা দান করিয়াছেন, তাঁহার এই বদান্যতার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার প্রতি যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অসমর্থ।

৪ বিল্ডিং কমিটী—উপাসনাগৃহের নক্‌সা ও ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত এবং গৃহনির্ম্মাণ সম্বন্ধে অন্যান্য আবশ্যক কার্য্য সাধন করিবার জন্য এই কমিটী নিযুক্ত হইয়াছেন।

৫। তত্ত্বকৌমুদী সবকমিটী।—আগামী ১লা বৈশাখ অবধি তত্ত্বকৌমুদী নিয়মিতরূপে বাহির করিবার জন্য এই সব,কমিটী নিযুক্ত হইয়াছেন।

৬। পুস্তকালয় সবকমিটী—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত একটী পুস্তকালয় স্থাপনার্থ নিযুক্ত হইয়াছেন। বহ-

কালাবধি এরূপ একটী পুস্তকালয়ের অভাব অনুভব করা যাইতেছে। আমরা আশা করি এই সবকমিটী যেরূপ সাধারণ হিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে ভারতবর্ষ ও অন্যান্যস্থান হইতে সাহায্যলাভ করিয়া অচিরাৎ আপনাদিগের উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

প্রচার কার্য্য—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রচারক প্রেরণ জন্য জলপাইগুড়ি, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, রাধানগর, বগুড়া, পূর্ণিয়া, কটক, রামপুরহাট, কৃষ্ণনগর, মান্দ্রাজের বাঙ্গালোর ও সালেম এবং পঞ্জাব হইতে আহ্বান পত্র আসিয়াছে। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন গত ৩ মাসের মধ্যে জলপাইগুড়ি, সিলিগুড়ি, সিরাজগঞ্জ, পূর্ণিয়া ও কৃষ্ণনগর পরিদর্শন করিয়াছেন। তিনি সিলিগুড়িতে নবগৃহ সহিত একটী নূতন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং উল্লিখিত অনেক সমাজের উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব সম্পাদনার্থ আহূত হইয়া কয়েকদিন তথায় অবস্থিতি করেন। সম্প্রতি তিনি কৃষ্ণনগরে কয়েক দিবস বাস ও ধর্ম্মপ্রচার করিয়া পাবনা ব্রাহ্মসমাজের উৎসব কার্য্য সমাধানার্থ তথায় গমন করিয়াছেন, তথাহইতে বগুড়ায় যাইবার কথা আছে। আমাদিগের প্রচারকেরা সর্ব্বত্র সমাদরে অভ্যর্থিত ও আপনাদিগের কর্ত্তব্যসাধনে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। গত মার্চ্চ মাসে কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের নবনির্ম্মিত উপাসনা মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়, তদুপলক্ষে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে অনেক গুলি ব্রাহ্ম সমাগত হন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কয়েকটী সভ্য এই সমাজ মন্দিরের ট্রষ্টি নিযুক্ত হইয়াছেন। উত্তর বঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতিকে স্থানীয় সমাজ গৃহ ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য সম্পত্তির একমাত্র ট্রষ্টি নিযুক্ত করিয়াছেন। উপরে যাহা উল্লেখ করা গিয়াছে তদ্ভিন্ন কলিকাতা ও ইহার নিকটবর্ত্তী অনেকগুলি সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনাকার্য্য এবং হরিনাভি, বরাহনগর ও সাপুর ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব আমাদিগের প্রচারকগণ দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়াছে।

পুস্তক প্রচার—পাক্ষিক পত্র তত্ত্বকৌমুদী ব্যতীত নিম্ন লিখিত কয়েকখানি পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে:—

(১) ব্রাহ্ম পঞ্জিকা (Brahmo Pocket Almanack); (২) ব্রহ্মসঙ্গীত; (৩) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ১৮৭৮ সালের বার্ষিক রিপোর্ট। শেষোক্ত পুস্তকখানি অল্পদিন হইল, মুদ্রিত হইয়াছে। অপর দুইখানি পুস্তক সাধারণ্যে আদৃত ও বহুসংখ্যক বিক্রীত হইয়াছে।

এজেণ্ট নিয়োগ—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য সকল প্রকৃষ্টরূপে সাধন করিতে হইলে প্রধান প্রধান মফস্বল স্থানে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হিতৈষী ধর্ম্মোৎসাহী যে সকল ব্রাহ্ম আছেন, তাঁহাদিগের সহকারিতা লাভ করা নিতান্ত আবশ্যক। এই অভিপ্রায় সাধন জন্য কতকগুলি ব্রাহ্মমহোদয়কে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এজেণ্ট হইবার জন্য অনুরোধ করা যায়। অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে ইতিমধ্যে নিম্ন লিখিত ব্রাহ্মমহোদয়গণ এজেণ্ট পদ গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত উৎসাহের সহিত সাহায্য দান করিতে অগ্রসর হইয়াছেন:—

১	বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী,	দার্জ্জিলিঙ।
২	,, আশুতোষ বসু,	জামালপুর।
৩	,, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়,	ঢাকা।
৪	,, বিপিনবিহারী বসু,	এলাহাবাদ।
৫	,, যদুনাথ রায়,	রামপুরহাট।
৬	,, লালা রলারাম,	মুলতান।
৭	,, পদ্মহাস গোস্বামী,	নওগাঁ।
৮	,, রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,	মুরসিদাবাদ।
৯	,, উমেশচন্দ্র সেন,	বগুড়া।
১০	,, বরদানাথ হালদার,	লক্ষ্মীপুর।
১১	,, রামদুর্লভ মজুমদার,	তেজপুর।
১২	,, গুরুদয়াল সিংহ,	ত্রিপুরা।
১৩	,, ভুবনমোহন সেন,	ফরিদপুর।
১৪	,, রামসুন্দর মজুমদার,	কুমারখালী।
১৫	,, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়,	কৃষ্ণনগর।
১৬	,, নীলমণি ধর	মেদিনীপুর।
১৭	,, ক্ষীরদচন্দ্র রায় চৌধুরী,	পুরী।
১৮	,, কালীমোহন মুখোপাধ্যায়,	লক্ষ্ণৌ।
১৯	,, কালীমোহন ঘোষ,	দেরাদুন।
২০	,, কেদারনাথ চৌধুরী,	সিমলা।
২১	,, গোবিন্দচন্দ্র রক্ষিত,	গয়া।
২২	,, চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,	গয়া।

১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা। শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
১৮৭৯।১১ই এপ্রেল। সহকারী সম্পাদক।

প্রেরিত।

মহাশয়!

নিম্ন লিখিত সংবাদ আপনার বিখ্যাত পত্রের এক পার্শ্বে স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন।

বাধ্য শ্রীপদ্মহাস গোস্বামী
নওগাঁও, আসাম।

১। বিগত ২৬শে মার্চ্চ বুধবার এখানে ১৮৭২ সালের ৩ আইনানুসারে এবং ব্রাহ্মপ্রণালীতে একটি অসবর্ণ ব্রাহ্মবিবাহ হইয়া গিয়াছে। আসামে এই প্রথম ব্রাহ্ম বিবাহ, পাত্রী ও পাত্র উভয়েই এদেশীয়। পাত্রের নাম শ্রীযুক্ত আনন্দ রাম গোস্বামী, বয়ঃক্রম ২৬ বৎসর, পাত্রীর নাম শ্রীমতী অম্বিকা সুন্দরী, বয়ঃক্রম ১৫ পনর বৎসর মাত্র হইয়াছে। পাত্র ও পাত্রী উভয়েই শিক্ষিত। এই বিবাহে গোস্বামী মহাশয় যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকারের পরিচয় দিয়াছেন। এখানকার প্রায় সমুদায় হিন্দু সম্প্রদায় এ বিবাহের বিরোধী, তথাপি তিনি সমুদয় বাধা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইলেন। এই বিবাহে আরও একটি সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই হিন্দু ও খৃষ্টানেতে কখনও বিবাহ হইয়াছে শুনি নাই, এ বিবাহে তাহাই প্রত্যক্ষ করিলাম। পাত্রীর পিতা এক জন অত্রবংশীয়

খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী; ইনি নিজে খৃষ্টান হইয়াও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। ইনি নিজে উৎসাহী হইয়া, তাঁহার গৃহেতে ৩ আইন মতে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে নিজ কন্যার বিবাহ দিলেন। কন্যার পিতা নিজেই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন, এক জন খৃষ্টানের এরূপ উদারভাব অত্যন্ত আহ্লাদকর। উক্ত দিবস সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় ৩ আইন মতে বিবাহ রেজিষ্টারী হইয়া গেলে ব্রাহ্মগণ ও অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ বিবাহ সভাতে বর ও কন্যাকে লইয়া উপবিষ্ট হইলেন। শ্রীযুক্ত পদ্মহান গোস্বামী মহাশয় আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ব্রহ্মোপাসনার সৌন্দর্য্যে স্থানটী অতি রমণীয় হইয়াছিল। হিন্দু, মুসলমান খৃষ্টান সকল সম্প্রদায়ের লোকই বিবাহস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সাধারণ ব্রহ্মোপাসনা সমাপ্ত হইলে কন্যার পিতা শ্রীযুক্ত রুদ্রাম ডেকা মহাশয় কন্যা সম্প্রদান করিয়া এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন "হে সর্ব্বসাক্ষী অদ্বিতীয় পূর্ণ পরমেশ্বর! তুমি দয়া করিয়া যে কন্যারত্ন আমাকে দিয়াছিলে, আমি তোমারি দয়াগুণে এত দিন নানা বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে থাকিয়াও যথাসাধ্য তাহাকে লালনপালন করিয়াও শিক্ষা দিয়া আজি তোমার সাক্ষাতে সকল বন্ধুবান্ধবে মিলিত হইয়া সেই কন্যারত্ন শ্রীমতী অম্বিকা সুন্দরীর শারীরিক মানসিক সকল বিষয়ের ভার শ্রীমান্ আনন্দরাম গোস্বামীর হস্তে প্রদান করিলাম, তুমি কৃপা করিয়া ইঁহাদিগের দাম্পত্য প্রেমের সুখে বর্ত্তমান থাকিয়া উভয়কে মঙ্গলের পথে লইয়া যাইও "হে মুক্তিদাতা ত্রাতা পরম পিতা পরমেশ্বর, যাহাতে ইঁহারা দিন দিন পরিত্রাণের পথে অগ্রসর হইতে পারে এরূপ শক্তি অর্পণ কর। আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তোমাকে প্রনাম করি। ওঁ শান্তিঃ ওঁ হরিঃ।"

একজন খৃষ্টানের এভাবে প্রকাশ্য সভাতে প্রার্থনা করিয়া কন্যাদান করা কতদূর সুখের বিষয়। এখানকার খৃষ্টান সম্প্রদায় কন্যাকর্ত্তার উপরে খড়্গহস্ত হইয়াছেন। এ বিবাহে হিন্দু ও খৃষ্টান উভয় সম্প্রদায় আন্দোলিত হইয়াছে। এ বিবাহে আরও একটি আনন্দ ও আশ্চর্য্যের কার্য্য হইয়াছিল। বিবাহানুষ্ঠানের পরে আচার্য্য বরকন্যাকে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা উপদেশ প্রদান করিলে বিবাহ সভাস্থ শ্রীযুক্ত মমতরাম মেধি নামক জনৈক হিন্দু যুবক সাধারন সকলকে সম্বোধন করিয়া নিম্ন লিখিত বক্তৃতা প্রদান করিলেন "হে হিন্দু ভ্রাতৃগন। অদ্য এই বিবাহে আমাদেরও আনন্দ করিবার বিষয় আছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগেরই (হিন্দুদিগেরই) আদিধর্ম্ম। অদ্য যে একজন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী এই পবিত্র ধর্ম্মে আনীত হইল, ইহাতে আমাদিগেরই গৌরব। ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুদিগের উচ্চ শ্রেণীর ধর্ম্ম। আমাদের শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব সম্প্রদায়িগণ যে ব্রহ্ম লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, সেই ব্রহ্মই এই ধর্ম্মের মূল। এই ধর্ম্ম নূতন ধর্ম্ম নহে, আমাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রেও এই ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় ৪০০ চারিশত বৎসর হইল শ্রীচৈতন্য বঙ্গদেশে এই ব্রহ্ম নাম প্রচার করেন এবং আমাদের দেশে পূজ্যপাদ শ্রীশঙ্কর দেবও এই নাম প্রচার করিয়াছিলেন। মহাপুরুষ শঙ্কর দেব প্রণীত অনেক পুস্তকে এই ধর্ম্ম দেখিতে পাই, মহাপুরুষীয় ধর্ম্মেও জাতিভেদ ছিল না। শঙ্কর দেব নিজে কায়স্থ হইয়াও এক জন মুসলমানকে শিষ্য করিয়াছিলেন। চৈতন্যও এইরূপে জাতিভেদ মানিতেন না। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগের উচ্চ শ্রেণীর ধর্ম্ম। এই পবিত্র ধর্ম্মে যে একজন খৃষ্টান আনীত হইল ইহা হিন্দুগণের (আমাদের) আনন্দের বিষয়। আমি আশা করি অন্যান্য খৃষ্টানগণও এইরূপে উপ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এই পবিত্র ধর্ম্মে যেন ক্রমে আনীত হন। ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের সারধর্ম্ম, অতএব ইহার উন্নতিতে আমাদেরই গৌরব বৃদ্ধি হইবে ইত্যাদি।" একজন হিন্দু যুবকের ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি প্রকাশ্য সভায় এরূপ সহানুভূতি প্রকাশ ব্রাহ্মগণের পক্ষে বিশেষ আহ্লাদের বিষয়। হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী যুবকের মুখে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক বক্তৃতা শুনিয়া অনেকে বিস্মিত হইয়াছিলেন। এস্থলে শ্রীযুক্ত আনন্দরাম গোস্বামী মহাশয়ের সৎসাহসকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। ইনি গত জ্যৈষ্ঠমাসে উপবীত পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের নিমিত্ত ইনি যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন ও করিতেছেন। ইঁহার বিশ্বাসের অটলতা দেখিয়া বাস্তবিক শ্রদ্ধার উদয় হয়। দয়াময় পরমেশ্বর ইঁহাকে দিন দিন উন্নতির পথে লইয়া গিয়া ইঁহার আত্মাতে শান্তিদান করুন। বর ও কন্যা উভয়েই আনন্দে কাল যাপন করিয়া জগতে শুভ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করুন।

মহাশয়!

ঈশ্বর কৃপায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। এই উপলক্ষে আমি গুটিকত কথা বলিতে ইচ্ছা করি। যাঁহারা সাধারন ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যের ভার লইয়াছেন, তাঁহাদের উচিত যে তাঁহারা যখন মফঃস্বলে যান তখন প্রত্যেক স্থানে সাধারন ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করেন অর্থাৎ তাঁহারা কোন নূতন স্থানে গিয়া যেমন দশ জনের সহিত আলাপ করেন, সেইরূপ তাঁহাদেরও সহিত যদি উপরে উপরে আলাপ পরিচয় করিয়া আসেন তাহা হইলে সুফল ফলিবে না। তাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের সহিত বিশেষভাবে আলাপ করিবেন; তাঁহাদের পরিবারগণকে নিজ পরিবারের ন্যায় জ্ঞান করিবেন; তাঁহাদের রোগ শোক দেখিলে নিজ পরিবারের রোগ শোকের ন্যায় জ্ঞান করিয়া সাহায্য ও সান্ত্বনা বিধানের চেষ্টা করিবেন; কাহার পুত্র কন্যা কয়টী, আয় কত, কিরূপে সংসার চলে, পারিবারিক কোন অসুখের কারণ আছে কি না, যদি থাকে তাহা দূর করিবার উপায় কি? বালক বালিকাদিগের শিক্ষাদি চলিতেছে কি না? যদি না চলে সে বিষয়ে কোন সদুপায় করা যায় কি না? এই সকল চিন্তা করিবেন ও তত্ত্ব লইবেন। অদ্যাবধি যেরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইয়াছে

তাহা এই,—একজন প্রচারক কোন স্থানে আসিলেন, দুই একটী বক্তৃতা করিলেন, পরম সমাদরে দুই চারি দিন নিমন্ত্রণ খাইলেন পরে অন্যত্র গমন করিলেন। তিনি যে একজন ঘরের লোক ও নিজ পরিবারের লোক তাহা তাঁহার স্বধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিগণও বুঝিতে পারিলেন না। মফঃস্বলের অনেক ব্রাহ্মকে যে অনুষ্ঠান বিষয়ে অগ্রসর দেখিতে পান না, এই প্রকার পারিবারিক নৈকট্যসম্বন্ধের অভাব তাহার একটী প্রধান কারণ। আমরা আশা করি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই অভাব দূর করিবেন। মফঃস্বলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যে সকল সভ্য আছেন তাঁহাদেরও উচিত যে, প্রচারকগণ যখন তাঁহাদের নিকট গমন করেন, তখন উপরে উপরে তাঁহাদের আতিথ্য না করিয়া সম্পর্কটা একটু ঘনিষ্টতর করিবার প্রয়াস পান। উপরে যে সকল প্রশ্নের উল্লেখ করা গেল সেই সকল প্রশ্ন করিলে অনধিকার চর্চ্চা মনে না করেন,—বাহিরের লোকের প্রশ্ন জ্ঞান না করেন, বরং যথাসাধ্য আপনাদের অবস্থা তাঁহাদের জ্ঞাত করিবার চেষ্টা পান। কেবল তাহা নহে আমার বোধ হয়,—বাড়ীর মেয়েদেরও সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া দেওয়া উচিত। আমাদের দেশে অবরোধ প্রথা প্রচলিত আছে, কিন্তু এক পরিবারস্থ লোকদিগের নিকট সে প্রথা নাই। সুতরাং ইহা এক আধ্যাত্মিক পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যেও থাকা উচিত নয়। যদি বাড়ীতে জননী থাকাতে পত্নীর সহিত আলাপ করিয়া দিতে বাধা থাকে, জননীর সহিত আলাপ করিয়া দেওয়া উচিত, একটু দৃঢ়তার সহিত কার্য্য করিলেই আপাততঃ যাহা দুষ্কর বোধ হইতেছে তাহা আর দুষ্কর থাকে না। এপ্রকার করিতে পরামর্শ দিবার আরও যুক্তি আছে। আমরা অনেক ব্রাহ্মকে দুঃখ করিয়া বলিতে শুনিয়াছি যে বাড়ীর মেয়েদিগের প্রতিবন্ধকতা নিবন্ধন তাঁহারা অনেক কাজ করিতে পারেন না। অথচ তাঁহাদের নিজের উপদেশাদি দ্বারাও মেয়েদের বিশেষ উপকার হয় না। সচরাচর বাড়ীর লোকের উপদেশ তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না। যদি তাঁহারা এইরূপে সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগেকে মধ্যে মধ্যে মেয়েদিগের সহিত মিশিতে এবং উপদেশাদি দিতে দেন, তাহা হইলে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম পালনের বর্ত্তমান প্রতিবন্ধক অনেক পরিমাণে দূর হইতে পারে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য এবং প্রচারকগণ সকলেরই এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত।

মফঃস্বল।

পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি।

আমরা স্থানাভাবে এ সংখ্যায় কাহার কাহার পত্র প্রকাশ বা তাহার উপর আমাদিগের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিবার মানস রহিল।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র।

এই যন্ত্রে ইংরেজি ও বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সুচারুরূপে, অল্প সময়ে এবং উচিত মূল্যে সম্পন্ন হয়। সংবাদপত্র, পুস্তক, চেক, দাখিলা, রসিদ, বিল, শিরোনামা, নানা প্রকার ক্ষুদ্র কার্য্য, নানা রঙের মুদ্রাঙ্কণ, স্বর্ণময় মুদ্রাঙ্কণ, ইত্যাদি।

মুদ্রিত করা যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট কলিকাতা ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট ভবনে অনুসন্ধান করিবেন।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

	মূল্য	ডাকমাশুল।
ব্রহ্মসঙ্গীত	১	/০
পঞ্জিকা	[illegible]	১০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী...	/০	১০
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা ...	৵০	১০
কৃতজ্ঞতা	১৬	১০

বিগত ৮ মাস হইতে দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজের একটী উপাসনালয় নির্ম্মাণের চেষ্টা হইতেছে। স্থানীয় ব্রাহ্মগণ অবস্থার অসচ্ছলতাবশতঃ সাধারণ সমীপে অর্থ ভিক্ষা করিয়া প্রায় এক সহস্র টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু ২০ হস্ত দীর্ঘ, ১০ হস্ত প্রশস্ত একটি গৃহ নির্ম্মাণের ব্যয় অন্যূন ১৪০০ শত টাকা স্থির হইয়াছে; সুতরাং এখনও অন্যূন ৪০০ শত টাকা আবশ্যক। এদিকে গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। স্থানীয় ইউরোপীয় ও দেশীয় ভদ্রলোকগণের নিকট আশাতীত সাহায্য পাইয়াও আমরা পুনরায় সাধারণের নিকট ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইতেছি। মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্ম ও উদার প্রকৃতি সজ্জনগণ আমাদিগকে কিছু কিছু অর্থানুকূল্য প্রদান করিলে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। নিম্নস্বাক্ষরকারীর কিম্বা তত্ত্বকৌমুদী কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট অর্থ পাঠাইলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

৭ই মার্চ্চ ১৮৭৯ ইং। শ্রীরাধানাথ রায়।
সম্পাদক
দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজ।

[পাক্ষিক পত্রিকা]

১ম ভাগ। ২৩ সংখ্যা। | ১৬ই বৈশাখ, সোমবার, ১৮০০ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩,

ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি জগতে কোন সত্য প্রচার করিতে আসিয়া থাকেন, তবে তাহা পরমাত্মার সহিত আত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করা। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলমন্ত্র এই, ব্রাহ্মধর্ম্মের শাস্ত্র ইহারই বিকাশ মাত্র, ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধন ইহাই জীবনে পরিণত করা এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার এই ভাবের ব্যাখ্যা দ্বারা হইয়া থাকে। ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বয়ং ব্রহ্মের ধর্ম্ম এবং সেই ব্রহ্মের সহিত অব্যবহিত যোগ রক্ষাই ইহার প্রাণ। যদি সাধনের পথে ব্রহ্মকে দূরতর রাখিয়া তাঁহার অপেক্ষা আর কাহাকে নিকটতর করা হয়, তাহাহইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণে আঘাত করা হয়, ব্রহ্মের ও ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা খর্ব্ব করিয়া কোন উপধর্ম্মের অনুসরণ করা হয়। ব্রাহ্মগণ বিশেষ সাবধান! প্রাণ থাকিতে প্রিয়তম ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণকে আহত হইতে না দেন, ব্রহ্মের মহিমা খর্ব্ব না করেন।

শূন্যের উপর গৃহ নির্ম্মাণ করা বাতুলের কার্য্য সকলেই বলিয়া থাকে, কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে এই বাতুলের কার্য্য করিয়া অনেকে বুদ্ধিমান্ ও চতুর বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন। এমন লোক অনেক দেখা যায়, যাঁহাদিগের অধ্যয়ন, চিন্তা কল্পনা ও তর্ক শক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়, কিন্তু তাঁহাদিগের বিশ্বাসের বিন্দু মাত্র ভূমি নাই। বিশ্বাস স্থির না হইলে প্রকৃত পক্ষে লোকের কার্য্যারম্ভ হইতে পারে না, জীবন সংগঠিত হইতে পারে না। সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা ও প্রভৃত পার্থিব ক্ষমতা যাহা সম্পন্ন করিতে অক্ষম হইয়াছে, শর্ষপ কণার ন্যায় বিশ্বাসে তাহা সাধন করিয়াছে। ধর্ম্মপথে বিশ্বাসই অবলম্বন, বিশ্বাসই আলোক, বিশ্বাসই বল এবং বিশ্বাসই জীবনের উন্নতির একমাত্র সহায়।

সংসারী ও ধার্ম্মিক লোকদিগের জয় ভিন্ন প্রকার। সংসারীদিগের জয় আত্মগৌরব, প্রভুত্ব বিস্তার ও স্বার্থ সিদ্ধির উপরেই নির্ভর করে, ধার্ম্মিক লোকদিগের জয় ঈশ্বরের গৌরবে, সত্যের প্রেমের ও পবিত্রতার প্রতিষ্ঠাতে। সংসারী লোক ধর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও স্বার্থোদ্ধারের চেষ্টা করেন, ধার্ম্মিক লোক সংসারের মধ্যে থাকিয়াও আপনাকে বিলুপ্ত করিয়া ঈশ্বরের মহিমা সন্দর্শন করেন। সংসারী লোকদিগের স্বার্থ সাধনের ব্যাঘাত হইলেই সর্ব্বনাশ আসিয়া উপস্থিত হয়, ধার্ম্মিক লোকেরা আপনার জন্য কিছু না রাখিয়া "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" বলিয়া ঈশ্বরের জয় ধ্বনি করিতে থাকেন।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেশব বাবুর খ্রীষ্ট বিষয়ক বক্তৃতা সম্বন্ধে আমরা কোন কথা বলিতেছি না কেন? কেহ কেহ আমাদের প্রতি বিরক্ত হইয়া এরূপও বলিতেছেন যে কেশব বাবুর একটী কার্য্যের ক্রটী দেখিয়া আমরা স্বর্গ মর্ত্ত্য কম্পিত করিয়াছিলাম, এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরুদ্ধ কত মত প্রচারিত হইতে দেখিয়াও আমরা উপেক্ষা করিতেছি। আমরা দেখিতেছি কেশব বাবুর বক্তৃতা শুনিয়া খ্রীষ্টান সাহেবেরা আর একবার ক্ষেপিয়াছেন, ভাবিতেছেন কেশব বাবুর খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ দূরে নয়। আমরা দেখিয়া কেবল কৌতুক অনুভব করিতেছি। তবে আমরা যে কোন কথা বলিতেছি না তাহার কারণ এই, কেশব বাবুর যে বিশেষ বিধান মতের প্রতিবাদ আমরা পূর্ব্বাবধি করিয়া আসিতেছি এই বক্তৃতা তাহারই রূপান্তর মাত্র। খ্রীষ্ট কে ছিলেন? তিনি দেশী কি বিদেশী, বাইবেল শাস্ত্রের দূষণীয় মতগুলির কিরূপে মীমাংসা হয় এসকল প্রশ্নের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই, সুতরাং এসকল প্রশ্ন লইয়া সময় নষ্ট করা আমাদের আবশ্যক বোধ হয় না। বিশেষ বিধানের মতটী খাড়া করা কেশব বাবুর প্রয়োজন হইয়াছে, তিনি এই সকল লইয়া ব্যস্ত থাকুন এবং তাঁহার পদলগ্ন হইয়া উদ্ধার হইবার বাসনা যাঁহাদের আছে তাঁহারাও ইহার চর্চ্চা করুন। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের চর্চ্চাতে নিযুক্ত থাকি। তবে তাঁহার মতকে বাহিরের লোকে যেন ব্রাহ্মদিগের মত বলিয়া মনে না করেন।

বিশ্বাস।

বিশ্বাস প্রত্যক্ষ দর্শন। এই জড় জগতের অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করি। তাহার অর্থ কি? যদি কেহ আমাদের নিকটে আসিয়া বলে যে জড় জগতের অস্তিত্ব নাই, আমরা তাহাকে বাতুল বলিয়া উপেক্ষা করি। তাহার

কারণ কি? তাহার কারণ কেবল এই যে জড় জগতের অস্তিত্বে আমাদের যে বিশ্বাস আছে আমরা তাহা কখন দূর করিতে পারি না। আমরা চক্ষের সম্মুখে নানা বস্তু দেখিতেছি, হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতেছি। যাহা দর্শন ও স্পর্শন করা যায়, তাহাকে কখনই আমরা স্বপ্ন মনে করিতে পারি না। নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাসও, তদ্রূপ। দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, সমস্ত দৈহিক পরিবর্ত্তনের মধ্যে আমরা বুঝিতে পারি, যে দশ বৎসর পূর্ব্বে যে আমি ছিলাম আজিও সেই আমি আছি। শরীর তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে মনুষ্যের দেহের ক্রমাগত পরিবর্ত্তন হইতেছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে আমার শরীরে যে সকল জড় পরমাণু ছিল, সে সমস্ত চলিয়া গিয়াছে এবং অন্য পরমাণু আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু এই সম্পূর্ণ নূতন শরীরের মধ্যে আমরা সেই পুরাতন আত্মাকে দেখিতে পাই। এ বিশ্বাসকে আমরা কখনই দূর করিতে পারি না। যদি কেহ আমার নিকট আসিয়া আমাকে বিশ্বাস করিতে বলে যে আমি নাই, আমি তাহাকে কখনই প্রকৃতিস্থ বলিয়া মনে করিতে পারি না। জড়জগৎ ও নিজের অস্তিত্বের উপর মনুষ্যের যে দৃঢ় বিশ্বাস আছে সহস্র যুক্তি তর্কেও সে বিশ্বাস হৃদয় হইতে অপনীত হইবার নহে। শারীরিক ইন্দ্রিয়গণ ও তাহাদের সহিত মনুষ্যাত্মার সম্বন্ধই বাহ্য জগতের অস্তিত্বের প্রমাণ এবং আত্মার অনুভূতিই আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ। যুক্তির অনুরোধে মনুষ্য এসকলের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারে ও করিয়া থাকে, কিন্তু সহজ জ্ঞান কখনই তাহাতে সায় দেয় না।

নিরাকার ও অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসও সেই রূপ হওয়া উচিত। কিন্তু ঈশ্বর জড় জগতের ন্যায় ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন। এই জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন মনুষ্যের পক্ষে কিছু কঠিন হইয়া উঠে। আমরা অনেকে ঈশ্বরে বিশ্বাস স্বীকার করি, কিন্তু আমাদের সে বিশ্বাস কেবল যুক্তির ফল, প্রত্যক্ষ দর্শনের ফল নহে। এই বাহ্য জগতের অস্তিত্বে, নিজের অস্তিত্বে আমরা যেরূপ বিশ্বাস করি, ঈশ্বরের অস্তিত্বে কি সেরূপ বিশ্বাস করি? কখনই না। তাহা যদি করিতাম, তাহা হইলে এত দিনে আমাদের জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত। গৃহে একটী আলোক জ্বলিতেছে। যাহার চক্ষু আছে, সে সেই আলোক দেখিতেছে, তাহার সাহায্যে কত কার্য্য করিতেছে, সমস্ত গৃহকে আলোকিত দেখিতেছে। আর যে অন্ধ সে সেই আলোক দেখিতে পাইল না, সুতরাং আলোক-জনিত যে উপকার লাভ করা যায়, তাহাও করিতে পারিল না। যে ইচ্ছাপূর্ব্বক চক্ষু নিমীলিত করিয়া রহিল, সে কি কখন চন্দ্রালোকের স্নিগ্ধতা ও শোভা অনুভব করিয়া আনন্দিত হইতে পারে? আমাদের হৃদয় সর্ব্বদা ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হয় না কেন? প্রতিদিন তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিতে পায় না কেন? ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যের ত কোন পরিবর্ত্তন নাই। তিনি অনন্তকাল পূর্ব্বেও যেরূপ সুন্দর ছিলেন, এখনও সেইরূপ আছেন, এবং অনন্তকাল পরেও সেইরূপ থাকিবেন! তবে পরিবর্ত্তন কোথায়? চঞ্চলতা, পরিবর্ত্তন সকলই আমাদের হৃদয়ে। কোন দিন বা প্রেমে হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল, প্রাণেশ্বরকে দেখিয়া জীবন কৃতার্থ হইল, আবার কোন দিন শুষ্ক হৃদয়ে উপাসনা হইতে ফিরিয়া আসিলাম। ইহার কি কোন কারণ নাই? সুন্দর বস্তু দেখিলাম অথচ প্রাণ আকৃষ্ট হইল না, মোহিত হইল না ইহা কি সম্ভব? সুন্দর পুষ্প দেখিয়া কাহার না হৃদয় প্রফুল্ল হয়? স্বভাবের শোভা দেখিয়া কে না মোহিত হয়? পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্না দেখিয়া প্রাণ শীতল বোধ করে না এমন লোক কি কেহ আছে? তবে যাঁহার সহিত তুলনায় সকল সৌন্দর্য্য পরাজিত হয়, তাঁহাকে দেখিয়া হৃদয় আকৃষ্ট হইল না, ইহা কি কখন হইতে পারে? হৃদয়ের বন্ধুকে দেখিয়া আনন্দিত না হইয়া কি থাকিতে পারা যায়? স্নেহময়ী জননীকে দেখিয়া এবং তাঁহার ভাল বাসা স্মরণ করিয়া, কাহার হৃদয়ের প্রেম উচ্ছসিত না হয়? তবে প্রাণবল্লভ পরমেশ্বরকে দেখিয়া সেরূপ হয় না কেন? তাঁহার ভালবাসার সহিত কি পিতা, মাতা, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্রের ভালবাসার তুলনা হয়? সেই অকলঙ্ক প্রেমচন্দ্রের নিকট কোটি চন্দ্র পরাস্ত হইয়া যায়। তাঁহার ন্যায় সৌন্দর্য্য, তাঁহার ন্যায় ভালবাসা আর কাহার আছে? এই শরীর মন পাইলাম কোথা হইতে? আত্মীয় স্বজন পাইয়া সুখী হইলাম কাহার দয়াতে? স্বাস্থ্য ও সুখ, ধন মান সকলইত তিনি দিয়াছেন। বিপদ হইতে রক্ষা করিতে, দুঃখসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনাবারি বর্ষণ করিতে তাঁহার ন্যায় আর কে আছে? তবে কেন তাঁহার দিকে হৃদয় আকৃষ্ট হয় না? ইহার কারণ কেবল আমরা নিজে। আমাদের হৃদয়ে বিশ্বাস নাই। চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখিলে সূর্য্যের আলোকে জগৎকে আলোকিত দেখিব কিরূপে? প্রাণেশ্বর, চিরসুন্দর, প্রেমময় হৃদয়নাথ আমার সম্মুখে, আমার প্রাণের ভিতরে, ইহা যদি প্রত্যক্ষ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি তাহা হইলে কি প্রাণ মোহিত না হইয়া থাকিতে পারে? বিশ্বাসের অভাবই আমাদের অপ্রেম অশান্তির কারণ, আমরা মনে করি উপাসনা করিলাম, ঈশ্বরকে দেখিলাম, তথাপি হৃদয় বিগলিত হইল না কেন? হে ভ্রাতঃ! কেন আর আত্মপ্রতারণা কর? ঈশ্বরকে না দেখিয়া কেন বল যে তাঁহাকে দেখিয়াছি? ধ্যান করিয়া চিন্তা করিয়া দেখ দেখি সব দিন কি প্রকৃত উপাসনা হয়? নিজের অস্তিত্বে, বাহ্যজগতের অস্তিত্বে যে ভাবে বিশ্বাস কর, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কি তোমার বিশ্বাস তেমনি উজ্জ্বল? কৈ, তাহাত নয়। তবে নিশ্চিন্ত হইয়া আছ কি রূপে? হৃদয়ের চক্ষু উন্মীলন কর, সাধনদ্বারা ঈশ্বরকে নিকট হইতেও নিকটতর রূপে অনুভব কর। অবসর পাইলেই তিনি আছেন ইহা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর। জগতের প্রত্যেক বস্তুতে তিনি প্রাণস্বরূপ হইয়া আছেন ইহা সাধনদ্বারা হৃদয়ঙ্গম কর। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইবে আর তোমার বিশ্বাস বৃদ্ধি হইবে, এরূপ মনে করিও না। চিন্তাবিহীন হইয়া আর কতকাল কাটাইবে?

কৃপণের ধন।

যাহার শরীরে কোন স্থানে বেদনা আছে, সে জনতার মধ্যে গেলে কি করে? সে কথা কহে, বিচরণ করে, ক্রয় বিক্রয় করে কিন্তু সেই সকল ব্যস্ততার মধ্যে সতর্ক হইয়া সর্ব্বাগ্রে সেই স্থানটীকে হস্তদ্বারা রক্ষা করিয়া চলে। তাহার হস্তটী সেই খানেই। এইরূপ কৃপণব্যক্তি যে ঘরে কিম্বা যে পাত্রে নিজ ধনের ভাণ্ডটী প্রোথিত করিয়া রাখে, সকল ঘরের মধ্যে সেই ঘরটী তার প্রিয় ও সকল পাত্রের মধ্যে সেই পাত্রটী তার প্রিয়। যদি বাড়ীতে হঠাৎ অগ্নি লাগে, অন্য লোকে অপর সকল দ্রব্য রক্ষার জন্য ব্যস্ত হইবে এবং সাধারণ ভাবে হয়ত সেই ঘর ও সেই পাত্রটীর প্রতি মনোযোগ করিবে, কিন্তু কৃপণের চক্ষু আর কোন স্থানে নয়, সে ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে সেই ভাণ্ডটী সতর্ক করিবার প্রয়াস পাইবে। এমনি ব্রাহ্মদিগের সকল মতের মধ্যে একটী অতি প্রিয় মত আছে, একজন ব্রাহ্ম প্রেতাত্মার আবির্ভাবে বিশ্বাস করেন, একজন মন্ত্র মানেন, একজন অন্য কোন মত মানেন, এসকল মত খণ্ড বিখণ্ড কর, ছিন্ন ভিন্ন কর, প্রাণে সহ্য হয়; কিন্তু মতের মধ্যে মত একটী মত আছে যেখানে হস্ত পড়িলে অসহ্য বেদনা লাগে এবং পাছে হস্ত পড়ে এই ভয়েই ব্রাহ্মের প্রাণ পূর্ব্ব হইতে আতঙ্কে কাঁপে। সে মতটী কি? ঈশ্বর এবং উপাসক এই উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ অব্যবহিত যোগ এবং সেই সম্বন্ধই মানবের মুক্তি সাধনের পক্ষে যথেষ্ট, এইটীই ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মের প্রাণ। খ্রীষ্ট ধর্ম্মে খ্রীষ্টকে মধ্যে ধরিতে হয়, মুসলমানধর্ম্মে মহম্মদ এবং কোরাণকে ধরিতে হয়, হিন্দুধর্ম্মে অপর জাতিদিগকে ব্রাহ্মণদিগের আশ্রয় লইতে হয়, ব্রাহ্মধর্ম্মেই কোন প্রকার মধ্যবর্ত্তীর প্রয়োজন নাই। ভাল, পাঠককে জিজ্ঞাসা করি একটা মধ্যবর্ত্তী মানিলে ক্ষতি কি? তাহাতে প্রেম ভক্তি আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতির কি কোন ব্যাঘাত হয়? খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে কি প্রেম ভক্তির ন্যূনতা আছে? চৈতন্যকে অবতার স্বীকার করাতে বৈষ্ণবদিগের কি'সে অংশে কোন ক্ষতি হইয়াছে? তাহারা কি প্রেমিক অথবা ভক্ত নয়? তবে একটা অবতার বা মধ্যবর্ত্তী মানাতে দোষ কি? এবং তাহার প্রতিবা ব্রাহ্মদিগের আপত্তি কেন? আপত্তির কারণ আছে। গুরুবাদ, মধ্যবর্ত্তিবাদ বা অবতারবাদ জীবের বন্ধন দশা এবং প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্মই তাহার পক্ষে মুক্তি। তবে কি আমরা কৃতজ্ঞতা নামক বৃত্তিকে পদদলিত করিয়া প্রত্যেক ধর্ম্মোপদেষ্টা ও ঈশ্বরপরায়ণ সাধুর প্রতি উদ্ধত, অবিনীত ও অশিষ্ট ব্যবহার করিবার উপদেশ দিতেছি? অথবা পৃথিবীতে যে সকল প্রতিভাশালী পুরুষ অবতার বা মধ্যবর্ত্তিরূপে পূজিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মহত্ত্বের বিলোপ করিতে বলিতেছি? তাহা নহে। আমাদের সেরূপ অভিপ্রায় নয়। স্বদেশীয় বিদেশীয় যে কোন ঈশ্বরপরায়ণ পুরুষ বা রমনীর নাম কর, যদি অন্তরের ঐকান্তিক শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদিগকে নমস্কার না করি, তবে আমরা ব্রাহ্ম নই। কিন্তু আমরা এক মুখে তাহাদিগকে অজস্র প্রশংসা করি, অপর মুখে বলি তাহাদের ভ্রম প্রমাদও আছে এবং তাহাদের কথার সত্যাসত্যের বিচারের ভার আমাদেরই হস্তে। অর্থাৎ সকল শাস্ত্রের সকল গুরু ও অবতার অপেক্ষা আমার অন্তরে ঈশ্বর যে আলোক দিয়াছেন তাহারই আদর অধিক। এই আদর যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ব্রাহ্মধর্ম্ম থাকে, যখন এটী গেল তখন ব্রাহ্মধর্ম্মও গেল। গুরুবাদ প্রভৃতির প্রতি ব্রাহ্মদিগের যে এত আপত্তি, তাহার কারণ এই যে ঐ সকল মত একবার সর্ব্বাঙ্গীনরূপে গ্রহণ করিলে পূর্ব্বোক্ত অনিষ্টটী সংঘটিত হয়। ঈশ্বর যে মনুষ্যকে স্বাধীনভাবে আত্মার বিকাশ করিবার শক্তি দিয়াছেন তাহার লোপ হয়; শতজন এক ব্যক্তির ছাচে ঢালা হইতে থাকে, একব্যক্তির ভ্রম প্রমাদ সহস্র ব্যক্তিতে ব্যাপ্ত হইতে থাকে এবং এক যুগের ভ্রম প্রমাদ বহু যুগ ধরিয়া প্রচলিত হইতে থাকে। এক দিকে যেমন এই অনিষ্ট সাধিত হয়, অপর দিকে তেমনি ঈশ্বরের দেয় অনুরাগ মনুষ্যের উপর আসিয়া পতিত হয়। এই কারণেই আমরা এই সকল মতের প্রতি এত বিরোধী। আমরা বলি পৃথিবীর সকল গুরুকে ভক্তি কর, কিন্তু সকলের দোষ গুণ বিচারের ভার নিজ হস্তে রক্ষা কর। সকলের নিকট সদুপদেশ গ্রহণ কর, কিন্তু কাহাকেও মধ্যবর্ত্তী করিয়া তুলিও না। ব্রাহ্ম থাকিয়া গুরুভক্তি কর, ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভক্তি করিও না।

উপরে ব্রাহ্মধর্ম্মের যে বিশেষ ভাবকে আমরা কৃপণের ধন বলিয়া বর্ণন করিলাম, বাস্তবিক সেই ভাবেই তাহাকে রক্ষা করা উচিত। ভক্তির ছড়াছড়ি কিম্বা প্রেমের বাড়াবাড়ি দেখিয়া এটী বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। ব্রাহ্মেরা যখন দেখিবেন যে তাঁহাদের ধর্ম্মের এই স্বাধীন ও মুক্ত ভাবের কিছুমাত্র সঙ্কোচ হইবার আশঙ্কা হইতেছে, তৎক্ষণাৎ নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের ধর্ম্মের পবিত্রতা ও মহত্ত্ব রক্ষার জন্য অগ্রসর হইবেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই ভাবে যিনি ইহাকে বঞ্চিত করিবেন, তিনি ইহার শত্রু ইহাতে আর বিন্দু মাত্র সংশয় বা বিতর্ক নাই। আমাদের অত্যন্ত দুঃখের কারণ এই যে অধিকাংশ ব্রাহ্মই এবিষয়ে উদাসীন। তাঁহারা মুখের দুইটী কথা শুনিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছেন এবং সেই কথা পাইলেই তাঁহাদের আর অন্য কোন চিন্তা থাকে না? তাহার পর এক জন ব্রাহ্মধর্ম্মকে অল্পে অল্পে খ্রীষ্টধর্ম্মে লইয়া যাক্ বা মধ্যবর্ত্তিবাদে পরিণত করুক তাঁহাদের তাহাতে আপত্তি নাই। এরূপ জড় প্রায় লোকদিগকে লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম কিরূপে ভাল থাকিবে আমরা ভাবিয়া পাই না। আমাদের বোধ হয় শিশুর হস্তের টাকাটী লইয়া যেমন একটী কাষ্ঠের পুতুল দিয়া তাহাকে ভুলান যায়, চিন্তাবিহীন ব্রাহ্মদিগের হস্ত হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মটী তুলিয়া একটী মধ্যবর্ত্তী বা অবতার দিলেও দুর্ভাগ্য হয় তাহাদিগকে সেইরূপ ভুলাইয়া রাখা যায়। এরূপ ব্যক্তিদিগের পক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ বিড়ম্বনা মাত্র।

তত্ত্বকৌমুদী ও তত্ত্ববোধিনী।

আমরা ১লা চৈত্রের তত্ত্বকৌমুদীতে অনুষঙ্গ ক্রমে আদি সমাজ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়াছিলাম। তজ্জন্য আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইয়াছেন। আমরা লিখিয়াছিলাম "আদিসমাজের সহিত যখন উন্নতিশীল দলের প্রথম বিবাদ উপস্থিত হয় তখন লোক কি দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিল? লোক দেখিল একদিকে একতন্ত্র প্রণালী-প্রিয়তা, অপর দিকে সাধারণ তন্ত্র-প্রণালী-প্রিয়তা; একদিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের সাম্প্রদায়িক ভাব অপর দিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বজনীন উদারতা, একদিকে অনুষ্ঠান বিষয়ে স্থিতিশীলতা অন্যদিকে বিশ্বাস ও কার্য্যের একতা বিধানের জন্য ব্যগ্রতা"। পূর্ব্বোক্ত কথাগুলির অভিপ্রায় এই কেশব বাবু সে সময়ে লোককে এই রূপ প্রভেদ প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়াই লোকের অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। সে সময়ে দেবেন্দ্র বাবু আত্মসমর্থনে কোন কথা বলিবেন না, প্রত্যুত আদি সমাজের একমাত্র ট্রষ্টি রূপে নিজ ক্ষমতা প্রবল রাখিয়া ইহাঁদিগকে সে স্থানে কিছু করিবার অধিকার দিলেন না, উপবীত সম্বন্ধে এদলের প্রার্থনা শেষে অগ্রাহ্য করিলেন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিলেন। এই সকল দেখিয়া লোকের পূর্ব্বোক্ত প্রকার সংস্কার জন্মিয়াছিল, আমরা সেই সংস্কারটীর বিষয় উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। তত্ত্ববোধিনী প্রশ্ন করিয়াছেন, "বেদ বেদান্ত অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিলেই কি তাহা সাম্প্রদায়িকতা হইল?" ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য তাহাতে সাম্প্রদায়িকতা হয় না। কিন্তু যদি আপনি কোন একটী বিশেষ মতকে সম্পূর্ণরূপে কোন একটী সম্প্রদায়ের মত বলিয়া বর্ণন করেন, তাহা হইলে কি সেই মতকে সম্প্রদায়িক ভাবে জগতের নিকট উপস্থিত করা হয় না? আমাদের অভিপ্রায় কি যদি জিজ্ঞাসা করেন, আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দু, অহিন্দু কিছুই বলা উচিত মনে করি না। ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহা তাহা ত সকল ধর্ম্মের সার; সকল ধর্ম্মের অসার ভাগ বর্জ্জন করিলে তাহাই থাকে। ইহা কি সত্য নয়? যদি বেদের সার ব্রাহ্মধর্ম্ম হয় তবে বাইবেলেরও সার। এরূপ স্থলে ইহাকে কোন একটী বিশেষ সম্প্রদায়ের নামে পরিচিত করিবার জন্য আমাদের মধ্যে বিবাদের প্রয়োজন কি? আমরা পরস্পরকে বলিব "এস একেশ্বরের পূজা করি" ইহাতে যাহার যাহা ভাবিতে হয় ভাবুন। তবে একটী বিষয় খুলিয়া বলা আবশ্যক। এই বিশ্বজনীন, উদার ও সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মকে প্রচার করিবার সময় সম্প্রদায় বিশেষে বিশেষ বিশেষ প্রণালীতে প্রচার করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ মুসলমান সমাজে গিয়া প্রচার করিবার সময় বেদ বেদান্ত স্মৃতি তন্ত্র হইতে বচন তুলিব না, পট্ট বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক বেদীতে আসীন হইয়া মহাভারত খুলিয়া ব্যাখ্যা করিব না, এবং পদে পদে রামচন্দ্র যুধিষ্ঠিরাদির উল্লেখ করিব না, সেইরূপ হিন্দু সমাজ মধ্যে প্রচার করিবার সময় কেবল বাইবেল, খ্রীষ্ট, দায়ুদ, সলিমান প্রভৃতি লইয়া ব্যস্ত হইব না। হিন্দু সমাজে প্রচারের সময় হিন্দু রীতিতে হিন্দু শাস্ত্রের উদাহরণ পরম্পরা দ্বারা প্রচার করিব, মুসলমান সমাজে প্রচারের সময় মুসলমান শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া প্রচার করিব। পাঠকগণ যেন ভ্রমে পতিত না হন; হিন্দুভাবে প্রচার করিব ইহার অর্থ এ নয় যে আমার ধর্ম্ম মতকে হিন্দু ধর্ম্ম বলিব, কিন্তু হিন্দু প্রণালীতে বলিব। মনে করুন এক ব্যক্তি খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছেন। তিনি হিন্দুভাবে সে ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। ইহা দুই প্রকারে হইতে পারে। প্রথমতঃ তিনি তাঁহার ধর্ম্মকে একটী স্বতন্ত্র ধর্ম্ম না বলিয়া হিন্দুধর্ম্ম এবং খ্রীষ্টকে কৃষ্ণের রূপান্তর, হিরোড ভূপতিকে কংশের রূপান্তর, মরিয়মকে দেবকীর রূপান্তর বলিয়া বর্ণনা করিতে লাগিলেন, ইহাও এক প্রকার হিন্দুভাবে প্রচার করা। দ্বিতীয়তঃ তিনি এরূপ ঘোষণা করিলেন না, তিনি খ্রীষ্টকে একটী স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিলেন, পাপীর ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিলেন, জলাভিষেকের আবশ্যকতা প্রচার করিলেন, মত সম্বন্ধে এক চুল লুকাইলেন না, কিন্তু প্রচার করিবার সময় বেদীতে বসিয়া সংস্কৃত শাস্ত্রের বচনাদি উদ্ধৃত করিয়া শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি সহকারে খ্রীষ্টের পূজা করিয়া প্রচার আরম্ভ করিলেন, ইহাও হিন্দুভাবে প্রচার করা। আমরা বলি উদার ধর্ম্মকে কোন একটী সাম্প্রদায়িক নামের সহিত লিপ্ত না করিয়া প্রচার করুন, কিন্তু প্রচার করিবার সময় সম্প্রদায়ের বিভিন্নতানুসারে বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করুন। সম্পাদক মহাশয় বোধ হয় আমাদের অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। তত্ত্ব-বোধিনী সম্পাদক মহাশয় উপসংহারে বলিয়াছেন "যখন ভারতবর্ষীয় অথবা সাধারন ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ ব্রাহ্ম গৃহ কার্য্যে পৌত্তলিক অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠায়ী, তখন বিশ্বাস ও কার্য্যের একতা লইয়া এত শ্লাঘা করা হয় কেন?" শ্রদ্ধেয় মহাশয় যদি আমাদের কথার অর্থ শ্লাঘা বুঝিয়া থাকেন আমাদের বিশেষ দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে? ব্রাহ্মসমাজে সর্ব্ব প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠানের কথা যদি কেহ উপস্থিত করিয়া থাকেন তিনি দেবেন্দ্র বাবু। তাঁহার প্রণীত অনুষ্ঠান পদ্ধতি এবং তাঁহার সমুদায় গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানই তাহার প্রমাণ। এবং উন্নতিশীল দলেও যে অনেক স্থিতিশীল ব্যক্তি আছেন তাহাও সত্য। সে জন্য গৌরব বা শ্লাঘা করা বাতুলের কার্য্য। কিন্তু তাহা বলিয়া এ উভয়ের মধ্যে কি কোন প্রভেদ নাই? আছে বই কি। উন্নতি-শীল দলের এক জন ব্রাহ্ম বলিবেন যে বুঝিয়াছে জাতি মিথ্যা সে জাতিভেদের চিহ্ন পর্য্যন্ত রাখিবে না, জাতিভেদের প্রশ্রয় দিবে না, অসবর্ণ বিবাহ করিতে বা দিতে কুণ্ঠিত হইবে না। আদি সমাজের এক জন বন্ধু বলিবেন তাহা বুঝিলেও সে চিহ্ন ত্যাগ করিও না, অসবর্ণ বিবাহ দিও না কারণ তদ্দারা সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে। একটু অপেক্ষা করিয়া দেশের লোককে সঙ্গে করিয়া লও। এই কি উভয়ের মধ্যে প্রভেদ নয়? উন্নতিশীল দলে যিনি কার্য্যতঃ স্থিতিশীল, তিনি অপক্তি নিবন্ধন। আদি সমাজ দলে যিনি স্থিতিশীল তিনি

অনিচ্ছা এবং মত নিবন্ধন। এই কি উত্তরের প্রভেদ নয়? আমাদের ইচ্ছা যে তত্ত্ববোধিনী ও আমাদের ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান বিষয়ে ব্রাহ্মদিগকে বার বার উৎসাহিত করুন। আমাদের ইহা বদ্ধমূল সংস্কার যে যত দিন সমাজ মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান ভূরি পরিমাণে প্রচলিত না হইতেছে যত দিন "যে যার যাক্ যে থাকে থাক্" বলিয়া প্রত্যেক ব্রাহ্ম সম্পূর্ণ বিশ্বাসানুসারে কার্য্য না করিতেছেন ততদিন ব্রাহ্মধর্ম্মের পরাক্রম দেশে প্রকাশ পাইতেছে না এবং ইহার ভারতে বদ্ধমূল হইবার আশা হইতেছে না। তত্ত্ববোধিনীকে বিনয়ে অনুরোধ করি তিনি সেই শিক্ষা দিতে আরম্ভ করুন। আদি সমাজের সভ্যদিগকে সে বিষয়ে উৎসাহিত করুন, দেখিবেন আজি যেমন একা দেবেন্দ্র বাবু এবং রাজনারায়ণ বাবু ও অপর দুই একটী ভিন্ন অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্ম দেখিতে পাইতেছেন না, পাঁচ বৎসরের মধ্যে সে স্থলে অনেককে অগ্রসর দেখিবেন। কি বিশেষ প্রণালীতে অনুষ্ঠান করিবেন তাহা আমরা গণনা করি না; তিন আইন লইতে ইচ্ছা হয় লইবেন, না হয় না লইবেন, কিন্তু আমরা এই চাই ব্রাহ্মের ঘরে পরব্রহ্মের নামেই সকল কার্য্য হয়; এই মাত্র চাই দশ বৎসরের বালিকার বিবাহ না হয়, জাতিভেদ রক্ষিত না হয়; পৌত্তলিকতার আচরণ না হয়। তাহা হইলে আমাদের আর বিরোধ কোথায়?

কলিকাতা উপাসক মণ্ডলী।

৮ই বৈশাখ, রবিবার, ১৮০১ শক।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপদেশের সার মর্ম্ম।

মনুষ্যকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য, ধর্ম্ম পথে দণ্ডায়মান রাখিবার জন্য, ঈশ্বর তাঁহার হৃদয়ে ভয়, লজ্জা ও ঘৃণা এই তিনটি বৃত্তি সংস্থাপিত করিয়া দিয়াছেন। মহর্ষি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের একটি উপদেশ অবলম্বন করিয়া, সে দিবস আমি আমার মনের কয়েকটি ভাব ব্যক্ত করিয়াছি। অদ্যও সে বিষয়ে আরও কিছু বলিতে অভিলাষ করি।

বাহিরে, জনসমাজে যে সকল কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূল মনুষ্যের অন্তরে। জনসমাজে এ প্রকার কোন ঘটনা, কোন কার্য্য সংঘটিত হইতে পারে না যাহার সঙ্গে এবং মনুষ্য মনের ভাব ও শক্তি সকলের সঙ্গে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নাই। অন্তরে যে ভাব বা শক্তি থাকে, তাহা বাহ্য আকারে জনসমাজে প্রকাশ পায়।

যে ভয়, লজ্জা, ও ঘৃণার কথা বলা হইয়াছে তৎসম্বন্ধেও সেই প্রকার। হৃদয়ে ভয়, লজ্জা, ও ঘৃণা; বাহিরে, রাজশাসন, সমাজ শাসন, ও ধর্ম্মশাসন।

রাজশাসন প্রধানতঃ মনুষ্যের ভয়ের উপর কার্য্য করিয়া থাকে; সমাজশাসন প্রধানতঃ মনুষ্যের লজ্জার উপর কার্য্য করিয়া থাকে; ধর্ম্মশাসন প্রধানতঃ মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম-ভাব, পাপের প্রতি ঘৃণা ও পুণ্যের প্রতি শ্রদ্ধার উপর কার্য্য করে।

অন্তরে যেমন ভয়, লজ্জা ও ধর্ম্মভাব, বাহিরে মনুষ্য সমাজে তাহার উপযোগী ত্রিবিধ অবস্থা, রাজশাসন, সমাজ-শাসন, ও ধর্ম্মশাসন।

যাহাতে জনসমাজের শান্তি রক্ষা হয়, যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় স্বীয় অধিকার নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে পারে; যাহাতে কেহ অপরের ন্যায্য অধিকারের উপর আক্রমণ করিতে না পারে চোর দস্যুর উৎপাত নিবারণ হয়, যাহাতে বিদেশীয় শত্রু আসিয়া দেশ আক্রমণ করিতে না পারে; সংক্ষেপতঃ যাহাতে শান্তি, ন্যায়, ও স্বাধীনতা সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে, বিবিধ উপায়ে ইহাই সংসাধন করা রাজার কার্য্য। রাজা সর্ব্বসাধারণের প্রতিনিধি,—ভৃত্য হইয়া এই মহৎ কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। রাজশাসন ব্যতীত জনসমাজ চলিতে পারে না।

কিন্তু রাজশাসনেই কি সমাজের সকল অমঙ্গল দূর করিতে পারে? কখনই না। কেবল মাত্র রাজ শাসনে জনসমাজের পবিত্রতা কখনই রক্ষা পায় না। সেই জন্য সামাজিক শাসন আবশ্যক।

সমাজবদ্ধ হইয়া মনুষ্য পরস্পর পরস্পরকে শাসন করিয়া থাকে। আমি তোমাকে শাসন করিতেছি, তুমি আমাকে শাসন করিতেছ। এই প্রকার আমাদের পরস্পরের শাসনে অনেক পরিমাণে জনসমাজের পবিত্রতা ও শান্তি রক্ষা হয়।

আমাদের দেশের অনেকের মুখে এই রূপ শুনা যায় যে, যে যাহা করে করুক তুমি কাহারও ভাল মন্দে থাকিও না। আপনার কাজ আপনি কর তাহা হইলেই হইল।

ইহা স্বার্থপর ও ভীরুর কথা। সমাজবদ্ধ জীব কখন কেবল আপনার লইয়া ব্যস্ত থাকিতে পারে না; থাকা উচিত নয়। অন্যের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখা আমাদের প্রত্যেকের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য।

সকলেই যদি মনে করেন যে, যে যাহা করে করুক আমি কিছু বলিব না, তাহা হইলে সমাজের দুর্গতির সীমা থাকে না। পাপ অপবিত্রতায় সমাজ পরিপূর্ণ হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের ধর্ম্মজ্ঞান এত অধিক নহে, বিবেক এত প্রবল নহে, যে অপরের শাসন নিরপেক্ষ হইয়া সৎপথে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে।

এক দিন এক জন বন্ধু আমাকে বলিলেন, "তোমরা লোকের এত নিন্দা কর কেন? তোমাদের সংবাদ পত্র অপরের প্রতি আক্রমণ করিতে সর্ব্বদাই তৎপর।" আমি বলিলাম কেহ অন্যায় কার্য্য করিলে তাহা দেখাইয়া দেওয়া কি আমাদের কর্ত্তব্য নহে? অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ না করিলে কি তাহার প্রশ্রয় দেওয়া হয় না?

"পর নিন্দা করিও না" একথার অর্থ কি? "পর নিন্দা পর পীড়া এবুদ্ধি কেন ত্যজনা," এই সংগীতাংশের তাৎপর্য্য কি? "পর নিন্দা করিও না" একথার অর্থ যদি এই হয় যে, কেহ দুষ্কর্ম্ম করিলে তদ্বিরুদ্ধে কোন কথা কহিও না,

তাহাহইলে আমি সে উপদেশ মানিনা। দুষ্কর্ম্মের বিরুদ্ধে শতকণ্ঠে চীৎকার করাই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। কিন্তু বিদ্বেষ পরবশ হইয়া অপরের কুৎসা করা যদি পরনিন্দার প্রকৃত অর্থ হয়, তাহা হইলে সে কার্য্য আমি সমুদয় হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করি। ধনী, দরিদ্রের উপর অত্যাচার করিতেছে দেখিয়া কিছু বলিতে পারিব না? রাজা প্রজার উপর অত্যাচার করিতেছেন দেখিয়া কি চুপ করিয়া থাকিব? আমাদের দেশের লোক যাহাকে "ভাল মানুষ বলে" আমি তাহা হইতে চাহিনা। আমার সম্মুখে যদি কেহ একজন স্ত্রীলোককে অপমান করে, আর আমি তাহা দেখিয়াও নীরব হইয়া থাকি, তবে আমার মত নীচ অপদার্থ লোক আর কে আছে?

"আপনার পাপের জন্য ঈশ্বরের নিকট ক্রন্দন কর, অপরের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই"। ইহা অতি অসার কথা। নিজের পাপের জন্য নির্জ্জনে ক্রন্দন করা যেমন প্রত্যেকের কর্ত্তব্য, সেই রূপ অন্যের অন্যায় নিবারণ করিবার জন্য বীরোচিত সাহসের সহিত প্রতিবাদ করাও যার পর নাই আবশ্যক। কেহ পাপ ও অন্যায় কার্য্য করিলে সমাজের লোক যদি শতকণ্ঠে তাহার দোষোদ্ঘোষণ না করে তাহা হইলে সমাজের দুর্গতির ইয়ত্তা থাকে না।

ব্রাহ্মসমাজে যেন কেহ অন্যায় কার্য্য করিয়া নিশ্চিন্ত মনে সচ্ছন্দে বাস করিতে না পারে। ব্রাহ্মসমাজে যে দুষ্কার্য্য করিবে, সমাজের শাসন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইবে। নতুবা এ সমাজ পাপ ও অপবিত্রতায় ডুবিয়া যাইবে।

আমাদের হিন্দু সমাজের অবস্থা দেখ। অনেক লোক দেশাচার বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া সমাজচ্যুত হয় বটে, কিন্তু কখনও কি শুনিয়াছ যে কেহ সুরাপান করিয়া উন্মত্ত হইয়াছিল বলিয়া সমাজচ্যুত হইয়াছে? কখনও কি কেহ শুনিয়াছ যে, কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য সমাজচ্যুত হইয়াছে? কখনও কি কেহ শুনিয়াছ যে কেহ ব্যভিচারী বলিয়া সমাজচ্যুত হইয়াছে? কখনও কি কেহ শুনিয়াছ যে কেহ প্রতারণা পূর্ব্বক বিধবার সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়াছে বলিয়া সমাজচ্যুত হইয়াছে? না, হিন্দু সমাজে দুর্নীতির শাস্তি নাই, সেই জন্য হিন্দু সমাজের এত দুর্গতি। যদি তুমি অপর জাতির অন্ন গ্রহণ করিলে, অথবা পৌত্তলিকতার কোন চিহ্ন ত্যাগ করিলে, আর তোমার রক্ষা নাই; তোমাকে সমাজ হইতে একেবারে বিদূরিত হইতে হইবে।

সাবধান! ব্রাহ্মগণ! যেন ব্রাহ্মসমাজের এ প্রকার দুর্দ্দশা সংঘটিত না হয়। এখানকার বায়ু যেন সর্ব্বদাই বিশুদ্ধ থাকে। মন্দ লোক এখানে আসিলে হয় ভাল হইবে, নতুবা সে এস্থল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। সমাজের পবিত্রতা রক্ষা করিতেই হইবে।

রাজ শাসন, সমাজশাসন, তাহার পর ধর্ম্মশাসন। কেবল রাজশাসনে হয় না, কেবল সমাজ শাসনেও হয় না, ধর্ম্মশাসন আবশ্যক।

রাজশাসন ও সমাজশাসনকে ধর্ম্মশাসন দৃঢ়ীভূত ও পবিত্র করে; ধর্ম্মশাসন, অপরবিধ শাসনের কঠোরতার ভিতরেও প্রেম সঞ্চার করিয়া দেয়। রাজশাসন ও সামাজিক শাসনের সীমা কেবল বাহিরে। ধর্ম্মশাসন অন্তর বাহির উভয় স্থানই অধিকার করে।

অনেক স্থূলদর্শী লোকে মনে করে যে, ধর্ম্ম শাসনের কোন প্রয়োজন নাই। রাজশাসন ও সামাজিক শাসনই জনসমাজের মঙ্গল সাধনের পক্ষে যথেষ্ট।

আশ্চর্য্য যে লোকে ধর্ম্মের বল বুঝে না। বহির্জগতে ভৌতিক শক্তির প্রকাশ দেখিয়া লোকে স্তম্ভিত হয়। বজ্রের গভীর গর্জ্জনে দিঙ্মণ্ডল বিকম্পিত হইতেছে, ঝঞ্ঝা ঘটিকায় গ্রাম নগর আন্দোলিত হইতেছে, বৃহৎ অট্টালিকা ও বৃক্ষ সমূহ ভূমিসাৎ হইতেছে, ভয়ঙ্কর বন্যা আসিয়া গ্রামের পর গ্রাম সকল বিনষ্ট করিতেছে। ভূকম্পে নগর সকল রসাতলে যাইতেছে, আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাৎ চতুঃপার্শ্বে যন্ত্রণা, ভয় ও মৃত্যু বিস্তার করিতেছে, ইহা দর্শন করিয়া কাহার না হৃদয় ভয় ও আশ্চর্য্যে স্তব্ধ হইয়া থাকে, কাহার না হৃদয় বলিয়া উঠে "একি অদ্ভুত শক্তির প্রকাশ।"

ভৌতিক শক্তির প্রকাশ দেখিয়া স্তম্ভিত হওয়া স্বাভাবিক। ভৌতিক শক্তি সেই সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের শক্তিরই প্রকাশ। কিন্তু ধর্ম্মবলের নিকট ভৌতিক বল কোথায় থাকে? এক এক জন ধর্ম্ম বীর জগতে আবির্ভূত হইয়া যে পরমাদ্ভূত কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা কোথায়? সেকন্দরসাহ দেশের পর দেশ, রাজ্যের পর রাজ্য আপনার পদতলে আনিয়া ফেলিতেছেন, ভাবিয়া লোক অবাক্ হয়; নেপোলিয়নের প্রতাপে, এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত সমগ্র ইউরোপ সশঙ্কিত, রাজ্য ও রাজা সকল তাঁহার পদতলে সমানীত দেখিয়া লোক স্তব্ধ হয়।

কিন্তু ধর্ম্মবীরদিগের বীরত্বের সহিত কি সেকন্দর সাহ বা নেপোলিয়ন প্রভৃতি বীরদিগের তুলনা হইতে পারে? নেপোলিয়নের প্রতাপ এখন কোথায়? সেকন্দর সাহের সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যই বা এখন কোথায়?

ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাত্মাদিগের বিষয় চিন্তাকর। সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইল, সহস্র সহস্র রাজ্য ও রাজার পতন হইল, পরিবর্ত্তনের উপর পরিবর্ত্তন, বিপ্লবের উপর বিপ্লব চলিয়া গেল, তথাচ ঈশা, মুষা, মহম্মদ, শাক্য সিংহ প্রভৃতি ধর্ম্মবীরদিগের আধিপত্যের অবসান হইল না। কত সম্রাট ও সম্রাজ্যের উদয়াস্ত হইলে, কিন্তু আজও হিন্দু সমাজে প্রাচীন মহর্ষিগণের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কোথায় সেই আসিরিয়া রাজ্য, কোথায় সেই রোম রাজ্য, কোথায় দিল্লীশ্বরের প্রবল পরাক্রম? কিন্তু আজও এক দরিদ্র সূত্রধর সন্তানের চরণে ইয়ুরোপ প্রণাম করিতেছে, আজও মুসলমান জগৎ মহম্মদের নামে উন্মত্ত হইতেছে, আজও য়িহুদি জাতি মুষার ব্যবস্থা মস্তকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, আজও আসিয়াবাসী লক্ষ লক্ষ লোক শাক্যসিংহের প্রদর্শিত পথে অবিচলিত চিত্তে ধাবমান হইতেছে। এসকল

ধর্ম্মের নামেই সম্ভব হইতেছে। ধর্ম্মের বল যত অধিক সংখ্যক লোকের প্রতি বিস্তৃত এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। কোন রাজনীতিজ্ঞ বুদ্ধি—কৌশলে কখন কি এপ্রকার করিতে সক্ষম হইয়াছেন? পুরাবৃত্ত হইতে এমন একটি দৃষ্টান্ত কি দেখাইতে পার? ধর্ম্মের জন্য বহুসংখ্যক লোক বহুকালের জন্য যেমন একত্রিত হইয়াছে, এমন কোন রাজনৈতিক, সামাজিক বা অন্য কোন কারণে কখনই হয় নাই। ইহার কারণ কি? ধর্ম্মের শাসন অন্য সর্ব্বপ্রকার শাসন হইতে শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মের মূল মানব প্রকৃতির অতি গভীর স্থান স্পর্শ করে, ধর্ম্ম শাসনের বল অন্য সকল প্রকার শাসন অপেক্ষা সহস্র গুণে স্থায়ী ও প্রবল।

আমাদিগের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে, ভাবেন যে, জন সমাজের মঙ্গলের জন্য ধর্ম্মশাসনের তাদৃশ প্রয়োজন নাই। ইহা ভয়ানক ভ্রম! আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি ধর্ম্ম বল প্রবেশ করিতে প্পারিত, তাহা-হইলে অনেক বিষয়ে তাঁহাদের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আক্ষেপ করিতে হইত না। বিশ্বাস একরূপ, কার্য্য অন্যরূপ, আলোচনা একপ্রকার, ব্যবহার অন্য প্রকার, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেরই এই অবস্থা। ইহার কারণ কি? চির-প্রচলিত প্রবল কুসংস্কার সকলকে অতিক্রম করিয়া কার্য্য করিতে তাঁহাদের সাহস হয় না। ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইলে এ দুর্ব্বলতা, ভীরুতা কতক্ষণ থাকিতে পারে? ধর্ম্ম যেমন ভীরুকে সাহসী, দুর্ব্বলকে সবল করে, এমন আর কিছুতেই পারে না। অনেক সুশিক্ষিত যুবা বক্তৃতা করিতে পারেন, মিল্‌টন্ ও সেক্সপিয়রের শ্রাদ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু যখনই অনুষ্ঠানের সময় আইসে তখন তাঁহারা ভীরু কাপুরুষ হইয়া পড়েন। যদি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্ম স্থান পাইতেন, তাহা হইলে এত দিনে আমরা দেখিতে পাইতাম যে দেশের দুর্দ্দশা বিদূরীত হইবার অনেক আশা হইয়াছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

বিগত ১লা বৈশাখের তত্ত্ববোধিনী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন। তত্ত্ববোধিনী এই বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন যে, "এখন যে যে স্থানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বলিতে গেলে সমস্তই এই আদি ব্রাহ্মসমাজের সন্তান সন্ততি। তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্তান সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজকে আজ আমরা সর্ব্বাগ্রে আলোচনা স্থলে আনিলাম।"

আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি কয়েকটি দোষারোপ করিয়াছেন। আমরা এক একটি করিয়া সেই গুলির বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিব।

প্রথমতঃ তত্ত্ববোধিনী বলেন যে ব্রাহ্ম সাধারণ এ সমাজে যোগ দিতে পারেন না, কেন না "এই হিন্দু জাতির মধ্যে বেদ বেদান্তেরই সমধিক সমাদর, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে তাহার ততটা আদর ও গৌরব দৃষ্ট হয় না।" আমরা একথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে বেদ বেদান্তের যথেষ্ট আদর আছে। বেদ বেদান্ত হিন্দু জাতির অতুল কীর্ত্তি; কেবল হিন্দু জাতির কেন? ইহা মানবজাতির গৌরব স্থল। বেদ বেদান্তের মধ্যে যে সকল আধ্যাত্মিক সত্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা মনুষ্য জাতি বংশ পরম্পরায় চিরদিন অমূল্য রত্ন জ্ঞানে সমাদর করিবে। প্রচলিত অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের একটি বিশেষ শ্রেষ্ঠতা এই যে, ইহা আত্মাকে ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ শিক্ষা দেয়। এ শিক্ষা বেদ বেদান্ত হইতেই ব্রাহ্মসমাজ লাভ করিয়াছেন। ওতপ্রোতভাবে জড় ও আত্মাতে পরমাত্মার অবস্থিতি; আত্মাতে তাঁহার দর্শন; তিনি "প্রাণস্য প্রাণং" সাধন দ্বারা তাঁহাকে করতলন্যস্ত আমলকের ন্যায় অনুভব করা; ইত্যাদি মহান্ বাক্য বেদ বেদান্তেরই উপদেশ। ভক্তি-ভাজন প্রধান আচার্য্য মহাশয় স্বয়ং বেদ বেদান্ত হইতে শিক্ষা করিয়া ব্রাহ্মদিগকে শিখাইয়াছেন যে পরমেশ্বরকে নিকটে দেখিতে হয়, তিনি দূরের বস্তু নহেন, তিনি আত্মার অন্তরাত্মা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ইহা বিলক্ষণ জানেন। প্রতি সপ্তাহে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসক মণ্ডলীর সামাজিক উপসনা-স্থলে হিন্দু শাস্ত্র হইতে ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্লোক সকল ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। কিন্তু, বোধ হয়, একটি বিষয়ে আদি সমাজের সহিত সাধারণ সমাজের প্রভেদ আছে;—আমরা বেদ বেদান্তেই বদ্ধ থাকিতে চাহি না। সত্য মাত্রেই ঈশ্বরের সত্য, সুতরাং স্বদেশীয় হউক, আর বিদেশীয়ই হউক যেখান হইতেই আসুক, সত্য, শ্রদ্ধা ও আদরের বস্তু, সাধারণ সমাজ বিদেশীয় শাস্ত্র হইতেসত্য গ্রহণ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

দ্বিতীয়তঃ তত্ত্ববোধিনী বলেন সাধারণ সমাজের ব্রাহ্মেরা "নিরীশ্বর বিবাহে অনুমোদন করিয়া প্রকারান্তরে কুসংস্কার-কেই পোষণ করিতেছেন। কোন্ ব্রাহ্ম জীবন্ত ঈশ্বরকে অসম্মান করিয়া বিবাহের ন্যায় একটি প্রধান সামাজিক ব্যাপারে এক জন কীটানুকীট মনুষ্যের সাক্ষিতা বলবৎ রাখিতে পারেন।" সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম পুস্তকে তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক কি এমন একটি নিয়ম দেখাইতে পারেন যে, যে ব্যক্তি তিন আইন অনুসারে বিবাহ রেজিষ্টরি না করিবে অথবা উক্ত কার্য্যের অনুমোদন না করিবে, সে ইহার সভ্য হইতে পারিবে না। বাস্তবিক এ প্রকার অনেক গুলি লোক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত আছেন, যাঁহারা বিবাহ রেজিষ্টরি করা ভাল বাসেন না। এ বিষয়ে সাধারণ সমাজের সভ্যগণের সম্পূর্ণস্বাধীনতা। তাঁহারা স্ব স্ব রুচি ও বিবেচনা অনুসারে কার্য্য করিবেন।

কিন্তু তত্ত্ব-বোধিনীর একটী কথার প্রতিবাদ না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না। যে সকল ব্রাহ্ম ব্রহ্মোপাসনা পূর্ব্বক বিবাহ করিয়া উহা রাজনিয়মানুসারে রেজিষ্টরি করিয়া লন, কোন্ বিবেচনায় তাঁহাদের বিবাহকে নিরীশ্বর বিবাহ বলা হইল, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বিবাহ রেজিষ্টরি করিলেই কি উহা নিরীশ্বর হইয়া যায়? মনে করুন আমি একটী বাসগৃহ প্রস্তুত করিলাম; ব্রাহ্মের সকল

কার্য্যই ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া করা উচিত, অতএব আমি ভক্তি পূর্ব্বক ব্রহ্মোপসনা করিয়া গৃহ প্রবেশ করিলাম। এক দিকে যেমন ব্রহ্মোপাসনা করিলাম, সেইরূপ গৃহটির উপর আমার সত্ব নিশ্চিতরূপে চিরস্থায়ী করিবার জন্য উহা আমার নামে রেজিষ্টরি করিয়া লইলাম। এস্থলে কি তত্ত্ব-বোধিনী সম্পাদক বলিবেন যে তোমার নিরীশ্বর গৃহ প্রবেশ হইল? তিনি তাহা বলিতে পারেন, কিন্তু আমরা সে কথার অর্থ বুঝি না।

কোন একটী প্রকৃত বিবাহকে তিন ভাবে দেখিতে পারা যায় প্রথমতঃ হৃদয়ের বিবাহ। দ্বিতীয়তঃ সামাজিক বিবাহ এবং. তৃতীয়তঃ রাজনিয়মানুসারে বিবাহ। নরনারী যখন পরস্পরকে হৃদয় সমর্পণ করিয়া পরস্পরকে স্বামী স্ত্রী বলিয়া মনে মনে বরণ করেন, তখনই তাঁহাদের হৃদয়ের বিবাহ হইল। এই হৃদ্‌গত বিবাহের বিষয় মানুষ কিছুই জানিতে পারে না, কিন্তু অন্তর্যামী ঈশ্বর জানেন যে তাহারা বাস্তবিক বিবাহিত। কিন্তু হৃদয়ের বিবাহকে সমাজ কখন বিবাহ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারে না। সেই জন্য দশজনকে ডাকিয়া তাহাদের সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হওয়া আবশ্যক। যখন সে প্রকার করা হইল, তখনই সামাজিক বিবাহ হইল। অধিকাংশ স্থলে দশজনের সম্মুখে বিবাহ হইলেই তাহা রাজনিয়মানুসারেও বিবাহ বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু সকল স্থলে সেরূপ হয় না। যে স্থলে হয় না, অথবা হইবার বিষয়ে কিছু সন্দেহ আছে, সে স্থলে যদি বিবাহ রেজিষ্টরি করিয়া লওয়া হয়; তাহাতে যে কি দোষ হইল আমরা বুঝি না। বিবাহের যে তৃতীয় ভাবটির কথা বলা হইল, সেই ভাবটি পূর্ণ করিবার জন্যই রেজিষ্টরি করা।

তত্ত্ব-বোধিনীসম্পাদক বলেন যে "একজন কীটানুকীট মনুষ্যের সাক্ষিতা বলবৎ" রাখিলে "জীবন্ত ঈশ্বরকে অসম্মান" করা হয়। এখানে অবশ্য "এক জন কীটানুকীট মনুষ্যের" অর্থ গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত রেজিষ্ট্রার। আমরা জিজ্ঞাসা করি যদি কোন বিবাহার্থী স্ত্রী পুরুষ, মনুষ্যের সাক্ষিতা আদবে গ্রহণ না করিয়া কেবল মাত্র ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া পরস্পর পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হয়েন, তবে তাহাকে জনসমাজ বিবাহ বলিয়া স্বীকার করিবে কি না? অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা হৃদয়ের বিবাহ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যদি কেবল মাত্র জীবন্ত পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া সেই হৃদয়ের বিবাহ হয়, আর পাত্র ও কন্যা ভিন্ন অপর কোন মনুষ্য সে বিবাহে উপস্থিত না থাকেন, অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহাকে সমাজিক বিবাহ বলা হইয়াছে তাহা না হয়, তবে জন সমাজ কি তাহাকে বিবাহ বলিয়া স্বীকার করিবে? তত্ত্ব-বোধিনী সম্পাদক কি তাহাকে বিবাহ বলিবেন? কেন বলিবেন না? ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া তো বিবাহ হইয়াছে।

বাস্তবিক কথা এই "কীটানুকীট মনুষ্যের সাক্ষিতা" ব্যতীত কোন বিবাহই বিবাহ বলিয়া সমাজে গণ্য হয় না। সমাজের সম্মুখে না হইলে তাহার বিবাহত্ব জন্মে না। তবে রেজিষ্ট্রারের সাক্ষ্য গ্রহণে এত আপত্তি কেন?

তৃতীয়তঃ তত্ত্ববোধিনী বলেন "সাধারণ সমাজ বৈলাতিক অনুকরণে সুপটু ও সুশিক্ষিত।" বৈলাতিক অনুকরণের দুই একটি দৃষ্টান্তও প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম এই যে, সাধারণ সমাজ "অতিরিক্ত ও পূর্ণ মাত্রায় স্ত্রী স্বাধীনতা" দিয়া থাকেন। দ্বিতীয় এই যে, বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কার্য্যে পশ্চাত্য প্রথার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ, করা হইয়া থাকে।"

এ স্থলে আমরা তত্ত্ববোধিনীসম্পাদক ও আপামর সাধারণকে স্পষ্ট করিয়া জানাইতেছি যে, স্ত্রী স্বাধীনতা, বিবাহ প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে কোন নিয়ম স্থিরীকৃত হয় নাই। এ সকল বিষয়ে প্রত্যেক সভ্য স্ব স্ব রুচি ও বিবেচনা অনুসারে কার্য্য করিবেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে সকল প্রকার ব্রাহ্মেরই অধিকার। স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতী, কি স্ত্রী স্বাধীনতার বিরোধী; বিবাহ আইনের পক্ষপাতী কি উহার বিরোধী; হ্যাট্‌কোটধারী, কি ধুতি চাদরধারী, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে সকলেরই সমান অধিকার, এই প্রকার উদার ভাব না রাখিলে "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" নামটি অনর্থক হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সাধারণ সমাজে বেদ বেদান্তের যথেষ্ট আদর আছে। কিন্তু মনে করুন যদি এমন কোন ব্যক্তি ইহার সভ্য শ্রেণী ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, যাঁহার বেদ বেদান্তের প্রতি শ্রদ্ধা বা ভালবাসা নাই, তাহা হইলে সেরূপ ব্যক্তিকে কি তাড়াইয়া দেওয়া হইবে? ব্রাহ্মসমাজ এ প্রকার সংকীর্ণ অনুদারভাবে কার্য্য করিতে পারেন না।

বাস্তবিক এসকল বিষয়ে কোন নিয়ম করিলে চলে না। সমাজবদ্ধ হইতে হইলে সকল প্রকার লোককেই তাহার ভিতর লইতে হয়। নতুবা কেবল আমার মনের মত গুটি কতক লোক লইয়া আমি সমাজ করিতে পারি, কিন্তু সাধারণ সমাজের সে প্রকার সংকীর্ণ ভাব হইতে পারে না।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের মধ্যে অবরোধ প্রথা সম্বন্ধে সকলের মনের ভাব সমান নহে। না হইবারই কথা। তবে তত্ত্ব-বোধিনী লেখক যে কি মনে করিয়া "অতিরিক্ত ও পূর্ণ মাত্রায় স্ত্রী স্বাধীনতার" কথা লিখিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিলাম না। স্পষ্ট করিয়া বলিলে ভাল হইত। কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, এবিষয়ে সাধারণ সমাজকে লইয়াই এত টানাটানি কেন? আদিব্রহ্মসমাজে কি স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতী লোক নাই? তত্ত্ব-বোধিনী লেখক কি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, আদিব্রাহ্মসমাজের একজন প্রধান সভ্য আপনার স্ত্রীকে প্রকাশ্য ভাবে গবর্ণমেণ্ট হাউসে লইয়া গিয়া সর্ব্ব প্রথম কলিকাতায় স্ত্রী স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন? বাস্তবিক আদিসমাজের ইহাতে লজ্জিত হইবার বিষয় কিছুই নাই, প্রত্যুত ইহা গৌরবেরই কথা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যে, চির নিষ্পীড়িত পরাধীন অবলাগণের স্বাধীনতার পক্ষপাতী লোক আছেন, ইহাও উক্ত সমাজের গৌরবের কথা।

এ স্থলে একটি কথা বিশেষ করিয়া বলা উচিত যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সমান অধিকার রক্ষিত

হইয়াছে। স্ত্রীলোক সাধারণের অন্তর্গত, সুতরাং স্ত্রী ও পুরুষজাতি উভয়েই ইহার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। সভ্যের যে সকল ক্ষমতা ও অধিকার আছে তাহা উভয়ের পক্ষেই সমান।

"বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কার্য্যে পাশ্চাত্য প্রথার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ" যে সাধারণ সমাজের ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিলক্ষণ আছে, একথা আমরা অস্বীকার করি। আমরা যতদূর জানি তাহাতে ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, বিবেকের আদেশ বজায় রাখিয়া যতদূর সম্ভব, বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কার্য্যে স্বদেশীয় প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া চলাই সাধারণ সমাজের সভ্যদিগের মত। তত্ত্ব-বোধিনী লেখক জানেন যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জনৈক সভ্যের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে অপৌত্তলিক ভাবে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করা হইয়াছিল, এবং সমাজের লোকদিগকে তৈজস পাত্র বিতরণ করাও হইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করি, ইহা কি "বৈলাতিক অনুকরণ?"

তত্ত্ব-বোধিনী লেখক উপসংহার কালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে ভারতবর্ষীয় উপাদানে সংগঠন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সে উপাদান কি অনুগ্রহ করিয়া বলিলে ভাল হইত। আমরা এই বুঝি যে, বিবেকের আদেশ অতিক্রম না করিয়া যতদূর সম্ভব দেশীয় প্রথার অনুসরণ করাই বিধেয়। দেশীয় ভাব রাখিতে হইবে; কিন্তু কোন্‌টি বাস্তবিক দেশীয় ভাব কোন্‌টি নয়, এসকল বিষয়ে মত ভেদ হইতে পারে।

ব্রাহ্মসমাজ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহের "ট্রষ্টডিড" কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অনুমোদিত হইয়া কৌন্সেলের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। কৌন্সেলের মতে আইন সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইলে সভ্য সাধারণের অভিপ্রায় গ্রহণার্থ ইহা প্রকাশিত হইবে। অনন্তর অধ্যক্ষ সভার গ্রাহ্য হইলে ইহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে আলোচিত হইয়া অধিকাংশের মতে ধার্য্য হইবে।

নিম্ন লিখিত স্থান সকলে নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ নূতন এজেন্ট হইয়াছেন;—

আগ্রা বাবু চন্দ্রশেখর ঘোষাল।
দিনাজপুর ,, ভুবনমোহন কর।
(বাবু শশিভূষণ সেনের সহিত)
কুচবিহার ,, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কয়েকটী যুবক কৃতবিদ্য ব্রাহ্ম উদ্যোগী হইয়া একটী দাতব্য নৈশ ও রবিবাসরীয় বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন, কলিকাতা মৃজাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে ইহার কার্য্য চলিতেছে। ছাত্র সংখ্যা ইতিমধ্যে ৭৫টী হইয়াছে। ইহা অতিশয় আনন্দের বিষয়।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী পাবনা হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন। তাঁহার প্রচার কার্য্য বিবরণ স্থানাভাবে প্রকাশিত হইল না।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির হইতে স্বত্ব ভ্রষ্ট হইয়া যে উপাসক মণ্ডলী প্রথমে বাবু উপেন্দ্র চন্দ্র বসুর ভবনে এবং তৎপরে বেণিয়াটোলা লেন ৪৫ নং ভবনে উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছিলেন, নববর্ষ হইতে তাঁহারা ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী নাম পরিত্যাগ করিয়া "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলী" নাম গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মমন্দিরের স্বত্বাধিকারের বিচারে যেরূপ চাতুর্য্য খেলা হইয়াছে তাহাতে রাজদ্বার ভিন্ন ইহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির উপায় নাই। সে বিষয়ে উপাসক মণ্ডলীর প্রবৃত্তি না থাকাতে তাঁহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপনাদিগের নাম ও স্বত্ব পরিত্যাগ করিলেন।

জলপাইগুড়ি ব্রাহ্মসমাজের ১লা বৈশাখের উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু গণেশচন্দ্র ঘোষ তথায় গিয়াছিলেন। তিনি শিলিগুড়ি ও সৈদপুর ব্রাহ্মসমাজে "মনুষ্যের ধর্ম্মোন্নতি, "জ্ঞান ও ধর্ম্ম" বিষয়ে দুইটী বক্তৃতা করেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, সারাতে একটী নূতন ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইবে। উপাসনা গৃহ নির্ম্মাণার্থ চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে। আমরা আশা করি উদ্যোগ কর্ত্তাগণ অচিরে কৃতকার্য্য হইবেন।

গত ১লা বৈশাখ রবিবার নব বর্ষোপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলীর বিশেষ উৎসব বেণিয়াটোলা ৪৫ নং ভবনে সম্পন্ন হয়। গত বৎসর এতদুপলক্ষে সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব হইয়া উপাসকগণ যেরূপ অভূতপূর্ব্ব আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণীয় হইয়া আছে। এ বৎসর এই উৎসব কার্য্য সুন্দরতর রূপে সম্পন্ন করিবার জন্য নবতর উৎসাহের সহিত অনেকে যোগ দিয়াছিলেন। নববর্ষের উষা প্রকাশ হইবা মাত্র উপাসকগণ নব পল্লবকুসুম সুসজ্জিত উপাসনা মণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং প্রভাতী সঙ্গীত সমস্বরে গান করিতে লাগিলেন। ৬টা হইতে ৭৷৷০ পর্য্যন্ত সঙ্গীত হইয়া প্রাতঃকালীন উপাসনা আরম্ভ হইল। নিয়মিত উপাসানাঙ্গের সহিত "নমস্তে সতে তে জগৎ কারণায়" এই স্তোত্র সমস্বরে ধ্বনিত হইয়া উপাসনার গাম্ভীর্য্য সাধন করিল। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি আধ্যাত্মিক নব জীবন সম্বন্ধে একটী উপদেশ দেন। উপদেশের স্থূল মর্ম্ম এই:—নব বর্ষারম্ভে জড় প্রকৃতির মধ্যে নবরস সঞ্চারিত হইয়া তাহার পুরাতন বেশ সকলের পরিবর্ত্তন করিয়াছে এবং কত নূতন শোভা সৌন্দর্য্য বলবীর্য্য ও জীবনে তাহাকে সুসম্পন্ন করিয়াছে। মনুষ্যের আত্মাও প্রকৃতির নব ভাবের সহিত নব জীবন প্রাপ্ত হইয়া নূতন আধ্যাত্মিক শোভা সৌন্দর্য্য ও বলবীর্য্যের পরিচয় দিবে, ঈশ্বর তাহাই দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। নবজীবন ও নব সৌন্দর্য্য লাভের আশায় বৃক্ষলতা সকল পুরাতন ভূষণ সমুদায় অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া কেমন বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে এবং পরে একগুণ ত্যাগের পরিবর্ত্তে শতগুণ শ্রী ও সৌন্দর্য্য লাভ করে। মানবাত্মাকেও নবজীবন লাভের জন্য পুরাতন ভাব সকল অকাতরে পরিত্যাগ করিতে হইবে। বৃক্ষ যেমন রসপূর্ণ

পৃথিবী হইতে রসপান করে এবং তাহার প্রভাবে সুন্দর পত্র পুষ্প ফল সকল প্রসব করে, জীবন-সমুদ্র ঈশ্বরের সহিত আত্মার সংযোগ দ্বারা মনুষ্য যদি নবজীবন প্রাপ্ত হয়, তাহার চিন্তা, ভাব ও কার্য্য সকলি সরস ও সুন্দর হইয়া পৃথিবীতে স্বর্গের শোভা প্রদর্শন করিতে থাকে। সকলে সেই জীবনের জন্য লালায়িত হউন, সেই জীবনের জন্য সকল ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত হউন, পশুপ্রকৃতি ও পুরাতন মনুষ্যভাব অন্তর হইতে দূরীভূত করুন। নবজীবনের সঞ্চার হইলে আপনা হইতে চরিত্র সুন্দররূপে সংগঠিত হইতে থাকিবে এবং মানব জীবনের সার্থকতা তাহাতেই সাধিত হইবে। প্রায় ১০টার সময় প্রাতঃকালীন উপাসনা শেষ হয়।

১২টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক হইতে শ্লোক সকল সমস্বরে পঠিত হয়। ১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত উপাসকদিগের মধ্যে সদালাপ হয়। তাহাতে পরস্পরের আধ্যাত্মিক ভাবের উৎকর্ষ এবং আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের গাঢ়তার অভাব বিশেষরূপে অনুভূত হয়। উপাসকদিগের পরস্পরের সম্বন্ধ অত্যন্ত নিগূঢ়, অত্যন্ত মধুর এবং অত্যন্ত স্থায়ী। এই সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইলে পরস্পরের মুখ দেখিলে ঈশ্বরকে স্মরণ হইবে, পরস্পরের সঙ্গে আলাপ পরিচয় কেবল সাংসারিক কথাবার্ত্তা ও বাহ্য ভাব ভঙ্গীতে শেষ হইবে না, কিন্তু পরস্পরে পরস্পরের জীবন হইতে ঈশ্বরের প্রেমের বিশেষ পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইতে থাকিবে এবং পরস্পরের নিকট হইতে পরস্পরের আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তা লাভ করিবে। উপাসকগণ পরস্পরের আধ্যাত্মিক সুখ দুঃখের সংবাদ ও তন্মধ্যে উপাস্য দেবতার হস্তের বিশেষ পরিচয় লইতে না শিখিলে তাঁহাদিগের মধ্যে প্রকৃত যোগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলা যায় না।

২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম, বাইবেল ও থিওডোর পার্কারের পুস্তক হইতে কোন কোন অংশ পঠিত ও ব্যাখ্যাত হয়। ৩টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা হয়। কয়েকটী ব্রাহ্মিকা ছাত্রী ধর্ম্মবিষয়ক কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে কোন কোন অংশ পঠিত হয়। ৪টা হইতে ৫॥টা পর্য্যন্ত দেশহিতকর বিষয়ক প্রসঙ্গ হয়। বর্ত্তমান সময়ে এদেশে বিদ্যাশিক্ষার কিরূপ প্রণালী হওয়া আবশ্যক তদ্বিষয়ে কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তা হয়। পরে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় থিওডোর পার্কারের ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বিষ্ণুদাস নামে একটী ভিক্ষোপজীবী সন্ন্যাসীর জীবনের কতক গুলি আখ্যায়িকা অতিশয় সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়া প্রতিপন্ন করেন যে প্রকৃত ধর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মোৎসাহ থাকিলে মনুষ্য দেশের হিতের জন্য আশ্চর্য্য অসম্ভব কার্য্য সাধন করিতে পারে। যৎকালে দেশহিতকর বিষয়ের এইরূপ আলোচনা হইতেছিল, তৎকালে উপাসক মণ্ডলীর কয়েকজন সভ্য নগরের দরিদ্র লোকদিগের জন্য একটী নৈশ ও রবিবাসরীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন। আর একদিকে প্রায় ৫০টী ব্রাহ্ম বালক বালিকাকে খাদ্য ও খেলনা বিতরণ করা হইতেছিল, এ দৃশ্য যারপর নাই মনোহর হইয়াছিল। তৎপরে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত উৎসাহের সহিত ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তন হয়। ৭টা হইতে প্রায় ৯॥টা পর্য্যন্ত রাত্রিকালীন উপাসনা হয়। বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আধ্যাত্মিক মহত্ব ও সৌন্দর্য্য বিষয়ে একটী উপদেশ দেন, তাহাতে জড়ীয় মহত্ব ও সৌন্দর্য্য অপেক্ষা তাহা যে কতদূর শ্রেষ্ঠতর অতি বিশদরূপে বিবৃত করেন। উপাসনান্তে প্রীতি ভোজন হইয়া উৎসব কার্য্য সমাপ্ত হয়। স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকায় ন্যূনাধিক ২৫০ ব্যক্তি আহার করেন। স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদিগের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইয়াছিল।

মান্দ্রাজ ব্রাহ্মসমাজের নববার্ষিক উৎসবের এক খানি কার্য্য বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সমাজটী সর্ব্বপ্রথমে ১৮৬৩ সালে স্থাপিত হয়। সেই বৎসর শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন ধর্ম্ম প্রচারার্থ মান্দ্রাজে গমন করেন। তৎপরে কয়েক জন সভ্যের উৎসাহে সমাজটী এত দিন রক্ষিত হইয়া আসিয়াছেন। সম্প্রতি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এক জন গণনীয় সভ্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বসন্তরাম (লাহোর) কর্ম্মোপলক্ষে তথায় বাস করিতেছেন। তিনি সেখানকার ব্রাহ্মদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া এবারকার উৎসব কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। উৎসবের, দিবস, প্রাতে সেই সমাজের "গোষ্ঠী নির্ব্বাহক" অর্থাৎ আচার্য্য তামিল ভাষাতে উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করেন। সন্ধ্যার সময় পণ্ডিত বসন্তরাম ইংরাজীতে একটী উপদেশ দেন। পণ্ডিত বসন্তরাম যখন যেখানে গিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ রাখিয়া উৎসাহের সহিত কার্য্য করিয়াছেন। মুলতান সমাজ প্রধানতঃ তাঁহারই যত্নে স্থাপিত হয়। লাহোর সমাজের প্রতিষ্ঠার পক্ষেও তিনি বিশেষরূপে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র রায় মহাশয়ের সাহায্য করিয়াছিলেন। আমরা আশা করি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক সভ্য এইরূপে আপনাকে এক জন প্রচারক মনে করিবেন।

বিগত শুক্রবার মৃর্জাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে থিইষ্টিক সোসাইটির একটী অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বাবু অভয়চরণ নাগ "আমাদের অভাব" বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। সামান্য লোকের শিক্ষার অভাব, স্ত্রী জাতির শিক্ষার অভাব, ব্যায়াম শিক্ষার অভাব, এবং ধর্ম্ম শিক্ষার অভাব, এই কয়েকটী অভাবের বিষয় বিবৃত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সকলের সমবেত হইয়া স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার আবশ্যকতা বিষয়ে তিনি উপদেশ দেন।

বিগত রবিবার প্রাতঃকালে মৃর্জাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে একটি শুভানুষ্ঠানের সূত্রপাত হইয়াছে। আমরা অনেক দিন হইতে মনে করিতেছিলাম, যে এমন একটি স্থান থাকা আবশ্যক যেখানে প্রতি সপ্তাহে বা প্রতিপক্ষে স্কুল কালেজের ছাত্রদিগের উপযোগী উপদেশ ও উপাসনা হয়। গত রবিবার এই ইচ্ছাটি কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। প্রায় ৫০।৬০ জন ছাত্র উপস্থিত হইয়াছিলেন। সংগীত ও সংক্ষিপ্ত

উপাসনা হইল; এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সুশিক্ষা কাহাকে বলে এই বিষয়ে একটি সুন্দর উপদেশ প্রদান করিলেন।

গত ১লা মার্চ্চের অধ্যক্ষ সভায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগৃহ নির্ম্মাণার্থ সাহায্য প্রার্থনা পত্র এইরূপে সংশোধিত হইয়াছেঃ—

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগৃহ নির্ম্মাণার্থ

সাহায্য প্রার্থনা।

ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মসাধারণের স্বত্বাধিকার এবং ধর্ম্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য প্রায় ১ বৎসর হইল, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অনেকগুলি সভ্য যে রূপ অবস্থায় উক্ত সমাজ হইতে পৃথক হইয়া "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" নামে একটী স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা সাধারণের অবিদিত নাই। সমুদায় ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে ঐক্যবন্ধন সংস্থাপন এবং নিয়মতন্ত্রপ্রণালী অনুসারে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সম্পাদন উদ্দেশে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঈশ্বরকৃপায় ও ব্রাহ্মসাধারণের স্নেহানুগ্রহে অল্পকাল মধ্যে স্বীয় ক্ষুদ্র চেষ্টার যেরূপ ফল লাভ করিয়াছেন, তাহা আশার অতীত বলিতে হইবে। যাহাহউক এই নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজের একটী গুরুতর অভাব রহিয়াছে—ইহার একটী উপাসনা গৃহ নাই। ব্রাহ্মমাত্রেই স্বীকার করিবেন, উপাসনার সুব্যবস্থাই ব্রাহ্মসমাজের জীবন ও স্থায়িত্বের মূল; সুতরাং উপাসনা গৃহ অভাবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নিরাশ্রয় অবস্থায় অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করিতেছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এই অভাব মোচন নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনায় আমরা তজ্জন্য কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছি। কিন্তু সঙ্কল্পিত কার্য্যটী বহু ব্যয়সাধ্য। কলিকাতা মহানগরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী একটী উপাসনা গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে নূন্যাধিক ৩০,০০০ ত্রিশ হাজার টাকার প্রয়োজন। এই অর্থ সংগ্রহ করা সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি যাঁহাদিগের সহানুভূতি ও স্নেহানুগ্রহ আছে, তাঁহারা সকলে সাহায্যদান করিলে আমাদিগের অভাব পূর্ণ ও মনোরথ সিদ্ধ হওয়া কখনই অসম্ভব ব্যাপার নহে। ব্রাহ্মসাধারন এবিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ সাহায্য দান করিবেন, অবশ্যই আশা করিতেছি। তদ্ভিন্ন কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান যে সম্প্রদায়ের লোক হউন,—ঈশ্বরোপাসনা ও ধর্ম্মপ্রচারে যাঁহাদিগের অনুরাগ আছে, প্রত্যেক সাধু উদ্যমের সহায়তা করিতে যাঁহারা অগ্রসর, সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কারের চেষ্টা দেখিলে যাঁহারা উৎসাহ দান করিয়া থাকেন এবং দেশহিতকর যে কোন প্রকার কার্য্য হউক, তৎপ্রতি যাঁহাদিগের সহানুভূতি আছে, আমরা তাঁহাদিগেরও নিকট সাহায্য লাভের আশা করি। অতএব দেশীয় বিদেশীয় ধর্ম্মানুরাগী সহৃদয় মহোদয়গণের নিকট আমাদিগের বিনীত নিবেদন, তাঁহারা কৃপা করিয়া আমাদিগের প্রার্থনা গ্রহণ করেন এবং যথোচিত অর্থানুকূল্য প্রদান পূর্ব্বক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটী উপাসনা গৃহ নির্ম্মাণ ও তদানুষঙ্গিক অন্যান্য কার্য্য সম্পাদনের সহায়তা করেন। শ্রদ্ধার সহিত যিনি যাহা দান করিবেন, তাহাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

এস্থলে সাধারণের বিদিতার্থ নিবেদন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগৃহ যে উদ্দেশ্যে সংস্থাপিত হইতেছে, তাহা যাহাতে সুসম্পাদিত হয় এবং ইহার উপর ব্যক্তিবিশেষের কোন আধিপত্য যাহাতে কদাপি স্থাপিত হইতে না পারে, তজ্জন্য প্রথম হইতেই বিশেষ উপায় অবলম্বিত হইতেছে।

(সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অনুমত্যনুসারে)

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়,
১৩ মৃজাপুরষ্ট্রীট—কলিকাতা।
১৮৭৯। ৬ই মার্চ্চ।

নিবেদক।
শ্রীশিবচন্দ্র দেব।
শ্রীআনন্দমোহন বসু।
শ্রীদুর্গামোহন দাস।
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।
শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য।
শ্রীরামকুমার ভট্টাচার্য্য।
শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত।

সংবাদসার।

আমেরিকার একেশ্বরবাদী প্রচারকগণ ওয়াসিংটন নগরে ধর্ম্ম প্রচারার্থ তাঁহাদিগের সময় এবং অধ্যবসায় বিহিতরূপে নিয়োগ করিয়াছেন। কতিপয় দিবস হইল "চার্চ্চ অব অল সোলস্" নামক উপাসনালয়ে অসংখ্য শ্রোতৃমণ্ডলী সমক্ষে ডাক্তার হেজ সাহেব "একেশ্বরবাদিদিগের স্বীকৃত" বিষয়ে একটী চমৎকার বক্তৃতা করিয়াছেন। তৎপর প্রতি রবিবার প্রাতে নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রচারকগণ দ্বারা বক্তৃতা হইতেছে। যথাঃ—ডাক্তর ফ্রিমেন ক্লার্ক বাইবল, রেভারেণ্ড ব্রুক হার্ফোর্ড খৃষ্ট, ডাক্তর পিবডি ঈশ্বর, ডাক্তার ব্রিগস্ মনুষ্য, ডাক্তর রুফাস্ ইলিস্ উপাসনালয়, রেভারেণ্ড এম, আর, কালথ্রপ পরলোক। যে দিবস ওয়াসিংটন নগরে বক্তৃতা হয় সেইদিবস সন্ধ্যাকালে বালটিমোরের "পিবডি ইনসটিটিউসনে" পুনরায় এই বক্তৃতা হইয়া থাকে। সমুদায় বক্তৃতা শেষ হইলে এমেরিকার একেশ্বরবাদি সভা হইতে এই সমুদায় বক্তৃতা একখানি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে।

ফাদার রিবিংটন নামক এক জন খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারক কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া ধর্ম্ম ও অন্যান্য বিষয়ে বক্তৃতা করিতেছেন। "ভারত প্রশ্ন করিতেছে খৃষ্ট কে?" এই বিষয়ে ফ্রি চার্চ ইনিষ্টিটিউসনে তিনি দুই দিবস বক্তৃতা করেন, তাঁহার সুখ্যাতি শুনিয়া আমরা শেষ দিবসের বক্তৃতা শ্রবণ করিতে যাই। তাঁহাকে সুবক্তা ও বিশেষ ধর্ম্মোৎসাহী বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা শ্রোতৃবর্গের নিকট বিশেষ সন্তোষকর বা ফলোপধায়ী হয় নাই। খৃষ্টান যাজকদিগের প্রকৃত ধর্ম্ম প্রসঙ্গ অপেক্ষা বাগাড়ম্বর ও যুক্তি অপেক্ষা শাস্ত্রের দোহাই যেরূপ অধিক দেখা যায়, তিনিও

সে দোষ বর্জ্জিত নহেন। তিনি খৃষ্টের অলৌকিক ক্রিয়াই তাঁহার দেবত্বের প্রমাণ রূপে প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এবং সেই অলৌকিক কার্য্য সকল প্রেমভাব প্রণোদিত বলিয়া অপরাপর ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাপকদিগের হইতে তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণের দৃষ্টান্ত আনিয়াও তাহাও যে প্রেমপ্রণোদিত বলিয়া কেন স্বীকার করিলেন না বুঝিতে পারা গেল না। পরে কেবল ঈশ্বর ও তাঁহার জগৎ দ্বারা ধর্ম্মসাধন হয় না খৃষ্ট আবশ্যক ইহা দেখাইবার জন্য, এক পিতা, তাঁহার পুত্র ও তাঁহার ফটোগ্রাফের ছবির দৃষ্টান্ত দিলেন। তিনি বলিলেন পিতার পুত্রকে না দেখিলে ফটোগ্রাফে তাঁহার ছবি দেখিয়া যেমন সন্তুষ্ট হওয়া যায় না, সেইরূপ ঈশ্বরের পুত্রকে না দেখিলে জগতের কার্য্য দেখিয়া প্রাণ তৃপ্ত হয় না। তিনি জগতে ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি ও প্রেমের বর্ণনা করিলেন, অথচ তাহাকে মনুষ্যের অপূর্ণ শক্তির কার্য্যের ন্যায় ঈশ্বরের অসম্পূর্ণ কার্য্য বলিলেন। পুত্রকে না ধরিলেও পিতার দর্শনে কেন মুক্তি হইবে না তাহার উল্লেখ করিলেন না। আমাদিগের দুঃখ হইতে লাগিল, এক ব্যক্তির বক্তৃতাশক্তি ও ধর্ম্মোৎসাহ যথেষ্ট থাকিলেও উপধর্ম্মের কুসংস্কারে তাঁহাকে এতদূর জড়ীভূত করিয়া ফেলিতে পারে। আমরা আর একটী বিষয় দেখিয়া যার পর নাই আশ্চর্য্য হইয়াছি। ভারতবর্ষ খৃষ্টজিজ্ঞাসু হইয়াছে, কেশব বাবুর মুখে এই বক্তৃতা শুনিয়া খৃষ্টানেরা এত দিন পরে ভাবিতেছেন এই বার ভারতবাসিগণ খৃষ্টের শরণাপন্ন হইল। এই ভাবিয়া তাঁহারা বিঘূর্ণিত মস্তক হইয়াছেন, কিন্তু কোথা হইতে এই জিজ্ঞাসা আসিল? যে কেশব বাবু গত বর্ষে ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে বলিয়াছেন, ঈশ্বর ক্ষুদ্র ভারতের ভার আমার হস্তে দিয়াছেন, ভারতের সকল প্রশ্ন তাঁহার নিকট আসিবে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু খৃষ্টানেরা যেন বুঝেন ইহা তাঁহারই করতলস্থ ভারতের প্রশ্ন, ভারতবাসীদিগের প্রশ্ন নহে।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য, তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহক ও অন্য কোন প্রকারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অর্থ সাহায্যকারী মহাশয়দিগকে জানাইতেছি যে, আমাদের আফিসে স্বতন্ত্র ২ নম্বরের অর্থাৎ L 31 87411 L 31 87410 নম্বরের ১ খণ্ড ৫ টাকার নোট পাওয়া গিয়াছে। কোথা হইতে কে পাঠাইয়াছেন তাহার কোন নিদর্শন আমাদের নিকট নাই। যদি কাহারো নিকট উক্ত স্বতন্ত্র নম্বরযুক্ত নোট থাকে, আমাদের আফিসে তত্ত্ব করিলে উভয় নোটের গোল মীমাংসিত হইতে পারিবে।

১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট
১৮৭৯। ২১ এপ্রেল

শ্রীগণেশ চন্দ্র ঘোষ।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

	মূল্য	ডাকমাশুল।
ব্রহ্মসঙ্গীত	১৲	/০
পঞ্জিকা	৷০	১০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী...	/০	১০
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা ...	৵০	১০
কৃতজ্ঞতা	১০	১০

বিগত ৮ মাস হইতে দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজের একটী উপাসনালয় নির্ম্মাণের চেষ্টা হইতেছে। স্থানীয় ব্রাহ্মগণ অবস্থার অসচ্ছলতাবশতঃ সাধারণ সমীপে অর্থ ভিক্ষা করিয়া প্রায় এক সহস্র টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু ২০ হস্ত দীর্ঘ, ১০ হস্ত প্রশস্ত একটি গৃহ নির্ম্মাণের ব্যয় অন্যূন ১৪০০ শত টাকা স্থির হইয়াছে; সুতরাং এখনও অন্যূন ৪০০ শত টাকা আবশ্যক। এদিকে গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। স্থানীয় ইউরোপীয় ও দেশীয় ভদ্রলোকগণের নিকট আশাতীত সাহায্য পাইয়াও আমরা পুনরায় সাধারণের নিকট ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইতেছি। মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্ম ও উদার প্রকৃতি সজ্জনগণ আমাদিগকে কিছু কিছু অর্থানুকূল্য প্রদান করিলে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। নিম্নস্বাক্ষর কারীর কিম্বা তত্ত্বকৌমুদী কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট অর্থ পাঠাইলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

৭ই মার্চ্চ ১৮৭৯ ইং।

শ্রীরাধানাথ রায়।
সম্পাদক
দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজ।

Printed and published, by. B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Samaj Press, 93, College Street, Calcutta.

[পাক্ষিক পত্রিকা]

১ ম ভাগ । ২৪ সংখ্যা । | ১লা জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৮০১ শক । ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০ । | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩৲

সমুদয় মনুষ্যমণ্ডলী একটী মহৎ যোগ সাধনের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে এবং পৃথিবীর বয়োবৃদ্ধিসহকারে তাহাই বর্দ্ধন করিতেছে। সময়স্রোতে অনেক রাজ্য ও রাজা বিনষ্ট হইয়াছে, অনেক জাতির উচ্চমস্তক অবনত হইয়াছে, কিন্তু ইহারই মধ্যে মনুষ্যপরিবারের সাধারণযোগ সঞ্চারিত ও ক্রমশঃ দৃঢ়বদ্ধ হইয়া আসিতেছে। কেনা দেখিতেছেন আজি বাণিজ্য বন্ধনে পৃথিবীর সকল সভ্যজাতি এক সূত্রে বদ্ধ, পরস্পরের লাভালাভে পরস্পরে লাভালাভ অনুভব করিতেছে। ইহা একপ্রকার আত্মীয়তা ও পারিবারিক ভাব। ইহা পৃথিবীর অনেক চেষ্টার ফল এবং অনেক পরিমাণে উন্নত অবস্থার পরিচয় দিতেছে। কিন্তু বাণিজ্যের এই অদ্ভুত কীর্ত্তি উচ্চতর ও ঘনিষ্ঠতর যোগের পূর্ব্বাভাস মাত্র। মনুষ্য জাতির বাহিরের যোগের ভিতর দিয়া অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় আন্তরিক যোগ বহমান হইতেছে। ধর্ম্মযোগ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর যোগ। ধর্ম্মযোগে যখন সকল মনুষ্যজাতি এক হইবে, তখনি মহাযোগ সম্পন্ন হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তার পরম উদ্দেশ্য এই পৃথিবীতে সম্পন্ন করিবে। ধর্ম্ম জগতের কার্য্য নিঃশব্দে ক্রমে এই একতার দিকে চলিয়াছে ; সকল ধর্ম্ম এক মহাধর্ম্মের অঙ্গে বিলীন হইবার লক্ষণ প্রদর্শন করিতেছে।

আজি কালি আমাদিগের যুবকদল অনেক সাধু কার্য্যে উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে অগ্রসর হইতেছেন, ইহা দেখিয়া আমরা যার পর নাই সন্তুষ্ট হইতেছি। অনেকে অল্প বয়সের উৎসাহ দ্বারা কোন কার্য্য হয় না, এই বলিয়া আপনাদিগের বিজ্ঞতার পরিচয় দান ও যুবকদিগের উদ্যম ভগ্ন করিবার প্রয়াস পান, কিন্তু আমরা তাঁহাদিগের সে কার্য্যের অনুমোদন করি না। এ পৃথিবীর ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে দেখা যায়, যুবকদিগের দ্বারা অনেক মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। আলেকজাণ্ডার যখন পৃথিবী জয়ে বহির্গত হন, তখন তাঁহার বয়স ২০ বৎসর, সঙ্করাচার্য্য যখন শাস্ত্র বিচারে ভারতবর্ষকে কম্পান্বিত করেন, তখন তিনি অল্পবয়স্ক বালক মাত্র, বুদ্ধ, চৈতন্য ও খৃষ্টও যখন ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন তখন তাঁহাদিগের বয়স অধিক হইবে না। জ্ঞানাপন্ন, উৎসাহশীল, ধর্ম্মপ্রাণ বালকের নিকট পৃথিবী অনেক বার পরাস্ত হইয়াছে ও অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছে। অতএব মহৎ কার্য্যে প্রাণগত যত্ন ও উৎসাহ থাকিলে বয়সের অল্পতা নিরাশার কারণ হইতে পারে না।

ব্রাহ্মসমাজের একটী প্রধান গৌরব করিবার বিষয় এই যে এদেশে স্ত্রীজাতির অবস্থোন্নতির জন্য তাঁহারা অধিকতর যত্ন ও উৎসাহের পরিচয় দিয়াছেন। স্ত্রীজাতির শিক্ষা, উপযুক্ত বয়সে বিবাহ, পরিচ্ছদের উৎকর্ষ সাধন, এবং পুরুষদিগের সহিত সামাজিক সমান অধিকার লাভ ইত্যাদি বিষয়ে ব্রাহ্মগণ যেরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা প্রশংসার বিষয়। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোকে স্ত্রীলোকের প্রতি যে সকল উচ্চ কর্ত্তব্য সাধন করা আবশ্যক ব্রাহ্মসমাজ আজিও সে পক্ষে হীন হইয়া রহিয়াছেন। স্ত্রীলোকগণ জ্ঞানোন্নত ও ধর্ম্মবলে উৎসাহিত হইয়া আপনাদিগের অধিকার সকল আপনারা বুঝিয়া গ্রহণ করিবেন এবং সমাজের মধ্যে তাঁহাদিগের মহৎ কার্য্য দ্বারা তাঁহাদিগের অস্তিত্বের পরিচয় দিবেন, ইহা যত দিন না হইতেছে ততদিন স্ত্রীজাতির উন্নতির প্রকৃত সহকারিতা করা হইতেছে না।

বিবাহ ভঙ্গ বিষয়ে একটী প্রস্তাব স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। ইহা যে অত্যন্ত গুরুতর প্রশ্ন এবং ইহার উপর পারিবারিক সুখদুঃখ ও ধর্ম্মাধর্ম্ম অনেক পরিমাণে নির্ভর করে তাহার সন্দেহ নাই। বিবাহ একটী পবিত্র সামাজিক বন্ধন, সহসা বা সামান্য কারণে ইহার ছেদন হয়, ইহা আমাদিগের কখন অভিপ্রেত নয়। সংসারাশ্রমে স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের প্রতি ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন একটী ধর্ম্মব্রত বলিয়া পরস্পরের অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যে বিশেষ বিশেষ স্থলে বিবাহ বন্ধন ছেদন অপরিহার্য্য এবং তাহার উপায় না হইলে দম্পতির জীবন চিরদুঃখময় এবং পাপ ও কলঙ্কের আধার হইয়া থাকে, সেরূপ স্থলে বিবাহচ্ছেদের ব্যবস্থা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। সে বিশেষ বিশেষ স্থল কি, আমরা এখন তাহার আলোচনা করিতেছি না। ৩ আইনের অনেক ত্রুটী আছে, তৎসংশোধনের সময় এ বিষয়টীতেও

দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু অত্যন্ত সতর্কতা ও ধীর বিবেচনা সহকারে যেন এ কার্য্য সম্পন্ন করা হয়।

গত ১৬ই চৈত্রের পত্রিকার ব্রাহ্মসমাজ স্তম্ভে সঙ্গত সভার যে কার্য্য বিবরণ প্রকাশিত হয় তাহাতে লিখিত আছে "সঙ্গতের সভ্যগণ সকলেই একন্তরে সুস্পষ্ট অনুভব করিলেন যে বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদিগের নিজ নিজ জীবনের সার্থকতা সাধন ও তাঁহাদিগের জীবন দ্বারা জগতের হিতসাধন পক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজই একমাত্র উপায়।" ইহাতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন সভ্য তত্ত্বকৌমুদী বিশেষ বিধান মতের প্রতিবাদ করিয়া আবার তাহার পোষণ করিতেছেন বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। আমাদিগের প্রথম বক্তব্য, সঙ্গতের সভ্যগণের কথাই আমরা প্রকাশ করিয়াছি, তাহা ব্রাহ্ম সাধারণের কথা নহে। দ্বিতীয়তঃ আমরা বিশেষ বিধান মতের বিরোধী নহি, তবে তাহার যে বিশেষ ব্যাখ্যা করা হয়, তাহারাই বিরোধী। ঈশ্বরের সাধারণ বিধানের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য বিশেষ বিধান রহিয়াছে, তাহা এক স্থানে এক সময়ে এক ব্যক্তিতে বদ্ধ নহে, ইহা যদি মান তাহা হইলে তুমিও বিশেষ বিধানের মধ্যে, আমিও বিশেষ বিধানের মধ্যে, এস্থলে আপত্তি নাই। কিন্তু ইহার মুক্তভাব বিলুপ্ত করিয়া বদ্ধভাব ব্যাখ্যা করিলেই আমরা তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ বলিব। সঙ্গতের সভ্যগণ তাঁহাদিগের বিশেষ অবস্থায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে তাঁহাদিগের ধর্ম্মসাধনের ও আদর্শ সমাজ গঠনের উৎকৃষ্টতম উপায় দেখিয়া ইহাকে বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদিগের পক্ষে ঈশ্বরের বিশেষ বিধান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন এবং ইহা দ্বারা আপনাদিগের জীবনের সার্থকতা সাধন ও জগতের হিতসাধন করিতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া অন্যের জীবনের উদ্দেশ্য সাধন পক্ষে যদি অপর কোন বিশেষ উপায় থাকে, তাঁহার পক্ষে তাহাই বিশেষ বিধান, ইহা অস্বীকার করিতে পারেন না। অব্যবহিত ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা, সকল মনুষ্যকে ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রকাশ এবং বিশ্বাসানুরূপ অনুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিবেন, এই আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করিয়া যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছেন, তাঁহারা যেখানে তাহা সুসম্পন্ন হইবে, তাহাকেই তাঁহাদিগের আত্মার উন্নতির পক্ষে উৎকৃষ্টতম উপায় বলিয়া স্বীকার করিবেন এবং তাহার সুব্যবস্থা দ্বারা জীবনকে সংগঠন করিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে পরিত্রাণের অর্থ আত্মার সদ্গতি ও সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি লাভ, বিশেষ বিধানের অর্থ সেইরূপ ব্যবস্থা, যাহা দ্বারা এই পরিত্রাণের সহায়তা হয়।

বাল্য বিবাহ ও বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ।

প্রায় বর্ষাধিক কাল হইতে আমরা দেখিয়া আসিতেছি যে কলিকাতার কালেজ স্কুলের ছাত্রদিগের মধ্যে একটী নূতন উৎসাহের সঞ্চার হইতেছে। দেশের দুর্দ্দশা এবং কি প্রকারে তাহার অপনোদন হইতে পারে, তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগের চিত্ত আকৃষ্ট হইতেছে, দেশহিতকর বিষয় লইয়া ছাত্রদিগের সভা ও বক্তৃতা সর্ব্বদাই হইতেছে। কেবল কথাতেই যে সকল উৎসাহের পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে এরূপ ও নহে। একটী অনিষ্টকর দেশাচারের বিরুদ্ধে তাঁহারা দণ্ডায়মান হইয়াছেন। প্রায় ৪০ জন ছাত্র প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন যে, তাঁহারা অনধিক ২১ বৎসর বয়সে বিবাহ করিবেন না। বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে ছাত্রদিগকে দণ্ডায়মান হইতে দেখিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। মহাপাপ বাল্যবিবাহ বিদূরিত না হইলে যে দেশের মঙ্গলের আশা অল্প ইহা বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। যাঁহারা বাল্য বিবাহের মূলে কুঠারাঘাত করিতে পারিবেন, তাঁহারাই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার পাত্র।

ছাত্রদিগের এই সাধু চেষ্টা সম্বন্ধে আমাদিগের কিছু বলিবার আছে। এ দেশে বালক ও বালিকা উভয়ের পক্ষেই বাল্য বিবাহ প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। ছাত্রেরা কেবল বালক বিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিতেছেন, কিন্তু বালিকা বিবাহ নিবারণের উপায় কি? বালক এবং বালিকা উভয়ের বিবাহের বিরুদ্ধে তাঁহারা যদি চেষ্টা করিতে পারিতেন তাহা হইলে এ সম্বন্ধে প্রকৃত পথ অবলম্বিত হইত; যাহা করা হইতেছে তাহা আংশিক সংস্কার মাত্র। বাল্য বিবাহ সম্বন্ধে এ প্রকার আংশিক সংস্কার একেবারে নিষ্ফল এরূপ আমরা বলি না; তথাচ বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে এ প্রকার চেষ্টার যে দোষ আমরা দেখিতে পাইতেছি তাহা তাঁহাদিগের নিকট আমরা স্পষ্ট করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি।

পণ্ডিতবর ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় বাল্য বিবাহ সম্বন্ধে ভারত সংস্কার সভায় যে পত্র লেখেন, তাহাতে স্পষ্ট করিয়া বলেন যে, বাল্য-বিবাহদ্বারা যে শারীরিক অনিষ্ট উৎপন্ন হয়, বালক অপেক্ষা বালিকার পক্ষে তাহা অধিক পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে। বাল্যবিবাহের বিষময় ফল স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই ভোগ করিতে হয়, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোককেই অধিক কষ্ট পাইতে হয়।

সেই জন্য আমরা বলি যে যাহাতে বালক ও বালিকা উভয়ের পক্ষেই বিবাহ রহিত হয়, এ প্রকার যত্ন করা হউক। যে সকল ছাত্র নিজে বাল্যবিবাহ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিতেছেন, তাঁহারা যদি উপযুক্ত বয়সে অষ্টম বা নবম বর্ষীয়া বালিকার পাণিগ্রহণ করেন, তাহা হইলে আর বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে তাঁহারা কি করিলেন? বিবাহ দুই ব্যক্তিকে লইয়া; এক পক্ষে বাল্যবিবাহ না হইলে সে বিবাহ কখন বাল্য-বিবাহ দোষ শূন্য হয় না। ছাত্রদিগের প্রতি আমাদিগের অনুরোধ এই যে, তাঁহারা যেমন প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, যে প্রাপ্তবয়স্ক না হইলে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইবেন না, সেই রূপ তাঁহারা ইহাও প্রতিজ্ঞা করুন

যে প্রাপ্ত বয়স্কা না হইলে কোন স্ত্রীলোককে ভার্য্যা বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। এক্ষণে যে প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করা হইতেছে, সে খানি পরিবর্ত্তিত করিয়া নূতন করিয়া লেখা হউক। পুরুষের পক্ষে যেমন ২১ বৎসর বিবাহের ন্যূনকল্প বয়স বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেইরূপ স্ত্রীলোকের পক্ষেও ষোড়শ বৎসর ন্যূন কল্প বয়স বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হউক। ছাত্রেরা যেমন প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে একবিংশতি বৎসরের অনধিক বয়সে বিবাহ করিবেন না, সেইরূপ তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করুন যে ষোড়শ বৎসর বয়স্কা না হইলে কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে সম্মত হইবেন না।

এই প্রকার হইলেই বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে যথার্থই, খড়্গ ধারণ করা হয়। নতুবা এক পক্ষে বাল্যবিবাহ না হইলেই বাস্তবিক সম্পূর্ণরূপে বাল্যবিবাহের অনিষ্টকর ফল নিবারিত হয়, একথা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বীকার করিবেন না।

কেবল তাহাই নহে। কোন কোন গুরুতর বিষয়ে উভয় পক্ষে বাল্যবিবাহ অপেক্ষা এক পক্ষে বাল্যবিবাহ অধিকতর অনিষ্টকর। বালক ও বালিকার বিবাহ অপেক্ষা, যুবা ও বালিকার বিবাহ আমরা অধিক ঘৃণা করি। যুবা ও বালিকার বিবাহে কতকগুলি অতি গুরুতর অনিষ্ট লক্ষিত হয়। উভয় পক্ষে বাল্যবিবাহ যতই কেন অশুভকর হউক না, অসমবয়স্কদিগের বিবাহ অপেক্ষা তাহা বরং কোন কোন বিষয়ে ভাল। যুবার সহিত বালিকার বিবাহ হইলে যে ভয়ানক অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে তাহা অনেকেরই বিদিত আছে। বয়সের তারতম্যানুসারে যে মানসিক ভাবের তারতম্য হইয়া থাকে, এবং মানসিক ভাবের তারতম্য হইলে বন্ধুতা বা প্রণয় সঞ্চারের ব্যাঘাত হইবার কথা, ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন। যুবা ও বালিকার বিবাহে এই অশুভ ফল প্রসূত হইবার সম্ভাবনা।

আর একটি কথা। যুবার সহিত বাল্য বিবাহ হইলেও বিবাহের শারীরিক অনিষ্ট বালিকাদিগকে যে পরিমাণে ভোগ করিতে হয়, বালকের সহিত বিবাহে তাহা বহুল পরিমাণে অল্প হইয়া থাকে। যুবার সহবাসে বালিকাকে যে যারপর নাই কষ্টভোগ করিতে হয়, মানব প্রকৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা বুঝিতে পারেন।

অল্প বয়সে অস্বাভাবিক বিকাশ বাল্য বিবাহের একটী ঘৃণিত ফল। যুবার সহিত বালিকার বিবাহ হইলে বালিকার সম্বন্ধে উক্ত অনিষ্ট শতগুণ অধিকতর রূপে সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা।

এ বিষয়ে আমাদের অনেক কথা বলিবার আছে, কিন্তু সকল কথা এখন বলিবার প্রয়োজন নাই। যে সকল ছাত্র এই শুভ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহারা এ বিষয়টী একবার স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমাদিগের বিশ্বাস এই যে, ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলেই তাঁহারা আমাদিগের কথার যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারিবেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তাঁহাদের কার্য্যের সহিত আমাদের সহানুভূতি আছে। আমরা যদিও তাঁহাদের কার্য্য প্রণালীর দোষ দেখিতে পাই, তথাচ তাঁহাদের লক্ষ্য মহৎ বলিয়া আমরা উহার প্রতি উদাসীন থাকিতে পারি না। আমাদিগের সহানভূতির আর একটী কারণ আছে। ভালর গতি ভালর দিকে, মন্দের গতি মন্দের দিকে, আংশিক মঙ্গলের গতি পূর্ণ মঙ্গলের দিকে; সেই জন্য আমরা আশা করি যে তাঁহারা যে আংশিক সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা পরমেশ্বরের কৃপায় নির্দ্দোষ পূর্ণ সংস্কারে পরিণত হইবে। ঈশ্বর তাঁহাদের সহায় হউন। তাঁহাদিগের হৃদয়ে জ্বলন্ত উৎসাহ এবং অবিচলিত প্রতিজ্ঞা প্রেরণ করুন, এই সকল ছাত্রের দৃষ্টান্ত বঙ্গভূমির, ভারতবর্ষের সকল তরুণ বয়স্ক ব্যক্তিকে জাগ্রত করিয়া দিক্।

ব্রাহ্মগণের সামাজিক সম্মিলন। (১)

ব্রাহ্মগণের সামাজিক সম্মিলনের প্রস্তাব আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একটী বিষয় আমাদিগের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মসমাজ একটী সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায় সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয় নাই, সকল সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতা বিনাশ করিয়া মনুষ্য সমাজকে এক পরিবারে বদ্ধ করা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য যাঁহারা অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে একটী বিশেষ অবস্থাপন্ন হইতে হইয়াছে, এবং যতদূর সাধ্য সমবেত চেষ্টায় কার্য্য করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, সুতরাং তাঁহাদিগের পরস্পরের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে এবং গাঢ়তর মিলনের আবশ্যকতা হইয়াছে। আমরা যদি চেষ্টা না করি, তথাপি আমাদিগের মধ্যে স্বাভাবিক নিয়মে এক প্রকার সামাজিক যোগ হইবে, কিন্তু তাহাতে অনেক বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগের সম্ভাবনা। রীতি পূর্ব্বক ও বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক এই মিলন সম্পাদিত হইলে আশানুরূপ মঙ্গল সাধিত ও যতদূর সম্ভব অমঙ্গল নিবারিত হইতে পারে।

পরস্পরের সহানুভূতি ও সাহায্যের অভাবে ব্রাহ্মগণের ও তাঁহাদিগের পরিবারবর্গের যেরূপ ক্লেশ ও অনিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা যার পর নাই শোচনীয়। তাঁহারা পুরাতন আত্মীয় বন্ধুদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট আর স্নেহ মমতার প্রত্যাশা করিতে পারেন না, প্রত্যুত অনেক স্থলে পৈতৃক ধর্ম্ম ও সামাজিক বন্ধন ছেদন হেতু তাঁহাদের ঘোরতর বিদ্বেষভাজন হইয়া রহিয়াছেন। এদিকে ব্রাহ্মসমাজের নূতন ও বিশৃঙ্খল অবস্থা হেতু ব্রাহ্মদিগের নিকটেও তাদৃশ বন্ধুতা ও সাহায্য লাভ করিতে পারেন না। এই অবস্থায় দরিদ্রতায় পড়িয়া রুগ্ন হইয়া এক এক ব্রাহ্ম যে কত ক্লেশ বহন করেন তাহা বর্ণনাতীত। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয় বিদারক বিষয় এই যে যে ব্রাহ্ম, ধর্ম্মের জন্য চিরজীবন অতুল সাহস ও উৎসাহের পরিচয় দিলেন, শেষকালে

(১) গত মাঘোৎসব উপলক্ষে ১৫ই মাঘ মৃজাপুর ষ্ট্রীটে ১৩ নং ভবনে ব্রাহ্মদিগের যে সামাজিক সম্মিলন সভা হয় তাহাতে মৌখিক বিবৃত একটী প্রস্তাবের মর্ম্ম লইয়া এই প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে।

দরিদ্রতা ও রোগে অসহায় হইয়া তাঁহাকে পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী আত্মীয়গণের শরণাপন্ন হইতে হইল এবং মুমূর্ষু অবস্থায় কৌশল বা বল প্রয়োগ পূর্ব্বক তাঁহার উপর তাঁহার বিশ্বাস বিরুদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাঁহারা বৈরনির্য্যাতন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার যে পরিবার ব্রাহ্ম-পরিবার ছিল, যে পুত্র কন্যাগণ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত ও ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে বিবাহিত হইবে বলিয়া তিনি উৎসুক নেত্রে আশা করিতেছিলেন, তাহাদিগকে পৌত্তলিক পরিবারে পরিণত হইতে হইল, ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাঁহারা একেকালে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন, ব্রাহ্মগণের সহিত তাঁহাদিগের বাক্যালাপেরও উপায় রহিল না। এ প্রকার ঘটনা কল্পনাসিদ্ধ নহে, ইতিমধ্যে অনেক গুলি প্রত্যক্ষ হইয়াছে এবং ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সামাজিক সম্মিলনের একান্ত আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতেছে। এই জন্য ইতিমধ্যে বর্ত্তমান প্রস্তাব আমাদিগের বিশেষ আলোচ্য হইয়াছে।

ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মিলনের কতকগুলি প্রতিবন্ধক আছে :—

প্রথমতঃ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মতভেদ ও দলভেদ। ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন গ্রন্থ বিশেষের বা মনুষ্য বিশেষের ধর্ম্ম নহে যে মত বিষয় সম্বন্ধে সেই গ্রন্থ বা মনুষ্যের উপর নির্ভর করিবে। ইহাতে প্রত্যেকের স্বাধীন চিন্তা অব্যাহত সুতরাং ইহাতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের অপেক্ষা অধিকতর বিষয়ে পরস্পরের মতের বিভিন্নতার সম্ভাবনা। এই কারণ পরস্পরের মিলনের অন্তরায় অধিক হইয়াছে। ইহার উপর ব্রাহ্মসমাজ ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছে। যখন একটী মূল সমাজ ছিল, তখন সকলেই এক শরীরের অঙ্গ বলিয়া ঘনিষ্ট যোগ উপলব্ধি করিতেন, এখন ভিন্ন ভিন্ন দলের সহিত ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মের অধিক সহানুভূতি থাকাতে এক জন অপরকে তত আপনার বলিয়া মনে করেন না, অনেক সময় জ্ঞাতিশত্রুর ন্যায় তাঁহাদিগের মধ্যে বিরোধ প্রবলতর দেখা যায়। অল্পকালের মধ্যে যে দল ভেদ হইয়াছে, সময় আরও গত হইলে ব্রাহ্মদল এবং ব্রাহ্মসংখ্যা আরো কত বৃদ্ধি হইবে! সুতরাং ব্রাহ্মদিগের সাধারণ যোগের দৃঢ়তা ক্রমশঃ শিথিল হইবার সম্ভাবনা

দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মগণের প্রতিবাদপ্রিয়তা ও হৃদয়ের কঠোরতা। ব্রাহ্মগণ প্রায়ই হিন্দুধর্ম্মের দূষিত মত ও হিন্দুসমাজের দূষিত আচারের প্রতিবাদ করিতে করিতে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণে উত্তেজিত হন। এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে কেহ কোন দূষিত মত আনয়ন করিলে বা ব্রাহ্মসমাজে কেহ কোন দূষিত আচরণ করিলে তাঁহারা তাহা সহ্য করিতে পারেন না। ব্রাহ্মগণ পিতা মাতার চক্ষুর জল ও আত্মীয় বন্ধুগণের কোমল সম্বন্ধ একমাত্র ধর্ম্ম বিশ্বাসের অনুরোধে অগ্রাহ্য করিয়াছেন ও অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, এক্ষণে স্ব ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি কঠোর কর্ত্তব্য সাধনে কেন কুণ্ঠিত হইবেন? তাঁহারা পরীক্ষায় পড়িয়া মনের অনেক স্বাভাবিক কোমল ভাবকে ধর্ম্মরক্ষার কণ্টক দেখিয়া তাহাদিগকে দমন ও তৎপরিবর্ত্তে কঠোরভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এই কারণে প্রতিঘাত অবস্থায় বস্তুর যেমন বিপরীত গতি হয়, তাঁহাদিগের গতি যত আপনার মত ও চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষার দিকে, পরস্পরের মিলনের দিকে তত নহে।

তৃতীয়তঃ ব্রাহ্মদিগের অল্প সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত থাকা। যদি অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যার সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে ব্রাহ্ম সংখ্যা কিছুই নয় বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। সংখ্যায় অল্প হইলেও যদি পরস্পরে একত্র অবস্থান ও পরস্পরের সহিত সর্ব্বক্ষণ সম্ভাষণ করিতে পারিতেন তাহা হইলে যোগের দৃঢ়তা হইত। কিন্তু অবস্থা ও কার্য্য গতিকে অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মকে পরস্পর হইতে দূরে দূরে থাকিতে হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে কোন প্রকার যোগাযোগ হইবার সম্ভাবনা অল্প। সুতরাং মিলনের ইচ্ছা থাকিলেও পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে হয় এবং অধিক দিন বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকাতে ইচ্ছাও ক্ষীণ হইয়া যায়।

চতুর্থতঃ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কতকগুলি হিন্দুসমাজের সহিত মিশ্রিত ও কতকগুলি তাহা হইতে বহিষ্কৃত হইয়া থাকাতে পরস্পরের ভিন্নাবস্থা, ইহা তাহাদিগের মিলনের সামান্য প্রতিবন্ধক নহে। সমান অবস্থা না হইলে পরস্পরে পরস্পরের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইতে পারেন না, সুতরাং পরস্পরের অভাব মোচনের জন্য ঐক্যবদ্ধ হইয়া যত্ন চেষ্টা করা হইতে পারে না। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাঁহারা হিন্দু সমাজে আছেন, হিন্দু সমাজভ্রষ্টদিগের অপেক্ষা তাঁহাদিগের অবস্থা কম শোচনীয় নহে। হিন্দুসমাজের সহিত সন্ধি করিয়া থাকিবার জন্য তাঁহাদিগকে পদে পদে ক্লেশ পাইতে হয়, ধর্ম্ম বিশ্বাস, সাহস ও কর্ত্তব্য সাধনে শিথিল হইয়া ক্রমশঃ আত্ম বিনাশ স্বীকার করিতে হয় এবং স্ত্রীপুত্র প্রভৃতিকে পৌত্তলিকতা ও দূষিত আচার প্রণালীর মধ্যে নিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। হিন্দুসমাজ বহিষ্কৃত ব্রাহ্মগণ অপর দিকে হিন্দুসমাজের বন্ধুতা ও শত্রুতা কিছু মাত্র গ্রাহ্য না করিয়া আপনাদিগের রুচি ও সুবিধা অনুসারে বিভিন্ন রূপে আপনাদিগকে ও পরিবারদিগকে গঠন করিতে থাকেন, তাহাদিগের অভাব সকলের কষ্টভাগী তাহারাই হন। ইহাতে এই দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পার্থক্য ক্রমশঃ অধিক হইয়া পড়ে।

পঞ্চমতঃ ব্রাহ্মদিগের অর্থাভাব ও তজ্জন্য সামাজিকতা সৌজন্য ও ভ্রাতৃসাহায্যের অভাব। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অধিকাংশ অল্পবয়স্ক বিদ্যার্থী বা কার্য্যপ্রার্থী, অনেকে বিদেশস্থ গৃহবিহীন, অপরদিকে স্ব স্ব পরিবারদিগকে লইয়া স্বতন্ত্র ভাবে থাকিতে বাধ্য হওয়াতে অধিক ব্যয় ভার-গ্রস্ত। এই সকল কারণে প্রত্যেক ব্রাহ্ম প্রায় আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত। আপনি নিশ্চিন্ত না হইলে অপরের জন্য চিন্তা করা যায় না। আপনি সচ্ছল হইয়া অপরকে সাহায্যদান ও অপরের সহিত সামাজিকতার বিনিময় অল্প ব্রাহ্মের পক্ষে ঘটিয়া উঠে, সুতরাং সামাজিক সম্মিলনের সুখ ব্রাহ্মগণের বর্ত্তমান অবস্থায় তাদৃশ অনুভূত হয় না।

খৃষ্টান, বৈষ্ণব বা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কার্য্য প্রথম সময়ে অনেকটা "Communistic principle" সাধারণ হিতার্থে স্বার্থ ত্যাগ ও আত্ম সমর্পণ এই ভাবে সম্পাদিত হয়, এই জন্য তাঁহাদিগের যোগের এত ঘনিষ্ঠতা এবং কার্য্যের এত দৃঢ়তা হইয়াছিল। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে কারণে হউক, সেরূপ সমস্বার্থতা দেখা যায় না এবং তাহা রক্ষা করা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। সমাজের প্রথমাবস্থায় যখন এই ভাব, তখন পরে স্বার্থভাব ও স্বতন্ত্রতা অধিক হইবার সম্ভাবনা।

যাহাহউক ব্রাহ্মগণের মধ্যে অসম্মিলনের অনেক কারণ বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহাদিগের মধ্যে মিলনের যখন সাধারণ ভূমি রহিয়াছে, সকলে যখন একটী সাধারণ আদর্শ লইয়া একটী সাধারণ লক্ষ্য সাধনে অগ্রসর হইয়াছেন, তখন তাঁহাদিগের সাধারণ সম্মিলন কখনই অসম্ভব নহে। গ্রহগণের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র গতি থাকিলেও একটী মধ্যবিন্দুর চারিদিকে তাহাদিগের সাধারণ গতি সম্পন্ন হইতেছে। তাহারা কেবল আপনার আপনার গতিতে চলিলে কে কোথায় গিয়া পড়িত, সৌরজগৎ কোথায় থাকিত? ব্রাহ্মগণ কেবল স্বতন্ত্র গতিতে চলিলে না নিজের মঙ্গল সাধন না সাধারণের কল্যাণের সহকারিতা করিতে পারিবেন। ব্রাহ্মসমাজ রক্ষা যদি বাঞ্ছনীয় হয়, ব্রাহ্মদিগের সামাজিক মিলনও প্রার্থনীয় তাহার সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সম্মিলন সাধন করিতে হইলে আধ্যাত্মিক ও বাহ্য উভয় উপায় অবলম্বন করিতে হয়। হৃদয়ের মিলনই প্রধান লক্ষ্য, বাহ্যযোগ তাহার সহকারী। কিন্তু বাহ্যযোগ সহকারী হইলেও অনেক সময় তাহা হৃদয়ের যোগ সঞ্চারিত ও বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য নিম্ন লিখিত কয়েকটী প্রণালী গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

১। ব্রাহ্মদিগের সর্ব্ববাদি সম্মত কতকগুলি মূল মতে মিলিত হওয়া এবং সামান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতে পরস্পরের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া পরস্পরের মধ্যে তজ্জনিত প্রভেদ অগ্রাহ্য করা। সেই মূল মত গুলি কি, যদ্দারা ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল প্রকার ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, ইহা সকল ব্রাহ্মের বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক এবং তাহাতে একমত বলিয়া পরস্পরকে এক ধর্ম্মের লোক বলিয়া আলিঙ্গন করা কর্ত্তব্য।

২। সর্ব্ববাদি সম্মত একটী সাধারণ উপাসনা প্রণালী স্থির করিয়া সকল ব্রাহ্মের তাহাতে সময় সময় যোগ দেওয়া। এক ব্রহ্মের যোগেই সকলে ব্রাহ্ম, সকলে এক হৃদয়ে মিলিত হইয়া তাঁহার পূজা করিলে যে প্রকার আন্তরিক গাঢ় সম্মিলনের ভাব হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দলের ব্রাহ্মগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপাসনা স্থানে স্বতন্ত্র প্রণালীতে উপাসনা করুন, কিন্তু এক এক সময় সাধারণ উপাসনায় সকলে মিলিত হইবেন এবং তাঁহাদিগের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রণালীর মধ্যে কতকটা সাধারণ অংশ যাহাতে রক্ষিত হয় তাহারও উপায় করিবেন।

৩। উপাসনা ব্যতীত অন্য রূপেও সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মধ্যে একত্র হইবার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। এক স্থানে মিলিত হইয়া ব্রাহ্মগণ আপনাদিগের সাধারণ স্বার্থ লইয়া আলোচনা করিবেন, সাধারণ গৌরবে গৌরবান্বিত ও সাধারণ দুঃখে দুঃখিত হইবেন, ইহা হইলে তাঁহাদিগের আত্মীয়তার ভাব বৃদ্ধি হইবেই হইবে।

৪। ব্রাহ্মদিগের একটী সাধারণ অনুষ্ঠান পদ্ধতি থাকা আবশ্যক এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মের ব্রাহ্মধর্ম্মের মতানুসারে গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান সকল সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। সাধারণ পদ্ধতি এরূপ ভাবে রচিত হইবে, যে ব্যক্তিগত রুচি ও কর্ত্তব্য বুদ্ধি অনুসারে তাহা অল্পাধিক পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্দ্ধিত করা যাইতে পারে। গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান দ্বারা দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়; তাহাতে পরিবারের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম বদ্ধমূল হয় এবং ব্রাহ্মদিগের সামাজিক সম্মিলনের এক একটী বন্ধন সূত্র সঞ্চারিত হইয়া থাকে। সকল ব্রাহ্মের গৃহে অনুষ্ঠান হইলে সকল ব্রাহ্ম পরস্পরের সহিত বিশেষ যোগে গ্রথিত হইতে থাকিবেন।

৫। দেশ হিতকর সকল প্রকার কার্য্য সাধনে ও কুপ্রথা নিরসনে উৎসাহের সহিত মিলিত হওয়াও ব্রাহ্মদিগের যোগ বর্দ্ধনের আর একটী উপায়। যেখানে স্ত্রী শিক্ষা, সমাজ সংস্কার, অত্যাচারীর অত্যাচার দমন, ইত্যাদি কার্য্য তাহাতেই ব্রাহ্মগণ মিলিত হইলে তাঁহাদিগের যোগ অতি উন্নতভাব ধারণ করে।

৬। ব্রাহ্মগণের পরস্পরের তত্ত্ব তল্লাস গ্রহণ—এখন ব্রাহ্মগণ যেরূপ অবস্থায় আছেন, তাহাতে পরস্পরে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন, পরস্পরের সংবাদ গ্রহণ করিতে পারেন না। হিন্দু সমাজের প্রথানুসারে নিমন্ত্রণ ও তত্ত্ব প্রভৃতি দ্বারা এ কার্য্য অনেক পরিমাণে সম্পন্ন হইতে পারে। দূরবর্ত্তী স্থান সকলে প্রচারক বা পরিদর্শক প্রেরণ দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। ইহাঁরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ব্রাহ্ম পরিবারদিগের সংবাদ লইবেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে আত্মীয়তা ও যোগ বর্দ্ধনের চেষ্টা করিবেন।

৭। সমাজস্থ লোকদিগের অভাব অবধারণ ও তন্মোচনের উপায় বিধান। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অনেকে আপনা আপনি বা সপরিবারে বিশেষ বিপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদিগের আশ্রয় স্থান, অন্নোপায় প্রভৃতির জন্য ব্রাহ্মসমাজকে চিন্তা করা কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মগণের বালক, বালিকা, যুবক যুবতী, রুগ্ন, বৃদ্ধ, অনাথ প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ অভাব আছে, তাহা মোচন না হইলে সমাজ অনেক দুর্ভাগ্য, দুর্নীতি ও দুঃখের আলয় হইবে। এ সকল বিষয়ে সকল ব্রাহ্মের মিলিত ভাবে কার্য্য করিলে উদ্দেশ্য সাধনের সুবিধা হইবে এবং মিলন স্থায়ী ও অধিকতর সুফলপ্রদ হইবে।

৮। অর্থ সংস্থান। ব্রাহ্মদিগের সামাজিক অভাব অনেক। সেই সকল অভাব দূর করিতে হইলে অর্থ সংস্থানের প্রয়োজন। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিধবা, অনাথ, দরিদ্র পরিবার সকলের সংখ্যা বাড়িতেছে, এক একজন ব্রাহ্মের এমন ক্ষমতা নাই, এই সকলের প্রতিপালনের গুরুভার বহন করেন, আর ক্ষমতা থাকিলেও এক এক ব্যক্তির উপর নির্ভর করা যাইতে

পারে না। স্থায়ীরূপে অভাব মোচন করিতে হইলে স্থায়ী ব্যবস্থার প্রয়োজন। ব্রাহ্মগণের মধ্যে যাঁহারা উপার্জ্জনশীল, তাঁহারা যদি আয়ের কিছু কিছু অংশ প্রদান করিয়া এই অর্থ সংস্থানের সাহায্য করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের নিজ নিজ পরিবারদিগের ভাবী উপায় হইতে পারে এবং তৎসঙ্গে অপর দুঃখী পরিবারদিগেরও কথঞ্চিৎ সাহায্য হইতে পারে। দরিদ্র-দিগের সাহায্যের স্বতন্ত্র উপায় হইতে পারিলেও তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

৯। মধ্যস্থ দ্বারা বিবাদ মীমাংসা। যেখানে দশজনে একত্র হইয়া কার্য্য করা যায়, সেই থানেই সময় গতিকে কোন না কোন কারণে পরস্পরের মধ্যে মনোবাদের সম্ভাবনা। এই মনোবাদ যাহাতে স্থায়ী হইয়া সমাজ ভঙ্গের কারণ না হয়, সেই জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন। ব্রাহ্মদিগের মত ঘটিত, চরিত্র ঘটিত বা অন্য কোন বিষয় ঘটিত যদি কোন বিবাদ হয়, আপনা আপনি তাহার মীমাংসা না হইলে মধ্যস্থের সাহায্য গ্রহণ করা বিধেয়। শান্তিসংস্থাপক বলিয়া কতক-গুলি উপযুক্ত লোক নিযুক্ত হইতে পারেন, যতদূর সাধ্য সমাজের শান্তি রক্ষা করা যেন তাঁহাদিগের ব্রত হয়। সমা-জের দুর্নীতি ও দোষের শাসন হয় অথচ বৃথা বিবাদ ও সামান্য কারণে মনোভঙ্গ না হয়, তাহার চেষ্টা করা তাঁহাদিগের পক্ষে সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। এ কার্য্য অতি গুরুতর, সমাজের প্রকৃত হিতৈষী, উদারচরিত, স্বার্থত্যাগশীল ব্যক্তি ভিন্ন অপর দ্বারা এ গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না।

যদি ব্রাহ্মগণ আপনাদিগের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া এই রূপ সামাজিক সম্মিলন সংস্থাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে জগতের নিকট তাঁহারা এক আদর্শ সমাজ হইবেন, তাঁহাদিগের গৃহ বিবাদ দূর হইয়া যাইবে, সামাজিক জীব হইয়া একটী সমাজ অভাবে যে সকল গুরুতর অভাব অনু-ভব করিতেছেন তাহা মোচন হইবে এবং বিশুদ্ধ পবিত্র সমাজে অধিবাস করিয়া যে পুণ্য ও সুখশান্তি সঞ্চয় করা যায়, তাহাতে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইবেন।

ঢাকা পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশের সারাংশ।

অদ্য আপনাদের সমক্ষে বনবাসী ধনুর্দ্ধারী রাম লক্ষ্মণ উভয়কে উপস্থিত করিলাম। আদি কবি মহা কবি বাল্মীকি আমাদের জন্য দুইটী মহারত্ন রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের গুণ বর্ণনা করিতে আমার ক্ষুদ্র রসনা সক্ষম নহে। রামায়ণে কি মধুরতা আছে, ইহা কি অমৃতপূর্ণ তাহা যিনি আস্বাদন করিয়াছেন তিনি ভিন্ন অন্যে অবগত নহেন। সেই মহাকবি বাল্মীকি, মনুষ্য চরিত্র যতদূর উন্নত রূপে গঠিত হয় যত দূর সুন্দর করা যায়, তাহা রাম লক্ষ্মণের চরিত্র বর্ণনে প্রদর্শন করিয়াছেন। রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে রাম লক্ষ্মণ সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে সুগ্রীবের সহিত সম্মিলিত হইলে যে একটী ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল এস্থলে সেই অংশ রামায়ণ হইতে পাঠ করিতেছি। এ স্থলের যে কি মহৎভাব তাহা আমাদের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। কবি এখানে কি সুন্দর নীতির অবতারণ করিয়াছেন—লক্ষ্মণের মনের কি মহৎভাব প্রকাশ করি-য়াছেন। লক্ষ্মণ এতকাল কুটীরে সীতার সঙ্গে অবস্থিতি করিলেন, ইহার মধ্যে সীতার মুখের ছবি দর্শন করেন নাই, কেবল চরণ মাত্র দর্শন করিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য শিক্ষা!! এ একটী কবি বাক্য নয়, কিন্তু নীতি। এস্থলে রাম লক্ষ্মণকে আমরা পরিত্যাগ করি। আমরা সামান্য লোক মহৎলোকের বিবরণ লইয়া আমরা কি করিব, এ কথা সত্য হইলেও এনীতির সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ আছে তাহা স্থির করা কর্ত্তব্য। আমাদের নানা প্রকার রিপু আছে। এই সংসার মধ্যে আমরা যদি রিপু জয় না করি, আমরা আত্মবশ হইতে পারিব না। প্রভূত বিক্রম-শালী লক্ষ্মণ কেন এরূপ তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন? সেই প্রধান রিপু মেঘনাদকে পরাজয় করিবার জন্য। আমাদের জীবনে যে সকল রিপুর সংগ্রাম; তজ্জন্য আমাদেরও ব্রতধারী হওয়া কর্ত্তব্য। লক্ষ্মণ সীতার পদ দর্শন করিয়াছিলেন, মেঘনাদকে পরাজয় করিবার জন্য। আমরাও সেই ব্রত গ্রহণ করিব স্ত্রীজাতির চরণ যুগল দর্শন করিব, আমাদের প্রধান রিপুকে জয় করিবার জন্য। আমরা তাঁহাদের মুখ দর্শন করিব না। আমরা তদ্রূপ জিতেন্দ্রিয় হই নাই যে তাঁহাদের মুখচ্ছবিতে ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দেখিব। স্ত্রীজাতির মুখে ঈশ্ব-রের মাতৃভাব, সেই মাতৃভাবকে পূজা করিতে হইলে স্ত্রী-জাতিকে সম্মান করিতে হইবে। যাঁহারা স্ত্রীজাতিকে সম্মান করিতে না পারেন, কখনও তাঁহারা ঈশ্বরের মাতৃভাব উপ-লব্ধি করিয়া তাহার পূজা করিতে পারেন না। আমাদের যদি সেই মাতৃ শক্তির পূজা করা কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে যত দিন পর্য্যন্ত আমরা জিত রিপু না হইব, তত দিন পর্য্যন্ত আমরা মনের সকল শক্তির সহিত দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া স্ত্রীজাতির চরণ দর্শন করিব। ইহাতে কেবল রিপু দমন হইবে তাহা নহে, আমাদের বিনয় শিক্ষা হইবে।—আমা-দের অহঙ্কার চূর্ণ হইবে। আমরা যদি স্ত্রীজাতির পদ যুগল দর্শন করিবার ব্রত পালন করি, আমরা পবিত্রতা ভূষণ লাভ করিব। অনেকে মনে করেন একবার স্ত্রী-জাতির মুখ পর্য্যবেক্ষণে কি পাপ আছে? যদি মনে পাপ না থাকে, যদি পাপের রাজাকে পরাজয় করিতে পারিয়া থাক, যদি সেই ইন্দ্রজিতকে শাসন করিতে পারিয়া থাক, তবে তোমার এ ব্রত উদ্‌যাপন করিবার অধিকার আছে। অন্যথা ব্রত ভঙ্গ করিও না। তাহাহইলে তোমার চক্ষু অন্ধ হইবে, অপবিত্রতা ভিন্ন পবিত্রতার সৌন্দর্য্য নারীর মুখে দেখিতে পাইবে না। স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন মনুষ্য জীবনের এক প্রধান অধিকার। কেন না যদি স্ত্রীলেকের মুখচ্ছবি

দর্শন করিতে পার, তাহাতে ঈশ্বরের মুখচ্ছবি দর্শন করিয়া ধন্য হইবে। দেখিবে সেই বিশ্বজননীর মুখচ্ছবি, তাঁহার কোমলতা দয়া প্রত্যেক নারীর মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত রহিয়াছে, দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবে। যাঁহার দর্শন পাইবার জন্য নদী, পর্ব্বত, চন্দ্র সূর্য্য আকাশ সকলের নিকট যাঁহারা তত্ত্বজিজ্ঞাসা করিতেছে, তাঁহার প্রকাশ স্ত্রী জাতির মুখে দেখিতে পাইবে। আমি বলিতেছি আমরা যদি সাধন করি, আমরা ঈশ্বরের এরূপ প্রকাশ দেখিবই দেখিব। ইহা কবি কল্পনা নহে, ধ্রুব সত্য।

আমি একটী প্রত্যক্ষ ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। কোন ব্যক্তি কাশীতে গঙ্গাপার হইবার সময় মণিকর্ণিকার ঘাটে দেখিলেন একটী স্ত্রীলোক বসিয়া শিবপূজা করিতেছেন। তাঁহার সৌন্দর্য্যে বোধ হইল যেন সেই স্থানের শোভা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। গঙ্গা নদীতে যে সকল পুষ্প ভাসিতেছিল, তিনি তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুষ্প। সেই পরিব্রাজক সেই রমণীর সৌন্দর্য্যে পরমসুন্দরের দর্শন পাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। বলিলেন "মাতঃ ঐ যে উজ্জ্বল সিংহাসন, তাহা তোমাতে বর্ত্তমান।" ইহা কল্পনা নহে, কবিত্ব নহে। আমি সত্য প্রত্যক্ষ ঘটনা আপনাদিগের নিকট বলিলাম।

আমরা হয়তো কত সময়ে সামান্য কারণে পরিবারস্থ স্ত্রীগণকে অপমান করি। কেন আমরা নারীদিগকে অপমান করিব? যে পরিবারে স্ত্রী পূজিতা সেই পরিবারে শান্তি হয়, সুখ হয়। যদি পরিবার মধ্যে শান্তি লাভ লোভের বিষয় হয়, তাহা হইলে স্ত্রীজাতিকে এইরূপ সম্মান দিতে হইবে। তাহাহইলে নারী জাতিকে পূজা শ্রদ্ধা সম্মান করিতেই হইবে। আমরা এইরূপ ব্যবহার করিলে এবং তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলে, তাঁহাদের দয়া স্নেহের স্রোত আমাদের প্রতি প্রবাহিত হইবে। এই এক ব্রত দ্বারা আমাদের রিপু দমন করিতে পারি, প্রত্যেক পরিবার মধ্যে শান্তি আনয়ন করিতে পারি। সার ধর্ম্মের উপদেশ এই আমরা যদি যথার্থ-ভাবে তাঁহাদের মুখ দর্শন করিতে পারি, তাহাহইলে আমাদের দেবালয়ের প্রয়োজন নাই। গৃহে গৃহলক্ষ্মীর মুখ দর্শন করিলে ঈশ্বরের মুখ দর্শন হইবে। তাহা হইলে আমাদের আর পূজার জন্য ভাবনা থাকিবে না।

আমাদের প্রত্যেককে এই নীতির অনুসরণ করিতে হইবে, ইহা কেমন উৎকৃষ্ট নীতি এই বলিয়া ইহাকে বিদায় করিলে চলিবে না। ভ্রাতাগণ আপনারা পরীক্ষা করিয়া দেখুন, ইহার অনুসরণে আপনাদের জীবন পবিত্র হইবে।

এই জন্য কবিকে প্রশংসা করি যে তিনি এমন উচ্চনীতি আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। আজ কাল জনসমাজের যে রূপ অবস্থা তাহাতে এরূপ কঠোর কর্ত্তব্যের কথা বলিলে উপহাসাস্পদ হইতে হয়। কিন্তু মহাকবি বাল্মীকি যে রাম লক্ষ্মণকে বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহারা দেবতা বলিয়া পূজিত, তাঁহাদিগকে কেহ উপহাস করিতে সাহসী হইবে না। রামায়ণে কত উপদেশ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের উপদেশ সকল যদি আমরা আয়ত্ত করি, বাস্তবিক আমাদের জীবন পরাভব লাভ করিবে। এ সকল সত্য গ্রহণ করিলে আমাদের জীবন অভিনব সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইবে। আমরা উন্নত হইব। অতএব আমরা যেন এই সৌন্দর্য্যের জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি। জীবনে আমাদের মধ্যে পুনরায় রাম লক্ষ্মণের আবির্ভাব হইবে। কেন হইবে না? ঈশ্বর কৃপায় অবশ্যই হইবে, তাহা হইলে সমাজের মঙ্গল হইবে, আমাদের জীবন সার্থক হইবে।

স্তুতি ও প্রার্থনা।

হে অপার করুণাসিন্ধু পরমেশ্বর! যে সকল লোকে মুক্তি লাভের জন্য তোমার চরণ ছাড়িয়া অপরকে আশ্রয় করে তাহারা কি ভ্রান্ত! তাহারা ভ্রম বশতঃ মনে করে, তুমি কেবল পাপের দণ্ড বিধান করিয়া থাক, পাপীর মঙ্গল কামনা কর না; তুমি কেবল পবিত্র-চরিত্র দেবতাদিগকে লইয়া স্বর্গে অধিষ্ঠান কর, পৃথিবীর পাপীর প্রতি কটাক্ষপাত কর না। সেই জন্য তোমার অপেক্ষা পাপীর দুঃখে দুঃখী আর বুঝি কেহ আছে, তোমার অপেক্ষা পাপীর মঙ্গল বিধানে অধিক সমর্থ আর বুঝি কেহ আছে, এই মনে করিয়া তাহারা তোমাকে পরিত্যাগ করে। কিন্তু জগদীশ, তুমি আমাদের কে, তোমার প্রকৃতি রীতি ও আমাদিগের প্রতি আচরণ কিরূপ, ইহা যাহারা একবার অনুধাবন করিয়া দেখিয়াছে, তাহারা আর অকৃতজ্ঞ হইয়া তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারে না। মার অপেক্ষা সন্তানের ব্যথার ব্যথিনী কি কেহ হইতে পারে? মার স্নেহ কি সন্তানের প্রতি কখন বিমুখ হইতে পারে? তুমি মার অপেক্ষা অনন্ত গুণে অধিক স্নেহ-পূর্ণ চক্ষে আমাদিগের প্রতি চাহিয়া আছ, মার অপেক্ষা অনন্ত গুণে অধিক সহিষ্ণু ও প্রেমোন্মত্ত হইয়া আমাদিগের মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত রহিয়াছ, তুমি মুক্তি ও পরিত্রাণ হস্তে ধারণ করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছ, কখন আমরা তোমার নিকটস্থ হইয়া তোমার হস্ত হইতে তাহা গ্রহণ করিব। হে একমাত্র মুক্তিদাতা ঈশ্বর, সকলের চক্ষু খুলিয়া দেও, গতি মুক্তির এক মাত্র কারণ তোমাকে দেখিয়া সকলে তোমার শরণাপন্ন হউক, ভ্রান্ত ধর্ম্মের উপদেশ হইতে রক্ষা লাভ করুক, প্রকৃত পরিত্রাণের পথ অবলম্বন করিয়া অনন্তকালের জন্য তোমাতে জীবন প্রতিষ্ঠিত করুক।

দীনবন্ধু তুমি দীনের বন্ধু ইহা যখন অন্তরে উপলব্ধি করি তখন দীনতা পরিগ্রহ করিবার ইচ্ছা অন্তরে বলবতী হয়। আমার কিছুতেই কায নাই, আমার সর্ব্বস্ব যাক্; আমার ধন যাক্, মান যাক্, জ্ঞান বুদ্ধি গুণ গরিমা সকলি যাক্। অন্তরে বাহিরে যাহা কিছু আমার বলিয়া গৌরব করিবার আছে সকলি যাক্। আমি নিতান্ত দীন হইয়া তোমার সিংহাসনের তলে পড়িয়া থাকি। দীননাথ! যাহাদের আমার বলিয়া অহঙ্কার করিবার কিছু আছে,

তাহারা কখনই তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে চাহিতে পারে না। যাহারা আত্মভোগের যথেষ্ট সামগ্রী তাহাদের ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ দেখে, তাহারা কেনই বা তোমাকে ডাকিবে? তোমাতে তাহাদের কি প্রয়োজন? হে গতিনাথ, তুমি দীন হীন না করিলে কে এই সংসারে দীন হীন হইতে পারে? তুমি দয়া করিয়া যাহার সর্ব্বস্ব হরণ কর, বলপূর্ব্বক যাহার ধন ঐশ্বর্য্য কাড়িয়া লও, সেই কাযে কাযেই গতিহীন হইয়া তোমার শরণাপন্ন হয়। যেখানে তাহার ধন সেই খানেই তাহার মন, সে আর তোমাকে ছাড়িতে পারে না। সে তখন তব ধনে ধনী হয় তব বলে বলী হয়। দিব্য ধামে দীনতার এই রূপ পুরস্কার হইয়া থাকে। হে দীন হীন দিগের হৃদয় ধন, তুমি একবার আমার যাহা কিছু আছে সকলি আত্মসাৎ কর, আমি দীন হীন হইয়া তোমাকে দীননাথ দীন বন্ধু বলিয়া, হৃদয়ের সর্ব্বস্ব ধন করিয়া লই; আমার মনের সকল সাধ পূর্ণ করি।

রাগিণী পঞ্চম বাহার—তাল ঝাঁপতাল।

(৪৯ মাঘোৎসব উপলক্ষে রচিত)

মিলে সব বন্ধুগণে, সরল প্রফুল্ল মনে, গাওরে আনন্দে আনন্দময়ে।

আজি মহা মহোৎসবে, বল কে নীরব রবে, নর নারী গাও সবে, প্রেম পূর্ণ হৃদয়ে।

আজি শুভ সুপ্রভাতে, ডাকরে হৃদয়নাথে, ডাকরে করুণা নিলয়ে;

যিনি সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা, বিশ্বপিতা বিশ্বমাতা জীবন কর সফল ডাকি জীবনাশ্রয়ে।

শুভ দিনে, শুভক্ষণে, আজি শুভ সম্মিলনে, শুভ উৎসব আলয়ে;

নব নব বিকশিত, প্রেম চন্দন চর্চ্চিত, গাওরে চরণ তাঁর ভক্তি পুষ্প চয়ে।

ব্রাহ্মসমাজ।

কলিকাতার যে সকল ছাত্র ধর্ম্মবিরোধী বা সংশয়বাদী নন, তাঁহারা শুনিয়া সুখী হইবেন যে ছাত্রদিগের জন্য "ছাত্র-মণ্ডলীর সাপ্তাহিক উপাসনা" নামে একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতি রবিবার প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় ১৩ নম্বর মৃজাপুর ষ্ট্রীট ভবনে উক্ত সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। সভাতে ব্রহ্ম সঙ্গীত সহকারে কার্য্যারম্ভ হইয়া একটী বক্তৃতা এবং তদনুযায়ী একটী প্রার্থনা হয়। তৎপরে পুনরায় সঙ্গীতানন্তর সভা ভঙ্গ হয়। এক ঘণ্টার মধ্যে প্রায় কার্য্য শেষ হয়। গত ১৩ই ও ২১শে বৈশাখ রবিবার এই সভার প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী "প্রকৃত শিক্ষা কি" ও "ধর্ম্মভাব মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ" এই দুই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সভার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্য কয়েকজন সভ্য অধ্যক্ষ সভারূপে মনোনীত হইয়াছেন। গ্রীষ্মাবকাশে অধিকাংশ সভ্য কলিকাতা ত্যাগ করাতে সভার কার্য্য বন্ধ হইয়াছে, জুলাই মাসের প্রথম রবিবার পুনরায় আরম্ভ হইবে।

গত ১৪ই বৈশাখ শনিবার শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় "ব্রাহ্মসমাজ স্ত্রীজাতির জন্য কি করিয়াছেন" এই বিষয়ে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। দ্বারি বাবুর তাদৃশ বক্তৃতা শক্তি না থাকিলেও তিনি বহু আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক রামমোহন রায়ের সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত হইতে যে সকল ঘটনা সংগ্রহ করিয়া ছিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহার বক্তৃতাটী নিতান্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। বক্তৃতাটী শ্রবণ করিতে করিতে আমরা যেন সমুদায় ব্রাহ্মসমাজকে একেবারে চক্ষের নিকট উপস্থিত দেখিলাম এবং দেখা গেল যে রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে এমন কোন সময় ছিলনা যখন ব্রাহ্মসমাজ একেবারে নারীজাতিকে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। ইহা স্মরণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আমাদের ভাল বাসা যেন দশগুণ বর্দ্ধিত হইল। স্ত্রীজাতির উন্নতি সম্বন্ধে যিনি যত করিয়াছেন, তন্মধ্যে পূর্ব্ববাঙ্গালবাসী কতিপয় ব্রাহ্ম যুবক নিতান্ত প্রশংসনীয়। ইহাদের অনেকে তখন কলেজের ছাত্র ছিলেন তথাপি তাঁহারা আপনাদের অর্থ, সময় ও স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন করিয়া কতকগুলি কুলীন কন্যাকে ও বাল বিধবাকে যেভাবে অসহ্য যাতনা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহা স্বর্ণাক্ষরে ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্তে লিখিত থাকা উচিত। দুঃখের বিষয় এই সকল যুবকের কেহ কেহ পরলোক বাসী হইয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় এই যুবক দিগের সেই সকল সদনুষ্ঠানের বিবরণ শীঘ্রই লিপিবদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত মধ্যে সন্নিবেশিত করা উচিত। দ্বারিক বাবু উপসংহার কালে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে সাধারণ-সমাজ এই অল্পকালের মধ্যে যদিও স্ত্রীজাতির জন্য বিশেষ কিছু করেন নাই, তথাপি একজন ভদ্র মহিলাকে বরিশাল ব্রাহ্মিকা সমাজের প্রতিনিধিরূপে নিজ অধ্যক্ষ সভায় গ্রহণ করিয়া এবং নর নারী উভয়েরই হস্ত দ্বারা নিজ উপাসনা গৃহের ভিত্তিস্থাপন করিয়া নিজ উদার কর্ত্তব্য পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা দ্বারিক বাবুকে বক্তৃতাটী পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করি।

ভবানীপুরে কয়ে মাস হইল একটী নতন ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার সম্পাদক বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসু প্রতিনিধি স্বরূপে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভায় নিযুক্ত হইয়াছেন।

গত ৯ই মে শুক্রবার অপরাহ্ন ৫॥টার সময় মৃজাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে ইয়ংমেন্স থিইষ্টিক সোসাইটী সভার এক অধিবেশন হয়, তাহাতে বাবু সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায় "ভারতবর্ষ কি খৃষ্টকে লইতে প্রস্তুত?" এই বিষয় ইংরাজিতে একটী মৌখিক বক্তৃতা করেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিন উপলক্ষে গত ১৫ই মে (২রা জ্যৈষ্ঠ) বৃহস্পতিবার প্রাতে ৬টার সময় উপাসনা হয়।

পণ্ডিত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ব্রাহ্মসমাজকে বাষ্পীয় পোতের সহিত তুলনা করিয়া তিনি একটী সুন্দর উপদেশ দেন। পোত চালনোপযোগী বাষ্পোদ্গমের জন্য যেমন তেজ ও জল চাই, ব্রাহ্মসমাজে সেইরূপ জলন্ত উৎসাহ ও সুস্নিগ্ধ প্রীতিভক্তি উভয়ই চাই। পোত-চালনায় ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল যন্ত্র গুলির এবং পোতচালকদিগের সামান্য ও মহৎ সকল কর্ম্মচারীর কার্য্যের যেমন সমান গুরুত্ব আছে, একটীর অভাবে পোত নিশ্চল ও বিপন্ন হয়, ব্রাহ্মসমাজের গঠনের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরও প্রয়োজনীয়তা সেইরূপ। আবার তরঙ্গঝঞ্ঝাকুল নদীর মধ্যে পোতারোহী সকলকে যেমন আপনাদিগের ক্ষমতার অসারতা দেখিয়া ঈশ্বরকে ডাকিতে দেখা যায়, ব্রাহ্মসমাজ তরণীস্থ লোকেরা ভবনদীর তুফানে পড়িয়া কেবল আপনাদিগের শক্তি চালনা করিলে নির্ভয় হইতে পারেন না, তাঁহাদিগকে সেই সর্ব্বশক্তির মূলাধার ঈশ্বরের উপর একান্ত নির্ভর করিয়া চলিতে হইবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এই গঠন প্রণালী এবং ইহার প্রত্যেক অঙ্গের কার্য্যের গুরুত্ব প্রত্যেক ব্রাহ্মকে বিশেষরূপে অনুভব করিতে হইবে এবং সকলের শক্তির অবলম্বন এক মাত্র ঈশ্বরের উপর এক প্রাণে নির্ভর করিয়া সকল বিপদ আপদ কাটাইয়া যাইতে হইবে।

অপরাহ্ন ৬টার সময় কয়েকটী সঙ্গীত হইলে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ধর্ম্মজগতের ক্ষমতার অপব্যবহার এবং সাধারণ সমাজের গঠন প্রণালী ও উদ্দেশ্য বিষয়ে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। এই বক্তৃতার মর্ম্ম পরে প্রকাশ করিবার মানস রহিল। তৎপরে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তৎপরে বাবু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গত একবৎসরের মধ্যে বাবু গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ ও বাবু পদ্মহাস গোস্বামী এই দুই জন উৎসাহী সভ্যকে হারাইয়া যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন তাহা যথোপযুক্ত বাক্যে প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগের পরলোকগত আত্মার জন্য প্রার্থনা করিবার প্রস্তাব করিলেন এবং তদনুসারে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী একটী প্রার্থনা করিলেন। অবশেষে উৎসাহের সহিত সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন হইয়া রাত্রি প্রায় ৯ টার সময় কার্য্য শেষ হইল।

প্রচারক পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন স্বাস্থ্যলাভের জন্য দুই মাসের ছুটী লইয়া দার্জ্জিলিং গমন করিয়াছেন। আমরা আশা করি তিনি ত্বরায় সম্পূর্ণ সুস্থশরীর হইয়া পুনরায় নূতন উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত প্রচার কার্য্যে বহির্গত হইবেন।

ব্রাহ্মপদ্ধতিও ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে গত ২৩এ এপ্রেল ঢাকায় একটী বিধবা বিবাহ হইয়াছে। কন্যার নাম শ্রীমতী বরদাসুন্দরী, বয়স ২৪, তিনি ময়মনসিংহের এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশীয়। বরের নাম বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, বয়স ২৭ বৎসর। পণ্ডিত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী এই বিবাহক্রিয়া সম্পাদন করেন।

গত ৭ই বৈশাখ দিনাজপুরের বাবু গোবিন্দ চন্দ্র দত্তের কন্যার জন্মতিথি অনুষ্ঠান ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে।

মহেশপুরে মহেশপুর ধর্ম্ম সমাজ নামে একটী নূতন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

গত ২রা মে শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের ষোড়শ সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে।

আমরা গভীর শোক সহকারে প্রকাশ করিতেছি, গত ১৯এ বৈশাখ নগাঁও ব্রাহ্মসমাজের সুবিখ্যাত আচার্য্য ও প্রচারক বাবু পদ্মহাস গোস্বামী মহাশয় বসন্তরোগে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। ইনি আসাম প্রদেশে ব্রাহ্মজীবনের একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন। শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, এজন্য স্বদেশের শিক্ষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন, তদ্ভিন্ন দেশহিতকর সকল কার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ও সহকারিতা ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান লক্ষ্য ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। কার্য্য হইতে যখন অবকাশ পাইতেন, তখনি নানা স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ ভ্রমণ করিতেন। প্রচারক নাম ধারণ করিয়া অনেকে যাহা না করিয়াছেন, তিনি তদপেক্ষা অনেক কার্য্য করিয়াছেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন অত্যন্ত উৎসাহী সভ্য ও ইহার উদ্দেশ্যসাধনের সহায় ছিলেন। তাঁহাকে হারাইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন তাহা বলিবার নহে। ঈশ্বর তাঁহার পরলোকস্থ আত্মার কল্যাণ করুন।

আগামী ২৯এ জুন রবিবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার ত্রৈমাসিক সাধারণ অধিবেশন হইবে।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সম্প্রতি ঢাকাপ্রকাশে এক খানি পত্র লিখিয়া বাবু কেশবচন্দ্র সেনের আত্ম প্রভাব স্থাপনেচ্ছার আর কয়েকটী প্রমাণ দিয়াছেন। আমরা স্থানাভাবে পত্রের একাংশ মাত্র উদ্ধৃত করিলাম। বিজয় বাবু লিখিয়াছেন "তিনি (কেশব বাবু) স্পষ্টভাবে আমাদের কয়েক জন প্রচারকের নিকট এক দিবস সন্ধ্যার পর তাঁহার কলুটোলাস্থ ভবনের তৃতীয়তলগৃহে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে "আমি কি, তদ্বিষয়ে তোমাদের স্পষ্ট মত থাকা উচিত"। এই কথার পর তিনি বলিলেন,—"জীব তিন প্রকার—মুক্ত, মুমুক্ষু, বদ্ধ। মুক্ত জীবেরা ঈশ্বরের পারিষদ, তাঁহারা চিরকাল ঈশ্বরের সঙ্গে রহিয়াছেন, ঈশ্বর সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন যথা, খৃষ্ট, চৈতন্য ইত্যাদি। আমি নিজকে সেই খৃষ্ট, সেই চৈতন্য বলিয়া মনে করি, কারণ সেই আত্মাই আমি। এই মুক্ত জীবদিগের সহিত কতকগুলি পারিষদ থাকে; যেমন খৃষ্টের—জন পিটার প্রভৃতি এবং চৈতন্যের—অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস প্রভৃতি। ইহারা মুক্ত জীবের অবতারের সহায়— তোমাতে (বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীতে) সেই অদ্বৈতের "স্পিরিট" রহিয়াছে। এই পারিষদদিগকে মুমুক্ষু বলিয়া গণ্য করা যায়। সাংসারিক জীবদিগকে বদ্ধ জীব বলা যায়। এই বদ্ধ জীবদিগকে উদ্ধারের জন্যই

মুক্ত এবং মুমুক্ষু জীবের প্রয়োজন। ইহা পরমেশ্বরের বিধান। কালে কালে এই বিধান চলিয়া আসিতেছে। অন্য কালের বিধান অপূর্ণ ছিল, ব্রাহ্মসমাজে সেই বিধান পূর্ণ হইল। অতএব আমার সম্বন্ধে আর অন্য মত করিও না। আমার মৃত্যুর পর আমাকে লইয়া অথবা আমাকে ছাড়িয়া নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইও না। আমাকে ছাড়িলে ব্রাহ্মসমাজের বিধান অস্বীকার করা হইবে। আমার এই কথা সম্বন্ধে তোমাদের মধ্যেই ভয়ানক প্রতিবাদকারী রহিয়াছে। প্রতিবাদকারী তোমাদের নেকড়া ব্যাঘ্র। তাঁহার নাম প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। তিনি সেই দিন মন্দিরে স্পষ্টই বলিলেন "ব্রাহ্মসমাজ রথের গতি একজন মনুষ্যকর্তৃক আবদ্ধ হইল"। এই কথা বর্ত্তমান বিধানের প্রতিবাদ। অতএব তোমাদের একটীমাত্র অশঙ্কার স্থান রহিয়াছে। আমি এবিষয়ে সাবধান করিয়া দিলাম। আমার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিলাম, তাহা পঞ্চাশ বৎসর পরে প্রকাশিত হইবে এই ভবিষ্যৎবাক্য স্মরণ রাখিও"। //

প্রেরিত।

উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ।

বিগত ১লা বৈশাখ রবিবার নববর্ষোপলক্ষে নিম্ন লিখিত প্রণালীতে জলপাইগুড়ি ব্রাহ্মসমাজের ১০ম সাংবৎসরিকোৎসব সমাধা হইয়াছে।

১। পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ সেন মহাশয় উপাসনাদি কার্য্য সমাধান করেন।

২। পূর্ব্বাহ্ণ ১১ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণ ১ ঘটিকা পর্য্যন্ত দরিদ্রদিগকে দানাদি করা হয়।

৩। অপরাহ্ণ ১ ঘটিকা হইতে ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত সাধারণ-ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু গণেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কর্তৃক ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যা, জনৈক স্থানীয় উপাসক কর্তৃক একটী প্রবন্ধ পাঠ, উপস্থিত উপাসকগণ কর্তৃক সমবেত ভাবে সদালাপ ও সংকীর্ত্তনাদি কার্য্য সমাহিত হয়।

৪। অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত প্রচারক মহাশয় উপাসনাদি কার্য্য সমাধান করেন। উপাসনান্তে সমবেত উপাসক মণ্ডলীর প্রতি, নববর্ষাগমনোপলক্ষ করিয়া "দ্বিজাত্মা" সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটী সুন্দর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন;

উপদেশের সার ভাব; "অনাদিকাল হইতে মুহূর্ত্তের লয়ে মুহূর্ত্তের উদয়, দিবসের লয়ে দিবসের সমুদয়, বর্ষান্তে বর্ষের আরম্ভ হইতেছে। আরম্ভ হইয়া শেষ হইতেছে। এই আরম্ভও শেষের সহিত পরিবর্ত্তনশীল জগদ্বাসী মানবের সম্বন্ধ। অপরিবর্ত্তনীয় অনন্তকাল বিধাতার সমীপে সকলই বর্ত্তমান। সেই ত্রিকালজ্ঞ পুরুষের সর্ব্বময় অনন্ত দৃষ্টিপটে ত্রিকালীন ঘটনাবলীর আদ্যঅন্ত সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত রহিয়াছে। আমাদের প্রতি জনের অনন্ত জীবনের চিত্রও সেই চিত্রের অন্তর্নিবিষ্ট। জীবনের যে মুহূর্ত্ত নিষ্ফল অপগত হইতেছে, তাহা এক একটী ঘোর অন্ধকারময় চিহ্নে চিহ্নিত হইতেছে, এই চিহ্ন সকল দেখিয়া এক দিন প্রখর অনুতাপানলে পরিতপ্ত হইতে হইবে। অতএব এই নবাগত বর্ষ যাহাতে জীবনের একটী উৎকৃষ্টাংশ হইতে পারে তজ্জন্য সকলকেই যত্নবান ও দৃঢ় কল্প হওয়া নিতান্ত উচিত। এজন্য, যে জন্মের ফল এই পুরাতন অসার জীবন, তৎপরিবর্ত্তে জন্মান্তর পরিগ্রহণ করিতে হইবে। এই জন্ম আধ্যাত্মিক জন্ম। সংসারের উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে জন্ম ধারণ পূর্ব্বক অভূতপূর্ব্ব দিব্য নব জীবনে অগ্রবর্ত্তন করাই এই জীবনের পরম উদ্দেশ্য। এই জন্ম গ্রহণের পর হইতেই মনুষ্য দ্বিজাত্মা হয়। দ্বিজাত্মা না হইলে প্রাণের প্রাণ ঈশ্বরকে প্রাণাপেক্ষা নিকটে দেখিবার উপায়ান্তর নাই। আমাদের দেশে পূর্ব্বে কেবল ব্রাহ্মণেরাই দ্বিজ হইতেন, অন্যের এ অধিকার ছিল না। স্বর্গীয় উদার ব্রাহ্মধর্ম্ম চণ্ডাল ব্রাহ্মণ অভেদে সকলকেই সেই অধিকার প্রদান করিতে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই শুভ যোগে সকলে দ্বিজাত্মা হইয়া এই অনন্ত সর্ব্বময় বিশ্বাধিপ পরম দেবকে প্রাণ মন্দিরে অর্চ্চনা করিতে সমর্থ হউন। এই সঙ্গে কএকটী পৌরাণিক দৃষ্টান্ত প্রদান ও রূপক বাক্যের মর্ম্ম প্রকটন করা হইয়াছিল।

১৫ বৈশাখ একান্ত বশম্বদ।
১৮০১ শক শ্রীনবীনচন্দ্র ঘোষ।
সম্পাদক।

পাবনা ব্রাহ্মসমাজ।

পাবনা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের কার্য্য প্রণালী সংক্ষেপে লিখিত হইল। অনুগ্রহ পূর্ব্বক তত্ত্বকৌমুদীর এক পার্শ্বে স্থান দিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ২৩এ চৈত্র রবিবার এখানে আসিয়া উপস্থিত হন। সেই দিন হইতেই এক প্রকার আমাদিগের উৎসব আরম্ভ হয়। সন্ধ্যার পর সমাজে নিয়মিত উপাসনা হয়। ২৫ এ চৈত্র সোমবার হইতে ২৮ এ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত প্রতি দিবস সায়ংকালে উপাসনা ও সঙ্কীর্ত্তন হয়। ২৯ এ চৈত্র শুক্রবার প্রাতে ৭টার সময় উপাসনা হয়। প্রকৃত অনুরাগ বিষয়ে শিবনাথ বাবু যে উপদেশটী দিয়াছিলেন; তাহা অত্যন্ত হৃদয় গ্রাহী হইয়াছিল। অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় অত্রত্য ইংরাজী স্কুল গৃহে শিবনাথ বাবু এক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা শুনিবার জন্য সকল শ্রেণীর লোকই অত্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত উপস্থিত হইয়াছিলেন। অনেককে স্থানাভাব প্রযুক্ত দণ্ডায়মান থাকিতে হইয়াছিল। বক্তৃতাটী অত্যন্ত সারগর্ভ ও উপদেশপূর্ণ হইয়াছিল। বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ৩০এ চৈত্র শনিবার প্রাতে ৭টার সময় উপাসনা হয়। অপরাহ্ণ ৫৷৷০ ঘটিকার সময় নগরকীর্ত্তন বহির্গত হইয়া নগরের প্রধান প্রধান রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। নগর কীর্ত্তনে অনেক হিন্দু ও অপরাপর ভদ্র লোক যোগ দিয়াছিলেন, গীত কয়েকটীও

অত্যন্ত উৎসাহের সহিত গান করা হইয়াছিল। শেষের গানটী "ঐ দেখ ভাসিছে আনন্দে ধরা শুনে আনন্দময়ের জয়ধ্বনি রে" বাস্তবিক সকলকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। ১লা বৈশাখ (প্রকৃত উৎসবের দিবস) প্রাতে ৬টার সময় উপাসনা হয়। হিন্দু শাস্ত্র হইতে শ্লোক পাঠ এবং তাহার ব্যাখ্যা অত্যন্ত সুন্দর হইয়াছিল। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে সংগীত ও সঙ্কীর্ত্তন হইয়া ৭টার সময় উপাসনা আরম্ভ হয় এবং রাত্রি ৯টার সময় উৎসব শেষ হয়। এ বেলায় উপদেশটীও অপর কয়েকটির ন্যায় অত্যন্ত মধুর হইয়াছিল। এবারকার উৎসবে শিবনাথ বাবুর মর্ম্মভেদী প্রার্থনায় এবং উপদেশে আমরা বিশেষরূপে উপকৃত হইয়াছি। তাহার পর এখানকার ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু তারক গোবিন্দ মৈত্র মহাশয়কে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিনা। তিনি এই উৎসবটী সম্পন্ন করিবার জন্য বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারই যত্নে আমরা এবারকার উৎসব ও উপাসনা সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

পাবনা,
১৯এ এপ্রেল।
১৮৭৯ সাল।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীশশধর ভাদুড়ী।

বিবাহ ভঙ্গ প্রথা প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা?

১৮৭২ সালের তিন আইনটী যদিও অনেকাংশে ভাল হইয়াছে এবং ব্রাহ্ম ও অপর যাহারা হিন্দু বা অন্য কোন সম্প্রদায়ের ধার না ধারিয়া নিজের স্বাধীন ইচ্ছানুসারে বিবাহ করিতে চান, তাহাদের ও ভাবী বংশীয়দের মঙ্গলের জন্য সকলেরই উক্ত আইনের আশ্রয় লইয়া বিবাহ করা উচিত বটে, কিন্তু উক্ত আইনে যে একটী প্রধান দোষ বা অভাব রহিয়াছে, তদ্দ্বারা সমাজের বিশেষ অনিষ্ট হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। যাহাতে ব্রাহ্মগণ ঐ বিষয়টী হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহা দূর করিতে যত্নবান হন, এই উদ্দেশ্যে আমরা উক্ত দোষ বা অত্যাচারটীর বিষয়ে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বিবাহ ভঙ্গ করিয়া পুনরায় বিবাহ করার প্রথা (Divorce) ও আইনে প্রচলিত না থাকাই আমাদের অদ্যকার আলোচনার বিষয়।

আমরা যেরূপ সমাজে লালিত পালিত হইয়াছি, তাহাতে বিবাহ বন্ধন ছেদন করার কথা শ্রবণ করিয়া সহসা চমকিত হইতে পারি এবং এই প্রথা প্রচলিত হইলে সমাজের ইষ্ট সাধন না হইয়া অনিষ্ট সাধন হইবে বলিয়া মনে করিতে পারি। কিন্তু একটুকু চিন্তা করিয়া দেখিলে বিবাহভঙ্গ প্রথা প্রচলিত হওয়া যে আবশ্যক তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি হইবে। খৃষ্টান ও মুসলমান সমাজে এই নিয়মটী প্রচলিত আছে। হিন্দুসমাজে যদিও স্পষ্ট এইরূপ কোন নিয়ম নাই বটে, কিন্তু পুরুষ ইচ্ছা করিলেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারে এবং এক স্ত্রী বর্ত্তমান থাকা সত্বে যতটী ইচ্ছা বিবাহ করিতে সমর্থ হয়। কেবল স্ত্রীলোকের পুনরায় বিবাহ পক্ষেই হিন্দুসমাজ খড়্গহস্ত এবং যদিও শাস্ত্রে পতি পতিত ও নিরুদ্দেশ হইলে ইত্যাদি অবস্থায় পুনরায় স্ত্রীলোকের বিবাহ করার নিয়ম আছে, কিন্তু সেই নিয়ম শাস্ত্রে বদ্ধ আছে, কার্য্যেতে তাহা কিছুই প্রকাশিত নয়। সুতরাং যদিও হিন্দুসমাজের স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যে বিবাহ ভঙ্গ করিয়া পুনরায় বিবাহ করার নিয়ম প্রচলিত নাই, কিন্তু সমাজের এক অঙ্গ অর্থাৎ পুরুষের পক্ষে সেইরূপ নিয়ম প্রচলিত আছে। এরূপে আমরা সভ্য ও অসভ্য যে সম্প্রদায়ের বিবাহ পদ্ধতির বিষয় আলোচনা করি না কেন, পৃথিবীর সমুদায় জাতির মধ্যেই এই নিয়মটী প্রচলিত দেখিতে পাই। গারো, সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতীয়েরা যদিও বিবাহ ভঙ্গ করিয়া পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য কোনও আইনের আশ্রয় গ্রহণ করে না, কিন্তু যখন তাহাদের স্ত্রী পুরুষের মধ্যে ভয়ানক বিবাদ বিষম্বাদ বা মনোমালিন্য উপস্থিত হয়, যখন তাহারা একত্র থাকা নিতান্ত অশান্তিকর মনে করে অথবা একে অন্যের ব্যভিচার দোষ দেখে, তখন তাহারা কি কি উপায় অবলম্বন করে! তাহারা আপনাদিগকে অশান্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্য পঞ্চায়ত ডাকাইয়া তাহাদের নিকট বিবাহ ভঙ্গসূচক একটী পাতা লইয়া ছিড়িয়া ফেলে, বা অন্য কোনরূপ চিহ্ন প্রকাশ করে, তাহাতে তাহাদের বিবাহ ভঙ্গ হইয়া যায়, তাহারা পুনরায় আপন ইচ্ছানুসারে অন্য বিবাহ করিতে পারে। যখন পৃথিবীর সভ্য অসভ্য ও হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি সমুদায় জাতিও সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিবাহ ভঙ্গ প্রথা প্রচলিত দেখিতেছি, তখন যাহারা তিন আইনের আশ্রয় লইয়া বিবাহ করিবেন, তাহাদের পক্ষে বিবাহ ভঙ্গের নিয়মটী প্রচলিত থাকা কি উচিত ও আবশ্যক নয়?

যেরূপ পৃথিবীতে সকল বস্তুরই অপব্যবহার আছে, সেইরূপ যে যে দেশে বা জাতিতে বিবাহ ভঙ্গের নিয়ম প্রচলিত আছে, তথায়ই ইহারও অপব্যবহার দৃষ্ট হয়। খৃষ্টান ও মুসলমান সমাজে বিবাহ ভঙ্গ প্রথা প্রচলিত থাকায় কি না ভয়ানক কাণ্ড সকল সাধিত হইতেছে! দুষ্ট লোকেরা অপর কোন স্ত্রী বা পুরুষের প্রতি আসক্ত বা কোন সাময়িক ঘটনায় স্বামী বা স্ত্রীর প্রতি বিরক্ত হইয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার জন্য স্ত্রী বা স্বামীর প্রতি দোষারোপ করতঃ বিবাহ ভঙ্গ আইনের আশ্রয় লইয়া দাম্পত্য প্রেমের নামে কিনা কলঙ্ক আনয়ন করিতেছে? কত নির্দ্দোষী কুল কন্যা যে বিবাহ ভঙ্গ প্রথা প্রচলিত থাকায় দুষ্ট লোকের হাতে পড়িয়া রাজদ্বারে ও সমাজের নিকট ঘৃণিত হইতেছে তাহা মনে করিলে কি এই প্রথার প্রতি বিরাগ জন্মে না? উপরে আমরা যাহা লিখিলাম উহা সত্য বটে, কিন্তু তাই বলিয়া বিবাহ ভঙ্গ প্রথা যে একবারে দূষণীয় বা জঘন্য তাহা আমরা কখনও স্বীকার করিতে পারি না। যেমন এই পৃথিবীতে সমুদায় ভাল বস্তুরই অপব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু অপব্যবহার হয় বলিয়া কিছুই কি বর্জ্জনীয় বা জঘন্য? আমরা যে প্রেমের অথবা ধর্ম্মের নামে লোককে মাতাইতে চাই, যে প্রেমের বা ধর্ম্মের জন্য পৃথিবীর আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে পাগল ও যাহার

অভাব হইলে জীবন মৃত ও পৃথিবী শূন্য বোধ হয়, সেই প্রেমের ও ধর্ম্মের নামে কি না জঘন্য কাণ্ড সকল হইয়া গিয়াছে ও হইতেছে। তথাপি যেমন প্রেম ও ধর্ম্ম সকলের আদরণীয় ও পূজনীয় বস্তু, সেইরূপ ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে বিবাহ ভঙ্গ প্রথা প্রচলিত থাকায় তথায় নানা প্রকার কুকাণ্ড সকল সাধিত হইতেছে, তথাপি উক্ত প্রথা দূষণীয় অথবা বর্জনীয় নয়। উহা সমাজের আদরনীয় ও সমাজের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। তবে কি না পৃথিবীতে সকল বস্তুরই অপব্যবহার হয় বলিয়া যেমন অপব্যবহারের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে হয়, তদ্রূপ যাহাতে বিবাহ ভঙ্গ প্রথার আশ্রয় লইয়া অসৎ লোকেরা তাহাদের অসদাচরণে সংসারকে কলঙ্কিত করিতে না পারে, তাহার সুব্যবস্থা প্রচলিত করা হউক, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই বরং আমরা এইরূপ সুব্যবস্থার পক্ষপাতী।

যদি স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের মনোমিলনের নাম বিবাহ হয়, তাহা হইলে বিবাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে অবস্থা বিশেষে যদি স্ত্রী পুরুষের মনের মিলন না হইয়া উভয়কে মনের আগুণে চিরকাল কাটাইতে হয়, তাহা হইলে চিরকাল মনের জ্বালায় ও অসুখে জীবন যাপন না করিয়া বিবাহ বন্ধন ছেদন করিয়া সুখ সচ্ছন্দে কালবর্ত্তন করা কি উভয়ের পক্ষে মঙ্গলজনক ও উচিত হইবে না? যদি কাহারও স্বামী অথবা স্ত্রী নিজের স্ত্রী বা স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী বা পুরুষের সংসর্গ লাভ করে এবং একবারও নিজের স্ত্রী অথবা স্বামীর প্রতি সদয় নয়নে দৃষ্টিপাত না করে অথবা স্ত্রী বা স্বামীর দুঃখে দুঃখিত না হয়, তাহাহইলে, কেহ যদি এইরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া পুনরায় বিবাহ করিতে চান, তাহা হইলে সকলের পক্ষে তাহার বিবাহের উপায় বিধান করিয়া দেওয়া কি উচিত হইবে না? না এরূপ অবস্থায় তাহাদের পুনরায় বিবাহ করিবার পথ রোধ করা উচিত হইবে? যদি কাহারও স্বামী বা স্ত্রী নিরুদ্দেশ হয় বা পরস্পর মত বিভিন্নতা হেতু চির-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন, তাহা হইলে কি তাঁহাদের পুনরায় বিবাহ করার ইচ্ছা হইলে বিবাহ করা উচিত হইবে না? বিবাহ না করিয়া নিজের মনের দুর্ব্বলতা বশতঃ বিপথগামী হওয়া শ্রেয়ঃ হইবে? যদি স্ত্রীপুরুষের পরস্পর মনো মিলনের নাম বিবাহ হয়, যদি বিবাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া দুঃখের বিষয় না হইয়া সুখের বিষয় হয়, অথবা যদি স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে পুনরায় বিবাহ করা অনুচিত না হয়, তাহা হইলে আমরা যে সমুদায় হতভাগ্য লোকদের কথা উল্লেখ করিলাম তাহাদের বিবাহ ভঙ্গ করিয়া পুনরায় বিবাহ হওয়া যে কেন অনুচিত হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যদি ব্রাহ্মসমাজ সকলের প্রতি সমান ও ন্যায় ব্যবহার করিতে চান, যদি ব্রাহ্মসমাজ দুঃখী ও হতভাগ্য মনুষ্যদের আশ্রয় স্থান হইতে ইচ্ছা করেন, তাহাহইলে এইরূপ অবস্থাপন্ন লোকেরা যাহাতে বিবাহ ভঙ্গ করিয়া পুনরায় বিবাহ করতঃ সুখসচ্ছন্দে কাল যাপন করিতে পারে এবং এরূপ অবস্থায় বিবাহ করিয়া রাজদ্বারে দণ্ডার্হ না হয়, তাহার উপায় বিধান করুন্। যাহাতে তিন আইনের এই দোষ অথবা অভাবটী দূরীভূত হইয়া এ সম্বন্ধে সুব্যবস্থা হইতে পারে, তজ্জন্য সকলকে যত্নবান হইতে হইবে।

শ্রী ভ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য, তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহক ও অন্য কোন প্রকারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অর্থ সাহায্যকারী মহাশয়দিগকে জানাইতেছি যে, আমাদের অফিসে স্বতন্ত্র ২ নম্বরের অর্থাৎ L 31 87411 L 31 87410 নম্বরের ১ খণ্ড ৫ টাকার নোট পাওয়া গিয়াছে। কোথা হইতে কে পাঠাইয়াছেন তাহার কোন নিদর্শন আমাদের নিকট নাই। যদি কাহারো নিকট উক্ত স্বতন্ত্র নম্বরযুক্ত নোট থাকে, আমাদের আফিসে তত্ত্ব করিলে উভয় নোটের গোল মীমাংসিত হইতে পারিবে।

১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট }
১৮৭৯। ২৭ এপ্রেল } শ্রীগণেশ চন্দ্র ঘোষ।

Printed and published, by, B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Samaj Press. 93. College Street, Calcutta. May 1879.